আর ইউ অ্যাফ্রেড অফ দ্য ডার্ক

সিডনি সেলডন

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

গল্প শুরুর আগে....2

পুলিশ হেডকোয়ার্টার....94

কেলি হোটেলে ফিরে এসেছেন....197

কেলি এবং ডায়ানা....311

বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট....409

গল্প শুরুর আগে

০১.

শহরে একসঙ্গে পাঁচজন মানুষের মৃত্যু হল। ভয়ংকর এবং রহস্যজনকভাবে। তাঁদের মধ্যে একটা ব্যাপারে মিল আছে, তারা সকলেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। দুজন মৃতের বিধবারা আসারে নামলেন। একজন বিখ্যাত শিল্পী ডায়না স্টিভেন, অন্যজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুপার মডেল কেলি হ্যারিস। প্রতি পদক্ষেপে তাঁদের আতঙ্কঘন প্রহরের মধ্যে দিয়ে সময় কাটাতে হয়েছে। একে অন্যকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার অপূর্ব সংমিশ্রণে তাঁরা কি শেষ পর্যন্ত এই লড়াইতে জয়যুক্ত হয়েছিলেন, নাকি তাদের পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়? কী আশ্চর্য, যে পুরুষদের তারা ভালোবাসতেন, তাদের মৃত্যু রহস্য অজানা থেকে গেল কি? এক হাড় হিম করা ষড়যন্ত্রের কাহিনী, আরও একবার আমাদের অবাক করে দেয়।

অবতরণিকা

বার্লিন, জার্মানি

সোনঝা ভারব্রুগ ভেবেছিলেন কি, এই পৃথিবীতে আজই তার শেষ দিন? তিনি ব্যস্ত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন পর্যটকদের দিকে। বার বার ভাবছিলেন, না, ভয় পেয়ে কী লাভ? আমাকে এখন ধৈর্য ধরতে হবে।

ফ্রানজের কাছ থেকে একটা খবর এসেছে, কম্পিউটারে। বলা হয়েছে সোনঝা পালিয়ে যাও, হোটেলে চলে যাও। সেখানে গেলে তুমি নিরাপদ, আমি তোমাকে ফোন না করা পর্যন্ত তুমি সেখানেই থাকবে...

মেসেজটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। কেন ফ্রানজ এটা শেষ করেনি? কিছু একটা হয়েছে কি? আগের রাতে সোনঝা শুনেছিলেন, তাঁর স্বামী কারো সাথে ফোনে কথা বলছেন। প্রাইমার নামটা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। যে করেই হোক প্রাইমারকে বাধা দিতে হবে, কে এই প্রাইমার?

শ্রীমতী ভারব্রুগ রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। একটু দূরেই ওই হোটেলটার অবস্থিতি। এখানে শুধুমাত্র মেয়েরা প্রবেশ করতে পারে।

তিনি ভাবলেন, আমি ফ্রানজের জন্য অপেক্ষা করব। ফ্রানজ এলে সব কথা শুনব।

সোনঝা যখন পাশে এগিয়ে গেছেন, হঠাৎ ট্রাফিক আলো লাল হয়ে গেল। মনে হল, কেউ বোধহয় সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। সোনঝা মাটিতে পড়ে গেলেন। উন্মুক্ত আচরণ। একটা লিমুজিন ধাক্কা দিয়েছে। লোজন হৈ-চৈ করতে করতে ছুটে এসেছে।

আপনি ঠিক আছেন?

একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে গেল, দুজন সহকারী নেমে এসেছে। তারা বলল, আমরা এই আহত মহিলার দেখাশোনা করছি।

একটু বাদে সোনঝা ভারব্রুগ নিজেকে অ্যাম্বুলেন্সে দেখলেন। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

সোনঝা বললেন আমি ভালো আছি, আমায় ছেড়ে দিন। অ্যাম্বুলেন্সের দরকার নেই।

একজন সহকারী হাসতে হাসতে বলল- শ্রীমতী ভারব্রুগ, শুয়ে থাকুন, চিন্তা করছেন কেন?

সোন অবাক হয়ে তাকালেন আপনি আমার নাম জানলেন কী করে

মনে হল, একটা হাইপোডারমিক উঁচ তার শরীরে প্রবেশ করেছে। একটু বাদে সব কিছু ঘন অন্ধকার!

.

প্যারিস, ফ্রান্স

মার্ক হ্যারিস ইফেল টাওয়ারের অবজারভেশন ডেস্কে একা বসে আছেন। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। না, সময়টা মোটেই ভালো না।

সিনে নদীর ধারে বিখ্যাত বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সুসজ্জিত উদ্যান। তিনি কেবল প্রাইমারের কথা ভাবছেন। প্রাইমার সম্পর্কে যে আশ্চর্য খবরটা শুনেছেন, তার সত্যতা যাচাই করতে হবে।

বাতাস আরও বেগবতী হয়ে উঠেছে। মার্ক ঘড়ির দিকে তাকালেন, ওরা দেরী করছে কেন? ওরা কেন মধ্যরাতে এখানে আসতে চাইছে? হঠাৎ এলিভেটরের দরজাটা খুলে গেল। দুজন লোক ঢুকে পড়েছে।

মার্ক তাদের চিনতে পেরেছেন, মার্কের মনে আনন্দ দেরী হল কেন?

–মার্ক দুঃখিত, হতচ্ছাড়া বৃষ্টিটাই আটকে দিল।

–ওয়াশিংটনের মিটিং-এর কী খবর?

–সে বিষয়ে কথা বলতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, আজ সকালে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছে।

ওরা কথা বলছিল, হঠাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি মার্কের পেছনে এসে দাঁড়াল। দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল। ভোঁতা ধাতব খণ্ড দিয়ে মার্কের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করা হল। তারপর তার আহত শরীরটা ঠেলে ফেলে দেওয়া হল। আটত্রিশতলা থেকে শরীরটা ক্রমশ নীচে নেমে এল।

.

ডেনভার, কলোরাডো

গ্যারি রেনল্ডস ভ্যাঙ্কুবারের কাছে একটা বিচ্ছিরি জায়গায় বড়ো হয়েছেন। তিনি ছোটো থেকেই ছিলেন বেপরোয়া। আকাশে উড়তে ভালোবাসতেন। যত্নে প্রশিক্ষণ নিলেন। পাইলট হবার স্বপ্ন সফল করলেন।

প্লেনটাতে এমন ককপিট আছে, যেখানে দুজন পাইলট থাকতে পারে। কিন্তু আজ সহকারী পাইলট বলতে কেউ নেই।

রেনল্ডস ভাবলেন।

তাকে কেনেডি এয়ারপোর্টে যেতে হবে। ডেনভারের কেউ এই ব্যাপারটা ভাবতেই পারবে না, প্রাইমার বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। সারারাত বোনের বাড়িতে কাটাবেন। সকালবেলা যাত্রা শুরু হবে।

রেডিয়োতে একটা শব্দ শোনা গেল।–আমরা কন্ট্রোল টাওয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ডেনভার ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্ট, শুনতে পাচ্ছেন তো?

গ্যারি রেনল্ডস বোতামটা টিপে বললেন- হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, রাস্তা পরিষ্কার করুন।

-ঠিক আছে।

পনেরো মাইল উত্তর পূর্বে আছে, ডেনভার এয়ারেগোর্ট, পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে।

পরিষ্কার আকাশ ঘন নীল, আবহাওয়াতে কোনো গোলমাল নেই।

কিছুক্ষণ নীরবতা, আবার টাওয়ার থেকে শব্দ ভেসে এল হ্যাঁ, আমি বলছি, ২৬ নম্বর রানওয়েতে বিমানটি অবতরণ করাবেন।

–ঠিক আছে।

গ্যারি রেনল্ডসের মনে হল, হঠাৎ এই প্লেনে বোধহয় কোনো বিপর্যয় ঘটে গেছে। তিনি ককপিটের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। শক্তিশালী একটা মেঘ উড়ে আসছে। এক সেকেন্ডের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ল এই বিমানটি। অসহায়ভাবে একবার এদিক ওদিক করল। উনি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন বিমানের গতিপথে ফিরে আসতে। না, সম্ভব নয়। কিছুতেই আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না, রেডিও বোতামে হাত দিলেন।

দরকারি খবর আছে।

কী হয়েছে?

গ্যারি রেনল্ডস চীৎকার করছেন মাইক্রোফোনে আমি প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েছি। অসম্ভব ঝড়। হ্যারিকেন মনে হচ্ছে।

–ডেনভারের থেকে আপনি মাত্র সাড়ে চার মিনিট দূরে আছেন। কই আমাদের স্ক্রিনে। তো ঝড়ের চিহ্ন মাত্র নেই।

-আঃ, স্ক্রিনে কী হচ্ছে তা নিয়ে আমি চিন্তা করব কেন?

–হয়তো... হয়তো...

আর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না, র‍্যাডার স্ক্রিন থেকে বিমানটা হারিয়ে গেল।

.

ম্যানহাট্টান, নিউইয়র্ক

ভোর হয়েছে, ম্যানহাট্টান বীচ, ইসটু রিভার, পুলিশ অফিসাররা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাদা পোশাকের ডিটেকটিভ এসেছেন। মৃতদেহটা পাওয়া গেছে। জলের মধ্যে ডুবছে আর ভাসছে।

ডিটেকটিভ আর্ল গ্রিনবার্গ এগিয়ে এলেন। তিনি ম্যানহাট্টান স্কোয়াড থেকে এসেছেন। তাকে এখন অনেকগুলো কাজ করতে হবে। ছবি নেওয়া শুরু হয়েছে। আহা, কীভাবে ঘটনাটা ঘটে গেছে।

কার্ল ওয়ার্ড হলেন মেডিকেল পরীক্ষক। তার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তিনি ট্রাউজারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। ডিটেকটিভ আর্ল গ্রিনবার্গকে আমরা পেশাদারী ভদ্রলোক বলতে পারি। অত্যন্ত ভালো রেকর্ড আছে তাঁর। আরেক ডিটেকটিভ রবার্টের মাথার চুল ধূসর হয়ে গেছে।

ওয়ার্ড গ্রিনবার্গকে বললেন- আর্ল, কাজ শেষ হয়েছে।

–আমরা কী পেয়েছি?

-বুঝতে পারছি না, কীভাবে মৃত্যুটা হয়েছে, গলা কেটে মেরে ফেলা হয়েছে। পায়ে আঘাতের ছাপ আছে। মনে হচ্ছে পায়ের কটা হাড় ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

কখন মৃত্যুটা হয়েছে বলে মনে হয়।

ওয়ার্ড ওই মৃতের মুখের দিকে তাকালেন বলতে পারছি না। মধ্যরাতেই বলে মনে হচ্ছে। মর্গের রিপোর্ট পেলে আমি সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারব।

গ্রিনবার্গ আবার মৃতদেহটার দিকে তাকালেন, ধূসর রঙের জ্যাকেট, ঘন নীল ট্রাউজার, হালকা নীল টাই, বাঁ হাতে একটা অত্যন্ত দামী ঘড়ি আছে।

লোকটা কে? কী পরিচয়? সবকিছু সাবধানে জানতে হবে।

উনি মৃতের পকেটে হাত দিলেন। একটা চিরকুট পাওয়া গেল। লেখা আছে ওয়াশিংটন, সোমবার, সকাল দশটা, প্রাইমার।

উনি অবাক হয়ে গেলেন। গ্রিনবার্গ আরেকটা পকেটে হাত দিলেন। আরেকটা চিরকুট পাওয়া গেল। ইটালীয় ভাষাতে লেখা।

একজন পুলিশ অফিসারকে বলা হল- আপনি এর মানে উদ্ধার করুন তো?

উনি পড়তে থাকলেন- শেষ সুযোগ, এখনই আমার সঙ্গে দেখা করো, না হলে সব হাতের বাইরে চলে যাবে।

রবার্ট অবাক হয়ে তাকালেন মাফিয়াদের আক্রমণ? এইভাবে, প্রকাশ্য দিবালোকে।

গ্রিনবার্গ বললেন- হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

মৃতের অন্যান্য পকেটে হাত দেওয়া হল।

ওয়ালেট পাওয়া গেল, টাকায় ভর্তি।

–এত টাকা? কিন্তু টাকা তো চুরি যায়নি? এই লোকটার নাম রিচার্ড স্টিভেন্স।

এক ডিটেকটিভ অবাক হয়েছেন খবরের কাগজে এই ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছু কথা বেরিয়েছিল।

গ্রিনবার্গ বললেন– না, ওঁর বউ ডায়না স্টিভেন্স, উনি এখন কোর্টে আছেন, টনি মার্ডার ট্রায়ালে অভিযুক্ত।

এক ডিটেকটিভ বললেন হ্যাঁ, খেলাটা এবার জমে উঠেছে।

তারা সকলে রিচার্ড স্টিভেন্সের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছেন।

.

০১.

ডাউনটাউন, ম্যানহাট্টান, কোর্ট রুম

সুপ্রিম কোর্টের ৩৭ নম্বর ঘর। বিচার চলেছে। অ্যানথনির কোর্টরুমে অনেক মানুষের ভিড়।

অ্যানথনিকে দেখা গেল, হুইল চেয়ারে বসে আছেন। বিবর্ণ চেহারা, কিন্তু চোখ দুটো জীবন্ত। মাঝে মধ্যে তিনি ডায়ানা স্টিভেন্সের দিকে তাকাচ্ছেন, চোখ থেকে ঘৃণা উপচে পড়ছে।

তার পাশে জ্যাক রুভেন্স টাইনস, তার ডিফেন্স অ্যাটর্নি। রুভেন্স টাইনসের দুটো বিষয়ে খ্যাতি আছে। অত্যন্ত উঁচু মানুষদের সাথে যোগাযোগ, এ-ছাড়া তার অধিকাংশ মক্কেল কেসে ছাড়া পেয়ে যায়।

রুভেন্স টাইনসের চেহারাটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেঁটে খাটো চেহারার মানুষ। মনে কল্পনা আছে।

আইনজীবীরা এবার সওয়াল জবাব শুরু করবেন। ডায়ানা স্টিভেন্স, বছর ত্রিশ বয়স। আভিজাত্যের ছাপ আছে। চুলের রং সোনালী। সবুজ চোখ। চেহারাটা আবেদনী।

সুন্দর কালো পোশাক পরেছেন। রুভেন্স টাইনস জানেন, এইভাবে মেয়েটি হয়তো জুরিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন।

রুভেন্স টাইনস সময় নিলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সাক্ষ্যদানের বাক্সের দিকে। শান্তভাবে বললেন–শ্রীমতী স্টিভেন্স, গতকাল আমি যেখানে শেষ করেছিলাম, অক্টোবরের ১৪ তারিখ, আপনি হেনরী হাডসন পার্কওয়ে থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলেন। ১৫০ স্ট্রিটের পাশে এলেন। ফোক ওয়াশিংটন পার্কে যাবার ইচ্ছে ছিল।

-হ্যাঁ, কণ্ঠস্বর কোমল এবং আবেদনী।

–আপনি ওখানে থামলেন কেন?

–আমি প্রধান রাস্তা থেকে একটা গলিতে ঢুকতে চেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম কেউ হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারে। গাড়িটা খারাপ হয়েছিল।

–আপনি কি কোনো অটোক্লাবের মেম্বার?

–হ্যাঁ।

–আপনার গাড়িতে ফোন আছে?

–হ্যাঁ।

–আপনি কেন অটোক্লাবকে ফোন করলেন না?

–আমি ভেবেছিলাম অনেকটা সময় লাগবে।

–কেবিন ঠিক ছিল?

–হ্যাঁ।

–আপনি কেবিনে গেলে সাহায্য পেতেন।

ঠিক বলেছেন।

বাইরে আলো ছিল?

–হ্যাঁ, বিকেল পাঁচটা।

আপনি পরিষ্কার দেখলেন?

–হ্যাঁ।

–কী দেখলেন মিসেস স্টিভেন্স?

–আমি অ্যানথনিকে দেখতে পেলাম।

–তাকে কি আপনি আগে দেখেছিলেন?

–না।

–তাহলে কী করে বুঝলেন যে উনিই অ্যানথনি?

–আমি খবরের কাগজে ওনার ছবি দেখেছি।

–তাহলে? ছবি দেখে চিনতে পেরেছেন।

–হ্যাঁ।

–কেবিনে কী দেখলেন?

ডায়ানা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালেন। বললেন– ঘরে চারজন মানুষ ছিল। একজন চেয়ারে বসে ছিল, তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। অ্যানথনি প্রশ্ন করছিলেন। দুজন পাশে দাঁড়িয়েছিল। অ্যানথনির হাতে একটা বন্দুক ছিল, তিনি কিছু বলার চেষ্টা করলেন। লোকটার মাথায় গুলি করলেন।

জ্যাক রুভেন্স টাইনস জুরিদের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, তাদের চোখমুখ থমথম করছে।

–মিসেস স্টিভেন্স, এরপর আপনি কী করলেন?

আমি আমার গাড়িতে ফিরে এলাম। সেলফোন থেকে ৯১১ ফোন করলাম।

–তারপর?

–আমি গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

–ওই ভাঙাচোরা টায়ার নিয়ে?

হ্যাঁ।

পুলিশের জন্য অপেক্ষা করলেন না কেন?

ডায়ানা চারদিকে তাকালেন। তারপর বললেন– আমি ওখানে থাকতে সাহস পাচ্ছিলাম না,, আমি ভাবছিলাম কেবিন থেকে ওই লোকটা হয়তো বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং আমাকে মেরে ফেলবে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, রুভেন্স টাইনের কণ্ঠস্বর শান্ত। কিন্তু পুলিশ যখন **৯১১** কল শুনল, তারা কেবিনে গেল, সেখানে কেউ ছিল না। মিসেস স্টিভেন্স, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

–আমি কী করে জানব?

–আপনি তো একজন শিল্পী তাই না মিসেস স্টিভেন্স?

–হ্যাঁ।

–আপনি কি এই কাজে সফল?

–হ্যাঁ, কিন্তু তার সঙ্গে এই কেসের কী সম্পর্ক?

–একটু প্রচার তাই তো? টেলিভিশনে আপনার দিকে সকলে তাকিয়ে থাকবে, খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আপনার ছবি।

ডায়ানা রেগে গেছেন- আমি একাজ কখনোই করব না। আমি কি একটা সাধারণ মানুষকে মেরে ফেলতে পারি?

না, এই শব্দটা সম্পর্কে আপত্তি আছে শ্রীমতী স্টিভেন্স। আমি প্রমাণ করব আজ যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তিনি নিরাপরাধ। আমার কথা বলা শেষ হয়ে গেছে।

ডায়ানা স্টিভেন্স তাকালেন, বললেন আমি কী এখন যেতে পারবো।

কাউকে সঙ্গে দেব?

না, দরকার নেই।

উনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, পার্কিং গ্যারেজের দিকে পা রাখলেন। অ্যাটর্নির কথা তার কানে বাজছে। আপনি একজন শিল্পী তাই না? অতিরিক্ত প্রচার?

না, ব্যাপারটা মন থেকে সরাতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে, উনি এখন বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছেন।

.

লাল আলো জ্বলে উঠেছে। ডায়ানা ব্রেক কষলেন। কালো পোশাক পরা এক যুবা পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি হারিয়ে গেছি, আপনি কি আমাকে পথ দেখাবেন?

ডায়ানা তাকালেন।

কীভাবে আমি হল্যান্ড টানেলে যাব বলবেন কি? কথার মধ্যে ইতালীয় ছাপ আছে।

–প্রথমে ডানদিকে যান...

ওই ছেলেটি হাত তুলল, সাইলেন্সর লাগানো একটা বন্দুক।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসুন, তাড়াতাড়ি।

ডায়ানার মুখ বিবর্ণ- ঠিক আছে।

উনি গাড়ি থেকে নেমে এলেন। লোকটা পেছন দিকে ফিরল, ডায়ানা একসেলেটারে চাপ দিলেন। গাড়িটা অত্যন্ত দ্রুত সামনের থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বুলেট এসে আঘাত করল। কাঁচের জানলা ভেঙে গেল। আবার আরেকটা বুলেটের আঘাত। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়েছে।

ডায়ানা স্টিভেন্স পাগলের মতো গাড়ি চালাচ্ছেন। তিনি জানেন, এইভাবে গাড়ি হাইজ্যাক করা হয়। তবে ব্যাপারটা এত সহজে ঘটে না।

তাহলে? ওই লোকটা কি আমাকে মারতে চেয়েছে। কিন্তু কেন? ডায়ানা সেলফোন থেকে ৯১১ ডায়াল করলেন। দু-মিনিট বাদে অপারেটরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বলুন কী দরকার?

ডায়ানা সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। উনি জানেন এটা বৃথা। ওই লোকটা নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে।

আমি এখানকার একজন অফিসারকে খবর দিচ্ছি। আপনার নাম ঠিকানা ফোন নম্বর দেবেন কি?

ডায়ানা সবকিছু দিলেন। তিনি জানলা দিয়ে তাকালেন। অবাক হলেন। রিচার্ডকে পাওয়া যাবে কি? সবকথা খুলে বলতে হবে।

হঠাৎ একটা ধারণা তার মনে এল, ওই লোকটা কি আমার জন্য অপেক্ষা করছে? নাকি এটা নেহাতই একটা সমাপতন।

রিচার্ডের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল মনে পড়ল, বলা হয়েছিল- ডায়ানা, তুমি এর মধ্যে নিজেকে জড়িও না, বিপদের সম্ভাবনা আছে।

-না-না, ভয় নেই, ওই লোকটাকে নিশ্চয়ই ফাঁসি দেওয়া হবে। অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

–কিন্তু ওর বন্ধুরা আছে, ওরা ভয়ংকর।

রিচার্ড, আমি এখন কী করে পিছিয়ে আসব?

ডায়ানা ভাবলেন, না, এই ব্যাপারে যুক্ত থেকে লাভ নেই।

ডায়ানার গাড়ি এখন হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি ৬৭০ ফিট স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ পৌঁছে গেলেন। গাড়িটাকে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে রাখতে হবে। শেষ পর্যন্ত নিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। সবকিছু শান্ত এবং স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

অ্যাপার্টমেন্টটা ভালো, ডুপ্লেট ধরনের। মস্ত বড়ো লিভিংরুম আছে, বিরাট জানলা, মার্বেল দিয়ে তৈরি একটা ফায়ার প্লেস। সুন্দর সাজানো সোফা, আঁরাম চেয়ার, বুককেস, টেলিভিশন স্ক্রিন। দেয়ালে নানা রঙের কারুকাজ। ভালোভাবে বেঁচে থাকার চমৎকার সমারোহ।

একটা বেডরুম আছে দোতলাতে। বাথরুম, অতিথিদের থাকার জন্য আলাদা একটা বেডরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আছে একুটকরো সুন্দর অলিন্দ যেখানে ডায়ানা বসে ছবি আঁকেন। দেয়ালে তার আঁকা বেশ কয়েকটা ছবি ঝুলছে। ঘরের মধ্যে একটা ইজেল আছে, অসমাপ্ত একটি পোর্ট্রেট।

ডায়ানা এখন কী করবেন? তিনি অর্ধসমাপ্ত ছবিটা সরিয়ে ফেললেন। ক্যানভাসটা এখন একেবারে ফাঁকা। তিনি ওই লোকটার ছবি আঁকতে শুরু করলেন, যে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। দুটো হাত ঠকঠক করে কাঁপছে, ছবিটা মোটেই ভালো হল না।

.

ডিটেকটিভ আর্ল গ্রিনবার্গ বললেন– এই কাজটা করতে আমি ভালোবাসি না। তারা ডায়ানা স্টিভেন্সের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চলেছেন।

রবার্ট বললেন– ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা দরকার। কিন্তু আমরা ওনাকে কী বলব?

আর্ল গ্রিনবার্গ হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন। জনৈক মিসেস স্টিভেন্সকে খবর দিতে হবে, দুর্ঘটনাতে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে।

ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর। এইসব খবর দিতে গেলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

ডিটেকটিভরা স্টিভেন্সে বাড়ির দরজায় আঘাত করলেন। দরজা খুলে গেল, স্টিভেন্সের স্ত্রী বেরিয়ে এসেছে। একজন গোয়েন্দা প্রশ্ন করলেন

ডোডারবেলের শব্দ, ডায়ানা ইন্টারকমে জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি কে?

ডিটেকটিভ আর্ল গ্রিনবার্গ, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

পুলিশ এসে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি?

ডায়ানা বাজারে হাত দিলেন। গ্রিনবার্গ হলওয়েতে প্রবেশ করছেন।

–হ্যালো? মিসেস স্টিভেন্স?

বাঃ, খুব তাড়াতাড়ি এসেছেন তো। আমি লোকটার ছবি আঁকার চেষ্টা করছি, তার চোখের রং বাদামী, গলায় একটা ছোট্ট তিল আছে। তার বন্দুকে সাইলেন্সার লাগানো ছিল।

গ্রিনবার্গ অবাক হয়ে গেছেন– আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমার গাড়িটা চুরি করার চেষ্টা হয়েছিল। আমি ৯১১ ফোন করেছিলাম। তিনি ডিটেকটিভের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন– আপনারা সেই ব্যাপারে এসেছেন তাই তো?

গ্রিনবার্গ বললেন– না, আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

–আসুন। গ্রিনবার্গ অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলেন। এবার ডায়ানার অবাক হবার পালা– তাহলে? কোনো কিছু ভুল হয়েছে।

–হ্যাঁ, আমি দুঃখিত, একটা খারাপ খবর আছে। আপনার স্বামী সম্পর্কে।

কী খবর?

তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

কী ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট?

–গতরাতে তার মৃত্যু হয়েছে মিসেস স্টিভেন্স, আমরা ইস্টটিরভার নদীতে একটা মৃতদেহ পেয়েছি।

ডায়ানা তাকালেন অনেকক্ষণ, মাথা নাড়লেন। মনে হচ্ছে, আপনারা ভুল লোককে সনাক্ত করেছেন। আমার স্বামী এখন ল্যাবোরেটরীতে কাজে ব্যস্ত আছে।

ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তবুও ডিটেকটিভ জানতে চাইলেন মিসেস স্টিভেন্স, আপনার স্বামী গতকাল রাত্রে বাড়ি এসেছিলেন?

-না, মাঝে মধ্যে রিচার্ড সারা রাত ধরে ল্যাবরেটরীতে কাজ করে। সে একজন বিজ্ঞানী।

ডায়ানা আরও উত্তেজিত।

-মিসেস স্টিভেন্স, আপনি কি জানেন আপনার স্বামী মাফিয়া চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

–মাফিয়া? আপনি কী পাগল?

–আমরা প্রমাণ পেয়েছি।

–দেখি আপনার পরিচিতি পত্র।

–অবশ্যই, ডিটেকটিভ গ্রিনবার্গ তাঁর পরিচয় পত্র দেখালেন। ডায়ানা দেখে ফেরত দিলেন। তারপর বললেন- লোকে কি এইজন্য আপনাদের পুষছে? আমার স্বামীর সম্পর্কে একথা কেন বলছেন? সে মারা যান নি, ল্যাবোরেটরীতে কাজে ব্যস্ত আছে।

গ্রিনবার্গ ডায়ানার চোখের দিকে তাকালেন। বললেন মিসেস স্টিভেন্স, আমি কি আপনার দেখাশোনার জন্য কাউকে পাঠাব?

না, আপনি কারোর সাহায্য নিন।

–মিসেস স্টিভেন্স?

গ্রিনবার্গ তার বিজনেস কার্ডটা ডায়ানার হাতে তুলে দিলেন। বললেন- কথা বলার ইচ্ছে থাকলে এখানে ফোন করবেন।

তিনি দরজা দিয়ে বাইরে এলেন। গ্রিনবার্গ ভাবলেন, না, ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গেল।

.

ডিটেকটিভ আর্ল গ্রিনবার্গ চলে গেলেন। ডায়ানা সদর দরজাটা বন্ধ করলেন। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বোকা, ভুল জায়গাতে এসে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। এই লোকর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকালেন। রিচার্ডের আসবার সময় হল। এবার ডিনার তৈরি করতে হবে।

ডায়ানা কিচেনে ঢুকে পড়লেন। কাজে মন দিলেন।

.

রিচার্ড যে কাজ করেন, তার মধ্যে গোপনীয়তার ছাপ থাকে। ডায়ানা কখনও রিচার্ডকে বিরক্ত করতে ল্যাবোরেটরীতে যায় না। যখনই রিচার্ডের ফিরতে দেরী হয়, ডায়ানা জানেন, আজ নতুন একটা আবিষ্কারের ব্যাপার আছে। আটটা বাজল, খাবার তৈরি হয়েছে। দারুণ হয়েছে খাবারটা। রিচার্ড এটা ভালোভাসে। রাত্রি দশটা, রিচার্ড এখনও এল না কেন? ডায়ানা খাবারটা ফ্রিজে তুলে রাখলেন। এবার কী করা যেতে পারে? রেফ্রিজারেটারের দরজায় একটা চিরকুট লাগিয়ে দিলেন- ডার্লিং, ফ্রিজের ভেতর খাবার আছে। তুমি এসে আমার ঘুম ভাঙিও।

রিচার্ড নিশ্চয়ই ফিরে এসে খেতে চাইবে।

ডায়ানার মনে হল, ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে। তিনি একটা নাইট গাউন পরলেন। দাঁত মাজলেন। বিছানাতে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রি তিনটে, হঠাৎ ডায়ানার ঘুমটা ভেঙে গেল।

.

০২.

এখনও সকাল হয়নি, শীতের হাওয়া, রিচার্ড মারা গেছে, রিচার্ডের সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না? রিচার্ডের কণ্ঠস্বর আর আমি শুনতে পাবো না? তার শরীরের উষ্মতা? এটা আমারই ভুল, আমি কেন কোর্ট রুমে গেলাম? রিচার্ড তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো। তুমি আমার জীবনের সবকিছু ছিলে।

–এখন ডায়ানা কী করবেন? তিনি কী মরে যাবেন? তিনি কী একটা ছোটো বলের মতো হয়ে যাবেন? তিনি কী চোখের সামনে থেকে দূরে চলে যাবেন?

অনেক কথাই মনে পড়ল, কীভাবে রিচার্ড তাকে নতুন জীবন দিয়েছিল।

.

ডায়ানা বেড়ে উঠেছিলেন স্যান্স পয়েন্টে। নিউইয়র্কে। যেখানে অভিজাত মানুষেরা বসবাস করে। তার বাবা ছিলেন সার্জেন্ট, মা একজন শিল্পী। তিন বছর বয়স থেকে ডায়ানার ছবি আঁকার পাঠ শুরু। সেন্ট পলস বোর্ডিং স্কুলে ছিলেন। কলেজে এলেন, অঙ্ক প্রফেসারের সঙ্গে ছোট্ট একটা সম্পর্ক। এটা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি।

শিল্পকলা ভালোবাসতেন। যে কোনো ছবির আসরে যেতেন। ডায়ানা শেষ অবধি গ্রাজুয়েট হলেন, নিজের ছবি বিক্রি করা শুরু করলেন। উদীয়মান আর্টিস্ট হিসেবে এখন তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই সময় বসন্তকালে ফিফথ এ্যাভেনিউর আর্ট গ্যালারিতে ডায়ানার চিত্র প্রদর্শনীর আসর বসল। অসম্ভব সফলতা। ওই আর্ট গ্যালারির মালিকের নাম পল ডেকন, তিনি এক বিশিষ্ট মানুষ। ডায়ানাকে সাহায্য করলেন।

একদিন, ডেকন মুখে হাসি এনে ডায়ানাকে বললেন- ধন্যবাদ, বেশির ভাগ ছবি বিক্রি হয়ে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যে আমরা আরেকটা ছবির প্রদর্শনী করব।

উনি ডায়ানার পিঠে হাত রেখে বললেন– অসম্ভব সফলতা।

ডায়ানা অটোগ্রাফে সই দিচ্ছিলেন। একজন হঠাৎ ডায়ানার কাছে একটা বাজে প্রস্তাব রাখলেন। তিনি বললেন- আপনার শরীরটা তো সাংঘাতিক।

ডায়ানা রেগে গেলেন এই কথা শুনে। কিছু বলার চেষ্টা করলেন। না, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, ছ-ফুটের মতো লম্বা, সুন্দর চেহারা, সোনালী চুল, নীল চোখ। ভালো একটা স্যুট পরেছেন। সাদা শার্ট। বাদামী টাই।

আরেকজন এসে গেছেন, কথা বলার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রথমজন জিজ্ঞাসা করলেন– কখন থেকে আপনার ছবি আঁকার কাজ শুরু হয়েছে?

ছোটাবেলা থেকেই, আমার মা ছিলেন একজন শিল্পী।

ভদ্রলোকের মুখে হাসি। আমার মা একজন রাঁধুনি, কিন্তু আমি রান্না করতে জানি না। আমার নাম রিচার্ড স্টিভেন্স।

তখনই পল ডেকনকে দেখা গেল। পল বললেন মি. স্টিভেন্স, এই হল আপনার ছবি।

এবার ডায়ানার অবাক হবার পালা।

–আপনি আমার তিনটে ছবি কিনেছেন?

–আমার অ্যাপার্টমেন্টে আপনার আরও দুটি ছবি আছে।

–আমার খুবই ভালো লাগছে।

–আমি প্রতিভার সম্মান করি।

–অনেক ধন্যবাদ।

–আপনি হয়তো ব্যস্ত আছেন। আমি এখন আসছি।

ডায়ানা বললেন না। আমি ভালোই আছি।

মুখে হাসি মিস ওয়েস্ট, আপনি একটা সাহায্য করবেন?

ডায়ানা ভদ্রলোকের বাঁ হাতের দিকে তাকালেন। না, সেখানে বিয়ের কোনো চিহ্ন নেই।

কাল রাতে আমি একটা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি। আপনি কি ফাঁকা আছেন?

ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। কিন্তু... একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ...ভীষণ বিপদের ব্যাপার

শেষ অবধি ডায়ানা বলেছিলেন- ঠিক আছে আমি সঙ্গে যাব।

.

সন্ধ্যেটা ছিল উজ্জ্বল। রিচার্ড স্টিভেন্সকে এক আবেদনী পুরুষ বলা যেতে পারে। তিনি শিল্প এবং সংগীতের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। ডায়ানা তার প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করলেন।

সন্ধ্যেটা শেষ হয়ে গেল, রিচার্ড জানতে চাইলেন- কালকে আপনি ফাঁকা আছেন?

এবার আর কোনো চিন্তা ভাবনা নয়- হ্যাঁ, আছি।

পরের দিন তাদের দেখা গেল শহরের এক শান্ত রেস্টুরেন্টে।

রিচার্ড তার ফেলে আসা দিন যাপনের গল্পকথা শোনালেন। শিকাগোতে জন্ম, বাবা ছিলেন স্থপতি, বাড়িঘরের নকশা তৈরি করতেন। সারা পৃথিবীতে। মার সাথে তিনি নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, একাধিক বিদেশী বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। অনায়াসে বেশ কয়েকটি ভাষা বলতে পারেন।

-এখন আপনি কী করেন? ডায়ানা জানতে চেয়েছিলেন।

আমি কিনসে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের হয়ে কাজ করি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীরা এই সংগঠনটি গড়ে তুলেছেন।

ব্যাপারটা উত্তেজক।

–হ্যাঁ, আমরা তথ্য প্রযুক্তির নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করি। ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করবো। কিন্তু সবকথা আপনাকে গুছিয়ে বলতে পারছি না!

ডিনার শেষ হয়ে গেল, রিচার্ড ডায়ানাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। হাতে হাতে রেখে বললেন- সন্ধ্যেটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

রিচার্ড চলে গেলেন, ডায়ানা ভাবলেন, পৃথিবীর সব পুরুষ নেকড়ে নয়!

.

এবার তাদের নানা জায়গাতে একসঙ্গে দেখা গেল, রাতের পর রাত, প্রতিবার ডায়ানার মনে হয়, রিচার্ডের মধ্যে একটা আগুন আঁচ আছে।

শুক্রবারের সন্ধ্যে, রিচার্ড বললেন শনিবার একটা দলের খেলা হবে। আপনি কি দেখতে আসবেন?

ডায়ানা জবাব দিয়েছিলেন- হ্যাঁ, আমি অবশ্যই খেলা দেখতে ভালোবাসি।

পরের দিন সকালবেলা, ডায়ানা অবাক হয়ে দেখলেন, রিচার্ড একমনে ওদের খেলা শেখাচ্ছেন। রিচার্ডের এই রূপটা দেখে ডায়ানা সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

শেষ অবধি ডায়ানার মনে হয়েছিল, আমি বোধহয় এই মানুষটিকে ভালোবেসে ফেলেছি।

.

কয়েক দিন কেটে গেছে, ডায়ানা কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খাচ্ছিলেন। তারা এক জিপসী জ্যোতিষীর পার্লারের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ডায়ানা বললেন দেখি আমার ভাগ্য কী বলছে।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, ডায়ানা এক জিপসী মহিলার সামনে বসে আছেন, ওই মহিলার দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। মাথার ওপর একটা নোংরা শাল।

ব্যাপারটা খুবই খারাপ ডায়ানা ক্ষণমুহূর্ত ভেবেছিলেন। আমি কেন এই দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

তিনি জানতে চেয়েছিলেন রিচার্ডকে বিয়ে করলে বিবাহিত জীবনটা সুখের হবে কি না। নেহাতই এটা একটা কৌতুক।

ভদ্রমহিলা কতগুলো তাসের ওপর চোখ বুলালেন। তারপর বললেন- হ্যাঁ, এটা হল ভালোবাসার তাস।

ডায়ানা হাসলেন– এটার সাহায্যে আমার ভাগ্য বলা যাবে কি?

-হ্যাঁ, এই তিনটি তাস আপনার ভাগ্য বলে দেবে। আপনি চোখ বন্ধ করে একটি তাসে হাত দেবেন।

ডায়ানা জানতে চেয়েছিলেন, কোন্ তাসে কী লেখা আছে?

সোনালী দাঁতে হাসির ঝিলিক ফাঁসি হওয়া পুরুষ, শয়তান, মৃত্যুর জিঘাংসা।

ডায়ানার শরীরে শীতল শিহরণ, তিনি একটা তাসে হাত দিলেন। কী আশ্চর্য সেখানে লেখা আছে মৃত্যুর জিঘাংসা।

ডায়ানা উঠে দাঁড়ালেন, রেগে গিয়ে বললেন- আমি আপনার এসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না।

ভদ্রমহিলার মুখে আবার হাসি- আপনি বিশ্বাস না করলে কী হবে? যা ঘটবার তা তো ঘটবেই।

.

০৩.

বার্লিন, জার্মানি

পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট অটো শিফার, দুজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার, এবং অ্যাপার্টমেন্ট লিজিং- এর কর্তৃপক্ষ এরকারল গোয়েজ তাকিয়ে আছেন নগ্নিকা ওই মহিলার শরীরের দিকে। বাথটবের ভেতর শরীরটা শোয়ানো আছে, গলায় ছুরির দাগ।

পুলিশ প্রধান বললেন- নামটা জানা গেছে?

–সোনঝা ভারব্রুগ, স্বামীর নাম কার্ল ভারব্রুগ, তিনি একজন বিজ্ঞানী।

–এই মহিলা কি তার স্বামীর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টে বাস করতেন।

সাত বছর ধরে, ভাড়াটে হিসেবে যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল তাদের। ঠিক সময় ভাড়া দিতেন। কখনও কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেননি। সকলেই তাদের ভালোবাসতেন।

ভদ্রলোক গড়গড় করে বলে চলেছেন।

শ্রীমতী ভারব্রুগ কী কোনো কাজ করতেন?

–হ্যাঁ, উনি সাইভারলিন ইন্টারনেট কাফেতে কাজ করতেন। সেখানে লোকেরা এসে কম্পিউটার ব্যবহার করত।

-কীভাবে মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হল?

এই বাথটবের সঙ্গে ঠাণ্ডা জলের কল আছে। আমি মাঝে মধ্যে এসে সেটাকে ঠিক করি। কিন্তু কখনও সেটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না।

তার মানে?

নীচের অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াটে বললেন যে তার সিলিং দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। আমি এখানে এলাম, দরজাতে শব্দ করলাম, কোনো উত্তর পেলাম না। আমি আরেকটা চাবি দিয়ে দরজাটা খুললাম। বাথরুমে এসে এই দৃশ্যটা দেখতে পেলাম।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর আবেগ এবং ভয়ে বুজে গেছে।

একজন ডিটেকটিভ বাথরুমের কাছে গিয়ে বললেন- ক্যাবিনেটের ভেতর আর কোনো লিকারের বোতল পাওয়া গেল না, শুধু ওয়াইন আছে।

পুলিশ প্রধান বললেন- ঠিক আছে, তিনি লিকার বোতলের দিকে তাকালেন, হাতের চিহ্নগুলোর পরীক্ষা করা হয়েছে।

তিনি কারল গোয়েজের দিকে তাকিয়ে বললেন-কার্ল ভারব্রুগ কোথায় আছেন আপনি জানেন কি?

না, সকালবেলা তাকে দেখি, তিনি কাজে বেরিয়ে যান।

আজ সকালে দেখেছেন?

–না।

–কার্ল ভারব্রুগ কোথায় যেতে পারেন?

–না, স্যার। এ বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই।

পুলিশ প্রধান এবার ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে বললেন- অন্য ভাড়াটেদের সাথে কথা বলুন। দেখুন তো শ্রীমতী ভারব্রুগ এখন কী ধরনের মানসিকতার মধ্যে ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিনা। মদ খেতেন কিনা। সব খবর জানতে হবে।

উনি কারল গোয়েজের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি ওর স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন।

কারল গোয়েজ বললেন– আমি জানি না ব্যাপারটা আমাদের কতখানি সাহায্য করবে। একজন ভাড়াটে বলেছেন, গতকাল এখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়েছিল। হয়তো কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উনি বাইরে এসে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সটা চলে গেছে।

পুলিশ প্রধান বললেন- ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে।

–এই লাশটা নিয়ে এখন কী হবে? কারল গোয়েজ জানতে চেয়েছিলেন।

-ডাক্তার এসে পড়লেন বলে। ওই টাবটা খালি করে দিন, গায়ে একটা তোয়ালে ঢাকা দিন।

.

০৪.

মনে হচ্ছে একটা খারাপ খবর আসবে। ব্রীজের ধারে মৃত দেহ।... ডায়ানা স্টিভেন্সের কাছে সময় বুঝি থমকে গেছে। তিনি তাঁর বিরাট অ্যাপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে আছেন, কত স্মৃতির উতরোল। সব আনন্দ হারিয়ে গেছে। রিচার্ড বেঁচে নেই, এখন এটা ঠাণ্ডা ইটের সমারোহ ছাড়া আর কিছু নয়। এটা আর কখনও প্রাণবন্ত হবে না।

ডায়ানা কৌচে বসলেন, চোখ বন্ধ করলেন। রিচার্ড, ডার্লিং, যেদিন আমাদের বিয়ে হয়েছিল, তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি কী উপহার নেব? আমি বলেছিলাম, আমি কিছুই চাই না, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি আসবে এটাই আমার উপহার। আমাকে হেসে জড়িয়ে ধরবে। আমার মনে হয় তুমি এখানেই আছে। প্রতিটি জায়গায় আমি তোমার স্পর্শ বুঝতে পারছি। তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি।

ডায়ানা আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না, দুচোখে তখন জলের ধারা!

.

ডায়ানা যখন বুঝতে পারলেন রিচার্ড মারা গেছেন, তিনি অন্ধকার ঘরের ভেতর কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলেন। টেলিফোন ধরেননি। দরজা খোলেননি। মনে হয়েছিল তিনি বুঝি আহত একটা জন্তু। লুকিয়ে আছেন। যন্ত্রণাটা একাই সহ্য করেছিলেন।

রাত ভোর টেলিফোনটা বেজেই চলল, ডোরবেলের শব্দ, ডায়ানা দরজা খুললেন।

ডায়ানার প্রিয়তমা বান্ধবী, ক্যারোলিন, এসে গেছেন, উনি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন- তোকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো? আমরা সবাই তোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।

–আমি দুঃখিত ক্যারোলিন, আমি এই আঘাতটা সহ্য করতে পারছি না।

ক্যারোলিন ডায়ানার হাতে হাত রাখলেন। কিন্তু দেখ, আমাদের মধ্যে তোকে বেঁচে থাকতে হবে। রিচার্ডের জীবন তত শেষ হয়ে গেছে। তোর জীবন এখনও পড়ে আছে। ভালোবাসার মানুষদের ওপর দরজা বন্ধ করিস না, কেমন? আমি এখন থেকে মাঝে মধ্যে তোর কাছে আসব।

.

রিচার্ড এবং ডায়ানার বন্ধুরা বারবার টেলিফোন করতে থাকলেন। অ্যাপার্টমেন্টে এলেন। ডায়ানার মৃত্যুর ধারাবাহিক গল্প শুনতে লাগলেন।

বলা হল, ডায়ানা এভাবে ভাববার চেষ্টা কর, রিচার্ডের আত্মা এখন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।

–ডার্লিং, ঈশ্বর তাকে ডেকে নিয়েছেন।

রিচার্ড এখন স্বর্গে বাস করছেন।

উনি একটা ভালো জায়গাতে চলে গেছেন।

ডায়ানা আর্তনাদ করার চেষ্টা করেছিলেন।

অসংখ্য মানুষ ডায়ানার সাথে দেখা করতে চাইছে। আর্ট গ্যালারির মালিক পল বেকন এলেন। তিনি ডায়ানার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন- আপনার সঙ্গে দেখা করার কত চেষ্টা করেছি।

–আমি জানি।

রিচার্ডের ব্যাপারটা ভাবলে খুব খারাপ লাগছে। সত্যিকারের ভদ্রলোক ছিলেন। ডায়ানা এভাবে জীবন কাটাতে পারবেন কি? আমরা আপনার আরও হাতের কাজ দেখতে চাই।

না, আমি আর কিছুই করতে পারবো না।

সত্যি ডায়ানা তখন কেমন যেন হয়ে গেছে।

.

পরের দিন, আবার ডোরবেলের শব্দ। ডায়ানা অনিচ্ছুক চিত্তে উঠে গেলেন। কাঁচ দিয়ে দেখলেন, কয়েকজন কিশোর। অবাক হলেন। দরজা খুলে দিলেন। অন্তত দুজন।

একজনের হাতে ফুলের তোড়া।

–গুডমর্নিং মিসেস স্টিভেন্স। সে ফুলের তোড়াটা ডায়ানার হাতে তুলে দিল।

ধন্যবাদ, ডায়ানার মনে পড়ল এরা হল লিটল লীগের সদস্যরা। এই দলটিকে রিচার্ড প্রশিক্ষণ দিতো।

অনেক অনেক ফুল, কার্ড, ই-মেল, এসেছে ডায়ানার কাছে, কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেরা– ডায়ানা একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন।

ছেলেরা ঘরে ঢুকে বলল- আমাদের মন খুবই খারাপ হয়েছে।

আপনার স্বামী কত ভালোবাসতেন আমাদের।

ডায়ানা ভাবতেই পারছেন না, কীভাবে অশ্রু সংবরণ করবেন। শেষ পর্যন্ত ডায়ানা বললেন- হ্যাঁ, তোমাদের জন্য ওঁর গর্বের শেষ ছিল না। তোমরা কিছু খাবে কী?

দশ বছরের একটি ছেলে বললনা, ধন্যবাদ মিসেস স্টিভেন্স, আমরা আপনাকে বলতে এসেছি, স্যার না থাকাতে কতখানি কষ্ট হচ্ছে। আমরা সবাই মিলে পয়সা জমিয়ে ফুল কিনেছি।

-হ্যাঁ, আমরা ভীষণ দুঃখিত।

ডায়ানা ওই বাচ্চা ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন- ধন্যবাদ। রিচার্ড নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে, জানি না সে এখন কোথায় কী অবস্থায় আছে।

ডায়ানা বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

মনে পড়ল, কত সুখের স্মৃতি, রিচার্ড কোচ করাচ্ছে, সে দৃশ্য কী ভোলা যায়!

বাইরে বৃষ্টির শব্দ, এবং বিদ্যুৎপাত। প্রথম বর্ষণ বর্ষার, মনে হল ঈশ্বরের কান্না বুঝি ঝরে পড়ছে পৃথিবীর ওপর!

.

রিচার্ড বলেছিলেন- তুমি পিকনিকে যাবে?

-হ্যাঁ, যাব।

–একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করব, কাল দুপুরে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।

সূর্যদীপ্ত চমৎকার দিন। সেন্ট্রাল পার্কে একটা সুন্দর বনভোজনের আসর, ডায়ানা সেখানে গিয়ে অবাক হয়েছিলেন। কত কী রান্না হচ্ছে! শূয়োরের মাংস, গরুর মাংস আরও কত কী।

কী হল? ভালো লাগছে?

রিচার্ড বার বার ডায়ানার কাছে জানতে চেয়েছিলেন। খাওয়া শুরু হল, খেতে খেতে গল্প। ছোটো খাটো খেলাধুলা। দিনটা আনন্দের মধ্যে কেটে গেল।

.

ডায়ানার অ্যাপার্টমেন্ট, দুটি আগ্রাসী শরীর। একে অন্যকে আলিঙ্গন করছে। ম্যাজিকের খেলাটা এবার বোধহয় শুরু হবে। ডায়ানা চোখ বন্ধ করলেন, মনে হল সমুদ্র সৈকতে ঝড় উঠেছে। উত্তাল তরঙ্গ ছুটে আসছে।

সমস্ত সন্ধ্যেটা তাঁরা এইভাবে কাটিয়েছিলেন। সারারাত কথা বলেছিলেন, পাগলের মতো ভালোবেসেছিলেন, একে অন্যের কাছে হৃদয়ের সবকটা বাতায়ন খুলে দিয়েছিলেন। এমন কিছু অনুভূতি যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সকাল হয়েছে, ডায়ানা ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে ব্যস্ত। রিচার্ড জানাতে চাইলেন- তুমি কি আমায় বিয়ে করবে ডায়ানা?

ডায়ানা বলেছিলেন- হ্যাঁ, আমি রাজি।

.

একমাস বাদে বিয়ের অনুষ্ঠান। একটা উষ্ণ আনন্দঘন মুহূর্ত। বন্ধু বান্ধবদের এবং পরিবারের সকলকে বলা হয়েছিল। ডায়ানা তাকিয়েছিলেন রিচার্ডের উজ্জ্বল মুখের দিকে।

হনিমুন করতে ফ্রান্সে যাওয়া হবে, বিয়ের একসপ্তাহ বাদে। কিন্তু রিচার্ডের কাজের চাপ। রিচার্ড বললেন- একটা নতুন প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। এখন আমি যেতে পারব না। কয়েক মাস পর যাব। তোমার জন্য খারাপ লাগছে।

–ডার্লিং এতে দুঃখ করার কী আছে? কাজের দিকে তো নজর দিতেই হবে।

–তুমি কি আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে?

–হ্যাঁ অবশ্যই খাব।

–ফ্রেঞ্চ ফুড খাবে তো? একটা ভালো ফরাসী রেস্টুরেন্টের সন্ধান আমি জানি। আধঘন্টা বাদে তোমার কাছে আসছি।

তিন মিনিট কেটে গেছে, রিচার্ড বাইরে, উনি বললেন- আমরা একটু এয়ারপোর্টে যাব, আমাদের একজন ক্লায়েন্ট এখানে আছেন। তিনি ইউরোপ যাত্রা করছেন। তাকে বিদায় জানিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ব কেমন?

তারা কেনেডি এয়ারপোর্টে এলেন। রিচার্ড বললেন ওঁর একটা প্রাইভেট প্লেন আছে, এসো আমরা টারম্যাকে যাই।

ওরা সংরক্ষিত অঞ্চলে ঢুকে পড়লেন। একটা চ্যালেঞ্জার দাঁড় করানো আছে।

রিচার্ড বললেন- হ্যাঁ, উনি তো এখানে নেই, আমরা প্লেনে চেপে বসে থাকব।

-ঠিক আছে।

ওনারা প্লেনের ভেতর ঢুকে পড়লেন। ইঞ্জিনটা চালু ছিল।

ফ্লাইট এ্যাটেন্ডেন্স বললেন-শুভ সকাল।

রিচার্ড বললেন গুড মর্নিং।

ফ্লাইট এ্যাটেন্ডেন্স কেবিন ডোরটা বন্ধ করে দিলেন।

ডায়ানা রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন- তোমার ফ্লাইট আসছে কি?

-হ্যাঁ, এক্ষুনি এসে যাবে।

ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

ডায়ানা জানলা দিয়ে তাকালেন, তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, ভয়ে এবং উত্তেজনায় রিচার্ড, প্লেনটা চলতে শুরু করেছে।

রিচার্ড অবাক তুমি ঠিক দেখেছ?

-হ্যাঁ, এক্ষুনি পাইলটকে বলো।

–কি বলব?

–থামাতে।

কী করে থামাবেন উনি? ইঞ্জিন তো চালু হয়ে গেছে।

একমুহূর্তের নীরবতা, ডায়ানা রিচার্ডের দিকে তাকালেন চোখ দুটি বড়ো বড়ো, আমরা কোথায় যাচ্ছি।

-ওঃ আমি কি তোমায় বলিনি? আমরা প্যারিসের দিকে উড়ে চলেছি, তুমি বলেছিলে ফ্রেঞ্চ ফুড খেতে ভালোবাসো?

ডায়ানার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি রিচার্ড, আমি এভাবে কী করে যাব? জামাকাপড় নেই, মেকআপ নেই। না-না আমি যেতে পারব না।

রিচার্ড বলেছিলেন- প্যারিসে তুমি সব পাবে।

ডায়ানা অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন– ওঃ, এজন্য তোমাকে এত বেশি ভালোবাসি।

-তুমি একটা হনিমুন চেয়েছিলে। দেখো এই প্ল্যানটা তোমার কেমন লাগে।

.

০৫.

একটা লিমুজিন দাঁড়িয়ে ছিল ওনাদের হোটেল প্লাজাতে নিয়ে যাবার জন্য।

ম্যানেজার বললেন আপনাদের স্যুইট তৈরি আছে মিস্টার এবং মিসেস স্টিভেন্স।

সুইট নাম্বার ৩১০। ম্যানেজার দরজা খুলে দিলেন। ডায়ানা এবং রিচার্ড ভেতরে ঢুকলেন। আহা, ভাবা যাচ্ছে না, দেওয়ালে তাঁর আকা ছটা ছবি ঝুলছে। তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন

–আমি বুঝতে পারছি না, কী করে এটা সম্ভব হল!

রিচার্ড সঙ্গে সঙ্গে অসহায়ের মতো বললেন আমিও জানি না, মনে হয় এখানকার মানুষ বোধহয় তোমার আঁকা ছবি ভালোবাসে।

ডায়ানা একটা আবেগি উন্মাদনা ভরা চুম্বন উপহার দিলেন।

.

প্যারিস এক অসাধারণ শহর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কদিন ধরে তারা নানা জায়গাতে ঘুরে বেড়ালেন। ছোটো ছোটো রেস্টুরেন্টে বসে দুপুরের খাওয়া সারলেন। মিউজিয়ামে গিয়ে প্রাচীন দিনের স্মৃতিচিহ্ন দেখলেন। কখনও বা চলে গেলেন স্থাপত্য উদ্যানে। আহা, প্যারিসকে সত্যি একটুকরো স্বর্গ বলে মনে হয়।

.

একটা ব্যাপার ডায়ানার ভালো লাগল না। মাঝে মধ্যে বিশেষ একটা সময়ে টেলিফোন বেজে উঠত ঢং ঢং শব্দে, রিচার্ড তখন কেমন যেন হয়ে যেতেন।

রাত্রি তিনটে, টেলিফোনের শব্দ।

ডায়ানা জানতে চাইলেন- কী ব্যাপার? এত রাতে?

রিচার্ডের মুখে কষ্টকল্পিত হাসি কিছুই না, কাজের ব্যাপারে শলা-পরামর্শ!

তা বলে? মধ্যরাতে?

.

–ডায়ানা, ডায়ানা– ক্যারোলিন টার দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি ঠিক আছে তো?

–আমি ভালো আছি।

ক্যারোলিন মাথায় হাত দিলেন আরও সময় লাগবে, শোকটা ভুলতে। তুমি কি শোক যাত্রার ব্যবস্থা করেছ?

সবথেকে খারাপ শব্দ, যে কোনো ভাষায়, এর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ আছে। হতাশার প্রতিধ্বনি।

না, ওই ব্যাপারটা আমি এখনও ভেবে দেখিনি।

–আমি কি সাহায্য করব? একটা কাসকেট তৈরি করব?

–না, একটা শব্দ ভেসে এল। ডায়ানা অচেতন হয়ে গেলেন।

ডায়ানার দিকে তাকিয়ে ক্যারোলিন বলতে চেষ্টা করেছিলেন। তারপর ডায়ানার জ্ঞান ফিরল, কণ্ঠস্বর কাঁপছে– না, রিচার্ডের জন্য আমি এটা করতেই পারব না। রিচার্ডের সব বন্ধুদের ডেকে পাঠাতে হবে। এটাই হবে রিচার্ডের প্রতি আমার শেষ ভালোবাসা।

জল গড়িয়ে পড়ছে গালের ওপর।

-ডায়ানা?

–না, আমি এমন একটা কাসকেট তৈরি করব, যেখানে রিচার্ড শান্তভাবে ঘুমিয়ে থাকতে পারবে!

এই কথার জবাব কী দেওয়া যায়?

.

সেই সন্ধ্যেবেলা, ডিটেকটিভ আর্ল গ্রিনবার্গ তার অফিসে ব্যস্ত ছিলেন।

ডায়ানা স্টিভেন্সের ফোন এসেছে।

গ্রিনবার্গের মনে পড়ল, ওই মুখখানা।

আহা, নতুন কোনো খবর কী?

টেলিফোন তুলে তিনি বললেন- ডিটেকটিভ গ্রিনবার্গ বলছি।

দুটো কারণে আমি ফোন করেছি। প্রথম কারণ হল, আমার ব্যবহারের জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত।

না-না, এতে দুঃখিত হওয়ার কী আছে? আমি তো জানি, আপনার মানসিক অবস্থা এখন কতখানি বিপর্যস্ত।

নীরবতা।

–আপনি বলেছেন, আর একটা কারণ আছে?

-হ্যাঁ, আমার স্বামী, কণ্ঠস্বর ভেঙে গেছে, পুলিশ কোথাও রেখেছে। আমি কীভাবে মৃতদেহটা ফেরত পাব? আমি শেষযাত্রার ব্যবস্থা করতে চলেছি।

কণ্ঠস্বর ভেঙে গেছে মিসেস স্টিভেন্স, মনে হচ্ছে এখানে বোধহয় লাল ফিতের খেলা চলেছে। করোনার অফিস থেকে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে। শব ব্যবচ্ছেদ হবে।

-না-না, এসব কথা বলার কী দরকার। দেখুন, আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃতদেহটা ছেড়ে দিতে। দু-দিনের মধ্যেই সব হয়ে যাবে।

ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ, আপনাকে!

আর্ল গ্রিনবার্গ অনেকক্ষণ বসে রইলেন। ডায়ানা স্টিভেন্সের কথা মনে পড়ল। তারপর চেষ্টা করলেন লাল ফিতের বাঁধন কাটতে।

.

ডালটন শব-গৃহ। ম্যারিসন এভিনিউর পূর্বদিকে অবস্থিত। দোতলা বাড়ি, সাদার্ন ম্যানসনের পাশে।

ডায়ানা রিসেপশনিস্টকে বললেন মি. জোনসের সাথে কথা বলব?

রিসেপশনিস্ট ফোনে কথা বললেন। ম্যানেজার বেরিয়ে এলেন, মাথার চুল ধূসর। তিনি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন- আমি রন জোনস। আমাদের ফোনে কথা হয়েছে। আমি জানি, এখন আপনার মনের অবস্থা কত খারাপ। তাই আর বেশি কথা বলব না।

ডায়ানা বললেন– কী বিষয়ে আলোচনা হবে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–আমি ভালো করে বুঝিয়ে বলছি। আমরা একটা সুন্দর কাসকেট দেব, যাতে আপনার বন্ধুরা সকলে আসতে পারেন এবং এখানে এসে ওই শোকসভায় যোগ দিতে পারেন, সে ব্যবস্থাও করব। আমরা সমাধিক্ষেত্রে এক টুকরো জমি দেব, কাগজে আপনার স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনেছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি একটা বন্ধ করা কাসকেট চাইছেন?

না।

–সে কী?

–আমি চাই, এটা খোলা থাকুক। বন্ধুরা যেন রিচার্ডকে দেখতে পায়।

ডায়ানার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেছে।

জোনস তার দিকে সহানুভূতি সম্পন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন- ঠিক আছে, আমি দেখছি। এ ব্যাপারে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আর একটা ব্যাপার, কী ধরনের কাপড় পরাবেন?

ডায়ানা তাকিয়ে আছেন। শেষ পর্যন্ত বললেন- ঠিক বুঝতে পারছি না।

কণ্ঠস্বর আবার ভেঙে গেছে।

ডায়ানা যেতে পারছেন না। শেষ অব্দি ওই ভদ্রলোক একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেন।

.

ডায়ানা তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছেন। রিচার্ডের ক্লোসেটটা খুললেন। দুটো তাক স্যুটে পরিপূর্ণ। আহা, প্রত্যেকটা স্যুটের সাথে একটা সুন্দর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই স্যুট রিচার্ড পরেছিলেন আর্ট গ্যালারিতে। বলেছিলেন আপনার শরীরটা সত্যিই আকর্ষণীয়।

তারপর? পরবর্তী? এই হালকা ধূসর রঙের জ্যাকেট, পিকনিকে যাবার সময় রিচার্ড পরত। বৃষ্টিতে ভেজার মুহূর্তে।

বলা হয়েছিল- এসো, আমরা দুজনে ভিজি।

এই নীল রঙের ব্লেজার, তার সঙ্গে মানানসই জ্যাকেট। ডায়ানার মনে হল, প্রত্যেকটি পোশাকে বুঝি রিচার্ডের গায়ের স্পর্শ মাখা।

পরের দিন বিকেলবেলা, ডায়ানার ভয়েস মেলে একটা খবর এসেছে-মিসেস স্টিভেন্স, আমি ডিটেকটিভ গ্রিনবার্গ বলছি। সবকিছু হয়ে গেছে। আমি ডালটন শবগৃহের সাথে কথা বলেছি। আপনি এগিয়ে যান, অসুবিধা হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। গুডবাই।

ডায়ানা রন জোনসের সঙ্গে কথা বললেন। ব্যাপারটা তা হলে ভালোভাবেই শেষ হতে চলেছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল শুক্রবার দিন রিচার্ডকে সমাহিত করা হবে। সকাল এগারোটার সময়।

এই তিনদিন? এই তিনদিন আমি কী করব? ডায়ানা ভাবলেন, আমি কি রিচার্ডের আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করব?

.

সকাল বেলা, বৃহস্পতিবার, ডায়ানা শোকযাত্রার শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন।

টেলিফোনের শব্দ ভেসে এল- মিসেস স্টিভেন্স, আমি রন জোনস বলছি। আমি আপনার কাগজ পেয়েছি। সবকিছু আপনার মনের মতো এগোচ্ছ। আপনার চিঠিটাও আমার হাতে এসেছে।

ডায়ানা অবাক কী কথা বলছেন?

-কেন? কুরিয়ার গতকাল সেটা পৌঁছে দিয়েছে।

–আমি তো কোনো কিছু পাঠায়নি।

–আমিও অবাক হয়ে গেছি। তবে আপনার সিদ্ধান্ত?

–আমার সিদ্ধান্ত!

–হ্যাঁ, আমরা এক ঘণ্টা আগে আপনার স্বামীকে সমাহিত করেছি।

.

০৬.

প্যারিস, ফ্রান্স

কেলি হ্যারিস মডেল জগতের এক বিস্ময়-রমণী। বছর উনত্রিশ বয়স, গায়ের রং গলানো মধুর মতো। মুখ দেখলে যে কোনো আলোকচিত্রী লালায়িত হতে পারে। শান্ত

বাদামী চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তি। ঠোঁট দুটি আমন্ত্রিত ইশারায় মগ্ন। আবেদনী লম্বা দুটি পা আছে, এমন একটা শরীর যাতে আছে যৌন উন্মাদনা। ঘন চুল, ঠিকমতো কাটা, মাথায় অপূর্ব কারুকাজ। সত্যি, কেলিকে তাই পৃথিবীর সেরা সুন্দরী মডেলের শিরোপা দেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত এলি এবং মাদমোজায়েল পত্রিকার তরফ থেকে।

সাজগোজ শেষ হয়ে গেছে। কেলি পেন্টহাউসের দিকে তাকালেন। একটা অদ্ভুত কৌতূহল জেগে উঠেছে তার মনের মধ্যে। এটা একটা সুন্দর সাজানো অ্যাপার্টমেন্ট, রুয়ে স্ট্রিটে, প্যারিসের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার দুটো দরজা আছে। বিরাট একটা হল আছে, উঁচু সিলিং, হলুদ ওয়াল প্যানেল। তারপর লিভিং রুম। ফরাসি এবং আমেরিকান মিশ্রণের ফার্নিচার আছে। টেরেস থেকে সাইন নদী দেখা যায়, নোতরদামও চোখে পড়ে।

কেলি তাকিয়ে আছেন ক্যালেন্ডারের দিকে, সপ্তাহটা শেষ হয়ে আসছে। মার্ক তাকে একটা উপহার দেবে।

কেলি ভাবলেন, কীভাবে স্বামীকে আরও খুশি করা যায়। তার চোখে মার্ক সর্বসেরা একটা মানুষ।

কিছুক্ষণ বাদে কেলি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলেন। হলওয়ে দিয়ে হেঁটে চললেন। এলিভেটরের কাছে এগিয়ে গেলেন। পাশের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে গেল। মাদাম জোসেটি বেরিয়ে এসেছেন করিডরে। কেলির সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক।

মাদাম হ্যারিস, শুভ সন্ধ্যা।

কেলি হাসলেন– শুভ সন্ধ্যা মাদাম জোসেটি।

-তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

ধন্যবাদ।

কেলি এলিভেটররের বোম টিপলেন।

কয়েক ফুট দুরে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি একটা ছবি ঠিক করছিলেন। দুই ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নামিয়ে নিলেন।

মাদাম জানতে চাইলেন মডেলিং এর কাজ কেমন চলছে?

-খুবই ভালো।

একদিন তোমার ফ্যাশান শো দেখতে যাব।

কবে আসবেন জানাবেন।

এলিভেটর পৌঁছে গেছে। কেলি এবং মাদাম সেখানে পা দিলেন। যে মানুষটি কাজ করছিলেন তার হাতে একটা ছোট্ট ওয়াকিটকি। তিনি কী যেন বললেন, দ্রুত চলে গেলেন।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হতে যাবে, কেলি তার অ্যাপার্টমেন্টে ফোনের শব্দ শুনলেন। কী করবেন ঠিক করতে পারলেন না। হয়তো মার্ক ডাকছে।

মাদামকে বললেন– আপনি যান। আমি আসছি।

কেলি এলিভেটর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। অতি দ্রুত অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলেন।

রিসিভার তুলে বললেন মার্ক?

একটা অচেনা কণ্ঠস্বর- না, আমি মার্ক নই।

কেলি অবাক হয়েছেন রং নাম্বার।

কেলি ফোনটা নামিয়ে রাখবেন। তখনই একটা ঘটনা ঘটে গেল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠল। কেলি ভীষণ ভয় পেয়েছেন। তিনি ছুটে গেলেন, শব্দটা কোথা থেকে আসছে সেই দিক লক্ষ্য করে। সিঁড়ি দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত নামলেন। যখন লবিতে এলেন, বুঝতে পারলেন, শব্দটা এসেছে বেসমেন্ট থেকে।

বেসমেন্টে চলে গেলেন। দেখলেন এলিভেটরটা ভেঙে গেছে। মাদামের শরীরটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কেলি সভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন- আঃ, একটু আগেই উনি জীবন্ত ছিলেন।

অনেক মানুষের ভিড়, সাইরেন বেজে চলেছে। আমি তো এখানেই থাকতাম, কেলি ভাবলেন, কেন কে আমাকে বাঁচিয়ে দিল।

তিনি ওই মৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে বললেন- দুঃখিত, মাদাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

.

কেলি ফ্যাশান সেলুনে এসে গেছেন। স্টেজ ফ্লোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পিয়েরে, ফ্যাশান কোঅরডিনেটর অপেক্ষা করছিলেন।

-কেলি, কেলি। আপনি এত দেরি করলেন কেন? শো-টা শুরু হয়ে গেছে।

–পিয়েরে, আমি দুঃখিত, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

–আপনার কিছু হয় নি তো?

না, এখন কী কাজ কাজ যায়? তবু কেলিকে কাজ করতেই হবে।

কেলি ড্রেসিংরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন।

.

এই বছরের সবথেকে জমজমাট ফ্যাশান শো, ৩১ নম্বর রুয়েতে অনুষ্ঠিত হবে। এটা হল চ্যানেলের নিজস্ব সেলুন। পাপারাৎজিরা চারপাশে ভিড় জমিয়েছে। তারা হলেন হলুদ সাংবাদিকদের দল। খবরের সন্ধানে ঘোরাফেরা করেন। আহা, অসাধারণ প্রেক্ষাপট। সুন্দর গান শোনা যাচ্ছে। গানের তালে তালে যৌন উন্মাদনা।

সুন্দরী মডেলরা এসে দাঁড়ালেন। সামনের দিকটা উন্মুক্ত করছেন। পেছন দিকে চলে যাচ্ছেন। ফ্যাশানের ওপর ধারা বিবরণী দেওয়া হচ্ছে।

এশিয়ার এক বাদামী চুলের কন্যা এলেন। বলা হল, উনি গায়ে যে জ্যাকেটটা পরেছেন, তার আড়ালে আছে ওনার সম্পদ।

রানওয়েতে আর এক মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। পাতলা রোগা চেহারা। মাথায় সোনালি চুলের বন্যা। তারপর লাল চুলের একটি মেয়ে, ফরাসি মডেল। সুইডেনের কন্যা।

যার জন্যে সকলের অপেক্ষা তিনি কবে আসবেন? লাউডস্পিকারে বলা হল, এবার শুরু হচ্ছে সাঁতারের পোশাকের প্রতিযোগিতা, আমরা আমাদের নতুন সমুদ্র পোশাক সকলের সামনে তুলে ধরব।

কেলি এসে দাঁড়ালেন। তিনি একটা সাদা বিকিনি পরেছেন। একটা ব্রা কোনোরকমে তার স্তন শীর্ষকে ঢেকে রেখেছে। আহা, কচি নরম দুটি বৃন্ত, যে কোনো মুহূর্তে ব্রা-টা খুলে পড়তে পারে।

কেলি এসে হাত তুলে যৌন আবেদনি ভঙ্গিমা করলেন। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল।

হাততালির ঝড় বয়ে গেল। কেলি হাসলেন, সকলকে অভিবাদন করলেন, তারপর হারিয়ে গেলেন অন্ধকারে।

ব্যাক স্টেজে দুজন তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

-মিসেস হ্যারিস, একটু কথা বলতে চাই।

–আমি দুঃখিত, কেলি বললেন, আমাকে তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টাতে হবে।

দাঁড়ান, মিসেস হ্যারিস। আমরা পুলিশ বিভাগ থেকে আসছি। আমি চিফ ইন্সপেক্টর ডুনে আর ইনি ইন্সপেক্টর স্টিনউ।

কেলি অবাক পুলিশ কেন?

আপনি কি শ্রীমতী মার্ক হ্যারিস?

–হ্যাঁ।

–আপনাকে একটা খবর দিচ্ছি, গতকাল রাতে আপনার স্বামী মারা গেছেন।

কেলির মুখ শুকিয়ে গেছে আমার স্বামী? কী বলছেন?

-হ্যাঁ, মনে হচ্ছে উনি আত্মহত্যা করেছেন।

কেলির কানে নানা শব্দের ভিড়। তিনি চিফ ইন্সপেক্টরের গলা শুনতেই পাচ্ছেন না বলছেন–ইফেল টাওয়ার... মধ্যরাত ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। আমি সহানুভূতি জানাচ্ছি।

কতগুলো শব্দ, মাদাম, আমি দুঃখিত, চিফ ইন্সপেক্টর আবার বলছেন।

কেলির কাছে এগিয়ে তিনি বললেন আপনি ঠিক আছেন মাদাম?

-হা, কেলি বললেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর জীবনসূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়ে গেল।

পিয়েরে এসে গেছেন। তারা হাতে একটা সুন্দর কারুকাজ করা বিকিনি। তিনি বললেন কেলি, একদম সময় নেই, তাড়াতাড়ি করতে হবে। আসুন।

কেলি বিকিনির দিকে তাকিয়ে বললেন- পিয়েরে?

কী হয়েছে?

–ওটা আপনিই পরে ফেলুন।

একটা লিমুজিন কেলিকে তার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেল। সেলুন ম্যানেজার চেয়েছিলেন কেলির সঙ্গে কেউ যাক। কেলি চাননি। তিনি একা যেতে চেয়েছিলেন। কেলি দেখতে পেলেন, সেখানে বেশ ভিড় হয়েছে।

একজন বলল- মাদাম, কী ভয়ঙ্কর অ্যাকসিডেন্ট।

কেউ একজন বলল– না, এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয় মাদাম। এলিভেটরের সেফটি ব্র্যাকেটটা কেউ ইচ্ছে করে কেটে দিয়েছিল।

.

০৭.

সকাল চারটে। কেলিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটির পর একটি দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমরা কথা বলতে বলছি। ইফেল টাওয়ার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী মার্ক মারা গেছেন- মার্ক মারা গেছেন!

মার্কের শরীরটা কেঁপে নীচে পড়ে গিয়েছিল, নীচে আরও নীচে, কেলি সামনে এগিয়ে এলেন। না কেন একাজ তুমি করলে? আমার জন্য? আমি কী করিনি? আমার ওপর অভিমান? মার্ক, কার কাছে আমি জবাবদিহি চাইব?

.

কেলির জন্ম হয়েছিল ফিলাডেলফিয়াতে। এথেলের অবৈধ কন্যা সন্তান হিসেবে। এথেল এক কৃষ্ণাঙ্গ পরিচারিকা। কাজ করেছিল ওই শহরের এক বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ পরিবারে। এই পরিবারের কর্তা ছিলেন এক বিখ্যাত বিচারক। এথেলের বয়স সতেরো, অসামান্য

সুন্দরী। কুড়ি বছরের সোনালি চুলের যুবক পিট তার প্রেমে পড়ে যায়, টারনার পরিবারের উত্তরাধিকারী। শেষ পর্যন্ত শারীরিক সংযোগ। তারপর? একমাস বাদে এথেল জানতে পারল, সে গর্ভবতী।

এ সম্ভাবনার কথা পিটকে জানাল। পিট বলেছিল, ব্যাপারটা দারুণ। সে তার বাবার কাছে চলে যায়। খারাপ খবরটা দিতে।

বিচারক টারনার এথেলকে তার গোপন গৃহে ডেকে পাঠালেন। পরের দিন সকালবেলা। বললেন– আমি চাই না এক বেশ্যা এই বাড়িতে কাজ করুক। তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

সে প্রথমে একটা শিল্পসংস্থায় যোগ দিল, ঝাড়ুদারনি হিসেবে। সারাদিন তাকে কাজ করতে হত। নবজাতিকা কন্যাটির জন্য। পাঁচ বছর কেটে গেল। এথেল কিছু টাকা জমিয়েছে। সে একটা বোর্ডিং হাউস চালানো শুরু করল। পুরুষদের জন্য। তারপর? কেলির জীবন সেখানেই কাটতে থাকে।

অনেক পুরুষ সেখানে আসে এবং চলে যায়।

এথেল একবার কেলিকে বলেছিল–এরা সব তোমার কাকার মতো। এদের সঙ্গে কখনও জড়িয়ে পড়ো না।

কেলি এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। বুঝতে পারল, কিছু দিন বাদে, এরা সব অজানা আগন্তুক।

তখন কেলির বয়স আট বছর। এক রাতে সে তার অন্ধকার বেডরুমে শুয়েছিল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন বলছে না, শব্দ করো না। যা করার চুপচাপ করো।

কেলি বুঝতে পারল, তার নাইট গাউন তুলে দেওয়া হয়েছে, বাধা দেবার আগেই তার তথাকথিত কাকাদের একজন তার মুখ চেপে ধরেছে। কেলি আরও বুঝতে পারল, কোনো কিছু একটা তার দুপায়ের ফাঁকে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে নিজেকে সরিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। মনে হল, তার শরীরটা বুঝি একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যন্ত্রণা–অসম্ভব যন্ত্রণা। লোকটা ভয়ঙ্কর নির্মম। পাশবিক অত্যাচার করেই চলেছে। জোরে আরও জোরে, না, কান্নার কোনো শব্দ নেই। শেষ অব্দি কেলি বুঝতে পারল, উষ্ণ রক্তস্রোত বেরিয়ে আসছে। নীরবে সে আর্তনাদ করতে থাকল। অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর? আর কিছুই তার মনে নেই।

শেষ পর্যন্ত কেলির মনে হয়েছিল, সে বোধহয় অনন্ত মহাশূন্যে ভেসে চলেছে।

লোকটা বলল- আমি চলে যাচ্ছি, মাকে কিছু বললে আমি তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেব। মাকেও বাঁচিয়ে রাখব না।

পরের সপ্তাহটা অসহনীয়। কেলির মনে হত, তার চারপাশে শুধুই অন্ধকার। না, ভীষণ যন্ত্রণা। একা একা ভোগ করতে হচ্ছে। সে মাকে সব কথা বলতে চেয়েছিল, শেষ পর্যন্ত পারেনি।

ঘটনাটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের, এই ঘটনা কেলির জীবনধারাকে একেবারে পাল্টে দিল। ছোট্ট একটা মেয়ে থেকে সে পরিণত হল অভিশপ্ত রমণীতে। সংসারের স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। স্বামীর কথা সে আর ভাবল না। সে বুঝতে পারল, এই জীবনে আর কখনও কোনো পুরুষকে সে তার দেহ স্পর্শ করতে দেবে না।

সেই রাত থেকেই কেলি অন্ধকারকে ভয় পেতে শিখল।

.

০৮.

কেলির বয়স তখন দশ, এথেল তাকে বিভিন্ন জায়গাতে কাজ করতে পাঠাল। সে হয়ে গেল কাজের মেয়ে। সকাল পাঁচটায় তাকে উঠতে হত। টয়লেট পরিষ্কার করতে হত। রান্নাঘরের মেঝে ধুতো। বোর্ডারদের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করত। স্কুল থেকে ফিরে এসে তাকে কাঁচাকুচির কাজ করতে হত। আবার ঘর পরিষ্কার করা। মাকে সাহায্য করা। এইভাবেই তার জীবনটা গতানুগতিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কেটে চলল।

মাকে সাহায্য করার জন্য সে ছিল আগ্রহী। মাঝে মধ্যেই ভাবত, মায়ের মুখ থেকে যদি প্রশংসার একটা শব্দ ছিটকে আসে। কখনও আসেনি। মা বোর্ডারদের নিয়েই বেশি ব্যস্ত। মেয়ের দিকে নজর দেবার সময় কোথায়?

কেলি তখন নেহাতই এক কিশোরী, এক সহৃদয় বোর্ডার তাকে অ্যালিসের গল্পকথা শুনিয়ে ছিলেন। কেলি এই গল্প শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আহা, অ্যালিস কীভাবে

একটা ম্যাজিক করে পালিয়ে গিয়েছিল। এই ম্যাজিকটা আমাকে শিখতে হবে কেলি ভেবেছিল। আমাকেও এখান থেকে পালাতে হবে। সারা জীবন আমি টয়লেট পরিষ্কার করব না।

একদিন কেলি তার ম্যাজিক খরগোশের গর্তের সন্ধান পেল। এটা তার স্বপ্ন, নাকি কল্পনা? সে কোথায় যাবে? জীবনটাকে আবার নতুন করে লিখতে হবে।

তার একজন বাবা ছিল, মা এবং বাবা, একই রঙের, কেউ কখনও রাগ করে না। তারা একটা সুন্দর বাড়িতে বাস করে। মা আর বাবা একসঙ্গে তাকে ভালোবাসে। না, এই স্বপ্নটা বোধহয় স্বপ্নই থেকে যাবে।

.

কেলির বয়স চোদ্দো বছর। মা একজন বোর্ডারকে বিয়ে করলেন। একজন বারটেনডার। নাম ড্যান বারকে। মধ্যবয়সী, সব ব্যাপারেই উন্নাসিক। কেলি তাকে খুশি করার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু ভদ্রলোকের অদ্ভুত স্বভাব। খুঁত ধরে বেড়াতেন।

কেলির বিপিতা মাঝে মধ্যেই মদ খেতেন। মাঝে একটা ছোট্ট দেওয়াল, একদিকে মা-বাবার আনন্দ আসর, অন্যদিকে কেলির একক শয্যা। রাতের পর রাত কেলি চিৎকার শুনতে পেত। আহা, আর্তনাদ এবং শিকার। সকালে এথেল মুখে মেকাপ করতেন। মনে

হত, এইভাবেই তিনি বোধহয় রক্তাক্ত আঘাতগুলিকে ঢাকতে চাইছেন। চোখের কোণটা ফুলে গেছে। রাত জাগা কালিমা!

কেলির জীবন তখন আরও অন্ধকারে ঢেকে গেছে। কীভাবে আমি এখান থেকে পালাব। আমার মাকে নিয়ে? কেলির তখন এটাই একমাত্র চিন্তা।

মধ্যরাত। হঠাৎ কেলির ঘুম ভেঙে গেছে। পাশের ঘর থেকে সে সৎপিতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। উনি বলছেন মেয়েটাকে আগেই খালাস করলে না কেন?

–আমি চেষ্টা করেছি ড্যান, কিন্তু আমার পরিকল্পনাটা ঠিক মতো কাজে লাগেনি।

কেলির মনে হল, এই শব্দগুলো না শুনলেই বোধহয় ভালো হত। সে জানত, মা তাকে কখনওই জন্ম দিতে চায়নি। সে এক অবাঞ্ছিত শিশু।

.

কেলি পালাবার পথ খুঁজছে। এই অন্ধকার থেকে তাকে পালাতেই হবে। শেষ পর্যন্ত সে বইয়ের জগতে আশ্রয় নিল। বই- শুধু বই, পাবলিক লাইব্রেরিতে ভর্তি হল। বইয়ের সমুদ্রে স্নান করল।

সপ্তাহ শেষ হয়ে গেছে। কেলির হাতে কোনো পয়সা নেই, তাকে পয়সা আয় করতে হবে। সে বেবিসটেলে চাকরি পেল। আহা, এমন সুন্দর পরিবার। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য, দেখলে চোখ জলে ভারী হয়ে ওঠে।

.

সতেরো বছর। কেলি এক সুন্দরী রমণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। স্কুলের ছেলেরা তখন এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, অনেকে তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করছে, দূরে কোথায় গিয়ে নিভৃত আলাপন।

শনিবার, স্কুল নেই। কেলি পাবলিক লাইব্রেরিতে চলে যেত। সারা সন্ধ্যে বসে বসে বই পড়ত।

লাইব্রেরিয়ান লিসা হাউসটোন, এক বুদ্ধিমতী মহিলা। তাঁর মনের ভেতর ছিল সহানুভূতি। তিনি কেলির সাথে ভালোভাবে কথা বলতেন।

একদিন তিনি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন- তোমার মতো অল্পবয়সী পাঠিকারা আসছে, এটা ভালো লাগছে। তুমি এখানে আরও বেশি সময় কাটাতে পারো।

এইভাবেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। সপ্তাহ গড়িয়ে গেল মাসে। কেলি তার জীবনের সব সুখ-দুঃখের কথা ওই লাইব্রেরিয়ানের কাছে উজাড় করে দিল।

-কেলি, তুমি কী হতে চাও?

–একজন শিক্ষিকা।

-বাঃ, আমার মনে হয়, তুমি একজন ভালো শিক্ষিকা হতে পারবে। এটাই হল পৃথিবীর সবথেকে ভালো পেশা।

কেলি কথা বলার চেষ্টা করেছিল, তারপর চুপ করে গেল। মনে পড়ে গেল, এক সপ্তাহ আগে ব্রেকফাস্টের টেবিলে মা এবং সৎ পিতার মধ্যে কথাবার্তা।

কেলি বলেছিল– আমি কলেজ যাব, আমি শিক্ষিকা হতে চাইছি।

–শিক্ষিকা? ফুঃ। ভদ্রলোক হেসে উঠেছিলেন, এটা একটা বোকার মতো চিন্তাধারা। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? তোমাকে সারাজীবন এই কাজ করতে হবে। তোমার মা আর আমার হাতে এত পয়সা নেই যে, তোমাকে কলেজে পাঠাব।

-আমাকে একটা স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে।

–তাতে কী হয়েছে? তুমি চারবছর সময় নষ্ট করবে? ভেবে দেখো, তোমার যা চেহারা, তুমি অন্য কাজ করতে পারবে।

রাগ করে কেলি টেবিল থেকে উঠে গিয়েছিল।

এখন সে মিসেস হাউসটোনকে সব কথা বলল। সব কথা শুনে হাউসটোন অবাক হয়ে গেলেন।

কিন্তু কী করা যায়?

তিনি বললেন, প্রথমত তুমি তোমার স্বপ্নকে সফল করার চেষ্টা করো। তুমি একটা উত্তেজক জীবন কাটাতে পারবে। তারপর, আমার কাছে আসবে। আমি তোমার জীবনটা আনন্দে ভরিয়ে দেব।

লাইব্রেরিয়ানের কথা শুনে কেলির মনে হল, এই পৃথিবীতে সবাই মিথ্যে কথা বলে।

কেলি স্নাতক হয়ে গেছে। লাইব্রেরিতে ফিরে এসেছে।

মিসেস হাউসটোন তাকে দেখে বললেন কেলি, আমি তোমায় কী বলেছিলাম? মনে আছে?

কেলি সন্দিগ্ধ চিত্তে বলল– মনে আছে।

মিসেস হাউসটোন তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তার হাতে একটা পত্রিকা তুলে দিলেন। সেখানে লেখা আছে– কসমো গার্ল, ১৭, সুন্দরী, মামদেব, এসেনস, অ্যালিওর।

কেলি তাকাল, আমি কী করব?

–তুমি কি কখনও মডেল হওয়ার কথা চিন্তা করেছ?

না।

–এইসব ম্যাগাজিনগুলোর দিকে তাকাও। এই ম্যাগজিনগুলোতে তোমার স্বপ্নপূরণের কথা লেখা আছে। এভাবেই হয়তো তোমার জীবনে একটা ম্যাজিক ঘটে যাবে।

কেলি ভাবল, কিন্তু কীভাবে? সে বলল- মিসেস হাউসটোন, আপনাকে ধন্যবাদ।

পরের সপ্তাহ থেকে আমাকে চাকরি খুঁজতে যেতে হবে, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিল কেলি।

.

কেলি ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে তার বোর্ডিং হাউসে ফিরে গেল। এককোণে সেগুলো ফেলে রাখল। সারা দিন ভুলে গেল।

রাত হয়েছে। ক্লান্ত বিধ্বস্ত কেলি এবার ঘুমোতে যাবে। হঠাৎ ম্যাগাজিনগুলোর কথা তার মনে পড়ে গেল। উৎসাহের চোখে সে পড়তে শুরু করল। এটা আর একটা জগত। আহা, মডেলরা কী সুন্দর পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পাশে অভিজাত পুরুষরা ঘোরাফেরা করছে। লন্ডন, প্যারিস, পৃথিবীর নানা গুরুত্বপূর্ণ মহানগর। হঠাৎ কেলির মধ্যে একটা ইচ্ছের জাগরণ ঘটে গেল। সে তোয়ালে জড়িয়ে হল পার হয়ে বাথরুমের দিকে হেঁটে গেল।

আয়নাতে নিজের নগ্নিকা দেহের প্রতিফলন। সে ভাবল, না, আমি খুব একটা খারাপ নই। সকলে আমার রূপের প্রশংসা করে। যদি সত্যি হয়ে থাকে, কিন্তু আমার তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সে ফিলাডেলফিয়াতে তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ভাবল। আয়নার দিকে আবার তাকাল। কোনো একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হয় তুমি একজন জাদুকরী, এবার জাদুটা শুরু হোক।

.

পরের দিন সকালবেলা, কেলি লাইব্রেরিতে পৌঁছে গেছে। শ্রীমতী হাউসটোনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

মিসেস হাউসটোন তাকে দেখে অবাক হয়েছেন। তিনি বললেন- শুভ প্রভাত কেলি, তুমি কি ম্যাগাজিনগুলোর দিকে তাকাবার সময় পেয়েছ?

-হ্যাঁ, আমি মডেল হতে চাইছি, কিন্তু কীভাবে আমি শুরু করব?

মিসেস হাউসটোনের মুখে হাসি এই দেখো, নিউইয়র্ক টেলিফোন ডিরেক্টর থেকে আমি ঠিকানাগুলো তুলে রেখেছি।

উনি কেলির হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, এখানে মানহারট্রানের বিখ্যাত মডেলিং এজেন্সিগুলোর নাম আর ঠিকানা লেখা আছে। তুমি প্রথম থেকেই শুরু করো।

কেলি তখনও চিন্তিত কীভাবে প্রস্তাবটা রাখব।

-আমি চাইছি, এসব পত্রিকাতে একদিন যেন তোমার ছবি ছাপা হয়।

.

ডিনারের আসর, কেলি বলল আমি মডেল হব।

সৎপিতা চিৎকার করে বললেন- হ্যাঁ, এটাই তোমার বোকার মতো চিন্তা। তুমি কি জানো, সব মডেলরা বাজারের বেশ্যা মাগী ছাড়া আর কেউ নয়?

কেলির মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন- কেলি, তুই আমার মতো ভুল করিস না যেন। আমারও এমন অদ্ভুত কল্পনা ছিল, এ স্বপ্ন কখনও সফল হয় না রে। এ স্বপ্ন তোকে হত্যা করবে। তুই কালো আর গরীব, এভাবেই জীবনটা কাটবে।

সেই মুহূর্তে কেলি তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে একটা কঠিন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল।

.

পরের দিন সকাল পাঁচটা, কেলি একটা স্যুটকেস নিয়ে বাস স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার পার্সে দুশো ডলার আছে। বেবিসিটিং করে অনেক কষ্টে জমিয়েছে।

মানহাট্টানে যেতে দুঘণ্টা সময় লাগল। সমস্ত পথ কেলি একটা স্বপ্নের সমুদ্রে সানন্দে স্নান করেছে। হ্যাঁ, আমাকে শেষ পর্যন্ত পেশাদারী মডেল হতেই হবে। এই কাজটা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আমি কোথাও আমার পুরোনো নামটা ব্যবহার করব না। আমি শুধু কেলি নামেই পরিচিত হব।

.

একটা সস্তার মোটেল সে ভাড়া করল। সকাল নটা, কেলি তালিকা অনুসারে প্রথম অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কেউ কোথাও নেই। শেষ পর্যন্ত মধ্যবয়সী একজন লোককে দেখা গেল।

কেলি বলল- ভেতরে আসতে পারি? আপনারা কি কোনে মডেল চাইছেন?

ভদ্রলোক বললেন- না, আমরা মডেল ভাড়া করি না।

কেলি বলল- ধন্যবাদ।

কেলি যাবার জন্য প্রস্তুত। ভদ্রলোক তার দিকে তাকালেন, তার মুখের অভিব্যক্তি পাল্টে গেছে। উনি বললেন, ভেতরে এসো তো, তুমি কোথা থেকে আসছ?

কেলি অবাক ফিলাডেলফিয়া।

না, আমি তা বলছি না। তুমি কি এর আগে কখনও মডেল হয়েছ?

না।

–কিছু এসে যায় না। তুমি এখানে থেকে শিখবে।

–তার মানে? কেলির ঠোঁট শুকনো। আমি মডেল হব।

–হ্যাঁ, তুমি হবে। আমার ক্লায়েন্টরা তোমাকে দেখে আনন্দে পাগল হবে।

কেলি বিশ্বাস করতে পারছে না কারণ এটা হল একটা মস্ত বড়ো মডেলিং সংস্থা।

–আমার নাম বিল লারনার। আমি এই এজেন্সি চালাই। তোমার নাম কী?

প্রথমে কেলি তার প্রথম নামটা বলেছিল। তারপর বলল- আমি কেলি হাটওয়ার্ক।

.

০৯.

এরোপ্লেনের শব্দ। লুইস রেনল্ডসের ঠোঁটে হাসি।–গ্যারি, দেরি হয়েছে। লুইস এয়ারপোর্টে গেছে গ্যারির সঙ্গে দেখা করতে।

গ্যারি বললেন চিন্তা করো না। আমি একটা ট্যাক্সি নেব।

–গ্যারি, আমি একটা অন্য কথা ভেবেছিলাম।

–ঠিক আছে, তুমি কি বাড়ি থাকবে? আমার জন্য অপেক্ষা করো।

–হ্যাঁ, তুমি যা বলবে!

.

লুইসের জীবনে তার ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বেড়ে ওঠার দিনে, তখন সে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখত। যখন লুইস নেহাতই এক কিশোরী কন্যা, সারা পৃথিবী তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এইসব গ্ল্যামার পত্রিকা, ফ্যাশান মডেল, মহিলা নায়িকারা। কারণ সে মোটেই আকর্ষণীয়া নয়। বলা হয়, তার মতো পৃথুল পাছাবতীরা নাকি জীবনে উন্নতি করতে পারে না। মাঝে মধ্যেই লুইস রেনল্ডস আয়নাতে তার প্রতিফলন দেখত। তার লম্বা সোনালি চুল আছে। ভারি সুন্দরী চেহারা, কিন্তু শরীরটা কি আকর্ষণীয়া নয়? তার ভুড়ি আছে, বেশ বেড়ে গেছে খুঁড়িটা। আঃ, সকলে আমার দিকে এভাবে তাকায় কেন? সে এই ফিগার নিয়ে কী করবে? ছত্রিশ-ছাব্বিশ-ছত্রিশ?

লুইসের মনে পড়ল। স্কুলের বান্ধবীরা তার পেছনে চিমটি কেটে তাকে তিনী বলে ডাকত। এই শব্দ তাকে আঘাত করত।

শেষ পর্যন্ত লুইস টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হল। অনেক দুঃখ-কষ্ট আর জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে। ভাবল, আমি কী কাউকে ভালোবাসতে পারব না?

একদিন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল তার জীবনে। হেনরি লসন এলেন, চার্চে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লুইস তাকে ভালোবাসে। লসন লম্বা রোগা এবং মাথায় সোনালি চুল। চোখে কৌতুক। তার বাবা চার্চের মিনিস্টার।

অনেকক্ষণ হেনরি এবং লুইস পাশাপাশি বসে সময় কাটাল।

ভাব ভালোবাসায় পরিণত হল। শেষ পর্যন্ত তাদের নানা জায়গাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। ঠিক হল, তারা পরস্পরকে বিয়ে করবে।

.

হেনরির বাবার চার্চে পাঁচদিন পর বিয়ের আসরটা বসেছিল। গ্যারি এবং তার কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন। এক অসাধারণ অনুষ্ঠান। লুইস এত আনন্দ কোনোদিন পায়নি।

–তোমরা কোথায় হনিমুনে যাবে? রেভারেন্ড লসন জানতে চেয়েছিলেন।

লেক লাউয়ে।

বাঃ, জায়গাটা সুন্দর। রোমান্টিক।

হেনরি লুইসকে আদর করে বললেন আমি জীবনের প্রত্যেকটা রাতকে মধুচন্দ্রিমার রাতে পরিণত করব সোনা, কথা দিচ্ছি।

.

বিয়ের পর তারা লেক লাউয়ের দিকে চলে গেল। অসাধারণ দৃশ্যপট। দূরে কানাডিয়ান পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যে হয়েছে। সূর্যের শেষ আলো লেকের জলকে রাঙিয়ে দিয়েছে।

হেনরি লুইসকে আদর করতে করতে বললেন তুমি কি খাবে কিছু?

না।

–তাহলে এস আমরা খেলাটা শুরু করি।

দু মিনিট কেটে গেছে। তারা বিছানার ওপর শুয়ে পড়েছে। হেনরি পাগলের মতো ভালবাসা দিচ্ছে। আহা, উত্তেজনা এবং বাসনা কামনা।

-হেনরি, আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি।

এসো, আমরা আগে পশুর মতো মারামারি করি।

-কী?

তুমি হাঁটু মুড়ে বসো।

তুমি কি ক্লান্ত, ডার্লিং।

না, তুমি হাঁটু মুড়ে বসো।

–ঠিক আছে, বসছি।

লুইস হাঁটু মুড়ে বসল। অবাক হয়ে গেল। হেনরি তার ট্রাউজার থেকে বেল্টটা খুলে নিয়েছেন। হেনরি সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। কিছু বোঝার আগেই তিনি লুইসের নগ্ন নিতম্বের ওপর বেল্টের আঘাত করলেন।

লুইস চিৎকার করছে। বলছে– কী, করছ কী?

হেনরি বললেন- আমি তো বলেছি, আমরা পশুর মতো আচরণ করব। তিনি আবার বেল্টটা তুলে নিয়ে আঘাত করতে শুরু করলেন। উন্মত্তের মতো।

–থামো, থামো।

–ওখানে বসে থাকো।

হেনরির কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্ব।

লুইস ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু হেনরি তাকে জোর করে বসিয়ে দিয়েছেন। আবার তার পিঠ ও পাছাতে বেল্ট দিয়ে আঘাত করছেন।

লুইসের মনে হল, সে বুঝি আর সহ্য করতে পারবে না।

-হেনরি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ, থামো।

শেষ পর্যন্ত হেনরি উঠে দাঁড়ালেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন এবার ঠিক আছে।

লুইস নড়তে পারছে না। সে বুঝতে পারছে, তার শরীর থেকে রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে। সে কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল। সে তার স্বামীর দিকে তাকাল।

-হ্যাঁ, এই যৌনতা পাপ, আমরা কামনাকে দমন করব।

লুইস বুঝতে পারছে না, কী ঘটে গেল।

–আদম আর ইভের কথা চিন্তা করো। তুমি কি জানো, এভাবেই পৃথিবীতে দুঃস্বপ্ন নেমে এসেছিল।

হেনরি বকে চলেছেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি লুইসকে জড়িয়ে ধরে বললেন–ব্যাপারটা ঠিক আছে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

লুইস তখনও বলছে– আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু...

চিন্তা করো না। শেষ পর্যন্ত আমরা বাসনাকে জয় করেছি।

তার মানে? কীভাবে এই কাজটা হবে? না, লুইস কিছু ভাবতে পারছে না।

হেনরি বললেন- চলো, আমরা ডিনার খেতে যাব।

.

রেস্টুরেন্টে লুইস কিছু খেতে পারেনি। তার অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে।

হেনরি বললেন–একটা বালিশের অর্ডার দেব? তুমি বালিশের ওপর বসার চেষ্টা করো।

খাবার দাবার অনেক। ডিনারের আসরে বসে লুইস ফেলে আসা ঘটনার কথা ভাবছে। হেনরিকে এক দারুণ ছেলে বলেই মনে হয় তার। কিন্তু হেনরি এমন আচরণ কেন করল?

হেনরি লুইসের দিকে তাকিয়ে বললেন আমি অনেক মেয়েকে ভালোবাসি।

-আমি তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করব।

চলো, আমরা ঘরে ফিরে যাই।

–ঠিক আছে।

তারা ঘরে ফিরে এল। পোশাক খুলে ফেলল। হেনরি লুইসকে আদর করলেন। মনে হল সব যন্ত্রণা বুঝি হারিয়ে গেছে। ভালোবাসার অদ্ভুত উপহার।

লুইস স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল– আঃ, ভীষণ ভালো লাগছে।

–আমরা আবার ওই ঘটনাটি ঘটাব। তুমি হাঁটু মুড়ে বসো।

.

মধ্যরাত, হেনরি ঘুমিয়ে পড়েছেন। লুইস সুটকেস নিয়ে পালিয়ে গেল। সে প্লেন ধরে ভ্যাঙ্কুবারে এল। গ্যারিকে ডাকল। লাঞ্চের আসর। গ্যারিকে সে সব কিছু বলল।

লুইস বলল– আমি ডির্ভোস চাইছি। কিন্তু আমাকে এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

গ্যারি বললেন- আমার এক বন্ধু আছে, তার একটা ইনস্যুরেন্স এজেন্সি আছে, ডেনভারে এখান থেকে পনেরোশো মাইল দূরে।

-হ্যাঁ, এটাই ভালো হবে।

আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।

দু-সপ্তাহ কেটে গেছে। লুইস ইনস্যুরেন্স এজেন্সিতে কাজ করছে। ম্যানেজার পদে।

গ্যারি তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। সে একটা সুন্দর বাংলো কিনেছে, সেখান থেকে রকি পাহাড় দেখা যায়। মাঝে মধ্যে ভাই দেখা করতে আসে। সপ্তাহান্তে তারা একসঙ্গে চলে যায় কখনও স্কি-এর আসরে, কখনও মাছ ধরতে, কখনও কোথাও বসে থাকে।

এভাবেই দিন কেটে চলেছে। শেষ পর্যন্ত লুইস আরও ভালো জীবনের সন্ধান পেল। গ্যারি বিজ্ঞানে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করল। ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশনে চাকরি পেলেন। এখন আকাশে উড়ে বেড়ানোটাই হয়ে উঠল তার অন্যতম হবি।

.

লুইস গ্যারির কথা ভাবছিল, সামনের দরজায় শব্দ হল। সে জানালা দিয়ে তাকাল। কে ডাকছে? চিনতে পারল, টম হাবনার, এক লম্বা রোগা চ্যার্টার পাইলট, গ্যারির বন্ধু।

লুইস দরজাটা খুলে দিল। হাবনার ভেতরে ঢুকলেন।

— হাই টম?

লুইস? গ্যারি...

মনে হচ্ছে, একটু আগে তার প্লেনটা ল্যান্ড করেছে। যে কোনো সময় সে এসে পড়বে। তুমি কি অপেক্ষা করবে?

টম তাকালেন, খবরটা পড়োনি?

লুইস মাথা নাড়ল– না, কী হয়েছে? আমরা কি আর একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছি?

লুইস, একটা খারাপ খবর আছে। সত্যি খারাপ খবর। গ্যারি সম্পর্কে।

লুইসের মনে আতঙ্ক কী হয়েছে?

–গ্যারি তোমাকে দেখার জন্য উড়ে আসছিল। প্লেন দুর্ঘটনায় ও মারা গেছে।

টম দেখতে পেলেন, লুইসের চোখের তারা থেকে আলো নিভে গেছে।

–আমি খুবই দুঃখিত। আমি জানি, তোমরা পরস্পরকে কতখানি ভালোবাসতে।

লুইস কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু বলতে পারছে না। কোনোরকমে সে বলল কীভাবে?

টম তার হাতে হাত রাখলেন। কৌচের দিকে এগিয়ে গেলেন।

লুইস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল- কী হয়েছিল?

গ্যারির প্লেনটা ডেনভারের কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে।

লুইস অজ্ঞান হবার মতো অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে বলল- টম, আমি একা থাকব।

টম বললেন– সত্যি? লুইস, আমি একটু থাকব?

ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমাকে একা থাকতে দাও।

টম উঠলেন। তারপর বললেন আমার ফোন নাম্বার তোমার কাছে আছে। দরকার পড়লে আমাকে ফোন করো।

লুইস কোনো কিছু শুনতে পাচ্ছে না। আচমকা এই আঘাত তাকে শোকে পাথর করে দিয়েছে। যদি আমি মারা যেতাম, তাহলে কত ভালো হত। ছোটোবেলার কত স্মৃতি মনে পড়ে গেল। গ্যারি সবসময় তার চারপাশে নিরাপত্তার পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। যে সব ছেলেরা লুইসের দিকে তাকিয়ে খারাপ ইঙ্গিত করত, গ্যারি তাদের সাথে মারামারি করত। তারা দুজনে বড়ো হল। লুইস গ্যারিকে নিয়ে গেম দেখতে যেত, মুভি এবং

পার্টিতে। আহা এক সপ্তাহ আগে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ছবিটা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ছে।

তারা ডাইনিং রুমে পাশাপাশি বসেছিল।

–গ্যারি, তুমি খাচ্ছো না কেন?

–বোন, আমার খিদে নেই।

–তুমি কিছু বলতে চাও?

–তুমি বুঝতে পারো না?

কী বলো তো?

–আমার জীবন সব সময় বিপদে ভরা।

–হ্যাঁ।

পৃথিবীর মাত্র ছজন লোক এ ব্যাপারটা জানে। আমি সামনের সপ্তাহে আবার উড়ব। মঙ্গলবার সকালে আমি আবার ওয়াশিংটনের দিকে যাব।

–ওয়াশিংটন কেন?

–ওদের প্রাইমার সম্পর্কে বলতে হবে।

শেষ পর্যন্ত গ্যারি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিলেন।

.

গ্যারি মারা গেছেন, আমার জীবন বিপদে পরিপূর্ণ। তার মানে? ভাইকে খুন করা হয়েছে?

লুইস তার ঘড়ির দিকে তাকাল, এখন কিছু করা যাবে না। সকালবেলা সে টেলিফোন করবে, ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে। নিশ্চয়ই। এটাই তার জীবনে একমাত্র শপথ। কিন্তু, সে কি জিততে পারবে?

ডিনার খায়নি লুইস। মনে হল, তার খিদে নেই।

সে বেডরুমের দিকে হেঁটে গেল। ভীষণ ঘুম পেয়েছে তার। পোশাক খোলার মতো শক্তিও নেই। সেখানে শুয়ে রইল। আকাশের দিকে তাকিয়ে। তারপর ঘুমের জগতে পৌঁছে গেল।

লুইস স্বপ্ন দেখল, সে আর গ্যারি একটা ট্রেনে বসে আছে। সমস্ত প্যাসেঞ্জারদের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া। সিগারেটের ধোঁয়া চারপাশের বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে। লুইসের কাশি হচ্ছে। সে চোখ খুলল, আঃ, বেডরুমে আগুন জ্বলে গেছে। পর্দায় দাউদাউ আগুন জ্বলছে। শুধু ধোঁয়া- কালো ধোঁয়া। লুইসের গলা বসে গেছে।

কী হয়েছে সে বুঝতে পারল না। সে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। না, এই আগুনের শিখা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই।

লুইস রেনল্ডসের শেষ যে ছবিটা মনে আছে তা হল, আগুনের শিখা লকলকে লোভী জিভ বের করে তার দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হাসছে।

.

১০.

কেলির কাছে সব কিছুই অত্যন্ত দ্রুত ঘটে চলেছে। সে মডেলিং-এর বিভিন্ন বিষয় জেনে ফেলেছে। যে এজেন্সি প্রশিক্ষণ দেয়, সেই এজেন্সিতে সে এক অনুভবী ছাত্রী। কীভাবে দাঁড়াতে হয়, কীভাবে আরও সাহস সঞ্চয় করতে হয়, সব কিছু।

এর সাথে অভিনয়ের প্রাথমিক অ-আ-ক-খ।

সারা রাত্রি ধরে তাকে কাজ করতে হয়েছে। কেলি তার আবেদনি ছবি সকলের সামনে তুলে ধরতে চায়। দু-বছরের মধ্যে সে এক সফল মডেল হিসেবে পরিচিত হল। তার ছবি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ সময় তাকে প্যারিসে থাকতে হয়। এখানেই তার এজেন্সির উল্লেখযোগ্য ক্লায়েন্টদের অফিস।

একবার একটা ফ্যাশানের আসর শেষ হয়ে গেছে, নিউইয়র্কে, কেলি প্যারিসের দিকে যাবে। সে মাকে দেখতে গেল। মায়ের অনেক বয়স হয়েছে। কেলি মনে মনে ভাবল,

মাকে আমি অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আমি একটা সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট কিনব। মায়ের সেবা করব।

মা কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন– কেলি, তোর খরব শুনে আমার খুব ভালো লাগছে। তুই মাসে এতগুলো টাকা আয় করছিস?

-মা, আমি তোরার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাইছি। আমি তোমাকে এখন থেকে নিয়ে যাব।

হ্যাঁ, কে এখানে আসে বল?

সৎপিতা ঘরে ঢুকে বললেন- তোমরা এখানে কী করছ?

না, কেলি ভাবল, বাবার সঙ্গে বোঝাপড়াটা এখন বাকি থাকল।

.

কেলিকে আর একটা কাজ করতে হবে। সে পাবলিক লাইব্রেরিতে গেল। যেখানে সে অনেকগুলো সুন্দর মুহূর্ত কাটিয়েছে। তার হাতে অনেকগুলো ম্যাগাজিন, তার মন আনন্দে ভাসছে।

শ্রীমতী হাউসটোন ডেস্কে ছিলেন না। কেলি দেখল, উনি এককোণে দাঁড়িয়ে আছেন। সুন্দর পোশাক পরেছেন।

শ্রীমতী হাউসটোনকে দেখে কেলি বলল- আপনি কেমন আছেন?

কেলি? হাউসটোনের চোখে মুখে বিস্ময়!

তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল।

শ্রীমতী হাউসটোন কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- আমি ভাবতেই পারছি না, ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

আমি আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তারপর আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

-তোমার কথা ভেবে আমি গর্ববোধ করি।

–আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই মিসেস হাউসটোন। আপনি সাহস না দিলে আজ আমি কোথায় থাকতাম বলুন তো? আপনি বলেছিলেন, ফ্যাশান ম্যাগাজিনে আমার ছবি দেখবেন। এই দেখুন, কতগুলো পত্রিকাতে আমার ছবি বেরিয়েছে।

কেলি একগাদা ফ্যাশান ম্যাগাজিন মিসেস হাউসটোনের হাতে তুলে দিল। হ্যাঁ, এলিকসমো, পলিটন, মাদমোয়াজেল, প্লে-এই প্রত্যেকটা বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার কভারে কেলির ছবি।

মিসেস হাউসটোন বললেন- অসাধারণ।

উনি ডেস্কের পেছনে চলে গেলেন। তারপর বললেন- এই দেখো, তোমার প্রত্যেকটা পত্রিকা আমি কিনে রেখেছি।

কেলি অবাক হয়ে গেছে। সত্যি, কোথায় কে কতখানি ভালোবাসা লুকিয়ে রাখে, কেউ তার খবর রাখে না।

.

কেলির সাফল্য এখন আকাশ ছোঁয়া। তবে এর জন্য মাঝে মধ্যে তাকে অনেক বিরক্তিজনক মুহূর্ত কাটাতে হয়। সব সময় ফটোগ্রাফারদের জ্বালাতন।

একদিন সে রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খেতে গেছে, পঞ্চম জর্জ হোটেলে। বিচ্ছিরি পোশাক পরা একটা লোক পাশে এসে দাঁড়ালেন। তার চেহারাই বলে দিচ্ছে, তিনি সবসময় ঘরের ভেতর থাকতে ভালোবাসেন। তিনি এলি পত্রিকার একটা পাতা খুলে কেলির চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

তিনি বললেন আমি আপনার ছবি দেখেছি। আপনি নাকি ফিলাডেলফিয়াতে জন্মেছিলেন। আমারও জন্ম সেখানে। আমি আপনার ছবি দেখেছি। আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা উথলে উঠছে।

কেলি শান্তভাবে বলল– অচেতনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে আমি ভালোবাসি না।

না, আমি অচেনা লোক নই। আমার নাম মার্ক হ্যারিস। আমি কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের হয়ে কাজ করছি। আমি ভাবলাম, এখানে যখন এসেছি, তখন আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খাব।

না, আপনার ভাবনা ভুল।

লোকটি বলতে থাকেন– আমি এভাবে বিরক্ত করার কথা চিন্তা করি নি। আমি চলে যাচ্ছি।

কেলি দেখল, তিনি চলে যাচ্ছেন। তার হাতে একটা ম্যাগাজিন রয়েছে।

.

কেলি এক সপ্তাহ বাদে আরও কতগুলি ফ্যাশান ম্যাগাজিনের জন্য সই করল। মার্ক হ্যারিসের সঙ্গে যোগাযোগের পর সে নতুন করে সবকিছু ভাবতে শিখেছে। একটা কার্ড পেয়েছে তার ড্রেসিংরুমে, একগোছা গোলাপের সাথে, লেখা আছে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত- মার্ক হ্যারিস।

কেলি ভাবল, ফুলগুলো হাসপাতালে পাঠালেই ভালো হত।

সকালবেলা ওয়াড্রোব মিসট্রেস এসে বলল- কেলি, কেউ এটা আপনার জন্য ফেলে গেছে।

একটা অর্কিড, কার্ডে লেখা আছে– আমাকে আশা করি ক্ষমা করেছেন, মার্ক হ্যারিস।

কেলি কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলে বলল- ফুলটা রেখে দাও।

.

এরপর মার্ক হ্যারিসের উপহার বন্যার মতো আসছে। কখনও বাস্কেট ভরা ফল, কখনও একটা ছোট্ট আংটি, কখনও সান্তাক্লজ। কেলি সবকিছু বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিচ্ছে।

কিছু দিন বাদে একটা অদ্ভুত উপহার এল- কুতকুতে চোখের ছোট্ট কুকুরছানা। গলায় লাল রিবন বাঁধা। সেখানে লেখা আছে–কেলি, আমি সত্যি আপনাকে ভালোবাসি। আমার উপহারটা গ্রহণ করবেন, এ হল এক দেবদূত।

রাগের চোটে কেলি কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপকে ফোন করল। মার্ক হ্যারিসের সঙ্গে কথা বলে তাকে লাঞ্চের আসরে নেমতন্ন করল।

হোটেল লরেন, মার্ক হ্যারিস দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কেলি ঢুকে পড়ল। মার্কের মুখে আশার আগুন জ্বলে উঠেছে– শেষ পর্যন্ত আপনি এলেন, এ কী আপনার কোলে কুকুরছানা।

কেলি কুকুরছানাটা মার্কের হাতে দিয়ে বলল- কে আপনার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে? তারপর বলল, ভবিষ্যতে আর কখনও আমাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করবেন না। আশা করি আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন।

মার্ক হ্যারিসের মুখ এখন লজ্জায় লাল হয়েছে– হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি, আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে আমি বিরক্ত করতে চাইনি। আপনি কি এক মুহূর্তের জন্য বসবেন?

কেলি বসল। মার্ক হ্যারিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন– আমি আবার ক্ষমা চাইছি। আমি আপনার ছবি দেখেছি, আমার মনে হয়েছে, আপনার ছবি আমার সারা জীবনটা পাল্টে দেবে।

মার্ক হ্যারিস আর কথা বলতে পারছেন না। শব্দ খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপনার মতো কাউকে আমার জীবনে ভীষণ দরকার। বোধহয় আমার কথাগুলো স্কুল বালকের মতো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কীভাবে শুরু করব, বুঝতে পারছি না। না, সারা জীবন আমি একা। ছ-বছর বয়সে মা-বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

কেলি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে- হ্যাঁ, ভদ্রলোকের কথাগুলো তাকে অবাক করে দিচ্ছে।

অনেক দিন আগে যে স্মৃতি হারিয়ে গেছে, সেগুলো মনে পড়ছে।

বলা হয়েছিল, বাচ্চাটাকে খালাস করলে না কেন?

আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি।

মার্ক হ্যারিস বলতে থাকেন– আমি অনেক বাড়িতে ঘুরে বেড়িয়েছি। কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

বলা হয়েছিল, ওরা তোমার কাকা, ওদের সাথে ভাব-ভালোবাসা করো না।

আমার মরতে সাধ জাগে।

তারপর?– আমি গ্যারেজে কাজ করেছি। আমি কিছু হতে চাই। আমি বোকা হাঁদা।

কেলি আরও-আরও আকর্ষিত হল।

আমি একজন মডেল হতে চাইছি।

মডেলরা বাজারে বেশ্যা ছাড়া আর কেউ নয়।

–আমি কলেজে যাব, কিন্তু ওরা বলেছে, আমি নাকি একেবারে বোকা। অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কে যেন বলেছিল, স্কুলে গিয়ে কী হবে? তুমি একটা গাধা ছাড়া আর কিছু নয়।

–আমি এম আই টি থেকে স্কলারশিপ পেলাম, আমার পালক মা-বাবা আমাকে নিয়ে উপহাস করল। বলল– আমি চালাতে পারব না। আমাকে গ্যারেজে কাজ করতে হবে।

একথাই আমাকে শুনতে হত– কলেজ? কলেজে গিয়ে সময় নষ্ট করে কী লাভ?

এই অচেনা আগন্তুকের কথা শুনে কেলি অবাক হয়ে গেল।

–আমি এম আই টি-র পড়াশোনা শেষ করলাম। কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপে যোগ দিলাম প্যারিসে। কিন্তু আমি সব সময় একা থাকি। কিছুদিন আগে আমার জীবনটা হঠাৎ পাল্টে গেল। আপনার ছবি দেখে আমি আপনাকে পাগলের মতো ভালোবাসতে শুরু করেছি। বিশ্বাস করুন, এর মধ্যে কোনো বাড়তি বানানো কথা নেই।

কেলি বসে আছে, কথা বলতে পারছে না।

মার্ক হ্যারিস বলে চলেছেন কিন্তু আপনাকে দেখে আমার জীবনটা যেন কেমন হয়ে গেছে।

উনি উঠে দাঁড়ালেন, ছোট্ট কুকুরছানাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন আমার এই ব্যবহারের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আর কখনও আপনাকে আমি বিরক্ত করব না। গুডবাই।

কেলি বলল- একী? কুকুরটা নিয়ে যাচ্ছেন কেন? ওটা তো আপনি আমাকে উপহার দিয়েছেন।

মার্ক দাঁড়িয়ে আছেন, অবাক হয়েছেন কিন্তু আপনি তো...

আমি আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে চাই মি. হ্যারিস। আমি অ্যাঞ্জেলকে রাখব, আপনি মাঝে মধ্যে ওকে দেখতে আসবেন।

এক মুহূর্ত, আমন্ত্রণ হাসির চিহ্ন ঠোঁটে তার মানে..

কেলি বলল– আসুন, আজ রাতে ডিনার খেতে খেতে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব।

বেচারী কেলি জানতেই পারলো না, এভাবে সে এক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে গেল।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার

১১.

প্যারিস, ফ্রান্স

পুলিশ হেডকোয়ার্টার। হেনার্ড স্ট্রিটে। প্যারিসের মধ্যে। সেখানে এক প্রশ্নোত্তরের পালা চলেছে। ইফেল টাওয়ারের সুপারিটেনডেন্টকে প্রশ্ন করছেন দুজন ডিটেকটিভ। একজনের নাম আন্দ্রে বেলমন্ডো এবং অপরজন পিয়েরে মারাইস।

ইফেল টাওয়ার সুইসাইড ইনভেসটিগেশনঃ

সোমবার, ৬ মে
সকাল ১০ টা।
বিষয়- রেনেপাসকেল

বেলমন্ডো– মঁসিয়ে পাসকেল, আমরা একথা কী বিশ্বাস করব যে, মার্ক হ্যারিস, যিনি ইফেল টাওয়ারের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে পড়ে গেছেন, তাকে খুন করা হয়েছে।

পাসকে খুন? কিন্তু আমি তো বারবার বলছি, এটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা।

মারাইস না, তিনি হয়তো এভাবে পড়ে যেতেন না। এর অন্তরালে অন্য কিছু আছে।

বেলমন্ডো–আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারেছি যে, উনি সেই সপ্তাহের শেষের দিকে স্ত্রীর সাথে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। ওনার স্ত্রী হলেন কেলি, এক বিখ্যাত মডেল। .

পাসকেল- আমি দুঃখিত। কিন্তু আমাকে কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

মারাইস কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করার জন্য। কটার সময় সেই রাতে রেস্টুরেন্টটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

পাসকেল-রাত দশটার সময়। কারণ বাইরে ঝড় উঠেছিল। জ্বলেভার্ন একেবারে ফাঁকা। আমি চিন্তা করেছিলাম

মারাইস কখন এলিভেটর বন্ধ করে দেওয়া হয়?

পাসকেল এলিভেটরগুলো মাঝরাত অব্দি চালু থাকে। কিন্তু সেই রাতে কেউ ইফেল টাওয়ার দেখতে আসেননি এবং হোটেলেও কোনো মানুষজন ছিলেন না। আমি রাত দশটায় এলিভেটরগুলো বন্ধ করে দিই।

বেলমন্ডো যে এলিভেটরটা অবজারভেশন ডেকে গেছে, সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

পাসকেল- হ্যাঁ, সবগুলো।

মারাইস– তাহলে এলিভেটর ছাড়া কেউ গোপনে যাবে কী করে?

পাসকেল না, সবকটা এলিভেটর বন্ধ ছিল। আমি সেটাই বুঝতে পারছি না।

বেলমন্ডো– আমি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি। মঁসিয়ে হ্যারিসকে অবজারভেশন ডেক থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভালোভাবে সবকিছু পরীক্ষা করেছি। মাথায় একটা ছিদ্র চোখে পড়েছে। সিমেন্টেও ফাটল দেখা গেছে। তার মানে? যদি ভেতর দিকটা বন্ধ থাকে, এলিভেটর কাজ না করে, তাহলে উনি অত ওপরে উঠলেন কী করে?

পাসকেল– আমি জানি না, এলিভেটর ছাড়া অসম্ভব।

মারাইস– মঁসিয়ে হ্যারিসকে একটা এলিভেটরের সাহায্যে অবজারভেশন টাওয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর হত্যাকরী বা হত্যাকারীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বেলমন্ডো- অচেনা মানুষ কি এলিভেটরগুলো চালাতে পারে?

পাসকেল– না, অপারেটররা কখনও এলিভেটর ছেড়ে যায় না। সেই রাতে বিশেষ চাবির সাহায্যে এলিভেটরগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মারাইস– কতগুলো চাবি থাকে?

পাসকেল– তিনটে, আমার কাছে একটা, আর দুটো গোপন জায়গায় রেখে দেওয়া হয়।

বেলমন্ডো– আপনি জানেন, দশটার সময় শেষ এলিভেটর বন্ধ হয়েছিল?

পাসকেল- হ্যাঁ।

মারাইস– কে ওটা চালাচ্ছিলেন?

পাসকেল- ডথ জেরার্ড

মারাইস– আমি ওনার সঙ্গে কথা বলব?

পাসকেল- হ্যাঁ। মারাইস আরও একটু গুছিয়ে বলুন।

পাসকেল সেই রাত থেকেই ডথ কাজে আসছেন না। আমি ওনার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। কোনো উত্তর নেই। আমি ওনার বাড়িউলির সাথে কথা বলেছি।

না, উনি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছেন।

.

বাতাসে মিলিয়ে গেছেন? ব্যাপারটা সকলকে অবাক করেছে। বিশেষ করে সেক্রেটারী জেনারেল ক্লাউডে রেনাউট। তিনি ইন্টারপোলের হেড কোয়ার্টারে বসে আছেন। খর্বাকৃতি একজন মানুষ, বছর পঞ্চাশ বয়স, অনেক দিন ধরে পুলিশের সাথে যুক্ত আছেন। গত কুড়ি বছরের এক অসামান্য অভিজ্ঞতা।

প্রধান আলোচনা কক্ষ। ইন্টারপোলের সাততলার হেড কোয়ার্টার। এই অপিসের সাথে ৭৮টি দেশের ১২৬টি পুলিশ সংগঠনের প্রতক্ষ্য সংযোগ আছে। অফিসটা প্যারিসের ছ-মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

বারোজন মানুষ বিরাট ঘরে বসে আছেন, ডিটেকটিভ বেলমভো গত এক ঘন্টা ধরে তাদের নানাভাবে প্রশ্ন করছেন।

সেক্রেটারী জেনারেল রেনাউট বললেন- তাহলে আপনি এবং ডিটেকটিভ মারাইস এই ব্যাপারে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। ওই হত্যাকারিরা কীভাবে ঢুকল এবং কীভাবে বেরিয়ে গেল? এই ব্যাপারটা আপনি তো বলেননি?

-মারইস এবং আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করেছি।

–ঠিক আছে আপনারা আসতে পারেন।

দুজন গোয়েন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেক্রেটারী জেনারেল এবার অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন–আপনাদের অনুসন্ধানের ফলে আমরা কী জানতে পেরেছি? আমরা প্রাইমা নামে একজন মানুষের নাম পেয়েছি?

-হ্যাঁ, কিন্তু কে প্রাইমা?

আমরা জানি না, নিউইয়র্কের মৃত মানুষের জ্যাকেটের পকেটে এই নামটা পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে এই ব্যাপারে কোনো একটা যোগাযোগ আছে।

উনি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ভদ্রমহোদয়রা, এর ভেতর একটা অদ্ভুত রহস্য আছে। অনেক বছর ধরে আমি এই অফিসে আছি। আমরা অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান

করেছি। তার মধ্যে ধারাবাহিক হত্যাকারী আছে, আন্তর্জাতিক গ্যাং আছে, আত্মহত্যা আছে। প্রত্যেকটা ঘটনাকেই আমরা কল্পনার মধ্যে আনতে পারি। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা কী করে ঘটল আমি ভাবতেই পারছি না। আমি নিউইয়র্ক অফিসে একটা নোটিস পাঠাচ্ছি।

.

ফ্রাংক বিগ্রে মানহাট্টান ডিটেকটিভদের প্রধান, তিনি ফাইলটি পড়ছিলেন, একটু আগে সেক্রেটারী জেনারেল রেনাউট যেটা পাঠিয়েছেন। আর্ল গ্রিনবার্গ এবং রবার্ট সেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

–আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, স্যার?

বিগ্রে কাগজটা থেকে পড়তে থাকলেন–ইন্টারপোল এই নোটিশটা সকালে পাঠিয়েছে। ছ-বছর আগে আপিরা ইসো নামে এক জাপানী বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করেছিলেন। তিনি টোকিওর এক হোটেল ঘরের সিলিং থেকে ঝুলে পড়েন। তার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল, তার প্রমোশন হয়েছিল, মনটা ভালোই ছিল।

-জাপান, তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

আমাকে শেষ করতে দিন, তিন বছর আগে সুইজারল্যান্ডের এক বিজ্ঞানী ম্যাডেলাইন স্মিথেরও অদ্ভুতভাবে মৃত্যু হয়। তিনি জুরিখের অ্যাপার্টমেন্টে গ্যাস খুলে দিয়ে আত্মহত্যা

করেছিলেন। উনি গর্ভবতী ছিলেন, যে ছেলেটি ওঁর গর্ভে ছিল তার পিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। বন্ধুরা জানিয়েছেন উনি খুব সুখী মহিলা ছিলেন।

ভদ্রলোক দুজন ডিটেকটিভের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন- গত তিনদিনে অনেকগুলো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেছে। বার্লিনের বাসিন্দা সোনঝা ভারব্রুগকে তার বাথটবে মৃত অবস্থায় দেখা গেছে। একই রাতে আমেরিকান মার্ক হ্যারিসকে ইফেল টাওয়ার থেকে পড়ে আত্মহত্যা করতে দেখা গেছে। একদিন বাদে কানাডার গ্যারি রেনল্ডসের অদ্ভুত পরিণতি হয়েছে। ডেনভারের এক পাহাড় থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়।

গ্রিনবার্গ এবং রবার্ট মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারা আরও অবাক হয়ে গেছেন।

–গতকাল আপনারা রিচার্ড স্টিভেন্সের মৃতদেহ পেয়েছেন। নদীর তীরে তাই তো?

আর্ল বললেন- এইসব ব্যাপারের মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে কি?

বিগ্রে বললেন- হ্যাঁ, সবকটা ঘটনার মধ্যে একটা অদ্ভুত যোগসূত্রটা আছে।

গ্রিনবার্গ অবাক হয়ে গেছেন– কী? দু-বছর আগে জাপানে যে ঘটনা ঘটেছিল, সুইজারল্যান্ডে তিন বছর আগে, গত কয়েকদিন ধরে এখানে যেসব ঘটনা ঘটছে সবগুলোর ভেতর একটা সাধারণ যোগসূত্রতা আছে?

বিগ্রে গ্রিনবার্গের হাতে নোটিশটা তুলে দিলেন। সেখানে লেখা আছে- ইন্টারপোল বিশ্বাস করে যে একটি গোপন সংগঠন, কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের সঙ্গে কোনো না কোনো

সম্পর্ক ছিল। এই কোম্পানির প্রধান হলেন ট্যানার কিংসলে। তিনি প্রেসিডেন্সিয়াল সায়েন্স কমিটির চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল অ্যাডভান্স ক্যামিং ইনস্টিটিউটের প্রধান, ডিফেন্স পলিসি বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমার মনে হয় মিঃ গ্রিনবার্গ, আপনি অবিলম্বে মিঃ কিংসলের সাথে কথা বলুন।

.

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। আর্ল গ্রিনবার্গ ট্যানার কিংসলের সেক্রেটারীর সাথে কথা বলছেন। তারপর রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- মঙ্গলবার সকাল দশটায় আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি। দেখা যাক এই ব্যাপারে আর কিছু এগোনো যায় কি না। এখন মিঃ কিংসলে ওয়াশিংটনে আছেন।

স্টেট সিলেকট কমিটি, ওয়াশিংটন, পরিবেশের ওপর আলোচনা হবে। দুজন সদস্য বসে আছেন। তারা ট্যানার কিংসলের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ট্যানার কিংসলে, চল্লিশ বছর বয়স, লম্বা এবং সুন্দর। ইস্পাতের মতো নীল তার দুই চোখের তারা। সব সময় বুদ্ধির দীপ্তিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। রোমানদের মতো লম্বা নাক, সুন্দর চিবুক, এমন একটা অভিব্যক্তি যা দেখলে মনে হয় আভিজাত্যের ছাপ আছে।

এই কমিটির প্রধান হলেন বয়স্ক সেনেটার পাউলিন মারি। নিজস্ব আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তিনি ট্যানারের দিকে তাকালেন এবং বললেন- মিঃ কিংসলে, আপনি বলুন।

ট্যানার বললেন- ধন্যবাদ সেনেটার, তার কথা এগিয়ে চলল আমাদের কোনো কোনো রাজনীতিবিদ ভাবছেন যে পৃথিবীটাকে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করা যেতে পারে, আপনারা নিশ্চয়ই গ্লোবাল ওয়ারমিং এবং রিনিআউস এফেক্টের কথা শুনেছেন। ওজোন স্তরে ফুটো হয়ে গেছে। এর ফলে পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গাতে খরা এবং বন্যা দেখা দিচ্ছে। ব্যাপারটা চিন্তা করার মতো। দক্ষিণ মেরুতে ওজোন স্তরের গর্ত মস্ত বড় হয়ে গেছে। সেটা এখন এক কোটি স্কোয়ার মাইলে পৌঁছে গেছে। ভেবে দেখুন!

.

...আমরা হ্যারিকেন দেখতে পাচ্ছি, সাইক্লোন, টাইফুন এবং সাংঘাতিক সামুদ্রিক ঝড়। ইউরোপের সর্বত্র প্রকৃতি এইভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে। এখন ভাবতে হবে কী করে আমরা পরিবেশকে আবার দূষণমুক্ত করব।

...গত গরমকালে তাপ প্রবাহে ইউরোপে কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কিছু করতে পারিনি। আমাদের সরকার ডিয়েটো প্রোটোকলকে মানতে চাইছেন না। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, পরিবেশের বিশ্ব সম্মেলনে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছিল।

সেনেটার গ্লুভেন বললেন– মিঃ কিংসলে, এটা কিন্তু বিতর্ক সভা নয়। আপনি একটু শান্তভাবে কথা বললে ভালো হবে।

ট্যানার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা এ ব্যাপারে সকলেই অবহিত আছি। কিন্তু কেন কিছু করছি না? অর্থের অভাব? না, বাতাসকে পরিচ্ছন্ন করতে গেলে কত টাকা লাগে? আর বাতাসকে দূষিত করলে? কত গ্যালন গ্যাস?

সেনেটার আবার বললেন মিঃ কিংসলে?

কিংসলে বললেন-আমি ক্ষমা চাইছি। সেনেটার, আমার মন ভালো নেই। আমি বুঝতে পারছি আমাদের বিশ্বটা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে অথচ আমরা কোনো প্রতিরোধ করতে পারছি না।

কিংসলে আরও ত্রিশ মিনিট ধরে কথা বলেছিলেন। কথা বলা হয়ে গেলে, সেনেটার ভ্যান বললেন- মিঃ কিংসলে, আপনি কি আমার অফিসে আসবেন?

এখানেই আলোচনা শেষ করে দেওয়া হল!

.

সেনেটার ভ্যানের অফিস, সুন্দরভাবে সাজানো। আভিজাত্যের ছাপ আছে। ডেস্ক টেবিল, ছটা চেয়ার, ফাইলিং কেবিনেট, সর্বত্র তার মেয়েলি হাতের ছাপ। বর্ণ রঙীন ফেব্রিক আছে, আছে সুন্দর চিত্রাবলী এবং ফটোগ্রাফ।

ট্যানার ঢুকলেন, দুজন অফিসার দাঁড়িয়েছিলেন, সেনেটার ভ্যান লিভেনও ছিলেন।

–এঁরা আমার সহকারিনী, কোরাইন মারফি আর ক্যারোলি ট্রস।

কোরাইন, লাল চুলের এক আকর্ষনীয়া, চরিত্রের মহিলা। ক্যারোলি, তার চুলের রংও লাল, বছর কুড়ি বয়স। তারা সেনেটারের পাশে বসলেন।

বসুন মিঃ কিংসলে, সেনেটার বললেন। ট্যা

নার তাকালেন। বললেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কিছু ব্যাপারে পরিষ্কার আলোচনা করাই উচিত।

–আপনার কোম্পানি, কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ, আমাদের সরকারের সাথে অনেকগুলো প্রকল্পের অংশীদার। আপনি আবার সরকারি নীতির সমালোচনা করছেন। এটা কী ব্যবসার পক্ষে খারাপ না?

ট্যানার ঠাণ্ডা গলায় বললেন- এটা ব্যবসার ব্যাপার নয় সেনেটার, এটা মানবিকতার প্রশ্ন। আমরা একটা ভয়ংকর সম্ভাবনার দিকে সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছি। আমি চাইছি সেনেট যেন এই ব্যাপারে আরও অর্থ দান করে।

সেনেটার বললেন কিন্তু এই অর্থের অনেকটাই তো আপনার পকেট থেকে বেরিয়ে যাবে।

–তাতে কী হয়েছে? আমি চাই বেশি দেরি হবার আগেই যেন কাজ শুরু হয়।

কোরাইন শান্তভাবে বললেন- অদ্ভুত লাগছে, আপনি এক অবাক স্বভাবের মানুষ। ট্যানার তার দিকে তাকিয়ে বললেন মিস মারফি, যদি আপনি তাই মনে করেন, তাহলে হয়তো আমি সেই দলভুক্ত।

ক্যারোলি বললেন- আপনি যেটা করতে চাইছেন তার তারিফ করতেই হবে।

সেনেটার ভ্যান তার সহকারিনীদের দিকে তাকালেন। চোখ থেকে রাগ ঝরে পড়ছে। তারপর ক্যারোলির দিকে তাকিয়ে বললেন- এ বিষয়ে আমি এখনই প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, সহকারীদের সাথে কথা বলতে হবে, তাদের মাথায় ব্যাপারটা ঢোকাতে হবে, আমি ঠিকসময় আপনাকে জানাব।

ধন্যবাদ সেনেটার, এখন আমি আসতে পারি?

এভাবেই অধিবেশনটা শেষ হল।

.

১২.

যে মুহূর্ত থেকে সবাই জানতে পারল মার্কের মৃত্যুর খবর, কেলি হ্যারিসকে ফোনের বন্যা সামলাতে হল। ফুলের স্তবক আসছে, অসংখ্য ই-মেল।

স্যাম মোডোসের কাছ থেকে টেলিফোন এল কেলি, আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার মন ভালো নেই। যখনই মার্কের কথা মনে পড়ছে, তখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে–কেলি আমি কি তোমার জন্য কিছু করব?

না, ধন্যবাদ স্যাম।

–দেখো আমাদের সঙ্গে যেন ভালো সম্পর্ক বজায় থাকে।

আরও গোটা বারো টেলিফোন এসেছে। মার্কের বন্ধুরা এবং সেইসব মডেলদের কা থেকে, যারা কেলির সঙ্গে কাজ করে থাকে।

বিল লাগনার, মডেলিং সংস্থার প্রধান, টেলিফোন করলেন। তিনি শোক প্রকাশ ক বললেন- কেলি, আমি বুঝতে পারছি এখন আপনার মনের অবস্থা খুবই খারাপ। বি কাজ করলে বোধহয় আপনি এই শোককে সামলাতে পারবেন, যখন কাজে যোগ দে তখন আমাকে জানাবেন- নিশ্চয়ই।

কখন থেকে যোগ দেবেন?

–মার্ক যখন আবার ফিরে আসবে।

এই কথা বলেই কেলি টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

.

আবার ফোনটা বেজে উঠল– কেলি বললেন কে?

–মিসেস হ্যারিস?

আমি কি এখনও মিসেস হ্যারিস, কেলি ভাবলেন, হ্যাঁ, আমি তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মার্কের স্ত্রী হিসেবে বেঁচে থাকব।

–আমি ট্যানার কিংসলের অফিস থেকে বলছি।

–যে অফিসে মার্ক চাকরি করত?

–মিঃ কিংসলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আপনি কি ম্যানহাট্টানে আসতে পারবেন? কোম্পানির হেড কোয়ার্টারে একটা জরুরী মিটিং আছে।

কেলি এখন স্বেচ্ছাস্বাধীন, তিনি তার এজেন্সিকে বলেছেন সব বুকিং নষ্ট করতে। কিন্তু ট্যানার কিংসলে কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন?

জানি কি শুক্রবার প্যারিস ছাড়তে পারবেন?

–হ্যাঁ, শুক্রবার। ঠিক আছে।

–ঠিক আছে। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের টিকিট পাঠিয়ে দেওয়া হল। আপনি ডবল এয়ারপোর্টে চলে যাবেন। নিউইয়র্কে আপনার জন্য গাড়ি থাকবে।

.

ট্যানার কিংসলে সম্পর্কে অনেক কথা কেলি শুনেছিলেন মার্কের কাছে। ভদ্রলোক সত্যিই এক জীবন্ত প্রতিভা। তার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ আছে।

অ্যাঞ্জেল ছুটে এসেছে, কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কেলি তাকে আদর করলেন- কী হবে বলতো? আমি যখন থাকব না তখন তুই কার কাছে থাকবি। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি ফিরে আসব কেমন?

.

কেলি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, শ্রমিকরা কাজ করছে, নতুন একটা এলিভেটার লাগানো হবে।

বাড়িটা সুপারিনটেনডেন্ট ফিলিপ্পে সেনড্রে-র, এক লম্বা আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ। উষ্ম ব্যক্তিত্ব। এই খবরটা তাকেও ব্যথা দিয়েছে। মার্কের সমাধিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

কেলি ফিলিপ্পের কাছে চলে গেলেন। ফিলিপ্পে দরজা খুলে দিলেন।

কেলি বললেন- অনুগ্রহ করে একটা কাজ করে দেবেন?

ভেতরে আসুন, ম্যাডাম হ্যারিস, কী কাজ?

–তিন চারদিনের জন্য নিউইয়র্কে যাব। আপনি কি আমার কুকুরছানাটার দায়িত্ব নেবেন?

নিশ্চয়ই, কেন কিছু মনে করব? আনা, মারিয়া এবং আমি তাকে খুব ভালোবাসি।

অনেক ধন্যবাদ।

.

শুক্রবার সকালবেলা, কেলি অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে ফিলিপ্পে সেনড্রের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেলেন।

কয়েকটা কাগজের ব্যাগ হাতে তুলে দিলেন। বললেন–এখানে অ্যাঞ্জেলের প্রিয় খাবার আছে। আছে এমন কিছু খেলনা যেটা খেলতে সে ভীষণ ভালোবাসে।

ফিলিপ্পে একটু পিছিয়ে গেলেন। কেলি দেখলেন মেঝেতে অনেকগুলো খেলনা পড়ে আছে, কেলি হেসে বললেন– অ্যাঞ্জেল, তুই ভালো লোকের কাছেই থাকবি। অ্যাঞ্জেলের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে বললেন- গুডবাই অ্যাঞ্জেল, ফিলিপ্পে, আপনাকে আবার ধন্যবাদ।

.

যে সকালে কেলি যাবার চেষ্টা করেছিলেন, সেই সকালেই নিকোলে প্যারাডিস, হ্যাঁনসি অ্যাপার্টমেন্টের রিসেপশনিস্ট দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। ধূসর বর্ণের এক মহিলা, চেহারাটা খুবই ছোটো, ডেস্কের আড়ালে বসলে মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

উনি কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- তোমাকে না দেখলে খারাপ লাগে। কবে আসবে?

কেলি বললেন তাড়াতাড়ি ফিরব।

কেলি এবার এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এয়ারপোর্টে অসম্ভব ভিড়। যেমনটি হয়ে থাকে। টিকিট কাউন্টার থেকে দোকান, রেস্টুরেন্ট, সিড়ি, এসকেলেটার, সব জায়গায়তেই মানুষের ছড়াছড়ি।

যখন কেলি পৌঁছল, এয়ারপোর্ট ম্যানেজার তাকে একটা প্রাইভেট লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেছে, এবার উড়ান পাখি যাত্রা শুরু করবে। কেলি বোর্ডিং গেটের দিকে তাকালেন। একজন ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। কেলি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উনি সেলফোনটা বের করে একটা ফোন করলেন।

.

কেলি এয়ারপ্লেন সীটে বসে আছেন। মার্কের কথা ভাবছেন। হঠাৎ মনে হল, সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেন? কেলির মনে হল, ওই রাতে মার্ক কেন ইফেল টাওয়ারের অবজারভেশন ডেকে গিয়েছিল? কারোর সঙ্গে কথা বলতে কি? কেন মার্ক আত্মহত্যা করল? আমরা তো ভালোই ছিলাম, আমরা একে অন্যকে ভালোবাসতাম। কিন্তু না, মার্ক কখনও আত্মহত্যা করতে পারে না। কেলি চোখ বন্ধ করলেন। চিন্তাধারা অনেক দুরে পৌঁছে গেল! প্রথম দেখা কথাতে মার্ক কেড়েছেন।

.

এটা তাদের প্রথম দেখা করা। কেলি একটা সুন্দর কালো রঙের স্কার্ট পরেছিলেন। উঁচু কলারওয়ালা সাদা ব্লাউজ। যাতে মার্ক কোনোভাবেই প্রলোভিত হতে না পারেন। কেলি বুঝতে পারলেন তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

কেলি দরজাটা খুলে দিলেন, মার্ক দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে হাসি। হাতে একটা বাক্স, আরেকটা পেপার ব্যাগ। তিনি একটা ধূসর রঙের স্যুট পড়েছেন সবুজ শার্ট, লাল টাই, বাদামী রঙের জুতো। কেলি দেখে হেসে ফেলেছিলেন। আসলে স্টাইল সম্পর্কে মার্কের কোনো ধারণা ছিল না।

–ভেতরে এসো। কেলি বলেছিলেন।

আশা করি আমার দেরি হয়নি।

না, একদমই না। আসলে মার্ক পঁচিশ মিনিট আগে এসেছিল।

মার্ক কেলির হাতে বাক্সটা তুলে দিয়ে বললেন- এটা তোমার জন্য।

পাঁচ পাউন্ড ওজনের চকোলেট, অনেক বছর ধরে কেলিকে হীরের আংটি দেওয়া হয়েছে, ফারের কোট, পেন্ট হাউস, কিন্তু কেউ কখনও তাকে চকোলেট দেয়নি। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি হেসে বললেন– ধন্যবাদ।

মার্ক ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললেন- এগুলো অ্যাঞ্জেলের জন্য।

অ্যাঞ্জেল লাফাতে লাফাতে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। সে মার্কের দিকে এগিয়ে গেল, লেজ নাড়াতে নাড়াতে।

মার্ক অ্যাঞ্জেলকে কোলে তুলে নিলেন, বললেন– ও এখনও আমাকে মনে রেখেছে।

কেলি বললেন- এ কিন্তু আমার সারাক্ষণের সঙ্গিনী। আমি কখনও ওকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারি না।

মার্ক কেলির দিকে তাকিয়ে আছেন, চোখের ভাষায় অনেক কিছু বলতে চাইছেন তিনি।

.

বিকেলটা কেটে গিয়েছিল অনাস্বাদিত আনন্দের মধ্যে দিয়ে। মার্কের সান্নিধ্য উপভোেগ করা যায়। মার্কের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ।

মার্ক বললেন- আবার কবে দেখা হবে?

-আমি ঠিক সময় বলে দেব। তুমি সকার গেম দেখতে ভালোবাসো?

মার্কের মুখে কেমন একটা কালো ছাপ। হ্যাঁ আমি দেখতে খুব ভালোবাসি।

মার্ক মিথ্যে কথা বলেছিলেন, কেলি বলেছেন–শনিবার রাতে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই আছে। তুমি কি যাবে?

মার্ক জবাব দিয়েছেন- হ্যাঁ, গেলে ভালোই লাগবে।

.

সন্ধ্যেটা কেটে গেল। তারা কেলির অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং- এ ফিরে এসেছেন। কেলি অত্যন্ত উত্তেজিত।

একটা গুড নাইট কিস?

হবে কী? তিনি ভেবেছিলেন।

কেলির দরজা, মার্ক তাকালেন, বললেন- তোমাকে দেখে আমার কী মনে হয়েছিল জানো?

কেলির নিঃশ্বাস বন্ধ, এই তো, খোলস ছেড়ে আসল লোকটা বেরিয়ে আসছে।

–তোমার বুক দুটো খুবই সুন্দর।

–তোমার পা খুবই লম্বা।

না, কী মনে হয়েছিল?

–তোমার চোখের তারায় ধূসর বিষণ্ণতা।

কেলির জবাব দেবার আগেই মার্ক বললেন– শুভরাত কেমন?

কেলি একেবারে অবাক হয়ে গেছেন!

.

১৩.

শনিবার রাতে মার্ক এলেন, তিনি আরেক বাক্স ক্যানডি এনেছেন, মস্তো বড়ো পেপার ব্যাগে।

তিনি বলল- এই ক্যানডি তোমার জন্য, পেপার ব্যাগে যা আছে তা অ্যাঞ্জেলের জন্য।

কেলি ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলেছিলেন- আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অ্যাঞ্জেলও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

আবার একই ঘটনা, অ্যাঞ্জেল লাফিয়ে মার্কের কোলে উঠে গেছে।

কেলি জানতে চাইলেন- সত্যি তুমি খেলা দেখতে যাবে?

কেলি সুনিশ্চিত এর আগে মার্ক কখনও সকার খেলা দেখেনি।

.

স্টেডিয়ামে অনেক মানুষের ভিড়। সেন্ট জার্মেইন্স স্টেডিয়াম। সাতষট্টি হাজার মানুষ ভিড় করেছে। চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলা শুরু হবে।

কেলি এবং মার্ক তাদের সীটের দিকে চলে গেলেন। কেলি বললেন– এই টিকিটগুলো সহজে পাওয়া যায় না।

–তুমি সকার খেলা যে এত ভালোবাসো আমি ভাবতেই পারছি না।

কেলি হাসতে ভুলে গেছেন। এবার খেলাটা শুরু হবে।

বেলা দুটো, দুটো দলই স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়েছে। ব্যান্ডে জাতীয় সংগীতের সুর বেজে উঠেছে। একদিকে লায়ন, অন্য দিকে মার্কসওয়েব। প্রথমেই একজন খেলোয়াড় এসে দাঁড়াল। কেলি ব্যাপারটা মার্ককে বলতে চেয়েছিল।

মার্ক গড়গড়িয়ে বলে চলেছেন- ওর নাম গ্রেগরি কাওপে। ও হল লীগের সব সেরা গোলি। সে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ানশিপ জিতেছে।

কেলি অবাক হয়ে মার্কের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এবার ঘোষক বলছেন– সিডনি গোভৌ।

মার্ক সঙ্গে সঙ্গে বললেন চোদ্দ নম্বর। অসাধারণ খেলেছে গত সপ্তাহে।

কেলি আবার অবাক হয়ে গেছেন।

প্রত্যেকটা খেলোয়াড় সম্পর্কে মার্কের খুঁটিনাটি জ্ঞান আছে।

এবার খেলা শুরু হল। মার্ক মাঝে মধ্যেই মন্তব্য করছেন। কেলি অবাক হয়েছেন আরও একবার।

আঃ এমন একটা মানুষ তাকে না ভালোবেসে আমি কী করব?

.

লেডিস এবং জেন্টলম্যান, অনুগ্রহ করে সীটবেল্ট বেঁধে নিন, ঠিক জায়গায় থাকুন। আমরা কেনেডি এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমান সেখানে অবতরণ করবে।

কেলি আবার বর্তমানে ফিরে এলেন। তিনি এখন নিউইয়র্কেচলেছেন, ট্যানার কিংসলের সাথে দেখা করতে, এই লোকটির অধীনে মার্ক চাকরি করত।

.

গণমাধ্যমকে কেউ খবরটা বলে দিয়েছে। যখন প্লেনটা ল্যান্ড করল, তারা কেলির জন্য। অপেক্ষা করছিল। রিপোর্টাররা চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছে, টেলিভিশন ক্যামেরা তাক করে আছে।

–কেলি, আপনি এখন কেমন আছেন?

বলবেন আপনার স্বামীর কী হয়েছিল?

পুলিশ কি তদন্ত শুরু করেছে?

আপনার স্বামী কি ডিভোর্স চাইছিলেন?

আপনি কি এখানেই থেকে যাবেন?

–এই খবরটা শুনে আপনার মনের অবস্থা কী হয়েছিল?

কেলি দেখতে পেলেন একটা সুন্দর মুখের মানুষকে। দাঁড়িয়ে আছেন এবং হাত নাড়ছেন।

উনি হলেন বেন রবার্টস, নেটওয়ার্ক টেলিভিশনের অন্যতম চরিত্র। কেলিকে এর আগেও উনি ইন্টারভিউ করেছেন। এখন ওনাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কেলি দেখলেন বেন ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন।

–হাই বেন, কেলি কি তোমার শো-তে নামবে নাকি?

–তোমার আর কেলির একটা ছবি নেবো?

বেন কেলির কাছে পৌঁছে গেছেন। রিপোর্টাররা আরও সামনে আসার চেষ্টা করছেন।

বেন বললেন- ওকে এভাবে বিরক্ত কোরো না। তোমরা পরে কথা বোলো।

রিপোর্টাররা পথ করে দিচ্ছে।

বেন কেলির হাতে হাত রেখে বললেন আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মার্ককে খুবই ভালো বাসতাম।

কেলি এবং বেন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করল–তুমি নিউইয়র্কে কেন এসেছো?

ট্যানার কিংসলের সঙ্গে কথা বলতে।

উনি কিন্তু খুব শক্তিশালী মানুষ। উনি তোমার সব দায়িত্ব নেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

ওঁরা লাগেজ কাউন্টারে পৌঁছে গেলেন।

বেন বলল- কেলি যদি কখনও আমাকে দরকার হয় তাহলে ফোন করো। নেটওয়ার্কেই আমাকে পাবে।

ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল- আপনি মিসেস হ্যারিস? আমি কলিন। গাড়িটা বাইরে আছে। মিঃ কিংসলে আপনার জন্য পেনিংসে হোটেলে জায়গা রেখেছেন। আপনি কি টিকিট দেবেন? আমি ল্যাগেজের দায়িত্ব নেবো।

দশ মিনিট কেটে গেছে, কেলি এখন হোটেলের দিকে চলেছেন। ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

কলিন বলল– মিঃ কিংসলের সেক্রেটারী আপনাকে ফোন করবেন, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে, যখন খুশি গাড়িটা ব্যবহার করবেন।

ধন্যবাদ। কেলি অবাক হয়ে গেছেন, আমি এখানে কেন এসেছি?

এবার বোধহয় এই প্রশ্নের উত্তরটা তিনি মানতে পারবেন!

.

১৪.

ট্যানার কিংসলে সান্ধ্য সংস্করণের শিরোনাম পড়ছিলেন, লেখা আছে ইরানে শিলাবৃষ্টি, বাকিটা আর তিনি আর পড়তে চাইছেন না। গরমকালে শিলাবৃষ্টি? মাঝেমধ্যে তুষার ঝড় ট্যানার সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালেন। সেক্রেটারী এলে তিনি বললেন, ক্যাথি, এই আর্টিকেল সেনেটার ভ্যান গ্লভেনের কাছে পাঠিয়ে দাও, তার তলায় একটা নোট লিখে দেবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলশ্রুতি।

কিংসলে ঘড়ির দিকে তাকালেন। দুজন ডিটেকটিভ আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবেন। তিনি অফিসের দিকে তাকালেন, এই অফিসটা তার নিজের হাতে তৈরি। তিনি জানেন এই অফিসটা করতে তাঁকে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে।

আজ এটা পৃথিবীর অন্যতম সেরা পাওয়ার হাউসে পরিণত হয়েছে। শুরুটা কিন্তু এমন ছিল না অর্থাৎ একটা অলৌকিক কাজ করা হয়েছে।

.

দাদা অ্যানড্রুর জন্মের পাঁচ বছর বাদে ট্যানারের জন্ম হয়েছিল। তাদের মা বাবার মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়। মা আরেক জনকে বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে যায়। বাবা ছিল বিজ্ঞানী, ছেলেরা ছোটোবেলা থেকেই বাবাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে।

সত্যি কথা বলতে কী, দাদার থেকে পাঁচ বছরের ছোটো আমি, এই ব্যাপারটা ট্যানারকে হীনমন্যতায় ভুগিয়ে ছিল। ট্যানার সায়েন্স ক্লাসের সবসেরা সম্মান পায়, তাকে বলা হয় অ্যানড্রু পাঁচ বছর আগেই এই সম্মানটা পেয়েছে। পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে।

ট্যানার একবার বাগ্মী প্রতিযোগিতায় জিতে গিয়েছিলেন। অধ্যপক বললেন– ধন্যবাদ, ট্যানার, তুমি দ্বিতীয় কিংসলে হিসেবে এই পুরস্কারটা পেলে।

টেনিসের ম্যানেজার ঘোষণা করলেন আমার মনে হয় তুমি তোমার দাদা অ্যানড্রুর মতো সফল হবে।

ট্যানার যখন স্নাতক হলেন, তখন বলা হল, তোমার ভাষণটা ভারী সুন্দর হয়েছে। অ্যানড্রুর কথা বারবার মনে পড়ছিল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তার মানে, ট্যানার দাদার ছায়াতেই বেড়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে দ্বিতীয় সেরা উপাধি দেওয়া হল, কারণ অ্যানড্রু বরাবরই প্রথম হয়ে গেছেন।

.

দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল। দুজনেই দেখতে সুন্দর, বুদ্ধিমান এবং যথেষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন। তাদের বয়স ক্রমশ বাড়ল, এবার দেখা গেল কিছু বৈসাদৃশ্য। অ্যানড্রুকে আমরা উদাসীন স্বভাবের মানুষ বলতে পারি, অন্তর্মুখী। ট্যানার কিন্তু বহির্মুখী, উচ্চাকাঙ্খী। অ্যানড্রু মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেতে ভালোবাসেন। ট্যানার অনায়াসেই মেয়েদের আকর্ষণ করেন চুম্বকের মতো।

জীবন সম্পর্কে তারা দুজন দু-ধরনের ধারণায় বিশ্বাস করেন। অ্যানড্রু সমাজসেবা করতে ভালোবাসেন। ট্যানার চাইতেন আরও শক্তিশালী এবং বড়োলোক হতে।

.

অ্যানড্রু কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হলেন, চাকরি করলেন, লিঙ্ক ট্যাঙ্কের হয়ে। অনেক কিছু শিখলেন, কীভাবে মানুষকে সাহায্য করতে হয়। পাঁচ বছর বাদে অ্যানড্রু নিজেই একটা কোম্পানি খোলার কথা চিন্তা করলেন।

অ্যানড্রু এই বিষয়টা নিয়ে ট্যানারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

ট্যানার উত্তেজিত ব্যাপারটা দারুণ। আমরা সরকারের সাথে ব্যবসা করব।

না-না এটা আমার ইচ্ছে নয়। আমি সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে চাইছি।

তার মানে?

তৃতীয় বিশ্বের অনেক মানুষ দরিদ্রতার জালে জর্জরিত। তারা কৃষির আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানতে পারছে না। আমি তাদের হাতে সাহায্যের ভাণ্ডার তুলে দেব।

ট্যানার অবাক হয়ে গেছেন। উনি বললেন- সে কী? তাহলে কোম্পানীর কী হবে?

অ্যানড্রু বললেন– আমি টাকার কথা চিন্তা করছি না ভাই, আমরা তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষিত মানুষদের পাঠাবো। তারা নতুন ভাবে কৃষিকাজ করবে। তাদের জীবনধারা একেবারে পাল্টে যাবে। আমি তোমাকে পার্টনার করতে চাইছি। আমাদের এই দলটাকে কিংসলে গ্রুপ বলা হবে। তোমার কি কিছু বলার আছে?

ট্যানার কী যেন চিন্তা করে বললেন– সত্যি কথা বলতে কি তোমার পরিকল্পনাটা খারাপ নয়। আমরা প্রথমে ওইসব দেশের সঙ্গে কথা বলব। তারপর বড়ো বড়ো দেশের সঙ্গে চুক্তি করব।

ট্যানার, এই পৃথিবীটাকে আরও সুন্দর গ্রহ করে তুলতে হবে।

ট্যানার হাসলেন, হ্যাঁ, এখন আপোস করতে হবে। তারপর? তারপর নিজেই আমি আমার সাম্রাজ্য গড়ে তুলব।

ট্যানার এবং অ্যানড্রু হাতে হাত রাখলেন, বললেন- এভাবেই আমাদের যাত্রা শুরু থোক।

.

ছমাস কেটে গেছে, দুভাই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, ছোট্ট ইটের বাড়ির সামনে। তাদের চোখে মুখে অসন্তোষের ছাপ।

অ্যানড্রু জিজ্ঞেস করলেন-কীভাবে কাজ করছে আমাদের কিংসলে গ্রুপ?

–অসাধারণ, ট্যানার তার কণ্ঠস্বরে কৌতুক এনে বললেন।

–পৃথিবীর সর্বত্র আমরা আনন্দ পৌঁছে দিচ্ছি ট্যানার, ভেবে দেখো, ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন প্রশিক্ষককে তৃতীয় বিশ্বে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ট্যানার কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বললেন না। বুঝতে পারলেন, সময় এসেছে, এবার নতুন করে সবকিছু ভাবতে হবে। হা, কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের জন্ম হবে।

.

জন হিথল, অ্যানড্রুর কলেজ বন্ধু, অনেক টাকা লগ্নি করেছেন। অন্তত এক লক্ষ ডলার। বাকিটা অ্যানড্রু বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে তুলেছেন।

ছজন মানুষকে কেনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, সোমালিয়া এবং সুদানে। সেখানকার সাধারণ মানুষদের মধ্যে চেতনার উদ্ভাবন ঘটাতে হবে। তবে টাকা পয়সা কিছুই আসছে না।

ট্যানার একদিন বললেন– অ্যানড্রু, বড়ো বড়ো কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে আমরা চালাব কী করে?

স্ট্যানার এটা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

এবার ট্যানারের অবাক হবার পালা।

–ভেবে দেখো, সিজ ব্লাড কর্পোরেশন কিন্তু আগ্রহী।

অ্যানড্রু হেসে বললেন- আমরা আমাদের আসল কাজটা করব।

ট্যানার আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। তাঁদের দুজনের নিজস্ব ল্যাবরেটরী আছে, তারা দুজনেই নিজস্ব প্রকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে ভালোবাসেন। অ্যানড্রু অনেক সময় মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করেন।

একদিন সকালবেলা, ট্যানার প্ল্যান্টে এসেছেন, অ্যানড্রু তখনও সেখানে ছিলেন। ট্যানারকে দেখে অ্যানড্রু লাফিয়ে উঠলেন, বললেন নতুন প্রজেক্টটা নিয়ে আমি অত্যন্ত উত্তেজিত। আমি একটা দারুণ ব্যাপার আবিষ্কার করতে চলেছি।

ট্যানারের মন তখন অন্য ব্যাপারে চলে গেছে। গত রাতে এক লাল চুলের মহিলার সাথে তার দেখা হয়েছে। তারা দুজন বারে একসঙ্গে মদ খেয়েছেন। তিনি ওই মহিলার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলেন। স্মরণযোগ্য সময়।

-হ্যাঁ, ট্যানার, এইভাবে ব্যাপারটা শুরু করলে কেমন হয়?

ট্যানার বললেন- অ্যানড্রু পেড?

অ্যানড্রু হাসলেন। হ্যাঁ, এর সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

ট্যানার কিন্তু তখনও তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা ভাবছেন। সত্যিই এইভাবে কাজ শুরু করলে একদিন আমি পৃথিবীটাকে পায়ের তলায় আনতে পারব।

.

সন্ধ্যেবেলা ট্যানার ককটেল পার্টিতে বসেছিলেন। মহিলার সুন্দর কণ্ঠস্বরে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল মিঃ কিংসলে, আমি কিন্তু আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।

ট্যানার তাকালেন, তার হতাশা আটকে দেবার চেষ্টা করলেন। কে কথা বলছে? সাধারণ চেহারার এক তরুণী। তার চোখের তারা উজ্জ্বল বাদামী, অদ্ভুত একটা হাসি আছে। ট্যানার এই মেয়েটির শারীরিক সৌন্দর্যের কথা ভুলে গেলেন। না, মেয়েটি বোধহয় সেখানে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না।

ট্যানার বললেন- কী খারাপ? তিনি ওই মেয়েটির কাছ থেকে পালিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজছিলেন।

–আমি পাউলিন কুপার। বন্ধুরা আমাকে পাওলা বলে ডেকে থাকেন। আপনি আমার বোন জিনির সাথে ডেটিং করেছেন। জিনি আপনাকে পাওয়ার জন্য পাগল।

জিনি? জিনি? ছোট্টখাট্টো? লম্বা? কালো? সোনালী? ট্যানার দাঁড়িয়ে থাকলেন, হাসছেন। মনে করার চেষ্টা করছেন। অনেকগুলো মুখ ভেসে আসছে।

–জিনি আপনাকে বিয়ে করতে চাইছে।

–অনেকেই তো চেয়েছে, হ্যাঁ, আপনার বোন খুবই সুন্দরী।

ট্যানারের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল- আপনি তাকে মনে করতে পারছেন না?

ট্যানার অপ্রস্তুত- হা, আমি চেষ্টা করছি।

আমি এইমাত্র তার বিয়ের পার্টিতে যোগ দিয়ে এলাম।

ট্যানারের চোখে আনন্দ তাহলে জিনির বিয়ে হল।

-হ্যাঁ, একটুখানি নীরবতা, কিন্তু আমি আরেকটা কথা বলতে চাইছি, আপনি কি কাল রাতে ডিনার খাবেন?

ট্যানার মেয়েটির দিকে ভালোভাবে তাকালেন। না, মেয়েটি হয়তো তাঁর দলভুক্ত নয়, তবে শরীরটা খুব একটা খারাপ না। হ্যাঁ, একে সহজেই টোপ দেওয়া যেতে পারে। ট্যানার ভাবলেন, বেসবল টিমের সঙ্গে তার দেখা করতে হবে। একজন মহিলাকে উদ্ধার করতে হবে।

মেয়েটি তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে– আমি টাকা দেব।

ট্যানার হাসলেন- ঠিক আছে আসব।

মেয়েটি বলল- আমাকে একবার পরখ করে দেখতে পারেন।

ট্যানারের মুখে হাসি আচ্ছা চেষ্টা করব।

.

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা, তারা একটা সুন্দর রেস্টুরেন্টে বসে আছেন। পাওলা ক্রিমরঙের দোপাড় সিল্কের ব্লাউজ পরেছেন, একটা কালো স্কার্ট। হাইহিল জুতো। ট্যানার তার পা থেকে মাথা অবধি সবকিছু দেখলেন। মনে হচ্ছে, সে বোধহয় নিজেকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে, সে বোধহয় কোনো একটা উত্তেজক দেশের রাজকুমারী।

ট্যানার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন- শুভ সন্ধ্যা।

পামলা বললেন- হ্যাঁ, শুভ সন্ধ্যা।

পাওলা বললেন- আমরা কথাটা শুরু করি। আমার কিন্তু কোনো বোন নেই।

ট্যানার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন কিন্তু তুমি যে বললে...

মুখে হাসি আমি তোমার প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করছিলাম। আমি অনেক কথা তোমার সম্পর্কে জেনেছি। তোমার প্রতি আমার আগ্রহের শেষ নেই।

মেয়েটি কি এখন যৌনতার কথা বলবে?

–আমি তোমার চরিত্রের কয়েকটা দিককে ভালোবাসি।

–তুমি কি সত্যি আমার সম্পর্কে আগ্রহী?

-হ্যাঁ।

এভাবেই কথা শুরু হল। ট্যানার হাতে হাত রেখে বললেন–হ্যাঁ, তোমার মধ্যে একটা আলাদা আভিজাত্য আছে। এটা অত্যন্ত গভীর এবং একান্ত। তোমার সাথে আজ রাতটা ভালোভাবেই কাটবে।

-হ্যাঁ, তুমি কি ক্লান্ত বোধ করছে ডার্লিং।

ট্যানার আবার তাকালেন। চোখের ভেতর একটা অদ্ভুত নিরাপত্তা। মেয়েটিকে আগ্রহী বলা যেতে পারে কি?

ট্যানার বললেন- হ্যাঁ, আমি সবসময় ক্লান্ত বোধ করি রাজকুমারী।

মেয়েটির মুখে হাসি ঠিক আছে, তাহলে কোথাও চেষ্টা করা যাবে? অন্তত আজ রাতে?

ট্যানার কেমন যেন হয়ে গেছেন। এতদিন তিনি মেয়েদের নিয়ে খেলা করেছেন। তারপরে বললেন- তুমি কী বলতে চাও?

–আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই।

মেয়েটির মুখে একটা অদ্ভুত প্রত্যয়। এসো, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

.

১৫.

কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ, ওয়ার্ল্ড হেড কোয়ার্টার, ম্যানহাট্টানে অবস্থিত। ইস্ট নদীর কাছে পাঁচ একর জমির ওপর বিরাট একটা বাড়ি। একটা নয়, চারটে পাশাপাশি কংক্রিটের বাড়ি। দুটো ছোটো স্টাফ হাউস। চারপাশে বিদ্যুৎ তারের আবরণ।

সকাল দশটা, ডিটেকটিভ আর্ল গ্রিনবার্গ এবং রবার্ট লবিতে ঢুকে পড়েছেন।

ডিটেকটিভ গ্রিনবার্গ টেবিলের ওপর পড়ে থাকা অসংখ্য পত্রিকার দিকে তাকালেন। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের একটা কপি হাতে তুলে নিলেন। রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- এগুলো বোধহয় দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে পড়ে থাকে?

তারা সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন– মিঃ ট্যানার কিংসলের সাথে কথা বলব। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।

-হ্যাঁ, উনিও আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি একজন সহকারীকে পাঠাচ্ছি।

রিসেপশনিস্ট বোতাম টিপলেন। একটু বাদে এক সুন্দরী কিশোরী কন্যা সামনে এসে দাঁড়াল।

–এঁরা ট্যানারের সাথে দেখা করতে যাবেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।

–আমি রেটরা টাইলার, কিংসলের এক সহকারিনী। আমাকে অনুসরণ করুন প্লীজ।

দুজন ডিটেকটিভ হেঁটে চলেছেন। প্রত্যেকটা করিডরের কাছে প্রহরা আছে।

এটা ট্যানারের ওয়েটিং রুম, ক্যাথি বসে আছেন। ট্যানারের সেই সহকারিনী।

-গুড মর্নিং, শুভ সকাল ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা ডানদিকে চলে যান।

ট্যানারের প্রাইভেট অফিস, ডিটেকটিভরা ভেতরে ঢুকলেন। তাদের চোখেমুখে বিস্ময়।

বিরাট অফিস, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। সাউন্ড প্রুফ দেয়াল আছে। টেলিভিশন আছে। সারা শহরে কী ঘটছে তার টাটকা ছবি ফুটে উঠছে। হ্যাঁ আছে ব্যস্ত কনফারেন্স রুম, ল্যাবরেটরী, আরও কত কি।

আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত ব্যবস্থা।

স্ক্রিনের ওপর বিভিন্ন শহরের নাম ভেসে উঠছে। মিলান, জোহানসবার্গ, জুরিখ, মাদ্রিদ, এথেন্স। চারপাশে বইয়ের সমারোহ।

.

ট্যানার কিংসলেকে মেহগনি ডেস্কের আড়ালে বসে থাকতে দেখা গেল। পোশাকটা ভারী সুন্দর। হালকা ধূসর বর্ণের, হালকা নীল শার্ট এবং নীল রঙের চেক দেওয়া টাই।

ট্যানার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন গুড মর্নিং ভদ্রমহোদয়রা।

এবার ডিটেকটিভরা বসলেন। কথা শুরু হল।

বলা হল– গোয়েন্দারা, আমরা কিন্তু আজকের জীবনধারা সম্পর্কে কোনো কথা বলবো না। একটা ব্যাপার মনে রাখবেন, জীবন আজ আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

রবার্ট বললেন– মিঃ কিংসলে, আমি একটা প্রশ্ন করব।

-হ্যাঁ। আপনি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন। তবে আমার বক্তব্যটা আগে শুনে নিন। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করি। তাই দেশের নিরাপত্তাটা আমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নজর রেখেছি। মাইক্রো বায়োলজি থেকে পরিবেশের বিষয় সবই আমরা নজরে রেখেছি। আমাদের অত্যন্ত শিক্ষিত বিজ্ঞানী দল আছে। আছে নানা বিষয়ের সমালোচকেরা।

রবার্ট অবাক হয়ে বললেন- ব্যাপারটা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ।

–আমাদের গবেষকদের পঁচাশি শতাংশের মধ্যে অত্যন্ত উঁচু ডিগ্রী আছে। পঁয়ষট্টি শতাংশ হল পি এইচ ডি।

বাঃ, দারুণ কাজ করেছেন তো?

–আমার দাদা অ্যানড্রু এই কোম্পানীটা স্থাপন করেছিল। সে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। আমরা সেখানে অনেকগুলো পরিকল্পনা শুরু করেছি।

হঠাৎ টেলিভিশন সেটে বজ্রপাত দেখা গেল। তার মানে? কী হচ্ছে?

ডিটেকটিভ গ্রিনবার্গ বললেন আপনারা আবহাওয়া নিয়ে পরীক্ষা করছেন?

হ্যাঁ, এটাও আমাদের একটা অন্যতম কাজ। কিন্তু এখানে আমরা সফলতাকে অর্জন করতে পারিনি। এই পরীক্ষাটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

–এটা সফল হলে কি আমরা জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম?

-হ্যাঁ, কিছুটা অন্তত পারতাম। অনেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯০০ সালে নিকোলা টেসলা ওয়েদার সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেছিলেন। তিনি অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে আমরা বেতার তরঙ্গের সাহায্যে বাতাসের আয়নমণ্ডলকে প্রভাবিত করতে পারি। ১৯৫৮ সালে আমাদের নিরাপত্তা পরিষদও এই ব্যাপারে কাজ করে। তারা আয়নোস্ফেয়ারের মধ্যে তামার ছুঁচ পাঠিয়েছেন। দশ বছর বাদে প্রজেক্ট প্রোপাইলের জন্ম হয়। সরকার লাওসে বর্ষাকালে

সময়সীমা বাড়াবার চেষ্টা করেছিল। তাতে হোচিমিন অঞ্চলে আরও বেশি পরিষ্কার আবহাওয়া পাওয়া যায়।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কাজ করেছে?

হ্যাঁ, স্থানীয়ভাবে। সমস্যা হচ্ছে আমরা সারা পৃথিবীর আবহাওয়াকে পরিবর্তন করতে পারি না। একটা কথা মনে রাখবেন, দক্ষিণ গোলার্ধে আশি শতাংশ সমুদ্র আছে, উত্তর গোলার্ধে সমুদ্রের আয়তন ষাট শতাংশ। এই বৈসাদৃশ্যের ফলেই আমরা বিশ্বব্যাপী কাজের সফলতা অর্জন করতে পারি না।

তাছাড়া, গ্রিনবার্গ বললেন, আমরা এখানে কেন এসেছি মিঃ কিংসলে?

ট্যানার তাকালেন, হ্যাঁ, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি দিচ্ছি। কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপকে একটা অভিজ্ঞ সংস্থা বলা যেতে পারে। আমার চারজন সহকারীর মৃত্যু হয়েছে, রহস্যজনকভাবে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে অনুসন্ধান শুরু করেছি। পৃথিবীর সমস্ত প্রধান শহরে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা আছেন। আঠারোশো জন সদস্য আছেন। সকলের সাথে যোগাযোগ রাখা কোনোমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু যখন আমরা দেখলাম যে আমাদের দুজন সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, তারা নাকি অনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তখন আমরা আরও সতর্ক হয়ে উঠেছি। একটা কথা মনে রাখবেন, আমি কিছুতেই কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের সুনাম নষ্ট হতে দেব না। আমরা অতি শীঘ্র এই রহস্যের উন্মোচন করব।

গ্রিনবার্গ বলতে চেষ্টা করলেন মিঃ কিংসলে, আরও কিছু বলার আছে। দু বছর আগে জাপানের এক বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করেছিলেন। তিন বছর আগে সুইজারল্যান্ডের এক বিজ্ঞানী...

ট্যানার বাধা দিয়ে বললেন- হ্যাঁ, জুরিখের ওই ঘটনা, এ দুটোর কোনোটাই কিন্তু আত্মহত্যার ঘটনা নয়। তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

দুজন গোয়েন্দা পরস্পরের দিকে তাকালেন, বিস্ময়াবিষ্ট চোখে।

রবার্ট বললেন- এ ব্যাপারে আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?

ট্যানারের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠেছে– তাদের হত্যা করা হয়েছে আমার কারণে?

-আপনি কী বলতে চাইছেন?

আকিরা ছিলেন এক দারুণ বিজ্ঞানী। তিনি একটি জাপানি ইলেকট্রনিক্স সংস্থায় কাজ করছিলেন। এই সংস্থাটির সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল। আমার মনে হয় আমরা তাকে বাঁচাবার মতো ভালো বাতাবরণ দিতে পারিনি। আমি তাকে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সেই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে খুব উত্তেজিত ছিলেন।

ট্যানার তার কণ্ঠস্বর স্থির রাখার চেষ্টা করলেন– আমরা ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলাম। তিনি ওই সংস্থা ছেড়ে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। হয়তো কাউকে এই কথাটা বলে থাকবেন। কারণ এই সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।

ট্যানার আবার কিছুক্ষণ চুপ করলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন- যেদিন এই খবরটা কাগজে বেরোয়, সেদিনই তাকে একটি হোটেল ঘরে নিহত অবস্থায় দেখা গেল।

রবার্ট জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ কিংসলে, অন্য কোনো কারণও তত থাকতে পারে।

ট্যানার মাথা নেড়ে বললেন– না, এটা আত্মহত্যার কোনো ঘটনা নয়। আমি একদল অনুসন্ধানী মানুষকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম। তারা আমার নিজস্ব সংস্থার লোক। তারা সব ব্যাপারের ওপর নজর রেখেছিলেন। সেখানে গিয়ে তারা হয়তো কোনো খারাপ কিছু দেখতে পাননি। তবে আমি এখনও মনে করছি, ইসোর জীবনটা আত্মহননের পথে শেষ হয়নি, এমন কোনো ট্রাজেডি আছে, যার রহস্য হয়তো কোনোদিন উদঘাটিত হবে না।

-তাহলে আপনি কেন এত সুনিশ্চিত যে, তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

গ্রিনবার্গ জানতে চাইলেন।

–আপনারা তো ম্যানডেলোইন স্মিথের কথা বললেন। জুরিখে তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন তিন বছর আগে। আপনি কি জানতেন যে, ম্যানডেলোইন স্মিথ তার কোম্পানি ছেড়ে আমাদের সংস্থায় যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন?

গ্রিনবার্গ জানতে চাইলেন তাহলে আপনি বলেছেন যে, এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে একটা যোগসূত্রতা আছে?

ট্যানারের মুখ যেন পাথর- হ্যাঁ, তারা দুজনেই একই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এটি হল টোকিও ফাস্ট ইনডাসট্রিয়াল।

ঘরের ভেতর থমথমে নীরবতা।

রবার্ট বললেন আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না। যদি একজন কর্মী সংস্থা ছাড়তে চান, তাহলে কেন তাকে মেরে ফেলা হবে?

-ম্যানডেলাইন স্মিথ কিন্তু সাধারণ কর্মী ছিলেন না। ইসোও তাই ছিলেন না। তারা ছিলেন বিখ্যাত পর্দাথবিদ। তারা যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারতেন। একটি কোম্পানির ভবিষ্যৎ তাদের ওপর নির্ভর করছিল। তাই সংস্থা চায় নি যে, তারা কোম্পানি ছেড়ে দিন।

-সুইস পুলিশ কি এই ব্যাপারে তদন্ত করেছিল?

-হ্যাঁ, তারা তদন্ত করে। আমরাও করেছিলাম। কিন্তু আমরা কোনো কিছুই প্রমাণ করতে পারিনি, সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এখনও ওই মৃত্যুরহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছি। একদিন আমরা এই রহস্য উদঘাটন করবই। আমাদের সংস্থার সাথে পৃথিবীর সব অঞ্চলের পুলিশ মহলের যোগাযোগ আছে। ভালো খরব পেলে আমি নিশ্চয়ই তা আপনাদের জানাব।

গ্রিনবার্গ বললেন- ঠিক আছে। এখন আমরা আসছি।

ট্যানারের টেলিফোন বেজে উঠল- হ্যালো, দুজন ডিটেকটিভ আমার অফিসে বসে আছেন। তারা আমাকে সবরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঠিক আছে, আমি সময় মতো জানাব।

উনি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

গ্রিনবার্গ জানতে চাইলেন– মিঃ কিংসলে, এখানে আপনারা কি কোনো অনুভবী ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছেন?

-হ্যাঁ, আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি, যার মাধ্যমে ছজন মানুষের মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে জানা যাবে। ডিটেকটিভ গ্রিনবার্গ, আমাদের সঙ্গে অন্তত একশো জন বুদ্ধিজীবী যুক্ত আছেন। তারা পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ। তারা অনেকেই এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। আমরা এখানে কোনো মানব বোমা তৈরি করছি না।

দরজা খুলে গেল। অ্যানড্রু কিংসলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তার হাতে অনেক কাগজপত্র। ভাইয়ের সঙ্গে চেহারার কিছুটা মিল আছে। তবে তার চেহারায় একটা বিষণ্ণতার ছায়া। মাথার চুল ক্রমশ পাতলা হতে শুরু করেছে। মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য। পাশাপাশি ট্যানার কিংসলে? উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন। অ্যানড্রুকে দেখলে মনে হয়, তিনি বুঝি কোন ব্যাপারে পরাস্ত।

–এই কাগজগুলো, এইগুলোই আছে, তুমি দেখতে পারো। আমি এখনও শেষ করতে পারিনি।

অ্যানড্রু, ঠিক আছে, পুলিশ ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে ট্যানার বললেন, এ আমার ভাই অ্যানড্রু, আর এঁরা হলেন ডিটেকটিভ গ্রিনবার্গ ও রবার্ট।

অ্যানড্রু তাকালেন, চোখের তারায় কোনো শান্তির চিহ্ন নেই।

অ্যানড্রু, তোমার নোবেল পুরস্কারের কথা বলবে না?

অ্যানড্রু মাথা চুলকে বললেন- হ্যাঁ, নোবেল পুরস্কার।

উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ট্যানার বললেন আমি বলেছিলাম, অ্যানড্রু এই কোম্পানিটা স্থাপন করেছিল। তাকে সাত বছর আগে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা পরীক্ষা সে শেষ করতে পারেনি, তারপর থেকেই তার মনটা পাল্টে যায়।

-হ্যাঁ, ওনার চরিত্রের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে।

আর্ল গ্রিনবার্গ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন ঠিক আছে, আমরা আর সময় নষ্ট করব না। যোগাযোগ রক্ষা করব।

ট্যানার বললেন- ঠিক আছে, আগে এই সমস্যা সমাধান হোক, তারপর।

.

১৬.

ট্যানার সেই মেয়েটিকে ভুলতে পারেননি, যাকে রাজকুমারি বলে ভেবেছিলেন। মনে পড়ে গেল, একসময় কীভাবেই না জড়িয়ে পড়েছিলেন। ভাবা হয়েছিল, এই ব্যাপারটা আরও উন্নত হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি।

.

তিনদিন কেটে গেছে। ট্যানার ফোন করলেন রাজকুমারি?

–কে কথা বলছেন?

ট্যানার ভেবেছিলেন, ফোনটা নামিয়ে রাখবেন। কতজন এই মেয়েটিকে রাজকুমারি নামে ডেকে থাকে?

কোনোরকমে নিজের রাগ শান্ত করার চেষ্টা করে, উনি বললেন- আমি ট্যানার কিংসলে বলছি।

–তুমি কেমন আছো? কিন্তু কণ্ঠস্বরে উদাসীনতা।

আমি হয়তো একটা ভুল করেছি, ট্যানার ভাবলেন। আর কখনও এই মেয়েটিকে আমি ডাকব না। তবুও উনি বললেন- আমি ভেবেছিলাম, তুমি আজ বোধহয় আমার সাথে ডিনারে যাবে। কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি ব্যস্ত আছে। ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া যাক।

-কেন?

ট্যানার আবার আটকে পড়লেন তিনি ওই মেয়েটিকে শিক্ষা দিতে পারলেন না।

.

চার ঘণ্টা কেটে গেছে। ট্যানার একটা টেবিলে বসে আছেন। ছোটো ফরাসি রেস্টুরেন্ট। তিনি মনে মনে উদগ্রীব। ব্যাপারটা হল, মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে।

–প্রিনসেস, তোমাকে আমি কতদিন দেখিনি? ট্যানার বললেন।

মেয়েটির মুখে হাসি তোমাকেও আমি খুব মিস্ করেছি। তোমার মধ্যে একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। তুমি সকলের থেকে আলাদা।

গত দিনটা বুঝি আবার ফিরে এসেছে। এমন রোমান্টিক মুহূর্ত তাদের জীবনে খুব একটা বেশি আসেনি। কথা এগিয়ে চলল, খাওয়া-দাওয়া তার পাশাপাশি।

এই মেয়েটি অসামান্যা সুন্দরী, আবেদনি এবং ইচ্ছুক। এমন একটি মেয়ের আগমন ঘটতে চলেছে আমার জীবনে, ট্যানার ভাবলেন।

ট্যানার বললেন- তোমার কথা বল।

-আমার বাবা খুবই ধনী মানুষ। অসীম ক্ষমতার অধিকারী। ছোটোবেলা থেকে আমি বকে গিয়েছিলাম। মিশতাম পরিচারিকা এবং বাটলারদের সঙ্গে। সুইমিংপুলে হৈ-হৈ হত। র‍্যাটক্লিপকে মনে পড়ে। তারপর? শেষ অব্দি আমার বাবা সব ব্যাপারেই হেরে গেল। মারা গেল সে। আর আমি এক রাজনৈতিক নেতার খপ্পরে গিয়ে পড়লাম।

কাজটা তোমার কেমন লাগে?

না, মোটেই ভালো লাগে না। আমি উত্তেজক জীবনের সন্ধানে মগ্ন।

.

পরের দিন ট্যানার অবার ফোন করলেন রাজকুমারি?

–আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম ট্যানার। তার কণ্ঠস্বরে আমন্ত্রণ।

ট্যানার বললেন- তুমি এখন কোথায়?

–আজ রাতে ডিনার হবে কি?

ট্যানারের মুখে হাসি কোথায় যাব?

ম্যাক্সিমে এলে কেমন হয়?

বুঝতে পারা যাচ্ছে, যে কোনো কারণেই তোক মেয়েটি আরও কাছে আসতে চাইছে।

.

৫৫ নম্বর স্ট্রিট, ডিনারের আসর, ট্যানার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন। হ্যাঁ, সৌন্দর্যের একটা আলাদা দীপ্তি আছে। আত্মনির্ভরতা এবং বুদ্ধির সংমিশ্রণ। হ্যাঁ, এই মেয়েটিকে আমরাস্বাধীন চেতা বলতে পারি।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনর্গল আলোচনা এগিয়ে চলেছে। মেয়েটির জ্ঞানের বহর দেখে ট্যানার অবাক হয়েছেন।

–রাজকুমারির জীবন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

মেয়েটি ট্যানারের দিকে তাকাল। তারপর বলল- আমি জানি, ক্ষমতাই মানুষকে সাহসী এবং সুখী করে তোলে।

–তাহলে তোমার আমার মধ্যে দারুণ মিল আছে।

–একথা তুমি কতজন মেয়েকে বলেছ ট্যানার?

তুমি কি এসব কথা বলা বন্ধ করবে? আমি সকলের সাথে আলাদাভাবে মিশি। তুমি এমন কিছু করো না, যাতে আমি দুঃখ পাব।

–হ্যায় ডার্লিং, তুমি আমার সান্নিধ্যে যদি হতাশ হও তাহলে শাওয়ারের তলায় চলে যাও।

ট্যানার উঠে দাঁড়ালেন। নাঃ, কথা বলে আর লাভ নেই। কিন্তু কোথায় যাব?

–কেন আমার জায়গাতে।

–তোমার জায়গা?

–হ্যাঁ, আমার ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে পার্ক এভিনিউতে।

তুমি কি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে?

.

ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট, অসাধারণ, সুন্দরভাবে সাজানো। ট্যানার চারদিকে তাকালেন। ভারী ভালো এবং আভিজাত্যের ছাপ। আহা, অসাধারণ চিত্রকলার সংগ্রহ। একটা ভালো টেবিল আছে, ঝাড়বাতি ঝুলছে। ছটা সুন্দর চেয়ার, সাজানো কৌচ।

ট্যানার বললেন- ভারী সুন্দর।

মেয়েটি বলল- তুমি আমার বেডরুমে এসো।

বেডরুমের দেওয়ালের রং পরিষ্কার সাদা। সাদা ফার্নিচারে পরিপূর্ণ। মস্ত বড় একটা আয়না ঝুলছে।

ট্যানার বললেন- আঃ, এত সুন্দর।

পাউলা ট্যানারের পোশাক খুলতে খুলতে বলল- আমরা পরে কথা বলব।

পোশাক খোলা হয়ে গেছে। সে নিজের পোশাকের দিকে হাত দিল। আহা, এমন সুন্দর একটি যৌন আবেদনি শরীর। সে ট্যানারের গলা জড়িয়ে ধরে বলল- এসো, আমরা অসভ্য খেলা শুরু করি।

তারা বিছানাতে শুয়ে আছে। এবার খেলাটা শুরু হবে। ট্যানার সবকিছুতে হাত দেবার চেষ্টা করল। আবেদনি জায়গাগুলোতে হাতের পরশ রাখল। তারপর বুঝতে পারল, এবার মেয়েটির দিক থেকে প্রত্যুত্তর দেবার সময় হয়েছে। হ্যাঁ, এমন সুন্দর আদর। ট্যানার চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। প্রতিটি আঙুলের টোকা তাকে অন্য জগতের বাসিন্দা করে দিচ্ছে। এমন সুন্দর উপহার যে তিনি কোনোদিন পাবেন ভাবতেই পারেননি। শেষ অব্দি উত্তেজনার চরম সীমায় পৌঁছে গেলেন।

তারা সমস্ত রাত ধরে কথা বলেছিলেন। কত কথা, রাজকুমারি ট্যানারকে অবাক করে দিয়েছে। তার কৌতুকবোধ, তার আবেদন, তার চোখের তারায় উজ্জ্বল উপস্থিতি- নাঃ, ট্যানার বোধহয় পাগল হয়ে যাবেন।

.

একদিন সকালবেলা অ্যানড্রু ট্যানারকে বললেন, তুমি এত খুশী কেন? এর অন্তরালে কোনো মেয়ে আছে কি?

ট্যানার ঘাড় কাত করলেন- হ্যাঁ।

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, তুমি কীভাবে বিয়ে করবে?

–আমি এখনও অতটা ভাবিনি।

অ্যানড্রু বললেন– কথাটা বলা উচিত।

ট্যানার বললেন- হ্যাঁ, একদিন বলব।

পরের দিন রাত্রিবেলা, ট্যানার রাজকুমারির অ্যাপার্টমেন্টে বসে আছেন।

ট্যানার বলতে শুরু করলেন রাজকুমারি, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাইছি। যে কথা আমি কখনও কোনো মেয়েকে বলিনি।

কী কথা ডার্লিং।

–আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি।

এক মুহূর্তের নীরবতা।

পাউলা দুহাত বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে এসে বলল- ওঃ, ট্যানার।

–হ্যাঁ, তুমি কী জবাব দেবে?

–আমি তোমাকে বিয়ে করব ডার্লিং। কিন্তু আমার একটা সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

না, সমস্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে আরও সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সব জিনিসটা পাল্টাতে হবে। ভবিষ্যটা যেন আরও উন্নত হয়।

ট্যানার হাতে হাত দিলেন। কোনো সমস্যা নেই। আমার হাতে অনেকগুলো ব্যবসা আছে রাজকুমারি। একদিন আমি আরও বেশি টাকা আয় করব।

না, তোমার ভাই আছে, তোমরা দুজন। তোমার ভাই কখনও চাইবেন না যে, তোমার কোম্পানিটা আরও বড়ো হোক। তাই এখন অন্য কিছু ভাবতে হবে।

ট্যানার বললেন- আচ্ছা, তুমি আমার ভাই অ্যানড্রুর সঙ্গে দেখা করো। কেমন?

.

পরের দিন তারা তিনজন লাঞ্চের আসরে বসেছেন। পাউলা আকর্ষনীয়া। অ্যানড্রু ভাবলেন, ভাইয়ের জীবনে কোন মহিলার আগমন ঘটতে চলেছে, এই ব্যাপারটা ভেবে

খুবই চিন্তিত ছিলেন। না, পাউলাকে আমরা অনায়াসে এক বুদ্ধিমতী রমণী বলতে পারি। অ্যানড্রু ভাবলেন, ভাইয়ের নির্বাচনটা সঠিক হয়েছে।

পাউলা বলল আমার মনে হচ্ছে, কিংসলে গ্রুপ একদিন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, অ্যানড্রু সারা পৃথিবীতে এত মানুষের কাছে আমরা সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছি। ট্যানার এ ব্যাপারে সব কিছু জানিয়েছে।

-হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করছি।

তার মানে, আপনি কোম্পানিটাকে আরও বড়ো করবেন তো?

না, আমি সেই অর্থে বলছি না। আমি আরও বেশি দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব। সেখানে সাহায্য পাঠাব।

ট্যানার সঙ্গে সঙ্গে বললেন– তাহলে আমাদের আরও নতুন নতুন চুক্তিতে সই করতে হবে, তাই তো?

অ্যানড্রুর চোখে হাসি ট্যানার, তুমি এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে চাও কেন? এত তাড়াতাড়ির কী আছে? দেখা যাক না, কীভাবে কাজটা শুরু হয়। অন্যকে সাহায্য করাটাই জীবনের সবথেকে বড়ো ধর্ম।

ট্যানার রাজকুমারির দিকে তাকালেন।

পরের দিন ট্যানার রাজকুমারিকে টেলিফোন করে বললেন- রাজকুমারি, কখন তোমাকে তুলে নেব?

ওদিকে একটা ছোট্ট নীরবতা– ডার্লিং, আমি খুব দুঃখিত। আজ বোধহয় তোমার সঙ্গে বেরোতে পারব না।

ট্যানার অধৈর্য হয়ে উঠেছেন- কোনো সমস্যা?

না, আমার এক বন্ধু শহরে এসেছে। তাকে দেখতে যাব।

–পুরুষ বন্ধু? ট্যানারের মনে হিংসা। আমি বুঝতে পারছি না, তা হলে কাল রাতে?

–না, কালকেও হবে না। আমরা সোমবার যাব, কেমন?

তার মানে? পাউলা এখন অন্য কারও সঙ্গে এই সপ্তাহান্তিক ছুটিটা কাটাবে? ট্যানার ফোন নামিয়ে দিলেন। তিনি রেগে গেছেন এবং হতাশ হয়েছেন।

.

সোমবার রাত। রাজকুমারি ক্ষমা চেয়ে বলল- আমি খুব দুঃখিত। ডার্লিং, আমার এক পুরোনো বয়ফ্রেন্ড শহরে এসেছিল। শুধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

ট্যানারের মনে একটা ছবি ভেসে উঠল। ওই রাজকুমারির অসাধারণ অ্যাপার্টমেন্টে সেই ছবিটা ছিল।

–ও কে?

আমি দুঃখিত, আমি ওর নাম বলতে পারব না। ও ভীষণ পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ও চায় না যে, সকলের কানে ওর নাম পৌঁছে যাক।

–তুমি কি ওকে ভালোবাসো?

ট্যানারের হাত ধরে পাউলা বলল– না।

ট্যানার প্রশ্ন করলেন আর ওই ছেলেটি? সে কি তোমাকে ভালোবাসে?

পাউলা বলল- হ্যাঁ।

ট্যানার ভাবলেন- যে করেই হোক এই মেয়েটির মন জয় করতে হবে।

.

পরের দিন সকাল চারটে বেজে আটান্ন মিনিট, অ্যানড্রু কিংসলের ঘুম ভেঙে গেল টেলিফোনের শব্দে।

সুইডেন থেকে একটা কল আছে, অনুগ্রহ করে ফোনটা একটু ধরবেন?

একমুহূর্ত বাদে সুইডিস টানে কতগুলো শব্দ ভেসে এল- অনেক-অনেক অভিনন্দন মিঃ কিংসলে, নোবেল কমিটি আপনাকে এ বছর নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে। ন্যানো টেকনোলজির বিষয়ে আপনার উদ্ভাবনী গবেষণা পদার্থবিজ্ঞানে আপনাকে এই পুরস্কার এনে দিয়েছে।

নোবেল পুরস্কার! সংলাপ শেষ হয়ে গেল। অ্যানড্রু কোনো রকমে পোশাক পরে অফিসে চলে গেলেন। ট্যানার আসার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানড্রু তার ঘরে ঢুকে গিয়ে খবরটা দিলেন।

ট্যানার ছুটে এসে অ্যানড্রুকে জড়িয়ে ধরলেন- আহা, অ্যানড্রু, আমি ভাবতেই পারছি না।

এবার ট্যানারের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট বাদে ট্যানার রাজকুমারির সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন- ডার্লিং, তুমি কি বুঝতে পারছ এর ফলাফল কী হবে? কিংসলে গ্রুপের হাতে একটা নোবেল পুরস্কার। এখন আমরা আরও বড়ো ব্যবসা করতে পারব। সরকারের তরফ থেকেও আমাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হবে। করপোরেশনগুলো এগিয়ে আসবে। আমি কথা দিচ্ছি সুন্দরী, তোমার পায়ের তলায় এখন সমস্ত পৃথিবী।

-হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি ভাবতেই পারছি না।

–তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

ট্যানার, একথাটা কেন বার বার জিজ্ঞাসা করে বলো তো? তুমি ছাড়া আমি আর কাকেই বা বিয়ে করব?

ট্যানার রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তিনি ভাইয়ের অফিসে গিয়ে বললেন- অ্যানড্রু, আমি বিয়ে করতে চলেছি।

অ্যানড্রু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন- একটা ভালো খবর। কখন বিয়ের ঘটনাটা হবে?

-খুব তাড়াতাড়ি। স্টাফদের সবাইকে জানানো হবে।

.

ট্যানার তার অফিসে গেলেন, পরের দিন সকালবেলা।

অ্যানড্রু অপেক্ষা করছিলেন।

তার পরনে একটা উৎসবের পোশাক।

–এটা কেন পরেছ?

অ্যানড্রু বললেন- আমি তোমার বিয়ের জন্য তৈরি হচ্ছি। খরবটা আমার কাছে খুবই আনন্দের।

–অনেক ধন্যবাদ, অ্যানড্রু।

খবরটা আগুনের মতো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে বিয়ের দিন ঘোষিত হয়নি। ট্যানার কাউকে কিছু বলেননি, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি এবং অঙ্গভঙ্গি, বলে দিচ্ছিল, তাড়াতাড়ি তিনি বিয়ে করতে চলেছেন।

.

ট্যানার তার ভাইয়ের অফিসে গেলেন– অ্যানড্রু, নোবেল পাওয়া সূত্রে সকলের সাথে আমাদের যোগাযোগ হবে। প্রাইজ মানিটা নিয়ে কী হবে?

অ্যানড্রু বাধা দিয়ে বললেন- পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমরা উগান্ডাতে আরও বেশি মানুষকে সাহায্য করব।

ট্যানার শান্তভাবে বললেন কিন্তু তুমি এই টাকা দিয়ে ব্যাবসাটাকে আরও বড়ো করে তুলতে পারো?

অ্যানড্রু মাথা নেড়ে বললেন– আমি যে আদর্শে বিশ্বাস করি, সেই আদর্শের জন্য আমি সারা জীবন লড়াই করব ট্যানার।

ট্যানার অনেকক্ষণ ধরে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন- এটা তোমার কোম্পানি অ্যানড্রু।

.

ট্যানার রাজকুমারিকে ফোন করে বললেন আমি ওয়াশিংটন যাচ্ছি ব্যবসার কাজে। দু-দিন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব না।

পাউলা পেছনে লেগে বলল না, কোনো স্বর্ণকেশিনী নয়, বাদামী চুলের মেয়ে নয়, নয় কোনো লাল চুলের ললনা।

না-না, কোনো আশা নেই। পৃথিবীতে তুমিই হলে একমাত্র মেয়ে, যাকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবাসি।

ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

.

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা ট্যানার রাজধানী পেন্টাগনে বসে আছেন। আর্মি চিফ অফ স্টাফ জেনারেল অ্যালান বারটনের সঙ্গে কথা হচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছে, আপনার প্রস্তাবটা খুবই আগ্রহজনক। আমরা এই ব্যাপারে কতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব।

জেনারেল বারটন বললেন।

আপনাদের পরীক্ষানিরীক্ষাগুলো মাইক্রোনানো টেকনোলজির সঙ্গে জুড়তে হবে। আমার ভাই এ বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

-হ্যাঁ, আমরা খবরটা পেয়েছি।

-উনি এত উত্তেজিত যে, আরও কাজ করতে চাইছেন।

মিঃ কিংসলে, এই ক্ষেত্রে খুব বেশি নোবেল লোরেট পাওয়া যায় না।

জেনারেল উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন– এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং একান্ত গোপনীয়। যদি এটা কাজ করে তাহলে আমাদের সৈন্যবাহিনী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আণবিক ন্যানো টেকনোলজির সাহায্যে আমরা পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারব। এখনও পর্যন্ত আমরা এই ব্যাপারে খুব একটা উন্নতি করতে পারিনি। এখন যেসব চিপগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে বেশি কাজ হচ্ছে না। আরও ক্ষুদ্র চিপ আবিষ্কার করতে হবে। যদি এটা সম্ভব হয়, তা হলে মিলিটারি জগতে একটা বিপ্লব ঘটে যাবে, তা আমি বলতে পারি।

ট্যানার বললেন– পরীক্ষা করার সময় কোনো ঝামেলা হবে না তো? দেখবেন, এ ব্যাপারে যেন ভাইয়ের কোনো ক্ষতি না হয়।

না, আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা সবরকম যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করব। আমাদের দু-তিনজন বিজ্ঞানী আপনার ভাইয়ের সঙ্গে পরীক্ষা করবেন।

তাহলে আমি এগিয়ে যাচ্ছি।

–হ্যাঁ, আমি সবুজ সংকেত দিলাম।

নিউইয়র্কে ফিরে আসতে আসতে ট্যানার ভাবলেন, এখন যে করেই হোক অ্যানড্রুকে বোঝাতেই হবে।

.

১৭.

অ্যানড্রু তার অফিসেই ছিলেন। একটা রঙিন বুকলেটের দিকে তাকিয়ে আছেন। নোবেল কমিটি তার কাছে বুকলেটটা পাঠিয়েছে এবং একটা চিঠিও পাঠিয়েছে- কবে আপনি আসবেন, সেই প্রত্যাশায় বসে আছি।

স্টকহলম কনসার্ট হলের ছবি ছাপা আছে, আর আছে নোবেল প্রাপকদের ছবি। রাজা কার্ল শোলোবসে আছেন। আমি সেখানে যাব অ্যানড্রু ভাবলেন।

দরজা খুলে গেল। ট্যানার ঢুকে বললেন- কিছু কথা বলতে হবে ভাই।

অ্যানড্রু বুকলেটের দিকে তাকিয়ে বললেন- হ্যাঁ, ট্যানার, বলল।

ট্যানার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন– এইমাত্র আমি কিংসলে গ্রুপের হয়ে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সরকারের সঙ্গে একটা পরীক্ষা করতে হবে।

কী বিষয়ে পরীক্ষা?

বিজ্ঞানের একটা নতুন বিষয়, ন্যানো টেকনোলজি, সরকার তোমার সাহায্য চাইছে।

অ্যানড্রু মাথা নেড়ে বললেন- না, আমি এই ব্যাপারে যোগ দিতে পারি না। এই ব্যাপারটা এখানে করা হয় না।

না, টাকার জন্য চিন্তা করো না অ্যানড্রু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা এর ওপর নির্ভর করছে। সৈন্যদলের কাছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুমি এটা তোমার দেশের জন্য করছ। দেশ এখন তোমাকে চাইছে।

ট্যানার আবার ভাইয়ের দিকে তাকালেন।

শেষ পর্যন্ত অ্যানড্রু বললেন- ঠিক আছে। কিন্তু এই প্রথম ও শেষবারের মতো আমি আমার গবেষণার বাইরে কাজ করতে রাজী হলাম। আশা করি ট্যানার, তুমি ভবিষ্যতে আমাকে আর এধরনের কোনো আবদার করবে না।

ট্যানার হাসলেন– হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, দাদা, তোমার জন্য আমি কতখানি গর্বিত।

.

রাজকুমারিকে ফোন করা হল। ভয়েস মেলে একটা সংবাদ পাঠানো হল– ডার্লিং, আমি ফিরে এসেছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা হতে চলেছে। গবেষণা শেষ হয়ে গেলে তোমাকে বলব। তোমাকে আমার অসীম ভালোবাসা।

.

দুজন সেনা বিশেষজ্ঞ এসে পড়েছেন। তাঁরা অ্যানড্রুর সঙ্গে কথা বলছেন। অ্যানড্রু প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু যখনই তিনি এই প্রকল্পের কথা শুনলেন, তখন তার উৎসাহ বেড়ে গেল। উত্তেজনার পারদ মাত্রা ক্রমশ চড়তে থাকল। যদি সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়, তাহলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবদিগন্তের দুয়ার হবে উম্মোচিত।

এক ঘন্টা কেটে গেছে। অ্যানড্রু দেখলেন, কিংসলে গ্রুপের দরজা দিয়ে একটা আর্মি ট্রাক ঢুকে পড়ছে। দুজন আর্মি স্টাফ সঙ্গে আছে, সশস্ত্র সেনারা আছে। তিনি কর্নেলকে অভিবাদন জানালেন।

–আমি এসে গেছি মিঃ কিংসলে, বলুন কী করতে হবে?

–আমি এটা এখান থেকে পরিচালনা করব, অ্যানড্রু বললেন, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

-হ্যাঁ, স্যার। কর্নেল দুজন সৈন্যকে ট্রাকের পেছনে দাঁড়াতে বললেন। তারপর বললেন, ট্রাকটা খালি করো। দেখো, কোনো অসুবিধা না হয়।

ট্রাক থেকে একটা ছোটো ধাতব বস্তু নামানো হল।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুজন সহকারী ওই বাক্সটাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেলেন।

অ্যানড্রু বললেন- এটাকে টেবিলের ওপর রাখুন। সাবধানে।

–এটা খুবই হালকা।

আপনারা কী ভেবেছেন, এটা ভারী হবে?

দুজন সহকারী অবাক হয়ে গেছেন– কী বলছেন?

অ্যানড্রু মাথা নেড়ে বললেন- না-না, ভুলে যান।

দুজন বিশিষ্ট রসায়নবিদ এসেছেন, একজনের নাম পেরি স্ট্যানফোর্ড, অন্যজন হারভে ওয়াকার। তারা এই প্রকল্পে অ্যানড্রুর সঙ্গে কাজ করবেন।

তারা নিরাপত্তামূলক পোশাক পরেছেন।

এবার পরীক্ষা শুরু হবে।

অ্যানড্রু বললেন আমি পোশাকটা পরে আসছি।

তিনি করিডর দিয়ে একটা বন্ধ ঘরে ঢুকে গেলেন। ঘরটা খুললেন। ভেতরে নানা ধরনের পোশাক রয়েছে। মুখোশ আছে, চোখের গগলস, বিশেষ ধরনের জুতো, হাতের গ্লাভস।

অ্যানড্রু পোশাক পরলেন। ট্যানার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি অ্যানড্রুকে শুভেচ্ছা জানালেন।

.

অ্যানড্রু ফিরে এলেন ল্যাবরেটরিতে। স্ট্যানফোর্ড এবং ওয়াকার অপেক্ষা করছিলেন। তারা একটা বন্ধ ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। বাতাস পর্যন্ত এই ঘরের ভেতর ঢুকতে পারে না। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। বাতাসের মধ্যে উত্তেজনার গন্ধ।

-সব ঠিক আছে?

স্ট্যানফোর্ড মাথা নাড়লেন ঠিক আছে।

ওয়াকার বললেন- ঠিক আছে।

-মুখোশ?

নিরাপত্তামূলক গ্যাস মুখোশ পরা হল।

অ্যানড্রু বললেন- এবার তাহলে শুরু হচ্ছে। তিনি ওই ধাতব বাক্স থেকে ঢাকনা খুলে ফেললেন। ভেতরে ছটা বস্তু রয়েছে।

তিনি আবার বললেন– খুব সাবধান, এই বস্তুগুলোর তাপমাত্রা শূন্যর থেকে ২২ ডিগ্রি নীচে।

গ্যাস মাস্কের আড়ালে থেকে অ্যানড্রু কথা বলছেন। কথাগুলো ঠিকমতো বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

স্ট্যানফোর্ড এবং ওয়াকার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন।

অ্যানড্রু প্রথম বাক্সটা খুললেন। একটা হিসহিসে শব্দ বেরিয়ে এল। বাষ্প বেরিয়ে আসছে। ঠাণ্ডা মেঘের ধারা।

অ্যানড্রু বললেন- ঠিক আছে। আমরা যে কাজটা করব– তার চোখ দুটো আরও বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। মুখে চকের মতো সাদা পদার্থ ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। তিনি কথা বলছেন, কিন্তু কথা বলতে পারছেন না।

স্ট্যানফোর্ড এবং ওয়াকার অবাক হয়ে গেছেন। তারা দেখছেন, অ্যানড্রুর সমস্ত শরীরে কাঁপন ধরেছে। ওয়াকার ধীরে ধীরে বাক্সটা বন্ধ করে দিলেন। স্ট্যানফোর্ড একটা বোম টিপলেন। মস্ত বড়ো পাখা ঘুরতে শুরু হল। বিষাক্ত গ্যাস ল্যাবোরেটরি থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাতাস এখন পরিষ্কার। দুজন বিজ্ঞানী দরজা খুলে অ্যানড্রুকে নিয়ে বাইরে এলেন।

ট্যানার হলওয়েতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে। তার চোখে মুখে ভয়ার্ত অভিব্যক্তি।

তিনি অত্যন্ত দ্রুত ওখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে?

স্ট্যানফোর্ড বললেন– ভয়ংকর দুর্ঘটনা।

কী ধরনের দুর্ঘটনা?

ট্যানার এখন উন্মাদের মতো হয়ে গেছেন। আমার ভাইয়ের কিছু হয়নি তো?

চারপাশে মানুষ জনের ভিড়।

৯১১- কে এক্ষুনি ডাকতে হবে। আমরা ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।

.

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। অ্যানড্রু সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগে শুয়ে আছেন। তার মুখে এখন অক্সিজেন মুখোশ। তার হাতে বিশেষ ইনজেকশন দেওয়া হল। দুজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছেন।

ট্যানার বললেন- অনুগ্রহ করে আমার দাদাকে ঠিক করে তুলুন।

একজন ডাক্তার বললেন মিঃ কিংসলে, আপনি এঘর থেকে বেরিয়ে যান।

না, ট্যানার চিৎকার করে বললেন আমি এখানে আমার ভাইয়ের সঙ্গে থাকব।

অ্যানড্রু অজ্ঞান। তিনি অ্যানড্রুর হাতে হাত রাখলেন। হাতে চাপ দিয়ে বললেন, ভাই, উঠে পড়ো। তোমাকে ভীষণ দরকার।

কোনো সাড়া শব্দ নেই।

ট্যানারের চোখে জল তুমি ভালো হয়ে যাবে, আমরা পৃথিবীর সেরা ডাক্তারদের এখানে উড়িয়ে আনব।

তিনি ডাক্তারদের দিকে তাকিয়ে বললেন- একটা প্রাইভেট কেবিনের ব্যবস্থা করুন।

চব্বিশ ঘণ্টা যেন নার্স থাকে। আমি ঘরে একটা খাট রাখতে চাইছি। আমি ওর সঙ্গে থাকব।

–মি. কিংসলে, আমাদের পরীক্ষাটা শেষ করতে দিন।

–ঠিক আছে, আমি তাহলে হলঘরে অপেক্ষা করছি।

.

অ্যানড্রুকে নানারকম পরীক্ষা করা হল। স্ক্যান করা হল। কোথাও কোনো গোলমাল আছে কিনা দেখা হল। তারপর তাকে একটা কেবিনে নিয়ে যাওয়া হল। ট্যানার হলওয়েতে বসেছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা অ্যানড্রুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ট্যানার লাফিয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ভাই কি ঠিক হয়ে গেছে?

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন আমরা ওনাকে এখনই ওয়ালটার রিড আর্মি মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাব। ওয়াশিংটনে। আরও পরীক্ষা করতে হবে। তবে একটা কথা বলছি মিঃ কিংসলে, আমি কিন্তু আশা দেখতে পাচ্ছি না।

আপনারা কী বলছেন? ভাইকে সুস্থ হতেই হবে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আমার ভাই ওই ল্যাবোরেটরিতে ছিল।

ডাক্তাররা আর কোনো কথা বললেন না। তারা তাকিয়ে দেখলেন, ট্যানারের চোখ জলে ভরে উঠেছে।

ট্যানার ওয়াশিংটনে চলে গেলেন, অচেতন ভাইকে নিয়ে। ফ্লাইটটা মোটেই ভালো ছিল না। বারবার তিনি ভাগ্যকে দোষারোপ করছেন। আর, অচেতন ভাইয়ের কানে কানে শোনাচ্ছেন আশার বাণী ডাক্তাররা বলেছে, তুমি ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে ঠিক হতেই হবে। তুমি কয়েকদিন বিশ্রাম নেবে।

ট্যানার ভাইয়ের হাতে হাত রেখে বললেন– সকলের স্বার্থে তোমায় ঠিক হতে হবে। আমরা সুইডেনে যাব, নোবেল পুরস্কার আনতে।

.

পরবর্তী তিনদিন ট্যানার অ্যানড্রুর ঘরে একটা খাটে শুয়েছিলেন, সব সময় ভাইয়ের পাশে পাশে থাকতেন, কখনও তাকে দেখা যেত, ওয়াল্টার রিডের ওয়েটিং রুমে বসে আছেন।

ট্যানার প্রশ্ন করলেন– কীরকম দেখছেন? আমার ভাই বাঁচবে তো?

-হ্যাঁ, খুবই খারাপ অবস্থা। এখনও উনি যে বেঁচে আছেন, সেটাই সৌভাগ্যের ব্যাপার। ওই পরীক্ষামূলক গ্যাসটা কী ছিল, তা আমরা বুঝতে পারছি না। কিন্তু সেটা মারাত্মক বিষাক্ত।

ডাক্তার, কী হবে? আমরা কি অন্য কোনো জায়গা থেকে ডাক্তার নিয়ে আসব?

-তাতে কোনো লাভ হবে না। আমার মনে হচ্ছে, ওই বিষাক্ত গ্যাস আপনার ভাইয়ের মাথার কোশগুলোকে নষ্ট করে ফেলেছে।

ট্যানার চিৎকার করে বললেন– এর কি কোনো ওষুধ নেই?

একজন ডাক্তার শান্তভাবে বললেন মিঃ কিংসলে, এখনও পর্যন্ত এই রোগের কোনো ওষুধ বেরোয়নি। আসলে আমরা জানি না, এই বিষটা প্রকৃত কী? আমি দুঃখিত, মনে হচ্ছে, আর কোনো দিন আপনার ভাই বোধহয় স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবেন না।

ট্যানার অবাক হয়ে গেছেন। তার সমস্ত মুখ সাদা হয়ে গেছে। অসহায় আর্তনাদে তিনি মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত আকাশের দিকে তুলে দিলেন।

আপনার ভাইয়ের ঘুম ভেঙেছে, আপনি দেখা করতে যেতে পারেন, কিন্তু দোহাই, বেশিক্ষণ থাকবেন না।

ট্যানার অ্যানড্রুর হাসপাতাল ঘরে ঢুকে পড়লেন। অ্যানড্রুর চোখ দুটো ভোলা। অ্যানড্রু অতিথির দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই।

ফোনটা বেজে উঠল। ট্যানার উঠে গেলেন উত্তর দেবার জন্য।

জেনারেল বারটনের ফোন। যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা ভেবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

শুয়োরের বাচ্চা, আপনি বলেছিলেন, আমার ভাইয়ের কোনো ক্ষতি হবে না।

–আমি জানি না, এটা কী করে হল? কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি

ট্যানার রিসিভারটা নামিয়ে দিলেন। তিনি ভাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

–আমি কোথায়? আমি কোথায়?

অ্যানড্রুর আর্তনাদ।

–তুমি ওয়াল্টার রিড হাসপাতালে আছো, ওয়াশিংটনে।

–কেন? কী হয়েছে?

তুমি অসুস্থ।

কী হয়েছিল?

–পরীক্ষার সময় কোনো গোলমাল।

আমি মনে করতে পারছি না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয় পেও না। আমি দেখছি।

ট্যানার দেখলেন, অ্যানড্রুর চোখ দুটি বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি শেষবারের মতো ভাইয়ের দিকে তাকালেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

.

রাজকুমারি হাসপাতালে ফুল পাঠিয়েছে। ট্যানার ভেবেছিলেন, তাকে ডেকে পাঠাবেন। কিন্তু সেক্রেটারি বললেন– উনি ফোন করেছেন। উনি শহরের বাইরে চলে যাচ্ছেন। শহরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে, অ্যানড্রু এবং ট্যানার নিউইয়র্কে ফিরে এসেছেন। অ্যানড্রুর কী অবস্থা, তা কিংসলে গ্রুপের সকলেরই কানে পৌঁছে গেছে। অ্যানড্রু না থাকলে কীভাবে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কাজ করবে? যখন দুর্ঘটনার বিষয়টি সকলের কানে পৌঁছে গেল, বোঝা গেল কিংসলে গ্রুপের সম্মান আগের থেকে অনেক কমে যাবে।

ট্যানার ভাবলেন– এতে আর কী বা ক্ষতি হবে? আমি এখন পৃথিবীর রাজা হব। আমার প্রিতমা রাজকুমারিকে আরও অনেক কিছু দিতে পারব। সে যা চেয়েছিল, কয়েক বছর পরে...

ট্যানারের সেক্রেটারি ফোনে বললেন- লিমুজিনের ড্রাইভার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ট্যানার অবাক হলেন– ওকে পাঠিয়ে দাও।

ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার ঢুকে বললেন- ট্যানার কিংসলে।

-হ্যাঁ।

–আমি আপনাকে চিঠিখানা দিতে চাইছি।

ট্যানার একটা এনভেলাপ পেলেন। ড্রাইভার বেরিয়ে গেল।

ট্যানার ওটা খুললেন। রাজকুমারির হাতের লেখা। নিশ্চয়ই একটা আনন্দের খবর।

লেখা আছে- প্রিয়তম, ব্যাপারটা কাজ করতে শুরু করেছে। আমি জানি, তুমি আর এখন আমাকে বেশি কিছু দিতে পারবে না। তাই আমি অন্য একজনকে বিয়ে করতে চলেছি। তবে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা চিরদিন অটুট থাকবে। একটা কথা ভেবে দেখো, শেষ পর্যন্ত দুজনের ভালোর জন্য আমাকে এই কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে হল।

ট্যানারের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ তিনি ওই চিরকুটের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর সেটা ওয়েস্ট বাসকেটে ফেলে দিলেন।

হ্যাঁ, বড্ড দেরী হয়ে গেল, জয়কে ছিনিয়ে আনতে।

.

১৮.

পরের দিন। ট্যানার শান্তভাবে তার ডেস্কে বসেছিলেন।

সেক্রেটারি ফোন করলেন– মিঃ কিংসলে, কয়েকজন এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

–তারা কারা?

–অনেকে স্যার।

–পাঠিয়ে দাও।

বিভিন্ন বিভাগ থেকে অনেকে এসেছেন।

তারা বললেন– আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি মিঃ কিংসলে।

বসুন।

ওঁরা বসলেন। কী সমস্যা?

–আমরা সকলে খুবই চিন্তিত। আপনার ভাইয়ের যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে, আমাদের মনে হচ্ছে কিংসলে গ্রুপ বোধহয় আর ব্যবসা করতে পারবে না।

ট্যানার মাথা নাড়লেন কেন? আমাকে একটু শান্তভাবে ভাবতে দিন। আমার মনে হয় না, অ্যানড্রুর অবস্থা খুবই খারাপ হবে। আমি বলছি, আমি চেষ্টা করব, যাতে আমাদের ব্যবসার কোনো ক্ষতি না হয়। আমি সকলকে জানাব।

গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল– অনেক ধন্যবাদ।

ট্যানার দেখতে পেলেন, সকলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

.

অ্যানড্রুকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। ট্যানার তাকে নিয়ে একটা ছোট্ট স্টার্ফ হাউসে গেলেন। সেখানে তাকে বিশ্রাম নিতে হবে।

অ্যানড্রুর অবস্থার কথা ভেবে কর্মচারীরা অবাক হয়ে গেছে। আহা, কী অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত একজন মানুষ। এখন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। সারাদিন অ্যানড্রু তার চেয়ারে বসে থাকেন, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আধো ঘুম আধো চেতন অবস্থায়। কিংসলে গ্রুপে ফিরে আসার পর তিনি একটু খুশি হয়েছিলেন বলে মনে হল। কিন্তু চারপাশে কোন্ ঘটনা ঘটে চলেছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

ট্যানার ভাইকে তখনও ভালোবাসেন। ভাইয়ের জন্য জীবন পর্যন্ত বাজি রাখতে চাইছেন তিনি।

.

কিংসলে গ্রুপের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। যখন অ্যানড্রু এটা চালাতেন, চারপাশে উত্তেজনা ছিল। এখন সবকিছুই গতানুগতিক। এটা বোধহয় আর চালানো যাবে না। ট্যানার বিভিন্ন দিকে এজেন্টদের পাঠালেন কোম্পানির হয়ে নতুন ক্লায়েন্ট জোগাড় করতে। ব্যবসা ক্রমশ বেড়ে উঠল, ট্যানার কোম্পানির নাম পরিবর্তন করলেন। নতুন নামকরণ করা হল কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ। অনেকদিন ধরেই তিনি এটা ভেবেছিলেন।

রাজকুমারির বিদায় সম্ভাষণ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যে সমস্ত সদস্যরা ভেবেছিলেন যে, বিয়েটা অনুষ্ঠিত হবে, তারা ভাবলেন এখন ট্যানার কীভাবে এই আঘাতটা সহ্য করবেন।

দু-দিন কেটে গেছে, চিঠি পাবার পরে। খবরের কাগজের পাতায় একটা খবর প্রকাশিত হল। ট্যানারের প্রেমিকা এক গণমাধ্যম কুবের এডমন্ড বার্কলেকে বিয়ে করতে চলেছে। তার মানে? ট্যানার বোধহয় আরও বেশি দুঃখ পাবেন।

.

একদিন সন্ধ্যেবেলা, ট্যানারকে মেনসাতেআমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ডেকে পাঠানো হল। সেখানে কে আই জি-র অনেক সদস্য ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ট্যানার এই আমন্ত্রণটা গ্রহণ করলেন।

ট্যানার পরের দিন সকালে হেডকোয়ার্টারে এলেন। তার সঙ্গে এক সুন্দরী মহিলাকে দেওয়া হল। মেয়েটির চেহারাতে ল্যাটিন ছাপ আছে, গভীর চোখের তারা, অলিভ পাতার মতো গায়ের রং। শরীরের মধ্যে যৌন আবেদন আছে।

ট্যানার তার সাথে কর্মচারীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন–ইনি হলেন সেবাসটিয়ানা কর্টেজ, গত রাতে উনি মেনসাতে ভাষণ দিয়েছিলেন। অসামান্য বুদ্ধিমতী।

ট্যানারের আবেদন আরও পাল্টে গেল। তিনি সেবাসটিয়ানাকে অফিসে বসালেন। তারপর তারা লাঞ্চ করতে চলে এলেন ট্যানারের নিজস্ব ডাইনিং রুমে।

একজন কর্মচারী সেবাসটিয়ানার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, ইন্টারনেটে। তিনি হলেন মিস আরজেনর্টিনা, তার বাড়ি সিনসিনাটিতে। সেখানে তিনি এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর স্ত্রী।

সেবাসটিয়ানা এবং ট্যানার লাঞ্চের পর অফিসের দিকে এলেন। ট্যানার সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, এখন যেন কোনো টেলিফোন কল না দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ কেটে গেছে। রিসেপশন রুমে ট্যারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ইন্টারকমের মাধ্যমে, ওটা ভুল করে ভোলা ছিল।

–ডার্লিং, চিন্তা করো না, আমরা দেখব, যাতে এটা কাজ করে।

সেক্রেটারিরা অবাক হয়ে সংলাপ শুনছেন।

–আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। আমার স্বামী কিন্তু ঈর্ষাকাতর।

তুমি কিছু ভেবো না, সব ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

বোঝা গেল কোন্ ঘটনা ঘটতে চলেছে।

কর্মচারীরা অবাক হয়ে ভাবল, ট্যানার কী তাড়াতাড়ি রাজকুমারিকে ভুলে গেলেন।

কেউ কেউ হেসে উঠেছেন, কেউ আবার রাগে ফেটে পড়তে চাইছেন।

-তোমাকে এখনই বাড়ি যেতে হবে। তাই তো?

–হ্যাঁ, থাকলে পারতে ভালো হত। কিন্তু আমি অসহায়।

.

ট্যানার এবং সেবাসটিয়ানা অফিস থেকে চলে গেলেন। অনেকে ভাবলেন, এবার বোধহয় একটু ছুটি পাওয়া যাবে।

কদিন বাদে ট্যানার একটা সোনা বাঁধানো ফোনের কথা বললেন। ফোনটা বানো হল। বলা হল, এই ফোন যেন কেউ না ধরে।

তখন থেকে ট্যানার মাঝে মধ্যে ওই সোনার ফোনে কথা বলেন। প্রতি মাসের শেষে কিছু দিনের জন্য কোথায় উধাও হয়ে যান। সকলেই জানতেন উনি কোথায় যাচ্ছেন। কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন করার সাহস করতেন না।

ট্যানারের জীবনে আবার আনন্দ ফিরে এসেছে। সহকারীরা সকলে এই মুহূর্তটাকে স্বাগত জানালেন।

.

১৯.

ডায়ানা স্টিভেন্সের মাথার ভেতর শব্দগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে আমি রন জোনস, আমি আপনার পেপার ওয়ার্কটা পেয়েছি। আর যে পরিবর্তন সেগুলোও করেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কেন আপনি এ ধরনের অনুরোধ করলেন। এক ঘণ্টা আগে আপনার স্বামীর দেহটা সমাহিত করা হয়েছে।

কীভাবে এতটা ভুল হল? দুঃখে শোকে ডায়ানা কিছুই বলতে পারছেন না। এখন কি আবার দেহটাকে ভোলার কথা বলা যায়? না, আমার কোনো সেক্রেটারি নেই, কে এই ধরনের কথা বলবে? হয়তো কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। রিচার্ডের নামের সাথে অন্য কোনো নাম গোলমাল হয়ে গেছে।

রিচার্ডের ছাইতে ভরা একটা পাত্র ডায়ানার হাতে তুলে দেওয়া হল। ডায়ানা অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এর মধ্যে রিচার্ড কী সত্যি সত্যি আছে? তার হাসি? যে দুটি হাত বারবার আমাকে আলিঙ্গন করত, যে উষ্ণ ঠোঁট আমাকে আদর করত, যে মন ছিল উছলতায় ভরা, যে কণ্ঠস্বর বলত– সোনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সবকিছু আজ স্বপ্ন, সেই প্রচণ্ড আমোদ, উদ্বেগ, আনন্দ, কামনা, বাসনা, সব কিছু কী এই ছোট্ট কাসকেটের মধ্যে বন্দি থাকতে পারে?

টেলিফোন বাজছে।

মিসেস স্টিভেন্স?

–হ্যাঁ।

–ট্যানার কিংসলের অফিস থেকে বলছি। আপনি কি অনুগ্রহ করে মিঃ কিংসলের সঙ্গে একবার দেখা করবেন?

.

দুদিন আগে ঘটনাটা ঘটে গেল। এখন ডায়ানা কিংসলে গ্রুপের অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। রিসেপশন ডেস্কের কাছে এসে গেলেন।

আমার নাম ডায়ানা স্টিভেন্স। ট্যানার কিংসলের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি।

–হ্যাঁ, মিসেস স্টিভেন্স, আমরা সকলেই মিঃ স্টিভেন্সের শোচনীয় খবরটা শুনেছি। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক।

ডায়ানা ঢোক গিলে বললেন ঠিকই তো।

.

ট্যানার রেডট্রা টাইলারের সঙ্গে কথা বলছিলেন– দুটো মিটিং আছে। তারপর একটু সময় পাব।

তার একজন সহকারী চলে গেলেন। ইন্টারকমে শব্দ হল– মিসেস স্টিভেন্স এসেছেন, মিঃ কিংসলে।

ট্যানার বোম টিপলেন, ডায়ানা স্টিভেন্সকে দেখা গেল টেলিভিশন স্ক্রিনের ওপর। তার সোনালি চুল গিট বাঁধা। তিনি একটা সাদা রঙের পোশাক পরেছেন। তার সঙ্গে নীল স্ট্রাইপ দেওয়া স্কার্ট, সাদা রাউজ। চেহারার মধ্যে বিবর্ণতা।

ওনাকে পাঠিয়ে দিন।

ডায়ানা ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন।

উনি উঠে গিয়ে বললেন- মিসেস স্টিভেল, আপনি এসেছেন বলে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডায়ানা বললেন সুপ্রভাত।

-হ্যাঁ, বসুন।

ডায়ানা চেয়ারে বসলেন।

–আমি কী বলব? আপনার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে আমরা অবাক হয়ে গেছি। আমি জানি, এই ব্যাপারের সমাধান নিশ্চয়ই হবে।

যদি আপনি কিছু মনে না করেন, তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন করব?

করুন।

–আপনার স্বামী কি কখনও তার কাজ নিয়ে কথা বলতেন?

ডায়ানা মাথা নাড়লেন না। এটা হল জীবনের আর একটা অংশ।

হলের এককোণে রেডট্রা টাইলার একটা মেশিন চালিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে চলছে একটা টেলিভিশন রেকর্ডার। ট্যানারের অফিসে যেসব ঘটনা ঘটছে, সবকিছু সেখানে ধরা থাকছে।

–আমি জানি, এ ব্যাপারটা আলোচনা করা আপনার কাছে কতখানি কষ্টকর। ট্যানার বললেন, কিন্তু আপনি সাহায্য না করলে সত্যটা কীভাবে উদঘাটিত হবে?

উনি আবার বললেন আপনি কী জানেন যে, আপনার স্বামীর সাথে ড্রাগসের একটা যোগসূত্র ছিল।

ডায়ানা অবাক হয়ে গেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন- আপনি কী বলছেন? রিচার্ডের সঙ্গে এই যোগসূত্র! না, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না।

–মিসেস স্টিভেন্স, আপনি কি জানেন, পুলিশ তার পকেটে মাফিয়া দলের একটা চিঠি পেয়েছে, এই চিঠির মাধ্যমে আপনার স্বামীকে ভয় দেখানো হয়েছে।

রিচার্ড কি ড্রাগ চক্রের সঙ্গে যুক্ত? না, আমি চিন্তা করতে পারছি না। রিচার্ডের কি একটা গোপন একক জীবন ছিল, যার কথা আমি জানতাম না? না-না, তা কখনও হতে পারে না।

ডায়ানার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করেছে। মনে হল মুখে যেন রক্ত জমেছে। না, তারা ওকে হত্যা করেছে আমাকে শাস্তি দেবার জন্য।

ডায়ানা বললেন– মিঃ কিংসলে, রিচার্ড এই ধরনের...

ট্যানারের কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি– আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি।

ডায়ানা ভাবলেন, অন্তরালে আর একটা জীবন? হতে পারে কি?

ট্যানার কিংসলে তার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে বললেন–মিসেস স্টিভেন্স, আমি আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। ভবিষ্যতে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে, কেমন? যদি আপনাকে সাহায্য করার কিছু থাকে, তাহলে বলবেন।

ট্যানার একটা ড্রয়ার খুললেন। বিজনেস কার্ড বের করে বললেন- এতে আমার। প্রাইভেট সেল ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। যে কোনো সময় ফোন করতে পারেন।

ডায়ানা কার্ডটা নিলেন। এখানে শুধুমাত্র ট্যানারের নাম এবং ফোন নাম্বার দেওয়া আছে।

ডায়ানা উঠে দাঁড়ালেন। তার দুটি পা ঠকঠক করে কাঁপছে।

–আপনাকে কষ্ট দেবার জন্য দুঃখিত। আমাকে মনে পড়লে ডাকবেন।

ডায়ানা কথা বলতে পারছেন না। কোনো রকমে বললেন- ধন্যবাদ। তিনি অফিস থেকে বাইরে চলে এলেন।

ডায়ানা রিসেপশন রুমে এলেন। তিনি একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। সে যেন কাউকে বলছে– যদি আমি এক সন্দেহজনক মানুষ হয়ে থাকি, তাহলে বলব কে আই জি-র ওপর কেউ বোধহয় অভিশাপ বর্ষণ করছে। এবার তোমার স্বামী, মিসেস হ্যারিস, আমরা সবাই এই ঘটনাটা শুনে অবাক হয়ে গেছি। কীভাবে ওই ঘটনাটা ঘটল। না, এভাবে মৃত্যু ভাবাই যায় না।

একই ঘটনা? তার মানে? অন্য একজনের স্বামীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। ডায়ানা তাকালেন, এক অসাধারণ রূপবতী আমেরিকান মহিলা। কালো স্ল্যাকস পরেছে, সিল্কের সোয়েটার, তার হাতে আছে একটা সুন্দর মরকতের আংটি, শুধু তাই নয়, হিরের তৈরি বিয়ের আংটিও দেখা গেল। ডায়ানার মনে হল, ওনার সঙ্গে কথা বললে হয়তো ভালো হয়।

ডায়ানা এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ট্যানারের সেক্রেটারি ওই মহিলাকে বললেন-মিঃ কিংসলে আপনাকে ডেকেছেন।

ডায়ানা দেখতে পেলেন কেলি হ্যারিস ট্যানারের অফিসের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

.

ট্যানার উঠে দাঁড়ালেন। কেলিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন- মিসেস হ্যারিস, আপনি এসেছেন বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি, ফ্লাইট ভালো ছিল।

-হ্যাঁ, খুবই ভালো।

–আপনি কী নেবেন? কফি?

কেলি মাথা নাড়লেন।

-আমি জানি, মিসেস হ্যারিস, ব্যাপারটা কতখানি ভয়ংকর। তবুও আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে।

রেডট্রা টাইলার আবার তার কাজে বসে গেছেন। টেলিভিশনের স্ক্রিনে কেলিকে দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা কথা টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করে নেওয়া হচ্ছে।

–আপনার সাথে স্বামীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

–খুবই আন্তরিক।

উনি আপনার প্রতি কতখানি বিশ্বস্ত ছিলেন?

কেলি অবাক হয়ে তাকালেন আমাদের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা ছিল না। মার্ককে আমি খুবই সৎ বিশ্বস্ত যুবক বলতে পারি। তার মতো এমন ভোলা মনের মানুষ আমি কখনও দেখিনি।

কেলি শব্দ হারিয়ে ফেলেছেন।

উনি কি আপনার সঙ্গে কাজের কথা বলতেন?

না, মার্ক এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা করত না।

–আপনি কি জানেন যে, মার্কের অনেক রাশিয়ান বন্ধু ছিল?

কেলি তাকালেন, একটু অবাক হয়ে গেছেন মিঃ কিংসলে, আপনি কেন আমাকে এসব প্রশ্ন করছেন?

–আপনি কি জানতেন যে, আপনার স্বামী একটা মস্ত বড় ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে অনেক টাকা আয় করতে পারতেন?

কেলি একেবারে অবাক –না, এ ব্যাপারে মার্ক আমায় কোনো কথা বলেনি।

–মার্ক কি কখনও ওলগার বিষয়ে কিছু বলেছিলেন?

কেলির মাথা ঘুরছে মি. কিংসলে, বলুন তো আপনি কী জানতে চাইছেন?

প্যারিসের পুলিশ আপনার স্বামীর পকেটে একটা চিরকূট পেয়েছে। তাতে লেখা আছে, কিছু গোপন তথ্য। তলায় লেখা আছে, ভালোবাসা ওলগা।

কেলি চুপ করে বসে রইলেন। অবাক হয়ে গেছেন না, আমি কিছুই জানি না।

–এই যে আপনি বললেন, স্বামী আপনার সঙ্গে সব কথা আলোচনা করতেন? তাহলে আমরা একটা কথা বলতে পারি যে, আপনার স্বামী অন্য মহিলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

কেলি উঠে দাঁড়ালেন না, যে মার্কের কথা আমি বলছি, সে এ কাজ করতেই পারে না। আমি আবার বলছি, আমাদের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা ছিল না।

কিন্তু যে কারণে আপনার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়টা আপনি জানেন না।

কেলি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবেন। মিঃ কিংসলে, আমার শরীর ভালো নেই। মাথাটা ঘুরছে। আমি কি বাইরে যাব?

কিংসলে বললেন–হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, এই কার্ডটা রাখুন, যখন দরকার হবে, আমাকে ডাকবেন।

কেলি মাথা নেড়ে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

.

কেলির মাথায় নানা প্রশ্ন। ওলগা কে? মার্ক কেন রাশিয়ানদের সাথে যুক্ত ছিল? তাহলে সে কি একজন স্পাই?

মিসেস হ্যারিস?

–হ্যাঁ।

বাইরে এক সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, মাথায় সোনালি চুল। তিনি বললেন আমার নাম ডায়ানা স্টিভেন্স। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হত। ওখানে একটা কফিশপ আছে। আপনি কি একবার যাবেন?

কেলি বললেন না, আমার শরীরটা খারাপ।

এই ব্যাপারটার সাথে আপনার স্বামীর মৃত্যুরহস্য জড়িয়ে আছে।

কেলি জানতে চাইলেন মার্ক? কী হয়েছে?

ব্যাপারটা গোপনীয়।

.

ট্যানারের অফিস, ইন্টারকমে সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর ভেসে এল- মিঃ হিভরড এখানে আছেন।

–ওনাকে পাঠিয়ে দাও।

একটু বাদে হিভরড এলেন- শুভ সন্ধ্যা জন।

কী হল ট্যানার? মনে হচ্ছে আমাদের কোম্পানির সকলকেই বোধহয় মেরে ফেলা হবে।

–হ্যাঁ, আসল রহস্যটা বের করতে হবে। তিনজন মারা গেছেন। এর মধ্যে কোন যোগসূত্রতা আছে কী? কিন্তু এর ফলে আমাদের কোম্পানির সুনাম অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে রিচার্ড স্টিভেন্সের এবং মার্ক হ্যারিসের বিধবা পত্নীরা এসেছিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি কি রেকর্ডটা শুনবেন?

-হ্যাঁ, এবার শুনব।

–এটা হল ডায়ানা স্টিভেন্সের ইন্টারভিউ। ট্যানার একটা বোতাম টিপলেন। স্ক্রিনের ওপর ইন্টারভিউটা ভেসে উঠল। ডানদিকে একটা গ্রাফ রয়েছে। ডায়ানার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইনগুলো একবার ওপরে যাচ্ছে, একবার নীচে নামছে।

কোনো কোনো সময় সেটা একেবারে স্থির থাকছে।

ট্যানার আর একটা বোতাম টিপলেন। এটা শ্রীমতী মার্ক হ্যারিস। যাকে ইফেল টাওয়ারের ওপর থেকে ঠেলে হত্যা করা হয়েছে।

আবার টেলিভিশন স্ক্রিনের ওপর কেলির ছবি ভেসে উঠল। কথাবার্তা এগিয়ে চলেছে। গ্রাফটাও এদিক ওদিক করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা দাঁড়িয়ে গেছে।

জন হিভরড জানতে চাইলেন- স্ক্রিনের ওপর এই লাইনগুলো কী?

–একে আমরা ভয়েস অ্যানালাইজার বলতে পারি। যদি কেউ মিথ্যে কথা বলে থাকেন, তা হলে তরঙ্গের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এর মধ্যে কোনো তার লাগে না। এটা হল পলিগ্রা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি দুই মহিলাই ঠিক কথা বলেছেন। তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে।

জন হিভরড অবাক– আপনি কী বলতে চাইছেন? কী জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাড়াতে হবে?

–আমার মনে হচ্ছে ওদের জীবন এবার বিপদের মধ্যে কাটবে। তারা স্বামীদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিলেন। কোনো কোনো সময় হয়তো স্বামীদের কাছ থেকে গোপন কথা শুনে থাকবেন, সেই কথাগুলো মেমারি ব্যাঙ্কের মধ্যে জমা হয়েছে। কোনো এক সময় মনে পড়বে। সেই মুহূর্ত থেকে জীবনটা আরও অশান্ত হয়ে উঠবে। যে লোকেরা স্বামীদের হত্যা করেছে, তারাই ওদের হত্যা করতে চাইবে।

-তাহলে? আমরা এখন কী করব?

–আমরা নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। আমি স্টিভেন্সের অ্যাপার্টমেন্টে একটা যন্ত্র বসানোর কথা বলেছি। সেখানে ক্যামেরা, টেলিফোন, মাইক্রোফোন সব কিছু থাকবে। আমরা এখান থেকে সব কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ করব।

জন হিভরড জানতে চাইলেন– কেলি হ্যারিসের ব্যাপারটা কী হবে?

–তিনি তো হোটেলে আছেন, দুর্ভাগ্যবশত আমরা এখনও ওখানে এই যন্ত্রগুলো বসাতে পারিনি। কিন্তু আমার লোকেদের বলেছি, তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে। আমি চাইছি, কে আই জি-র তরফ থেকে একটা অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করা হোক। হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫০ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

–এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন ট্যানার, এটা কী জরুরি?

জন হিভরড বাধা দেবার চেষ্টা করলেন।

হ্যাঁ, এটা করতেই হবে। এটা কিন্তু কে আই জি-র তরফ থেকে হবে না। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘোষণা করব। এইভাবে আমার সাথে কোম্পানির নাম যুক্ত হবে। আমি জানতে চাইছি, এই রহস্যের অন্তরালে কী আছে?

.

২০.

কফিশপ, কে আই জি হেডকোয়ার্টারের সামনে, ডায়ানা স্টিভেন্স এবং কেলি হ্যারিস এককোণে বসলেন। কেলি অপেক্ষা করছেন, ডায়না কখন কথা বলতে শুধু করবেন।

ডায়ানা জানেন না, কীভাবে কথা বলা শুরু হবে। ভয়ংকর একটা ঘটনা, শ্রীমতী হ্যারিস? রিচার্ডের মতো আপনার স্বামীর মৃত্যু কী করে হল?

এভাবেই তো কথাটা শুরু হতে পারে।

কেলি একটু অধৈর্য– আপনি বলেছেন, আপনি আমার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। আপনি কি মার্ককে চিনতেন?

-না, ওনাকে আমি চিনতাম না।

কেলি রেগে গেছেন তাহলে?

–আমি ওনার মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলতে চাইছি।

কেলি উঠে দাঁড়ালেন না, এর জন্য কথা বলার মতো আমার সময় নেই।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন।

-একটু অপেক্ষা করুন, আমার মনে হচ্ছে, আমাদের দুজনেরই একই সমস্যা। আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারব।

কেলি বললেন- আপনি কী বলতে চাইছেন?

–আপনি একটু বসবেন কি?

অনিচ্ছুকভাবে কেলি বসলেন। তারপর বললেন- বলুন?

–আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

ওয়েটার এসে জানতে চাইল কী চাইছেন?

কেলি বললেন- কিছুই না।

ডায়ানা বললেন–দুটো কফি। কেলি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন- আমর জন্য চা আনবে।

–ঠিক আছে ম্যাডাম। ওয়েটার চলে গেল।

ডায়ানা বললেন আমি আর আপনি...

এক অল্পবয়সী মেয়ে কেলির দিকে তাকিয়ে বলল- আপনার একটা অটোগ্রাফ নেব?

কেলি তাকিয়ে আছেন- তুমি জানো আমি কে?

না, আমার মা বলছেন, আপনি নাকি খুবই বিখ্যাত।

না-না, আমি মোটেই বিখ্যাত নই।

–তাই নাকি। মেয়েটি চলে গেল।

ডায়ানা কেলির –দুটো কফি। কেলি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন আপনার আসল পরিচয় কী, আমি জানতে পারি কি?

-না-না, তার কোনো দরকার নেই। বলুন, মিসেস স্টিভেন্স।

ডায়ানা, এই নামেই ডাকবেন। আমি শুনেছি আপনার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে অস্বাভাবিকভাবে।

-হ্যাঁ, তাকে খুন করা হয়েছে।

কেলি ভাবছেন, ওলগার বিষয়টা এখানে বলা উচিত হবে কিনা।

আমার স্বামীকেও হত্যা করা হয়েছে। ওরা দুজনেই কে আই জি-তে কাজ করতেন।

কেলি অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলেন তাই নাকি? অনেক মানুষ এখানে কাজ করে। দুজনের যদি ঠাণ্ডা লাগে? আপনি কি এপিডেমিক বলবেন?

ডায়ানা বললেন না, এবার ব্যাপারটা গুছিয়ে বলছি।

কেলি আবার অধৈর্য না, আমি আর থাকব না।

তিনি পার্স হাতে নিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলেন।

না, আমার কথাটা একটু শুনুন।

ডায়ানা বাধা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে বললেন, আজ আমার কথা বলার মতো মানসিকতা নেই। কিন্তু...।

ডায়ানার কণ্ঠস্বর সমস্ত কফিশপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

অবাক হয়ে ডায়ানা এবং কেলি শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করলেন।

ডায়ানার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে কাউন্টারে বসানো একটা টিভি সেট থেকে। ডায়ানা কোটরুমে দাঁড়িয়ে আছেন সাক্ষী হিসেবে।

একজন চেয়ারে বসে আছে, ওকে বেঁধে ফেলা হল। আলটিয়েরিকে মনে হচ্ছে প্রশ্ন করা হবে। দুজন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আলটিয়েরির হাতে একটা বন্দুক। কিছু কথা বলার চেষ্টা করছে।

সঞ্চালকের কণ্ঠস্বর–ইনি হলেন ডায়ানা স্টিভেন্স, মাফিয়া সর্দার অ্যানথনি আলটিয়েরির বিচার সভা। জুরিরা একটা বিষয়ে সুনিশ্চিত যে ঐ অপরাধটা সংঘটিত হয়েছে।

দু-বছর আগে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল, অ্যানথনি আলটিয়েরি তার একজন সহকর্মীকে হত্যা করেছিলেন। ডায়ানা স্টিভেন্সের সাক্ষ্য সেই কথা বলে। কিন্তু জুরিরা এ বিষয়ে অন্য মতবাদ প্রকাশ করেছেন।

কেলি অবাক হয়ে সেটের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেছে। স্ট্যান্ডে আর একজন সাক্ষী এসে দাঁড়িয়েছেন, আলটিয়েরির আইনজ্ঞ প্রশ্ন করলেন– ডাঃ রাসেল, আপনি কি নিউইয়র্কে প্রাকটিস করেন?

-না, আমি বোস্টনে প্রাকটিস করি।

–ওই দিনে আপনি কি আলটিয়েরির চিকিৎসা করেছিলেন? হার্ট প্রবলেমের জন্য?

-হ্যাঁ, সকাল নটার সময় আমি তাকে অবজারভেশনে রেখেছিলাম, সারাদিন তিনি সেখানেই ছিলেন।

-তার মানে উনি অক্টোবরের ১৪ তারিখে নিউইয়র্কে আসতেই পারেন না।

না।

আর একজন সাক্ষীকে দেখা গেল।

–আপনার পেশা কী?

–আমি বোস্টন পার্ক হোটেলের ম্যানেজার।

–১৪ অক্টোবর তারিখে আপনার ডিউটি ছিল?

–হ্যাঁ, আমার ছিল।

–আপনি কি অদ্ভুত কিছু দেখেছিলেন?

–আমি পেন্টহাউস সুইট থেকে একটা ফোন পেয়েছিলাম। বলা হয়েছিল, ওখানে ডাক্তার পাঠাতে হবে।

কী ঘটেছিল?

–আমি ডাঃ রাসেলকে পাঠিয়েছিলাম, আমরা পেন্টহাউসে গেলাম, অ্যানথনি আলটিয়েরির অবস্থা কেমন, তা দেখতে।

আপনারা কী দেখলেন?

-মিঃ আলটিয়েরি মেঝের ওপর শুয়ে আছেন। মনে হচ্ছিল, উনি বোধহয় আমাদের হোটেলে মারা গেছেন।

ডায়ানার মুখ বিবর্ণ। ওরা মিথ্যে কথা বলছে, দুজনেই।

অ্যানথনি আলটিয়েরিকে ইন্টারভিউ করা হল।

–মিঃ আলটিয়েরি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কী পরিকল্পনা?

–আমি জানি না, আমি সমস্ত ব্যাপারটা শান্তভাবে নেবার চেষ্টা করছি। হয়তো কয়েকটা পুরোনো ঋণ শোধ করতে হবে।

কেলি কোনো কথা বলতে পারছেন না। ডায়ানার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন–আপনি ওনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন?

-হ্যাঁ, আমি ওনাকে খুন করতে দেখেছি।

কেলির সমস্ত শরীরটা কাঁপছে, চায়ের কাপে শব্দ হচ্ছে। তিনি বললেন আমি এখনই এখান থেকে চলে যাব।

–আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

-কেন? আপনি কী করেছেন, তা জানেন? আপনি মাফিয়াদের সর্দারকে চটিয়েছেন। তিনি এখন জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কয়েকটা পুরোনো দেনা চোকাবেন। হ্যাঁ, আপনারও এখন ভয় পাওয়া উচিত।

কেলি উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলে কয়েকটা পয়সা ছুঁড়ে দিলেন। তারপর বললেন–মিসেস স্টিভেন্স, বাঁচবার চেষ্টা করুন।

–আমরা কিন্তু এখনও আমাদের স্বামীদের বিষয়ে আলোচনা করিনি।

–ওসব ব্যাপার ভুলে যান, কেলি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ডায়ানা অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন।

ডায়ানা বললেন– মনে হচ্ছে, আপনি বোধহয় একটু বেশি অভিনয় করছেন?

–তাই মনে হচ্ছে? কেলি আবার বললেন- আপনি কী বোকা না? আপনার মাথায় কিছু ঢুকছে না, আমি বুঝতে পারছি না।

স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। এক মুহূর্তের জন্য কেলির মনে হল, মার্ক এক সময় এভাবেই পড়ে যাচ্ছিলেন।

ডায়ানা এগিয়ে গেল। রাস্তার ওপাশ থেকে দুটো গুলির শব্দ। একটু আগে ওই দুই মহিলা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে বুলেট বর্ষণ হল। বিস্ফোরণ, কেলি তাকালেন। মনে হল, উনি বোধহয় ম্যানহাট্টানে পৌঁছে গেছেন।

ডায়ানা চিৎকার করে বললেন–ঈশ্বর, এখনও কী আমরা প্রার্থনা করব?

এখান থেকে এখনই বেরিয়ে যান।

কেলি ডায়ানাকে নিয়ে কলিনের কাছে চলে গেলেন, লিমুজিনের পাশে। কলিন গাড়ির দরজাটা ঠেলে খুলে দিল। কেলি এবং ডায়ানা ট্যাক্সিতে বসলেন।

কলিন জানতে চাইলেন- কীসের শব্দ?

দুজন একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন।

শেষ পর্যন্ত কেলি বললেন- না, কোথায় আপনাকে ছেড়ে দেব? কোথায় আছেন?

ডায়ানা গভীর শ্বাস নিলেন। কলিনকে ঠিকানা দিলেন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর।

তারা নীরবতার মধ্যে বসে আছেন। এই মাত্র যে ঘটনাটা ঘটে গেল তার জন্য তৈরি ছিলেন না।

গাড়িটা ডায়ানার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ডায়ানা কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি আসুন না, হয়তো আরও কিছু ঘটনা ঘটবে।

কেলি বললেন- না, ধন্যবাদ মিসেস স্টিভেন্স।

ডায়ানা কেলির দিকে তাকালেন। মাথা নাড়লেন। গাড়িটা চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল।

কেলি দেখলেন, ডায়ানা দোতলায় উঠে যাচ্ছেন। কেলির মনে হল, এবার বোধহয় আমি শান্তি পাব।

কলিন বলল- মিসেস হ্যারিস, আপনি কোথায় যাবেন?

হোটেলে ফিরব, কলিন।

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটা আর্তনাদের শব্দ।

কেলি এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর গাড়ির দরজাটা খুলে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকে পড়লেন। ডায়ানা তার ঘরের দরজাটা খোলা রেখেছেন। ঘরের ভেতর ডায়ানা দাঁড়িয়ে আছেন।

কী হয়েছে?

-কিছু-কিছু একটা এখানে আছে। হয়তো চোর ঢুকেছিল। রিচার্ডের ব্রিফকেসটা টেবিলের ওপর ছিল দেখতে পাচ্ছে। এখানে অনেক দরকারী কাগজ ছিল। তারা রিচার্ডের বিয়ের আংটিটা রেখে গেছে।

কেলি বললেন- আপনি এখনই পুলিশে খবর দিন।

-হ্যাঁ, ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ডের কার্ডটার কথা মনে পড়ল ডায়ানার। তিনি ফোনের রিসিভার তুললেন।

–ডিটেকটিভ আর্ল গ্রিনবার্ডকে দেবেন একবার?

–হ্যাঁ, গ্রিনবার্ড।

–ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ড, আমি ডায়ানা স্টিভেন্স। এখানে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। আপনি কি একবার অ্যাপার্টমেন্টে আসবেন?

ডায়ানা একটুখানি চুপ করলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন- উনি আসছেন, আপনি একটু থাকবেন কি?

কেলির কঠিন কণ্ঠস্বর– না, আপনার ব্যাপারে আমি নাক গলাব না। আমি বলছি, কেউ আপনাকে হত্যা করতে চাইছে। আমি প্যারিসে চলে যাচ্ছি, গুডবাই।

ডায়ানা দেখলেন, কেলি বাইরে গেলেন। লিমুজিনে গিয়ে বসলেন।

কলিন জানতে চাইল- কোথায়?

–হোটেলে ফিরে যাব, প্লিজ।

হোটেলে থাকলেই কেলি বোধহয় নিরাপদে থাকবেন।

কেলি হোটেলে ফিরে এসেছেন

২১.

কেলি হোটেলে ফিরে এসেছেন। ঘটনাগুলো তাকে এখনও ভাবিয়ে তুলেছে হ্যাঁ, হত্যার উন্মাদনা। এখন আমি কী করব? এখান থেকে পালাতে হবে।

কেলি কৌচে বসলেন, চোখ বন্ধ করলেন। ধ্যান করার চেষ্টা করলেন। একটা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। কিন্তু কোনো লাভ হল না। সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। মার্ক, তোমার কথা ভীষণ মনে পড়ছে।

করিডরে কার পায়ের শব্দ? কেলি অবাক হলেন। না, সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। কিন্তু খিদে পায়নি।

উনি রুম সার্ভিসকে ফোন করলেন- স্যালাড পাঠাতে পারবে? গরম চা?

ধন্যবাদ, পঁচিশ-তিরিশ মিনিটের মধ্যে সব কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি, মিসেস হ্যারিস।

–ঠিক আছে।

কেলি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। চুপ করে বসে থাকলেন। ট্যানার কিংসলের সঙ্গে কথাবার্তাগুলি মনে পড়ে গেল।

মার্ক কেন ওলগার কথা বলেনি? এটা নাকি ব্যবসায়িক সম্পর্ক? ভালোবাসার সম্পর্ক? মার্ক, ডার্লিং, আমি জানি না, সত্যি তুমি কাউকে ভালোবাসতে কিনা? আমি কিন্তু সব সময় তোমাকেই ভালোবাসব। তুমি শিখিয়েছিলে, কীভাবে ভালোবাসতে হয়। আমি শীতল, তুমিই আমাকে উষ্ণ করে তুলেছিলে। তুমি আমাকে আমার গৌরব ফিরিয়ে দিয়েছ।

ডায়ানার কথা মনে পড়ল, আহা, ওই মহিলার খবরটা। মোটেই ভালো নয়। আমি কাল প্যারিসে ফিরে যাব। আমার অ্যাঞ্জেলকে পাব।

দরজায় কার হাতের শব্দ। কেলি ভীষণ ভয় পেয়েছেন।

উনি রিসিভার তুলে জানতে চাইলেন- আমার খাবার কি তৈরি হয়েছে?

মিসেস হ্যারিস, আরও পনেরো-কুড়ি মিনিট সময় লাগবে।

কেলি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। অপারেটরকে ফোন করলেন।

একজন আমার ঘরে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করছে।

–আমি সিকিউরিটি অফিসারকে এখনই পাঠাচ্ছি মিসেস হ্যারিস।

দু-মিনিট কেটে গেছে। আবার হাতের শব্দ।

কেলি চিন্তিত মনে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন কে? সিকিউরিটি?

কেলি ঘড়ির দিকে তাকালেন এত তাড়াতাড়ি?

তিনি টেলিফোনের দিকে গেলেন, অপারেটরের কাছে জানতে চাইলেন- সিকিউরিটি কি এসে গেছে?

–সে এখনই পৌঁছে যাবে, মিসেস হ্যারিস। এক-দু মিনিটের মধ্যে।

–ওর নাম কী?

ভয়ে কণ্ঠস্বর বুজে গেছে।

থমাস।

কেলি আবার শব্দটা শুনতে পেলেন। হলে কারা যেন ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। দরজাতে কান লাগিয়ে দিলেন। শব্দগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। মনে একটা অন্ধ আতঙ্কের জন্ম হয়েছে।

এক মিনিট, দরজায় আবার কার হাতের শব্দ– কে? সিকিউরিটি? বিল?

না, মিসেস হ্যারিস, থমাস।

দরজাটা কেলি খুলে দিলেন, সিকিউরিটি ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল- কী হয়েছে।

কারা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল।

-আপনি ওদের দেখেছেন? ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি। আপনি কি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনবেন?

–অবশ্যই আনছি।

কেলি শান্ত থাকার চেষ্টা করলেন। অনেক ঘটনা অত্যন্ত দ্রুত ঘটে চলেছে।

থমাস কেলির পাশে দাঁড়ালেন। এলিভেটরটা অত্যন্ত দ্রুত নীচের দিকে নামছে।

তারা লবিতে পৌঁছে গেলেন। কেলি চারপাশে তাকালেন। সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না। কেলি এবং নিরাপত্তা কর্মী পাশাপাশি হাঁটতে থাকলেন। তারা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলেন।

কেলি বললেন– ধন্যবাদ।

যখন আপনি ফিরে আসবেন, সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। যারা আপনার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, তারা বোধহয় ভয়ে পালিয়ে গেছে।

কেলি ট্যাক্সিতে উঠলেন। রিয়ার উইন্ডোর দিকে তাকালেন। দেখলেন একটা লিজিনে দুজন লোক ঢোকার চেষ্টা করছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল- কোথায় যাব?

লিমুজিনটা গাড়িটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। সামনে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

কেলি বললেন সামনের দিকে চলুন।

সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। কেলি বললেন- গাড়ির গতি আস্তে করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আলো হলদে হচ্ছে, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। তারপর বাঁদিকে চলে যাবেন।

ড্রাইভার অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল- কী?

সবুজ আলো থাকলে কোথাও যাবেন না।

ড্রাইভারের মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যাক্তি।

কেলি হাসল, আমি একটা বাজি লড়ছি।

আলো পরিবর্তিত হল।

কেলি বললেন এখন যেতে হবে।

ট্যাক্সিটা বাঁদিকে চলে গেল। আলোটা আবার লাল হয়েছে। ট্রাফিকে অনেক গাড়ি ভিড়। যে লোকগুলো লিমুজিনে বসেছিল, তারা হতাশ।

ট্যাক্সিটা কিছুদূর এগিয়ে গেল।

কেলি বললেন- আঃ, আমি ভুলে গেছি। আমাকে নেমে যেতে হবে।

উনি গাড়ি থেকে নেমে গেলেন, হাতে কিছু টাকা দিলেন।

ট্যাক্সি ড্রাইভার দেখল, কেলি একটা হাসপাতালে ঢুকে পড়ছেন। আহা, এই মেয়েটার মাথায় গোলমাল আছে বলে মনে হচ্ছে।

লিমুজিনটা আবার চলতে শুরু করেছে। তারা ট্যাক্সির কাছে পৌঁছে গেল। পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। কেলি আর একটা ট্যাক্সিতে ওঠার চেষ্টা করছেন।

.

ডায়ানা স্টিভেন্সের অ্যাপার্টমেন্ট। ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ড বসে আছেন। উনি বললেন মিসেস স্টিভেন্স, যে লোকটা আপনাকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল, তার মুখ আপনি দেখতে পেয়েছিলেন?

ডায়ানা মাথা নেড়ে বললেন– না, খুব তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটে গেল।

-ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেওয়ালে বুলেটের দাগ আছে। পঁয়তাল্লিশ ক্যালিবারের বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। এই গুলিগুলো সাংঘাতিক। আপনার সৌভাগ্য যে আপনি বেঁচে গেছেন। মনে হচ্ছে টনি আলটিয়েরি ওকে পাঠিয়েছে।

ডায়ানা ঢোক গিললেন আপনারা একটু দেখবেন কি?

–যে ব্রিফকেসটা হারিয়ে গেছে, তার মধ্যে কী ছিল?

–আমি ঠিক জানি না, রিচার্ড যখন ল্যাবরেটরিতে যেত, সবসময় ব্রিফকেসটা সঙ্গে নিয়ে যেত। রাতের বেলায় ব্রিফকেসটা সঙ্গে আনত, মনে হচ্ছে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিল।

গ্রিনবার্ড বিয়ের আংটিটা হাতে নিলেন। বললেন- আপনার স্বামী কখনও বিয়ের রিংটা আঙুল থেকে খোলেননি?

-হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

তার মানে মৃত্যুর আগের দিন আপনার স্বামী কি অন্যরকম আচরণ করেছিলেন? মনে হচ্ছিল, ওনার ওপর কোনো চাপ দেওয়া হয়েছে? ভেবে দেখুন তো। উনি এমন কোনো কথা বলেছিলেন, যা, আপনার মনকে চিন্তায় ফেলেছিল।

সকালবেলা আমরা নগ্ন হয়ে বিছানাতে শুয়েছিলাম। রিচার্ড আমার উরুতে হাতের টোকা দিচ্ছিল। বলেছিল, আজ অনেক রাত অব্দি কাজ করব। কিন্তু আমার জন্য দু-এক ঘন্টা সময় রেখো, সোনামনি।

্না- মিসেস স্টিভেন্স!

ডায়ানা কল্পনা থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন না, কোনো কিছুই অন্যরকম দেখিনি।

-মনে হচ্ছে, আপনাকে আরও নিরাপত্তা দিতে হবে।

ডোরবেলে শব্দ।

–কেউ কি আসবে?

না, গ্রিনবার্ড উঠে দাঁড়ালেন, আমি দেখছি।

উনি এগিয়ে গেলেন, দরজা খুললেন। কেলি হ্যারিস দাঁড়িয়ে আছেন। অত্যন্ত দ্রুত উনি ঘরে ঢুকে পড়লেন।

কেলি ডায়ানার দিকে এগিয়ে বললেন- আমরা কথা বলব।

ডায়ানা অবাক আপনার তো এখন প্যারিস যাবার কথা।

-না, আমি হয়তো যাব না।

গ্রিনবার্ড এই আলোচনায় যোগ দিলেন- আমি ডিটেকটিভ আর্ল গ্রিনবার্ড, কেলি হ্যারিস।

কেলি গ্রিনবার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন- ডিটেকটিভ, কেউ এইমাত্র আমার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছে।

–আপনি হোটেল সিকিউরিটিকে জানিয়েছেন?

-হ্যাঁ, লোকগুলো চলে গেছে। একজন গার্ড আমাকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

–ওরা কারা হতে পারে বলে আপনার অনুমান?

–আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।

–কেউ আপনার ঘরের দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করেছে?

না, তারা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা বলছিল যে, রুম সার্ভিস থেকে এসেছে।

তার মানে, ডায়ানা বললেন, আমাদের দুজনেরই একই রকম সমস্যা।

কেলি বলতে থাকেন আমি ভেবেছিলাম, প্যারিসে চলে যাব। মনে হচ্ছে, মাফিয়া বন্ধুরা বোধহয় আমাদের একলা থাকতে দেবে না।

কেলি এবার যাবার চেষ্টা করলেন।

গ্রিনবার্ড বললেন- ইনি কে বলুন তো?

–ওনার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। অথবা স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। উনি একই কোম্পানিতে কাজ করতেন। রিচার্ডের মতো, কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপে।

.

কেলি হোটেলের লবিতে ফিরে এলেন। ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি চলে যাব। তারপর বললেন, আপনি কি প্যারিসের প্লেনে একটা রিজারভেশন করে দেবেন?

-হ্যাঁ, মিসেস হ্যারিস, কোনো বিশেষ এয়ার লাইন্স?

না, আমাকে যে করেই হোক এখান থেকে চলে যেতে হবে।

কেলি হোটেল লবি পার হয়ে এলিভেটরের সামনে পৌঁছে গেলেন। বোতামে হাত দিলেন। তাকে এখন পঞ্চম তলায় যেতে হবে। এলিভেটরের দরজাটা বন্ধ হল, দুজন লোক ঢুকে পড়ল। কেলি তাদের দিকে তাকালেন। তারপর বাইরে বেরিয়ে এলেন। না, কোনো বিপদের সামনে গিয়ে কী লাভ? তিনি সিঁড়িতে পা ফেলে দিলেন।

নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছে গেছেন। মস্ত বড়ো চেহারার একটা লোক এসে তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

কেলি বললেন আমি একটু যাব, জায়গা দেবেন কি?

লোকটার হাতে সাইলেনসার লাগানো বন্দুক।

কেলির মুখ বিবর্ণ। আপনি কে?

-চুপ করুন, আমি জানি, আপনাকে কী করে চুপ করাতে হয়। আপনাকে নিয়ে আমি নীচে নেমে যাব।

লোকটার মুখে হাসি। কিন্তু কেলির মনে হল, তার ওপরের ঠোঁটে বুঝি একটা চকচকে ছুরি ঢোকানো আছে। তার চোখ ঠাণ্ডা।

চলুন, হাঁটতে হবে।

আমি এর হাতে কিছুতেই মারব না। কেলি শেষ পর্যন্ত বললেন- একটু অপেক্ষা করুন, মনে হচ্ছে আপনার কোথাও ভুল হয়েছে।

কেলির মনে হল, হাতের কবজিটা বুঝি ভেঙে গেছে। তিনি চিৎকার করতে চেয়েছিলেন।

বলেছি না, কথা বলবেন না, আমার সঙ্গে চলুন।

কেলির হাত ধরেছে ওই দৈত্য আকারের লোকটা। তার পেছনে বন্দুক ঠেকানো হয়েছে।

কেলি এখন কোনো কথা বলতে পারছেন না। অনেক কষ্টে শান্তভাবে বললেন– আমি বোধহয় সেই লোক নয়।

আবার পিঠের ওপর বন্দুকের আঘাত। হাতটা মোচড়ানো হচ্ছে। কেলি বেশ বুঝতে পারলেন, রক্ত বেরিয়ে আসছে।

শেষ পর্যন্ত কেলিকে নীচে নামতে হয়েছিল। কেলি লবিতে এলেন। সেখানে অনেক লোক। কেলি ভাবছিলেন, সাহায্যের জন্য চিৎকার করবেন কিনা।

লোকটা বলল- এসব কথা মনেও আনবেন না।

কেলি বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেখানে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পাশাপাশি আর একটা গাড়ি। একজন পুলিশের লোক পার্কিং টিকিট দিচ্ছিলেন। কেলিকে যে লোকটা ধরেছিল সে পেছন দিকে চলে গেল। তারপর একটা গাড়ির মধ্যে কেলিকে ঠেলে দিল।

কেলি কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। সামনেই একজন পুলিশের লোক। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলেন না। সেই লোকটা বলছে- আমি তো সব কিছু বলেছি। একশো ডলার বেশি দিয়েছি। এইভাবে কেন বিরক্ত করা হচ্ছে।

পুলিশের লোকটা ঘড়ির দিকে তাকালেন।

পুলিশ কেলির দিকে তাকিয়ে বলল- এখানে কী হচ্ছে?

টাকা পেয়ে গেছেন, এখন আর কথা বলছেন কেন?

কেলি অসহায় দৃষ্টিতে পুলিশের দিকে তাকালেন। লোকটা কেলির দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁটে হাসি। তার চোখে বীভৎস জিঘাংসা।

কেলি শেষ পর্যন্ত পুলিশকে বলতে পেরেছিলেন এই লোকটা আমাকে উত্যক্ত করছে।

পুলিশটা এগিয়ে আসছে, কেলি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল।

দৈত্যটা ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে।

পুলিশ বলল- এক মিনিট মিস্টার, এই দেশে বেশ্যা সংক্রান্ত আইনটা খুবই খারাপ।

আমি ওকে সেভাবে বিরক্ত করিনি।

–ঠিক আছে, আপনার পরিচয়পত্র দেখান তো? আপনার নাম কী?

–হ্যারি ফ্লিন্ট।

ফ্লিন্ট দেখল, কেলির ট্যাক্সিটা চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বেশ্যা, কুত্তি, একদিন তোকে আমি মেরে ফেলব।

.

২২.

কেলি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন ডায়ানার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে। কলিংবেলে হাত রাখলেন।

ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ড দরজাটা খুলে দিলেন।

–আপনাকে কী সাহায্য করব?

কেলি দেখলেন, ডায়ানা লিভিংরুমে বসে আছেন।

কী হয়েছে? ডায়ানার প্রশ্ন, আপনি বলেছিলেন...

-হ্যাঁ, বলেছিলাম, কিন্তু আপনার মাফিয়া বন্ধুরা আমাকে একা থাকতে দেবে না। তারা আমাকে আবার হত্যা করার চেষ্টা করছিল। কেন এই ঘটনা ঘটছে বলুন তো?

–আমি কিছুই জানি না। হয়তো তারা আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেছিল। ভেবেছে, আমরা বন্ধু। তাই হয়তো...

আমরা বন্ধু নই, মিসেস স্টিভেন্স। অনুগ্রহ করে আমাকে এখান থেকে যেতে দিন।

–আপনি কী বলছেন? এ ব্যাপারে আমি কী সাহায্য করব?

–আমাদের হঠাৎ দেখা হয়েছিল। আপনি আমাকে চিনতেন না। তা হলে এই ঘটনার সাথে আমায় কেন জড়ানো হচ্ছে? আমি চাই না, কেউ আমাকে মেরে ফেলুক।

ডায়ানা আবার অসহায়ের মতো বলতে থাকেন আমি কী করব বলুন তো?

-হ্যাঁ, একটা কাজ আপনি করতে পারেন, আপনি আলটিয়েরির সঙ্গে কথা বলুন। এখনই আপনি এই কাজটা না করলে আমি কিন্তু এখান থেকে যাব না।

ডায়ানা বললেন আপনি কী বলছেন? আমি দুঃখিত। হ্যাঁ, আপনাকে আমি এর মধ্যে এনে ফেলেছি।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ডায়ানা গ্রিনবার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি কি মনে করেন যে, আমি আলটিয়েরির সঙ্গে কথা বললে আমাদের দুজনকে ছেড়ে দেবেন?

গ্রিনবার্ড বললেন- ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি উনি মনে করেন, এটা ওনার পক্ষে কোনো ক্ষতিকারক হবে না। আপনি কি ওনার সাথে একা কথা বলতে চান?

ডায়ানা বলল না।

কেলি বাধা দিয়ে বলল- হা, ওনাকে কথা বলতেই হবে।

.

অ্যানথনি আলটিয়েরির বাড়ি সুন্দর পাথর দিয়ে তৈরি। কলোনীয় যুগের ছাপ আছে। নিউ জার্সিতে। বিরাট বাড়িটা পনেরো একর জমির ওপর অবস্থিত। চারপাশে উঁচু লোহার ঘেরাটোপ। অনেকগুলো গাছ আছে। একাধিক পুকুর। সুন্দর সাজানো বাগান।

সামনের গেটের কাছে একজন প্রহরী বসেছিল। গাড়িটা ঢুকল। গ্রিনবার্ড, কেলি এবং ডায়ানা।

গার্ড এগিয়ে এল। সে গ্রিনবার্ডকে চিনতে পেরেছে– শুভ সন্ধ্যা লেফটেন্যান্ট।

–হ্যালো সিজার, আমরা মিঃ আলটিয়েরির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

–আপনাদের হাতে কি ওয়ারেন্ট আছে?

–না, সেরকম দেখা করা নয়। এটা একটা সামাজিক দেখা।

গার্ড দুজন মহিলার দিকে তাকাল- ঠিক আছে, এখানে দাঁড়ালেন। সে ভেতরে চলে গেল। বুথের কাছে। কিছুক্ষণ বাদে সে বলল, আপনারা আসতে পারেন।

ধন্যবাদ। গ্রিনবার্ড গাড়িটা চালিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

তারা গাড়ি থেকে নেমে আসছেন, আর একজন গার্ডকে দেখা গেল।

–আমাকে অনুসরণ করুন।

বিরাট লিভিং রুম। অ্যান্টিক ফার্নিচারে পরিপূর্ণ। আধুনিক ফার্নিচারও দেখা যাচ্ছে। দিনটা চমৎকার। যদিও শীত খুব একটা নেই। কিন্তু মস্ত বড়ড়া পাথরের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। তিনজনে গার্ডকে অনুসরণ করে লিভিংরুম পার হয়ে একটা মস্ত বড়ড়া অন্ধকার বেডরুমে গিয়ে পৌঁছোলেন।

অ্যানথনি আলটিয়েরি বিছানাতে শুয়ে ছিলেন। তার বুকে একটা রেসপিরেটর যন্ত্র বসানো আছে। মুখটা বিবর্ণ, মনে হচ্ছে, বয়সটা হঠাৎ একলাফে অনেকটা বেড়ে গেছে, একদিকে একজন যাজক বসে আছেন। অন্যদিকে একজন নার্স।

আলটিয়েরি ডায়ানার দিকে তাকালেন, কেলি এবং গ্রিনবার্ডের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আবার ডায়ানার দিকে তাকালেন।

কঠিন কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন আপনারা আমার কাছ থেকে কী চাইছেন?

ডায়ানা বললেন– মিঃ আলটিয়েরি, আপনি মিসেস হ্যারিস এবং আমাকে ছেড়ে দিন। আপনার লোকজনদের তুলে নিন। আপনি তো আমার স্বামীকে হত্যা করেছেন

আলটিয়েরি বাধা দিয়ে বললেন- আপনার স্বামীর নাম পর্যন্ত শুনিনি। আমি শুনেছি, ওনার পকেটে নাকি কী একটা চিরকুট পাওয়া গেছে। এতে আমার কোনো হাত নেই, বিশ্বাস করুন। আমি কীভাবে আপনাদের মুক্তি দেব? কোনো ইতালিয় কি সেটা লিখেছে? কেউ কি বলেছে, আমি আপনাদের অনুসরণ করছি?

আলটিয়েরির সমস্ত চোখে মুখে যন্ত্রণা আমি এখন ভগবানের সাথে শান্তিতে থাকতে চাইছি।

গলা বুজে গেল।

ধর্মযাজক ভদ্রলোক ডায়ানার দিকে ফিরে বললেন- এখন আপনারা চলে গেলেই ভালো হয়।

ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ড প্রশ্ন করলেন– কী হয়েছে?

উনি বললেন– ক্যানসার।

ডায়ানা বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটির দিকে তাকালেন কী আশ্চর্য, কোথায় যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। উনি কি সত্যি কথা বললেন?

হঠাৎ ডায়ানার মনে একটা আচমকা আতঙ্কের সৃষ্টি হল।

.

তারা আলটিয়েরির বাড়ি থেকে ফিরে এলেন। ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ডকে খুবই অসহায় দেখাচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছে, আলটিয়েরি ঠিক কথাই বলেছেন।

কেলি মাথা নাড়লেন, আমারও তাই মনে হয়। লোকটা এখন মৃত্যুশয্যায়।

-তাহলে? আর কেউ কি আপনাদের হত্যা করতে পারে?

না, ডায়ানা বললেন, যদি আলটিয়েরি না হয়ে থাকে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কেলি বললেন- আমারও মাথায় কিছু ঢুকছে না।

.

ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ড ডায়ানা এবং কেলিকে ডায়ানার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিলেন। তারপর তিনি বললেন- এখানে থাকুন, আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না। পনেরো মিনিট বাদে আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পুলিশ পোস্টিং হবে। চব্বিশ ঘন্টা পুলিশ

থাকবে। দেখা যাক, কী করে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। দরকার হলে ফোন করতে ইতস্ততঃ করবেন না, কেমন?

উনি চলে গেলেন।

.

ডায়ানা এবং কেলি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন। বিরাজ করছে এক অভূতপূর্ব নীরবতা।

ডায়ানা প্রশ্ন করলেন চা খাবেন?

কফি।

ডায়ানা তাকালেন। উত্তেজিত এবং বিষণ্ণ- ঠিক আছে, করে দিচ্ছি।

ডায়ানা কিচেনে চলে গেলেন কফি করার জন্য। কেলি লিভিংরুমের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দেওয়ালে অসাধারণ ছবি টাঙানো আছে।

ডায়ানা কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন। কেলি ডায়ানার ছবির দিকে তাকালেন মিসেস স্টিভেন্স, আপনি এটা এঁকেছেন?

ডায়ানা ঘাড় নেড়ে বললেন- হ্যাঁ।

কেলি বললেন– অসাধারণ।

ডায়ানার জিজ্ঞাসা- আপনি কি শিল্প সম্পর্কে ওয়াকিবহাল?

-না, মিসেস স্টিভেন্স, বিশেষ কিছু জানি না।

কার ছবি আপনার ভালো লাগে? ড্যায়না মসের?

–হ্যাঁ, তার ছবি ভালো লাগে।

—আদিম যুগের ছবিগুলো আপনার হৃদয় স্পর্শ করে?

কেলি ডায়ানার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন- সত্যি কথা বলব? আমি একটু অন্য ধরনের আঙ্গিক ভালোবাসি। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তফাত হয়ে যায়। টিটিয়ানেরা ভেনাস অফ রোবিন ছবিটা দেখেছেন? এক অসাধারণ উপস্থাপনা।

ডায়ানা বললেন- কফি তৈরি হয়ে গেছে।

.

ওঁরা ডাইনিং রুমে বসে আছেন। কফিটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হচ্ছে। ডায়ানা নীরবতা ভেঙে বললেন- আপনার কি মনে হচ্ছে আর কেউ এই ঘটনার অন্তরালে থাকতে পারে?

না, কেলি বললেন, আমাদের মধ্যে একটিমাত্র সাদৃশ্য আছে, আমাদের দুজনের স্বামী কিংসলে গ্রুপে চাকরি করতেন। তারা হয়তো কোনো একটা গোপন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। যে ভাবেই তাদের মৃত্যু হয়ে থাকুক না কেন, আততায়ী ভাবছে ওনারা আমাদের কাছে সেই কথা বলেছেন।

ডায়ানা বললেন- হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

তখন দুজনের চোখে এক অসহায়তার আকুতি ফুটে উঠেছে।

.

অফিসে বসে ট্যানার ডায়ানার অ্যাপার্টমেন্টের ছবি দেখছিলেন। একদিকের বিরাট টেলিভিশন সেটে, প্রধান সিকিউরিটি গার্ড পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন।

–আমাদের মধ্যে একটি মাত্র সংকল্প, আমাদের দুজনের স্বামীই কে আই জি-তে চাকরি করতেন। কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন ট্যানার। ভাবলেন, এবার কী করবেন?

.

স্টিভেন্সের অ্যাপার্টমেন্টটিকে যুক্ত করা হয়েছে টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে। ট্যানার এ ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল। আধুনিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়েছে। ক্যামেরা চলে গেছে দূরে। ছোট্ট ক্যামেরা, বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

ফাইবার অপটিকের যন্ত্রপাতি। ভিডিও সার্ভার। ল্যাবটপ কম্পিউটারের মতো আকারের। এর সাহায্যে সব ঘটনা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

.

ট্যানার ঝুঁকে পড়লেন, কী ঘটনা ঘটছে তাকে দেখতে হবে। কথাগুলো শুনতে হবে। ডায়ানা বলছেন– ভাবতে হবে, আরও ভালো করে ভাবতে হবে। আমাদের স্বামীরা কোন্ কাজে যুক্ত হয়েছিলেন।

–কিন্তু কারও সাহায্য দরকার, কে আমাদের সাহায্য করবেন? এবং কেনই বা করবেন?

–আমরা ট্যানার কিংসলের সঙ্গে দেখা করব। মনে হয় উনি ইচ্ছে করলে আমাদের সাহায্য করতে পারেন। উনি এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত।

দেখা যাক্।

.

ডায়ানা বললেন– আপনি সারারাত এখানে থাকতে পারেন। এখানেই আমরা নিরাপদে থাকব। বাইরে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। উনি জানালার দিকে এগিয়ে এলেন এবং দেখলেন, কোনো গাড়ি নেই।

ডায়ানা অনেকক্ষণ তাকালেন। তার মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা শিহরণ। ব্যাপারটা আশ্চর্য। এখানে তো একটা পেট্রল গাড়ি আসার কথা ছিল। একটা ফোন করতে হবে। ডায়ানা

ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ডের কার্ডটা পার্স থেকে বের করলেন। টেলিফোনের কাছে চলে গেলেন। একটা ফোন করলেন।

–ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ডকে একবার দেবেন তো?

–আপনি কি ঠিক বলছেন?

–আমি ডিটেকটিভ রবার্টের সঙ্গে কথা বলতে পারি? আচ্ছা ধন্যবাদ।

ডায়ানা রিসিভারটা নামিয়ে দিলেন। কেলি ডায়ানার দিকে তাকালেন– কী হয়েছে?

ডায়ানা বললেন দুজনকেই অন্য জায়গাতে বদলি করা হয়েছে।

কেলি চিৎকার করে বললেন- এটাও একটা পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। তাই না?

ডায়ানা বললেন– হা, তাই মনে হচ্ছে।

কী?

–ডিটেকটিভ গ্রিনবার্ড আমাকে বলেছিলেন, রিচার্ডের চরিত্র বা আচরণে কোনো পরিবর্তন এসেছিল কিনা? একটা ব্যাপার আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, রিচার্ড ওয়াশিংটনে গিয়েছিল কারও সঙ্গে দেখা করবে বলে। কোনো কোনো সময় আমি রিচার্ডের সঙ্গে বেরোতাম, কিন্তু এই সময় সে নিজেই যেতে চেয়েছিল।

কেলির মুখেও একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি। কেলি বললেন– ব্যাপারটা অদ্ভুত। মার্ক বলেছিল, তাকে ওয়াশিংটন যেতে হবে। সে একাই যাবে।

-কেন, সেই রহস্যটা আমাদের জানতে হবে।

কেলি জানালার দিকে হেঁটে গেলেন। তারপর পর্দা সরিয়ে দিলেন।

-হ্যাঁ, এখনও কোনো গাড়ি আসেনি। উনি ডায়ানার দিকে ফিরে বললেন, চলুন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই।

ডায়ানা বললেন– ঠিকই বলেছেন, আমি একটা হোটেলের নাম জানি, তার নাম মান্ডারিন। সেখানে হয়তো কেউ আমাদের খোঁজ করতে যাবে না। আমরা সেখান থেকে মিঃ কিংসলের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ট্যানার তার চিফ সিকিউরিটি অফিসারের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, মুখে আধটুকরো হাসি- এখনই যাও, মেয়ে দুটোকে জবাই করে এসো।

.

২৩.

হ্যারি ক্লিন্ট, মেয়েদের ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল। কেলি তাকে শিক্ষা দিয়েছে। ক্লিন্ট কোনো কাজে কখনও বিফল হয় না।

ফ্লিন্ট কীভাবে ট্যানারের জীবনে এসেছে? কয়েক বছর আগে ভাই অ্যানড্রু একটা নতুন প্রকল্প শুরু করেছিলেন। যে সমস্ত বন্দীরা কয়েদখানা থেকে সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছিল, তাদের জন্য একটা বাসস্থান। তাদের আবার সাধারণ জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

ট্যানার এই প্রকল্পের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, এইসব বন্দীরা সাংঘাতিক। বিভিন্ন ব্যক্তিগত উৎসের মাধ্যমে তিনি সম্প্রতি ছাড়া পাওয়া বন্দীদের প্রাক্তন জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছিলেন। ট্যানারের মনে হয়েছিল, কোনো কোনো খতরনক লোক হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারে। মাঝে মধ্যেই তিনি তাই ওই বাড়িটার সামনে ঘোরাঘুরি করতেন।

ভিনসে কারবালো নামে এক আততায়ীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তাকে কে আই জি-তে নিয়ে এসেছিলেন। লোকটার চেহারা বিরাট। মুখে দাড়ি আছে। নীল চোখ, আগুনের মতো জ্বলছে। দীর্ঘ দিন ধরে জেল খেটেছে। তাকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সাক্ষীরা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিন্তু জুরিদের একজন কোনরকমভাবে তাকে মুক্তি দেন। এর অন্তরালে একটা ঘটনা ছিল। ওই জুরিসাহেবের ছোট্ট মেয়েকে অপহরণ করা হয়। তারপর একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। বলা হয়, জুরিসাহেব, অন্য রকম আচরণ করলে এই মেয়েটিকে আর খুঁজে পাবেন না।

কারবালোকে ট্যানার কিংসলে সত্যি শ্রদ্ধা করেন।

.

ট্যানার আর একজন অপরাধীর কথা জানতে পেরেছিলেন। তার নাম হ্যারি ফ্লিন্ট। ফ্লিন্টের প্রাক্তন জীবন সম্পর্কে ট্যানার গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করলেন। ট্যানার যে ধরনের নির্মম মানুষের সন্ধান করছেন, ফ্লিন্ট সেখানে খাপ খেতে পারে।

হ্যারি ফ্লিন্টের জন্ম হয়েছিল ডেট্রোয়েটে। একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে। তার বাবা ছিলেন সেলসম্যান। তিনি বেশির ভাগ সময় বাড়িতে বসে বসে গজগজ করতেন। তাকে আমরা এক বিমর্ষবাদী মানুষ বলতে পারি। ছেলেকেও মারতেন, রুলার কিংবা বেল্টের সাহায্যে। অথবা হাতের কাছে যা পাওয়া যেত। এইভাবেই তিনি তার নিজের সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

ছেলেটির মা একটা সেলুনে চাকরি করতেন। হ্যারির বাবা যখন অত্যন্ত রেগে যেতেন, মা এসে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হ্যারি বড়ো হয়ে ওঠে। দুটি ঘটনার ভেতর সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে।

ডাক্তাররা হ্যারির মাকে বলেছিল, তিনি খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন না। তাই হ্যারির মার কাছে এই সন্তান ঈশ্বরের আশীবাদ। হ্যারির জন্মের পর তিনি হ্যারিকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সবসময় তাকে আদর করতেন, ভালোবাসতেন, চুমু দিতেন। হ্যারি মাকে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেলেছিল।

বয়স বাড়ল, হ্যারি অন্য রকম হয়ে গেল।

.

হ্যারির বয়স তখন চোদ্দো বছর, সে পৃথিবীটাকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছে। সব ব্যাপারটা অতি সহজে বুঝতে পারত। তার মধ্যে একটা নির্মমতা জেগেছে। সে সর্বশক্তিমান হতে চেয়েছিল। কখনোই কারও পায়ে পড়বে না। চারপাশের মানুষদের ওপর তার প্রতিপত্তি স্থাপন করবে। ভগবানের দেওয়া শক্তি আর সাহসকে পাথেয় করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকল। প্রতিবেশীদের পোষা জন্তুদের মৃত্যু হল। ফাঁদ পাতা হল। পুলিশ একটা স্কটিশ টেরিয়ারকে লনের সামনে ছেড়ে দিল। দূর থেকে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। একরাতে পুলিশ দেখল, হ্যারি ওই জন্তুটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে কুকুরটার মুখ খুলে তার ভেতর আতসবাজি পুরে দিল। পুলিশ এগিয়ে এল, হ্যারি ক্লিন্ট যখন আতসবাজিতে আগুন জ্বালাতে যাবে, তখনই পুলিশ এসে গিয়েছিল। তার পকেট থেকে পাঁচ ইঞ্চি ছুরি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

তাকে চ্যালেঞ্জার মেমোরিয়াল ইয়ুথ সেন্টারে পাঠানো হল। এটা এক ধরনের সংশোধনাগার, সেখানে হ্যারি বারোমাস থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

এক সপ্তাহে ফ্লিন্ট এল, সে অন্য ছেলেদের জোটাল। একটা দল গড়ে তুলল। বোঝা গেল, তার মধ্যে এক ধরনের মানসিক বিকোলন আছে।

ডাক্তার বলেছিলেন, এ মনের রোগী। এর সম্পর্কে আরও সতর্ক থাকতে হবে।

হ্যারি ফ্লিন্টের বয়স বেড়ে চলল। তার বয়স এখন পনেরো। তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। সে স্কুলে ফিরে এল। ক্লাসের বন্ধুরা তার দিকে তাকাচ্ছে, ইতিমধ্যেই ফ্লিন্ট তাদের চোখে

একজন হিরো। তারা ছোটোখাটো চুরিচামারি করতে শুরু করল। চট করে টাকার ব্যাগ তুলে নেওয়া, ওয়ালেট তুলে ফেলা, দোকান থেকে মাল সরানো। কিছু দিনের মধ্যেই ফ্লিন্ট তাদের নেতা হয়ে দাঁড়াল।

একরাতে ফ্লিন্টের মুখে কে যেন ছুরি মেরে দিল। তার মুখে সব সময় আধা হাসি লেগে থাকে তখন থেকেই।

ছেলেগুলো বুড়িয়ে গেল। তখন তারা গাড়ি চুরি করছে, সিঁধ কাটছে, ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়ছে। একটা ডাকাতি সকলকে চমকৃত করে দেয়। দোকানদারকে মেরে ফেলা হয়। হ্যারির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল। সে নাকি সশস্ত্র, ডাকাতিতে অংশ নিয়েছে। খুন করেছে, তাকে দশ বছরের জন্য জেলে পাঠানো হল। ওয়াড্রেন তার মতো খতরনক বন্দী এর আগে কখনও দেখেননি।

এইবার হ্যারির চোখে জ্বলে উঠল প্রতিহিংসা। অন্য বন্দীরাও তার সাথে মিশতে সাহস পেত না। সে সকলের ওপর অত্যাচার করত। কেউ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে সাহস পেত না।

একদিন একজন গার্ড হ্যারি ফ্লিন্টের সেলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে অবিশ্বাস্য চোখে দেখল, ফ্লিন্টের সেলমেট মাটিতে পড়ে আছে, রক্তের সাগরে ভাসছে। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

গার্ড ফ্লিন্টের দিকে তাকাল। ফ্লিন্টের মুখে আনন্দের হাসি- ঠিক আছে, কুকুরের বাচ্চা, তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও।

ফ্লিন্ট লোকটার দিকে তাকাল, তার বাঁ হাতটা তুলল, কী আশ্চর্য, গোরু কাটা একটা ছুরি তার বাঁ হাতে আছে।

ফ্লিন্ট বলল- এটা আমি রেখেছি, নিজেকে রক্ষা করার জন্য।

এরপর কী হয়? ফ্লিন্ট নাকি তার সেলমেটকে জবাই করেছে। তারপর, হাতটা কেটে কুচি কুচি করে দিয়েছে।

.

ট্যানার ফ্লিন্টের এই ব্যাপারটাই ভালোবাসেন। খুন করার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে। ফ্লিন্ট সেটা বুঝতে পেরেছে।

তাই ফ্লিন্টকেই ট্যানার নির্বাচন করলেন তার ব্যক্তিগত অঙ্গরক্ষক হিসেবে। মাঝে মধ্যে ফ্লিন্টকে অন্য কাজেও লাগানো যেতে পারে।

.

চ্যালেঞ্জারকে ঠিক করতে হবে, আমরা জাপান যাব। আমরা দুজন।

খবরটা এসেছে খারাপ সময়ে। কিন্তু সমাধান করতেই হবে। ট্যানার আকিরা ইসোর জন্য একটা অধিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। টোকিওতে, ওপুরা হোটেলে।

প্লেনটা তখন প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। ট্যানার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা চিন্তা করছেন। প্লেনটা ল্যান্ড করল। তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

নারিটা এয়ারপোর্ট থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোতে একঘণ্টা সময় লেগেছে। ট্যানার অবাক হয়ে গেছেন। টোকিওকে দেখলে ভারী ভালো লাগে। আনন্দের সময়, হতাশার সময়, এই শহর বোধহয় উত্তেজনার আগুনে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

.

আকিরা ইসো চেয়ারে বসেছিলেন, একটা রেস্টুরেন্টে। বছর পঞ্চাশ বয়স। চেহারাটা ভালো। ধূসর চুল। উজ্জ্বল বাদামী চোখ। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ট্যানারকে অভিবাদন জানালেন আপনার সঙ্গে দেখা হতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে মিঃ কিংসলে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার প্রস্তাবটা পেয়ে আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি ভাবতেই পারছি না যে আপনি কেন এত দূরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন?

ট্যানারের মুখে হাসি আমি ভালো খবর নিজেই বহন করতে ভালোবাসি। টেলিফোনে কী এত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা যায়। আমার মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে খুশি করতে পারবেন। আপনি কিছুদিনের মধ্যেই অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন।

আকিরা ইসো ট্যানারের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি ঠিক বলছেন?

সাদা জ্যাকেট পরা ওয়েটার চলে এসেছে।

কথা বলার আগে আমরা কিছু অর্ডার দিই?

–আপনি যা চাইছেন মিঃ কিংসলে, আপনি কি জাপানি ডিশ খাবেন, নাকি আমি সেটা বলে দেব?

ধন্যবাদ, আমি অর্ডার দিচ্ছি, আপনি কি সুসি খেতে ভালোবাসেন?

–হ্যাঁ।

ট্যানার ওয়েটারের দিকে তাকালেন জাপানি খাবারের জন্য বললেন।

আকিরা হাসলেন– বাঃ, আপনি দেখছি আমাদের সম্পর্কে অনেক খবর রাখেন।

খেতে খেতে কথা হচ্ছে। ট্যানার জিজ্ঞাসা করলেন আপনি একটা খুব ভালো কোম্পানিতে কাজ করছেন, টোকিও ফাস্ট ইনডাসট্রিয়াল, তাই তো?

হ্যাঁ।

–এখানে কতদিন আছেন?

দশ বছর।

–অনেক দিন, তিনি আকিরা ইসোর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, এবার একটা পরিবর্তনের কথা ভাবলে কেমন হয়?

মিঃ কিংসলে, আমি কখনও তা ভেবে দেখিনি।

আমি আপনাকে এমন একটা প্রস্তাব দেব, যা আপনি প্রত্যাখান করতে পারবেন না। আমি জানি না, আপনি কত টাকা আয় করেন, কিন্তু আমি আপনাকে এত টাকা দেব, যা আপনি স্বপ্নেও উপার্জন করতে পারবেন না।

মিঃ কিংসলে, আমি কিন্তু আপনার কোম্পানির হয়ে কাজ করতে পারব না।

–কেন? আমি একটা শর্ত চুক্তিতে সই করাব আপনাকে।

আকিরা ইসো তাঁর চপস্টিক নামিয়ে রাখলেন- মিঃ কিংসলে, জাপানে কেউ যদি কোনো কোম্পানিতে কাজ করে, সেটা একটা পরিবারের মতো হয়ে যায়। এটা একটা বিশ্বাসের ব্যাপার, আমি তা ভাঙতে পারব না।

–কিন্তু আমি আপনাকে অনেক টাকা দেব।

না।

–কেন?

আমরা আমাদের কর্তব্য এবং আনুগত্যকে সবার আগে রাখি। তারপর আকিরা বললেন, আপনি আমাকেই নির্বাচন করলেন কেন?

–আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।

আমার খারাপ লাগছে মিঃ কিংসলে, শুধু-শুধু এতটা পথ উড়ে এলেন আপনি। আমি কখনোই টোকিও-ফার্স্ট ইনডাসট্রিয়ালের চাকরি ছাড়ব না।

-আমি কি আরও একবার চেষ্টা করব নাকি?

–না, এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত সঠিক।

ট্যানার ঝুঁকে পড়লেন এবং হাসলেন- ঠিক আছে, আমার কর্মচারীরা যদি আপনার মতো আনুগত্য দেখাত। অন্য কোনো কথা তার মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, আমি আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য একটা ছোট্ট উপহার এনেছি। আমার এক সহকারী এটা আপনার কাছে নিয়ে আসবে। সে হোটেলে এক ঘন্টার মধ্যে আসছে। তার নাম হ্যারি ফ্লিন্ট!

সেই রাতে পরিচারিকা দেখল, আকিরা ইসোর শরীরটা ওয়াড্রোবের বুকে ঝুলছে। বলা হল, তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন।

.

২৪.

মান্ডারিন হোটেলটা দোতলা বাড়িতে অবস্থিত। ম্যানহাট্টানের চায়না টাউনের মধ্যে। মড স্ট্রিট থেকে তিনটি ব্লক দূরে।

কেলি এবং ডায়ানা ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এলেন। ডায়ানা দেখলেন, মস্ত বড়ো একটা সাইনবোর্ড। সেখানে কেলির ছবি আছে। কেলি সুন্দর সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিতা। তার হাতে একটা পারফিউমের বোতল।

ডায়ানা অবাক হয়ে বললেন- এই তো আপনার ছবি।

কেলি বললেন না, এটা আমার পেশা মিসেস স্টিভেন্স। আমি কে, সেটা কিন্তু এই ছবিতে ফুটে ওঠেনি।

তিনি লবির দিকে হেঁটে গেলেন। অবাক ডায়ানা তাকে অনুসরণ করতে থাকলেন।

এক চাইনিজ ভদ্রলোক ডেস্কে বসেছিলেন। ছোট্ট হোটেল লবি। তিনি মন দিয়ে চায়নাপোস্ট পত্রিকাটা পড়ছেন।

ডায়ানা বললেন আজ রাতে একটা ঘর পাওয়া যাবে কি?

ভদ্রলোক তাকালেন। সুন্দর পোশাক পরা দুজন। তিনি অবাক হলেন, উঠে দাঁড়ালেন। বললেন- অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু একশো ডলার খরচ পড়বে।

কেলি অবাক একশো ডলার?

ডায়ানা বললেন ঠিক আছে। দিয়ে দিচ্ছি।

ডায়ানা পার্স খুলে একশো ডলার লোকটির হাতে তুলে দিলেন।

লোকটি ডায়ানার হাতে চাবি তুলে দিয়ে বললেন– দশ নম্বর ঘর। হল দিয়ে সোজা হেঁটে যান, বাঁদিকে পাবেন, লাগেজ কোথায়?

লাগেজ আসবে। ডায়ানা বললেন।

–কোনো কিছুর দরকার হলে লিঙ্ককে ডাকবেন।

কেলি জানতে চাইলেন- লিঙ্ক কে?

–ও হল আপনাদের কাজের মেয়ে।

কেলি সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন- ঠিক আছে।

দুজনে হেঁটে চলেছেন স্বল্প আলোকিত হলঘরের মধ্যে দিয়ে।

কেলি বললেন– অনেক খরচ হয়ে গেল, তাই তো?

শেষ পর্যন্ত আমরা মাথার ওপর একটা ছাদ পেয়েছি।

কেলি আবার জানতে চাইলেন- এখানে থাকাটা কী নিরাপদ নয়।

এর থেকে ভালো আর কী পাওয়া যাবে। ডায়ানার কণ্ঠে আশ্বাসবাণী, হায়, কবে মিঃ কিংসলে আমাদের দায়িত্ব নেবেন।

তাঁরা দশ নম্বর ঘরে পৌঁছে গেলেন। ডায়ানা তালা খুললেন। তারা ভেতরে ঢুকলেন। ছোট্ট ঘর। মনে হচ্ছে, এই ঘরে অনেক দিন কোনো খদ্দের আসেনি। দুটো পাতলা শয্যা পাশাপাশি রাখা আছে। নোংরা বেডকভার। ভাঙা দুটো চেয়ার।

কেলি তাকালেন ছোটো কিন্তু খুবই নোংরা। বোধহয় অনেক দিন ধরে এটা পরিষ্কার করা হয় না। কেলি একটা কুশনে হাত দিলেন। ধুলো বেরিয়ে এল।

লিঙ্ক বোধহয় চলে গেছে।

ডায়ানা আবার বললেন– আমি বলছি তো, শুধু আজকের রাতটুকু, কিংসলেকে এখনই ফোন করব।

কেলি দেখলেন, ডায়ানা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ট্যানার কিংসলের নাম্বার দেওয়া ছিল। ডায়ানা ফোন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কিংসলের গলা শোনা গেল।

ডায়ানার আচরণে আবার হারানো আশা ফিরে এসেছে– মিঃ কিংসলে, আমি ডায়ানা স্টিভেন্স বলছি। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য খারাপ লাগছে। আমি এবং কেলি হ্যারিস

আপনার সাহায্য চাইছি। কেউ একজন আমাদের হত্যা করতে চাইছে। আমরা কী করব বুঝতে পারছি না। পালিয়ে যেতে হচ্ছে।

আপনার ফোন পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। মিসেস স্টিভেন্স আপনি আরাম করুন। দেখি এর অন্তরালে কে আছে? আর কোনো সমস্যা হবে না। এখন থেকে আপনার এবং মিসেস হ্যারিসের দায়িত্ব আমার ওপর।

ডায়ানা চোখ বন্ধ করলেন, হায় ঈশ্বর।

-কে এটা করছে বলুন তো?

-আমি এখনও জানি না। যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন। তিরিশ মিনিটের মধ্যে একজন গিয়ে আপনাদের নিয়ে আসবে।

-ঠিক আছে। কানেকশনটা কেটে গেল। ডায়ানা রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। কেলির দিকে তাকালেন, ভালো খবর। আমাদের সমস্যা সমাধান হতে চলেছে।

উনি কী বললেন?

–উনি জানেন, এর অন্তরালে কে আছে। উনি বলেছেন, এখন থেকে আমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না।

কেলি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন– আমি কি এখন প্যারিস ফিরে যাব? জীবন শুরু করব আবার নতুন করে?

-উনি একজনকে পাঠাচ্ছেন, আধ ঘন্টার মধ্যে। কেলি আবার চারদিকে তাকালেন- হ্যাঁ, এখানে থাকা সম্ভব নয়। ডায়ানা বললেন- ঘটনাটা খুব অবাক লাগছে।

-কোন ঘটনা?

রিচার্ড ছাড়া আমি আবার জীবনে ফিরে যাচ্ছি। আগে এটা বুঝতেই পারিনি।

–এভাবেই জীবন এগিয়ে চলে, কেলি বললেন।

ডায়ানা কেলির মুখের দিকে তাকালেন, সেখানে কোনো অভিব্যক্তি নেই। কী আশ্চর্য, এই ভদ্রমহিলা বোধহয় এমন এক পেশার সঙ্গে যুক্ত যেখানে সৌন্দর্য আছে অথচ জীবনের উন্মাদনা নেই।

কেলি বিছানাতে বসলেন, ডায়ানার দিকে পিঠ। তিনি চোখ বন্ধ করলেন, হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা তার সমস্ত শরীরে ছেয়ে যাচ্ছে।

.

তিনি হাঁটছেন মার্কের পাশে, লেফটম্যান। নানা বিষয় নিয়ে গল্প হচ্ছে। কেলির মনে হচ্ছে, এর আগে কখনও এত সুন্দর সন্ধ্যা তার জীবনে আসেনি।

উনি মার্ককে বললেন- কাল সন্ধ্যেবেলা একটা গ্যালারির শুভ উদ্ধোধন অনুষ্ঠান। তুমি কি আসবে?

কেলি আমি দুঃখিত। কালকে আমি ব্যস্ত থাকব।

কেলির হঠাৎ মনে হল, হিংসার আবরণ জন্মেছে তার মনের মধ্যে। তিনি প্রশ্ন করলেন অন্য কারও সঙ্গে?

–না-না, আমি একাই যাব। একটা ব্যাঙ্কোয়েটে যেতে হবে।

মার্ক কেলির মুখের দিকে তাকালেন।

-হা, বিজ্ঞানীদের জন্য একটা ডিনার। তোমার খারাপ লাগবে।

–আমি কি যাব না?

–আমার ভয় লাগছে, এমন কিছু কথা হবে, তা তুমি কখনও শোনোনি।

আমি তা শুনতে চাইছি। তুমি আমাকে একবার নিয়ে চলো না।

–না, আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক হবে না।

–আমি যেতে পারব না?

মার্কের দীর্ঘশ্বাস– না, এসব শব্দ শুনে তুমি কী করবে?

–ঠিক আছে, এই শব্দগুলোর মানে আমি হয়তো বুঝতে পারব না।

–তোমার ভালো লাগবে না।

এখন সব কথাই নতুন করে মনে পড়ে গেল কেলির।

.

ব্যাঙ্কোয়েটটা হয়েছিল হোটেল প্রিন্স ডগলে। এটা ছিল একটা খুব বড়ো খবর। তিনশো জন মানুষ বলরুমে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে ফরাসি দেশের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা ছিলেন। কেলি এবং মার্ক পাশাপাশি বসেছিলেন। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। সুপুরুষ এবং আভিজাত্যে ভরা আচরণ।

তিনি কেলিকে বললেন- আমি স্যাম মিরোজ। আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।

-আমিও শুনেছি, মার্ক বলেছে আপনি নাকি মার্কের গুরু এবং সেরা বন্ধু। মিরোজ হাসলেন হ্যাঁ, মার্কের বন্ধুত্ব অর্জন করাটা সহজ নয়। মার্ককে আমি একজন বিশেষ মানুষ বলেই মনে করি। আমরা দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসে কাজ করেছি।

মার্ক শুনছেন, একটু বিব্রত হয়েছেন– তুমি কি একটু ওয়াইন নেবে?

সঙ্গে সঙ্গে ওখানে আর এক বিখ্যাত ভদ্রলোক এসে গেছেন। তিনি হলেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। মার্ক তার দিকে তাকিয়ে আছেন, কেলির কি ব্যাপারগুলো ভালো লাগছে? নানা ধরনের পুরস্কার বিতরণ করা হবে। বক্তারা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছেন।

অন্য ভাষাতে। কেলি বুঝতে পারছেন, কথাগুলো মার্কের মনে একটা আশার সৃষ্টি করছে।

ডিনারের প্লেট সাজিয়ে দেওয়া হল। ফরাসি অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এর প্রেসিডেন্ট স্টেজে এসে গেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। অনেক বছর ধরে ফরাসি দেশ এই ব্যাপারে সবার আগে এগিয়ে গেছে। তার ভাষণ শেষ হতেই চাইছে না। তাঁর হাতে একটা সোনার স্মারক। তিনি মার্ক হ্যারিসের নাম ধরে ডাকলেন। কেলি বুঝতে পারলেন যে, মার্ক হলেন আজকের আসরের মধ্যমণি। হয়তো এই কথাটা মার্ক তাকে বলতে লজ্জা পেয়েছিলেন। এভাবেই মার্ক কেলিকে সবসময় চমকে দিতে চান। কেলি দেখলেন, মার্ক ধীরে ধীরে উঠে গেছেন এবং সমস্ত দর্শক তাঁকে হাততালি দিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

কেলি স্যাম মিরোজকে বললেন– কী আশ্চর্য, ও তো এ কথাটা আমাকে বলেনি। মিরোজের মুখে হাসি– এই হল মার্কের চরিত্র। আপনি কী জানেন, মার্ক আপনাকে কতখানি ভালোবাসে? ও আপনাকে বিয়ে করতে চায়। আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে আপনার সন্মতি থাকবে।

কেলি শুনছিলেন, হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধের জন্ম হল। আমি মার্ককে কী করে বিয়ে করব। সে আমার ভালো বন্ধু। কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি না। আমি কী মিথ্যে ভালোবাসার অভিনয় করব। তাকে আমি মনে দুঃখ দেব না। একজন মেয়ের কাছ থেকে পুরুষ যা চায়, আমি তা মার্ককে দিতে পারব না। আমি কী করে বলব...

–আপনি কি আমার কোনো কথাই শুনছেন না?

ডায়ানার রাগী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কেলি আবার বাস্তবে ফিরে এলেন। সে সুন্দর বলরুমটা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন উনি বসে আছেন সাতসেঁতে একটা নোংরা হোটেল ঘরে এমন এক মহিলার সামনে, যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তিনি চিন্তা করতেই পারেননি।

উনি বললেন–কী হয়েছে? কিংসলে বলেছেন, কেউ একজন আমাদের নিতে আসবেন।

-হ্যাঁ, তাতে কী?

উনি কিন্তু জানতে চাননি আমরা কোথায় আছি?

–উনি নিশ্চয়ই তোমার অ্যাপার্টমেন্টের কথা ভাবছেন।

–না, আমরা বাইরে আছি, একথা বলেছি।

এক মুহূর্তের নীরবতা, কেলির দুটো ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। তার মানে? তারা ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঘড়িটা বেডসাইড টেবিলের ওপর ছিল।

.

চিনা ভদ্রলোক ফ্লিন্টের দিকে তাকিয়ে আছে।–মান্ডারিন হোটেল, কী হয়েছে?

ফ্লিন্টের মুখে হাসি আমার স্ত্রী আর তার বান্ধবী এই মাত্র এখানে এসেছে। আমার স্ত্রীর চুলের রং সোনালি, তার বান্ধবীর চুলের রং কালো। কোন ঘরে তারা আছে?

দশ নম্বর ঘর। কিন্তু আপনাকে তত ফোন করতে হবে।

ভদ্রলোক ফোনটা তুলে নিল। ফ্লিন্ট একটা পয়েন্ট-৪৫ ক্যালিবারের অটোমেটিক পিস্তল পকেট থেকে বের করেছে। সাইলেনসার লাগানো। ফ্লিন্ট সেটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর, লোকটা আর কোনো কথা বলতে পারল না। সে পিছিয়ে গেল। ঘরটা ফাঁকা, বাথরুমের দরজা বন্ধ। ফ্লিন্ট শুনতে পাচ্ছে, শাওয়ারের শব্দ। সে বাথরুমের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল। শাওয়ারটাকে খুলে রাখা হয়েছে। তারপর? পর্দা হাওয়াতে দুলছে। ফ্লিন্ট পর্দার ওপর চার-চারবার গুলিবর্ষণ করল। একটু অপেক্ষা করল। সেটা টেনে খুলে দিল। না, ভেতরে কেউ নেই!

.

কিছু দূরে ডায়ানা এবং কেলি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখা গেল ফ্লিন্টের গাড়িটা হোটেলের দিকে এগিয়ে গেছে।

কেলি চিৎকার করলেন- হায় ঈশ্বর, এই নোকটাই আমাকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল।

তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ বাদে ফ্লিন্ট বেরিয়ে এল। তার মুখে হাসি। কিন্তু থমথমে একটা নীরবতা।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকালেন- এই হল গরজিলা, এবার আমরা কোথায় যাব?

–এখান থেকে বেরোতে হবে।

কী করে? তারা নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টের ওপর নজর রাখবে। ট্রেন স্টেশন এবং বাসের ডিপো।

ডায়ানা চিন্তা করে বললেন আমি এমন একটা জায়গা জানি, যেখানে কেউ নজর দিতে পারবে না।

–চিন্তা করতে হবে। বোধহয় আপনি কোনো মহাকাশ যানের কথা ভাবছেন।

.

২৫.

পরের দিক সকালে সব খবরের কাগজে একই গল্প। জার্মান দেশে এমন একটা খরা হয়েছে যার ফলে অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। অনেক ডলারের শস্যহানি হয়েছে।

ট্যানার ক্যাথিকে ডেকে পাঠালেন এই প্রবন্ধটা সেনেটার ভ্যান রুবেনের কাছে পাঠিয়ে দাও। তার তলায় একটা নোট লিখে দাও- পরিবেশ দূষণের মারাত্মক ফলশ্রুতি।

.

উইলটান হোটেল ফর ওমেন, মাণ্ডারিন থেকে বেশি দূরে নয়। হয়তো হেঁটে গেলে পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় লাগবে, এখানকার বাতাবরণ একেবারে আলাদা। ভারী সুন্দর আধুনিক সজ্জায় সাজানো পাঁচতলা বাড়ি।

লবিতে কেলি এবং ডায়ানা অন্য নামে ঘর বুক করলেন। ডেস্কের আড়ালে যে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তিনি কেলির হাতে একটা চাবি দিলেন, বললেন ৪২৪, লাগেজ আছে কি?

না।

–হ্যারিয়ে গেছে, ডায়ানা বললেন আমরা সকাল পর্যন্ত এখানে থাকব। একটু বাদে আমাদের স্বামীরা আসবেন। আপনি কি তাদের পাঠিয়ে দেবেন?

ভদ্রমহিলার মুখে একটা অদ্ভুতভাব-না, আমি দুঃখিত, পুরুষদের এখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

ডায়ানা কেলির দিকে তাকিয়ে হাসলেন, ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি।

-যদি দেখা করতে হয়, তাহলে আপনাদের এই লবিতে আসতে হবে।

–ঠিক আছে, আমি বারণ করে দিচ্ছি।

.

৪২৪ নম্বর স্যুট, সুন্দর করে সাজানো। একটা ভারী চমৎকার লিভিং রুম আছে। কৌচ, চেয়ার, টেবিল, আলমারি সবকিছু। বেডরুমে ভারী সুন্দর ডবল বেড দেখা গেল।

ডায়ানা তাকালেন এখানকার পরিবেশ সুন্দর। তাই নয় কি?

কেলি চিন্তিত স্বরে বলে উঠলেন- আমাদের নাম বোধহয় গিনেস বইতে নথিভূক্ত হবে। প্রতি আধ ঘণ্টায় আমরা হোটেল পালটাচ্ছি।

–আপনার কি অন্য কোনো পরিকল্পনা?

-না, আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। একটা চোর-পুলিশের খেলা। আমরা বোধহয় চোরের ভূমিকাতে অভিনয় করব। অথবা বেড়াল ইঁদুরের সেই চিরন্তন গল্পকথা।

–ঠিকই বলেছেন, পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী সংস্থা আমাদের হত্যা করতে চাইছে।

–কিন্তু কেন?

–এর অন্তরালে অনেক কথা আছে, আমার মনে হয় কে আই জি এই ব্যাপারটা ভালো। মতো জানে।

–আমরা কী করে ওদের হারিয়ে দেব।

কেলি জানতে চাইলেন, আমাদের কোনো অস্ত্র চাই। আপনি কি জানেন, কী করে বন্দুক চালাতে হয়?

-না।

–আমিও জানি না।

–এতে কিছুই হবে না। অন্য কিছু ভাবতে হবে।

ক্যারাটে?

–না, আমি একসময় কলেজে ডিবেট করতাম। আমি কথা বলে ওদের মেরে ফেলব।

–ঠিক বলছেন?

ডায়ানা জানালার দিকে হেঁটে গেলেন। ৩৪নং স্ট্রিট দিয়ে ট্রাফিক চলেছে। হঠাৎ তাঁর চোখ বড়ো হয়ে উঠল- ওহ?

কেলি পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন– কী হয়েছে? আপনি কী দেখেছেন?

ডায়ানার কণ্ঠস্বর শুকনো–একজন লোক হেঁটে আসছে। তাকে দেখতে রিচার্ডের মতো। ঠিক আছে, আমি আসছি।

ডায়ানা ভেতর দিকে চলে এলেন।

কেলি বললেন– আপনি কী ভাবছেন, এখনও ভৌতিক আত্মা ঘুরে বেড়ায়?

ডায়ানা তাকিয়ে আছেন। কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। মনে হচ্ছে পৃথিবীটা বুঝি অন্ধকার হয়ে গেছে।

.

ফ্লিন্ট তার সেলফোনে ট্যানারকে বলল- দুঃখিত মিঃ কিংসলে, মান্ডারিন থেকে তারা চলে গেছে। তারা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল আমি আসব।

ট্যানার অবাক- এই কুকুরীর বাচ্চাগুলো কোথায় যাবে? তুমি কাজটা শেষ করে তবে এখানে আসবে।

সশব্দে তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

.

অ্যানড্রু তার অফিসের কৌচে শুয়ে আছেন। তার মন স্টকহলমে চলে গেছে। দর্শকরা সকলেই হাততালি দিচ্ছেন। চিৎকার করছেন অ্যান্ডুর নামে।

তিনি এগিয়ে গেলেন, রাজা কার্ল সোলোর কাছ থেকে পুরস্কার নিতে হবে। এটাই হল কাঙ্খিত নোবেল পুরস্কার। কেউ কেউ অবশ্য তাকে অভিশাপ দিচ্ছেন। কিন্তু কেন?

কেউ বলছেন, অ্যানড্রু, তুমি কুকুরীর বাচ্চা। তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও।

স্বপ্ন দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল। অ্যানড্রু আবার কঠিন কঠোর বাস্তবে ফিরে এলেন। দেখলেন, ট্যানার তাকে ডাকছেন।

হা, আমাকে খুব প্রয়োজন, অ্যানড্রু ভাবলেন। তিনি উঠে গেলেন।

অ্যানড্রু বললেন- এই তো আমি এখানে।

ট্যানার বললেন- বসো।

অ্যানড্রু চেয়ারে বসলেন।

-ভাই, তোমাকে কয়েকটা ব্যাপার শেখাব। কীভাবে বিভাজনের দ্বারা জয় করতে হয়।

ট্যানারের কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত আনন্দ।

-ডায়ানা স্টিভেন্স ভাবছেন যে, মাফিয়ারা তার স্বামীকে হত্যা করেছে। কেলি হ্যারিস আবার ওলগা নামের এক মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত। বুঝতে পারলে?

অ্যানড্রু অবাক হয়ে জানতে চাইলেন– তুমি কী বলছ ট্যানার?

ট্যানার ভাইয়ের পিঠে হাত দিয়ে বললেন- অ্যানড্রু, তুমি বোকার মতো আচরণ করছ কেন? আমি তোমার সাথে এমন একটা বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, এর আগে যে কথা কাউকে বলিনি। তোমাকে আমি সব কথা বলতে পারি কারণ তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না।

উনি অ্যানড্রুর শুন্য চোখের দিকে তাকালেন। দেখো, কোনো খারাপ কাজ করবে না। খারাপ জিনিস শুনবে না। খারাপ কথা বলবে না।

ট্যানার এবার ব্যবসাতে ফিরে এসেছেন– একটা সমস্যার সমাধান করতে হবে। দুজন মহিলা হারিয়ে গেছে। তারা জানে, কে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে হত্যা করার জন্য। তারা কোথায় যেতে পারে বলো তো অ্যানড্রু?

অ্যানড্রু তার ভাইয়ের দিকে একমুহূর্ত তাকালেন। তারপর বললেন– না, আমি কিছুই জানি না।

–দুটো ব্যাপার আছে, খুঁজে বের করার দুটো পদ্ধতি। প্রথমত পুরোনো পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে হবে। দেখা যাক।

অ্যানড্রু তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কী বললে?

ট্যানার বললেন তারা নিশ্চয়ই স্টিভেন্সের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসবে না। জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক। আমরা সব সময় নজর রেখেছি। আমরা জানি, কেলি হ্যারিসের এখানে কোনো বন্ধু নেই। কারণ সে প্যারিসের বাসিন্দা। সে কাউকে নির্ভর করবে না।

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন- তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

অ্যানড্রু বললেন- হ্যাঁ, ট্যানার, বুঝতে পারছি।

-ডায়ানা স্টিভেন্সের কোনো বন্ধু আছে কি? আমার তা মনে হয় না। আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা মনে পড়ল, এই মহিলা দুটো হয়তো পুলিশের কাছে চলে গিয়ে পুরো গল্পটা বলেছে। পুলিশ হাসছে। তাহলে? তারা কী করবে? তারা এয়ারপোর্ট অথবা ট্রেন স্টেশনে যাবে না। তারা বাস স্টেশনেও যাবে না। তারা জানে, সব জায়গায় শত্রুর চোখ আছে। তাহলে? তাহলে তারা কোথায় যাবে?

-হ্যাঁ, তুমি কী বলছ ট্যানার?

তারা নিশ্চয়ই কোনো হোটেলে থাকবে, অ্যানড্রু। এমন একটা হোটেল যেখানে অনায়াসে লুকিয়ে থাকা যায়। কী ধরনের হোটেল? এইসব মেয়েরা কোথায় যায়? এখন আর হোটেল বাছা-বাছির প্রশ্ন নেই, নিরাপত্তার প্রশ্ন। তুমি কি সোনঝা ভারব্রুগের নাম শুনেছ? ঘটনাটা মনে আছে? আমরা তার কম্পিউটারে একটা মেসেজ ফেলে দিয়েছিলাম। সে তাড়াতাড়ি হোটেলে ছুটে গিয়েছিল। কারণ এই হোটেলটা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য। ভেবেছিল, এটা বোধহয় এক নিরাপদ জায়গা। মনে আছে? মনে হচ্ছে, স্টিভেন্স এবং হ্যারিস একই কথা চিন্তা করেছে। কাজেই তাদের খুঁজে বের করাটা কোনো অসুবিধা নয়।

ভাইয়ের দিকে আবার তাকালেন ট্যানার। অ্যানড্রুর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। রেগে গিয়ে ট্যানার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর ফিরে এসে ভাইয়ের মুখে চড় মারলেন।

অ্যানড্রুর ঘুম ভেঙে গেছে- কী হয়েছে?

–আমি যা বলছি, সেদিকে মন দেবার চেষ্টা করো।

–আমি দুঃখিত ট্যানার, ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।

ট্যানার কম্পিউটারের দিকে তাকালেন। দেখা যাক, ম্যানহাট্রানে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত হোটেল কটা আছে।

ট্যানার তাড়াতাড়ি ইন্টারনেটে খুঁজলেন। রেজাল্টটা পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। নামগুলো চিৎকার করে পড়তে থাকলেন। ওয়েস্ট ফোরটিন স্ট্রিটে আছে এলকার মেলো রেসিডেন্স, ওয়েস্ট ফিফটিফোর স্ট্রিটে আছে মারিয়া রেসিডেন্স, পার্কসাইড ইভান জেলাইন আছে। গেমারি সাউথে, উইলটান হোটেল আছে। হাসলেন, এবার আমরা কাজ শুরু করব।

ট্যানার একটা ল্যান্ডস্কেপের ছবির দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর একটা বোম টিপলেন। দেওয়ালটা দু ফাঁক হয়ে গেল। টেলিভিশন স্ক্রিনে ম্যানহাট্রনের কম্পিউটার আচ্ছাদিত ম্যাপটা ফুটে উঠল।

অ্যানড্রু, তোমার কী মনে আছে এটা কী? এটা এক অসাধারণ যন্ত্র। এর মধ্যে যেসব যন্ত্র আছে তা সারা পৃথিবীকে শাসন করতে পারে। এর সাহায্যে আমরা পৃথিবীর যে কোন বস্তুকে সহজেই খুঁজে বের করতে পারি। মনে আছে?

যখন ওই মহিলারা আমার অফিস ছেড়ে চলে যায়, ওদের হাতে আমি বিজনেস কার্ড তুলে দিয়েছিলাম। এই কার্ডের মধ্যে মাইক্রো ডট কম্পিউটার চিপ লাগানো আছে।

সরষে দানার মতো সিগন্যালটা উপগ্রহে চলে যাবে। যখন গ্লোবাল পলিসনিক সিস্টেম কাজ করতে শুরু করবে, ওরা কোথায় আছে তা আমরা বুঝতে পারব।

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ট্যানার বললেন, তুমি কি বুঝতে পারছ?

অ্যানড্রু বলতে থাকেন না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সব বুঝতে পারছি।

ট্যানার স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। তিনি দ্বিতীয় বোতামটা টিপলেন। আলো জ্বলে উঠেছে। ছোটো ছোটো আলো। ম্যাপের ভেতর আলোর বিন্দু ছুটে চলেছে। একটা ছোট্ট অঞ্চল, তারপর আলোটা ফুলকি হয়ে ফুটে উঠল। বেশ কয়েকটা লাল বিন্দু ম্যাপের ওপর ফুটে উঠেছে।

ট্যানার দেখতে থাকলেন– এটা হল ওয়েস্ট ফোরটিন স্ট্রিট, লাল আলো এগিয়ে চলেছে। টেকিলা রেস্টুরেন্ট, একটা ফার্মেসি, সেন্ট ভিনসেন্ট হসপিটাল, বানানারি পাবলিক, চার্চ, আলোটা বন্ধ হয়ে গেল।

বোঝা গেল উইলটান হোটেল ফর ওমেন, হ্যাঁ, শেষ অব্দি আমি সঠিক জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি।

অ্যানড্রু অবাক হয়ে গেছেন- হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।

ট্যানার অ্যানড্রুর দিকে তাকালেন– তুমি এখন যেতে পারো।

তিনি সেল ফোনটা তুলে নিলেন মিঃ ফ্লিন্ট, উইলটান হোটেলে এখনই চলে যাও।

ফোনটা কেটে দিলেন। অ্যানড্রু তাকিয়ে আছেন– কী?

–আমি যাব? সুইডেনে, আমার নোবেল পুরস্কারটা আনতে হবে। এই মাত্র ওটা আমি পেয়েছি।

না, অ্যানড্রু, এটা সাত বছর আগের ঘটনা।

ওফ অ্যানড্রু ধীরে ধীরে অফিসের দিকে হেঁটে গেলেন। ট্যানার টেবিলে বসে আছেন। গত সাত বছরে কত ঘটনাই ঘটে গেল, হা, সুইজারল্যান্ড, তিনবছর আগে, একটা টেলিফোন কল, জীবনটা পাল্টে দিয়েছে।

.

সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর– মিঃ কিংসলে, জুরিখ থেকে কেউ আপনাকে ফোন করছেন?

–আমি এখন খুব ব্যস্ত। আমি পরে কথা বলব।

উনি ফোনটা তুলে নিলেন, ট্যানার শুনছেন, তার মুখ আরও কঠিন হচ্ছে। তিনি অশান্ত ভাবে বললেন- ঠিক আছে, আমি দেখছি। আমি এটা সামলাতে পারব।

তিনি বোতাম টিপলেন, মিস অরটোনেজ, পাইলটকে বলল, চ্যালেঞ্জারকে তৈরি রাখতে। আমরা জুরিখ যাব। দুজন প্যাসেঞ্জার থাকবে।

.

ম্যাডেলাইন স্মিথ একটা বুথে বসে আছেন। জুরিখের অন্যতম সেরা রেস্টুরেন্ট। বছর। তিরিশ বয়স, সুন্দর গোল মুখ, ছাঁটা চুল, গায়ের রং খুবই ভালো। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, উনি এখন গর্ভবতী।

ট্যানার টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। ম্যাডেলাইন স্মিথ উঠে দাঁড়ালেন। ট্যানার তার হাতে হাত রেখে বললেন– বসো।

–তোমাকে দেখে কী ভালোই যে লাগছে, সুইস উচ্চারণে উনি বললেন- আমি যখন তোমার ফোনটা পেয়েছিলাম, অবাক হয়ে গেছি।

-কেন?

–তুমি এত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, তুমি কী শুধু আমাকে দেখার জন্য জুরিখে এসেছ? আমি ভাবতেও পারছি না। আমার স্বপ্নের অতীত।

ট্যানারের মুখে হাসি– আমি বলেছি তোমাকে, কেন আমি এখানে এসেছি। তোমার কাছ থেকে শুনলাম, তুমি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আমি তোমার ডাক উপেক্ষা করব?

-ওঃ, মিঃ কিংসলে।

–আমার কোম্পানিতে আমরা মানুষের বুদ্ধিকে সবথেকে বড় মর্যাদা দিয়ে থাকি। তুমি হলে সেই মানুষ যাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, ম্যাডেলাইন। তুমি টোকিও ফাস্ট ইনডাসট্রিয়ালের সাথে কতদিন আছো?

-সাত বছর।

-বাঃ, সাত হচ্ছে তোমার সৌভাগ্যজনক সংখ্যা। আমি যদি তোমাকে কে আই জি-তে একটা চাকরি দিই, তুমি কি তা গ্রহণ করবে? ওখানে যা পাও, তার দ্বিগুন টাকা দেব।

-ওঃ, কিংসলে, ভদ্রমহিলা আনন্দে বুঝি নাচতে শুরু করেছেন।

–ম্যাডেলাইন, তুমি কি আগ্রহী?

–হ্যাঁ, আমি খুবই আগ্রহী, কিন্তু এখনই চাকরি ছাড়তে পারব না।

ট্যানারের মুখের অভিব্যাক্তি পাল্টে গেছে কেন?

–আমার পেটে সন্তান আছে, কিছু দিনের মধ্যে আমার বিয়ে হবে।

ট্যানারের মুখে হাসি আমি সব সমস্যার সমাধান করব।

ম্যাডেলাইন স্মিথ বললেন– আর একটা ব্যাপার আছে সেটা আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না। আমাদের ল্যাবোরেটরিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টের কাজ হচ্ছে। আমরা কাজটা প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছি।

ম্যাডেলাইন, আমি জানি না প্রোজেক্টটা কী, এ ব্যাপারে জানার কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাইছি, আমার এই প্রত্যাশা তোমাকে এখনই গ্রহণ করতে হবে। এই জন্যই তোমার কাছে এসেছি। আমি তোমাকে এবং তোমার প্রেমিককে উড়িয়ে নিয়ে যাব, তার মুখে হাসি। অথবা আমি বলব,

–প্রোজেক্টটা শেষ হয়ে গেলেই আমি যোগ দেব, মাত্র ছমাস অথবা এক বছর?

ট্যানার এক মুহূর্তের নীরবতা পালন করে বললেন তার মানে তোমরা এখন আসতে পারছ না?

-না, আমাকে এই প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখনই বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত হবে না। পরের বছর?

ট্যানারের মুখে হাসি– ঠিক আছে।

–তুমি এত দূর থেকে এসেছ, আমার খুবই খারাপ লাগছে।

ট্যানার শান্তভাবে বললেন না, ম্যাডেলাইন, তোমার সঙ্গে দেখা তো হল।

ম্যাডেলাইনের মুখে লাল লজ্জার চিহ্ন। ঠিক আছে, আবার দেখা হবে।

-তোমার জন্য একটা ছোট্ট উপহার আছে। আমার একজন সহযোগী সেটা নিয়ে আসবে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে আজ সন্ধ্যা ছটার সময়। তার নাম হ্যারি ক্লিন্ট।

.

পরের দিন সকালবেলা ম্যাডেলাইন স্মিথের মৃতদেহটা পাওয়া গেল কিচেন ফ্লোরে। স্টোভটা পাশে পড়ে আছে। অ্যাপার্টমেন্টে বিষাক্ত গ্যাস।

.

ট্যানারের ভাগ্য ভালো। এখন তিনি আবার বর্তমানে ফিরে এসেছেন। ফ্লিন্ট কখনও তাকে বিরক্ত করেনি। কিছুক্ষণ বাদে ডায়ানা স্টিভেন্স এবং কেলি হ্যারিসের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবে। আহা, এবার আমি নিশ্চিন্ত মনে আমার প্রকল্প নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

.

২৬.

হ্যারি ফ্লিন্ট উইলটান হোটেলের রিসেপশন ডেস্কে পৌঁছে গিয়ে বলল- হ্যালো?

ক্লার্ক বলল- হ্যালো, বলুন। কীভাবে সাহায্য করব!

আমার বউ এবং তার বন্ধু এক আফ্রিকান আমেরিকান কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছেন। আমি ওপরে চলে গিয়ে ওদের অবাক করে দেব। ওদের রুম নাম্বারটা বলবেন কি?

ক্লার্ক বলল– আমি দুঃখিত, এই হোটেলটা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য। পুরুষদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় না। আপনি মনে করলে ফোন করতে পারেন।

ফ্লিন্ট চারপাশে তাকালেন– হ্যাঁ, অনেক মানুষের ভিড়। ফ্লিন্ট বললেন, ঠিক আছে, আমি তাদের ডেকে পাঠাব কি?

ফ্লিন্ট বাইরে গেলেন। সেলফোন থেকে ফোন করলেন– মিঃ কিংসলে, ওরা ওপরের ঘরে আছে, আমাকে ওপরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

ট্যানার কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন– ফ্লিন্ট, বুদ্ধি আমাকে বলছে, তারা ওখানেই থাকবে এখন। আমি এক মহিলাকে পাঠাচ্ছি, সে তোমাকে সাহায্য করবে।

.

স্যুইটে বসে কেলি একটা রেডিওতে পপ স্টেশন শুনছিলেন। হঠাৎ ঘরের ভেতর র‍্যাপ মিউজিকের শব্দ।

ডায়ানা জানতে চাইল বিরক্ত হয়ে কী করে এসব গান শুনছেন এখন?

আপনি রক মিউজিক ভালোবাসেন না?

–এটা গান, নাকি শুধু হৈ হট্টগোল?

–সে কী? এত ভালো ভালো আর্টিস্ট আছেন?

এছাড়া আপনি আর কী শোনেন?

না, আমি অনেক কিছুই শুনি। ক্লাসিক্যাল আমার খুব ভালো লাগে।

কেলি দেখলেন, ডায়ানা উঠে এসে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

কেলি জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস স্টিভেন্স, আমরা হোটেলে কতদিন কাটাব? আপনি কী কাউকে জানেন যে, আমাকে সাহায্য করতে পারে?

ডায়ানা মাথা নাড়লেন রিচার্ডের বেশির ভাগ বন্ধুরাই আই জির হয়ে কাজ করে। আমাদের অন্য বন্ধুরা, না, তারা এ ব্যাপারে কেন মাথা গলাবে?

উনি কেলির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন আর আপনার ব্যাপারটা?

কেলি কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, মার্ক আর আমি প্যারিসে তিন বছর ধরে বসবাস করছি। ওখানে আমি অনেকের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু মডেল জগতের বাইরে কাউকে আমি বিশেষ চিনি না। তারা এখানে সাহায্য করতে আসবে কেন?

–মার্ক কি আপনাকে বলেছিলেন ওয়াশিংটনে আসছেন?

রিচার্ডও বলেনি, মনে হচ্ছে, এর মধ্যেই রহস্যটা লুকিয়ে আছে।

হ্যাঁ, আমরা চাবিটা পেয়ে গেছি। দরজাটা খুঁজে পাচ্ছি না।

দরজাটা আমি বের করব, ডায়ানা ভাবলেন, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমি একজনকে জানি, যে আমাদের সাহায্য করবে।

উনি ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কার কথা বলছেন? রিচার্ডের সেক্রেটারি, সে সব ব্যাপারটা জানে।

ফোনে একটা শব্দ ভেসে এল কে আই জি?

আমি বেটি বাটলারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

.

অফিসে বসে ট্যানার লক্ষ্য করলেন নীল আলো জ্বলে উঠেছে। তিনি সুইচটা টিপলেন, অপারেটর বলছি, মিস বাটলার এখন তার ডেস্কে নেই।

কীভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়?

–আমি দুঃখিত, যদি নাম আর ফোন নাম্বার দেন, আমি কথা বলতে পারি।

ডায়ানা রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

নীল আলোটা নিভে গেল।

.

ডায়ানা কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- বেটি বাটলার হয়তো দরজাটার সন্ধান দিতে পারবেন।

ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।

–কী?

–একজন ভবিষ্যৎ বক্তা আমাকে বলেছিল, আমি নাকি মৃত্যুর উপত্যকার মধ্যে হেঁটে চলেছি।

কেলির চোখে মুখে বিস্ময় তাহলে আপনি কেন এফ বি আই বা সি আই-এর সাহায্য চাননি?

ডায়ানা বললেন– না, আমি তখন বুঝতে পারিনি।

কেলি বললেন- আসুন, ডিনারে বসা যাক।

কেলি আবার বললেন আমাকে একটা ফোন করতে হবে। উনি টেলিফোনটা নিয়ে হোটেল অপারেটরকে বললেন- প্যারিসে ফোন করব।

অপারেটর একটা নাম্বার দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে কেলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল-হ্যালো ফিলিপ্পে, তুমি কেমন আছো? এখানে সব কিছু ঠিক আছে।

তিনি ডায়ানার দিকে তাকালেন- হ্যাঁ, আমি দু-একদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরে যাব। অ্যাঞ্জেল কেমন আছে? সে কি আমাকে মনে করছে?

কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে বড়োরা বোধহয় শিশুটিকে কিছু বলছে

–অ্যাঞ্জেল, তুমি কেমন আছো? ফিলিপ্পে বলছে, তুমি নাকি আমাকে বারবার খুঁজছ? আমি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাব। তোমার জন্য অনেক কিছু নিয়ে যাব।

ডায়ানা অবাক হয়ে শুনছেন।

–গুডবাই বেবি, ফিলিপ্পে ঠিক আছে।

কেলি দেখলেন, ডায়ানার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি– আমি আমার-কুকুরের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

–সে কী? এত ভালোবাসেন আপনি?

–হ্যাঁ, আমার জীবনের সবকিছু।

ডিনারের সময় হয়েছে। কিন্তু এই দুই মহিলা ঘরের নিরাপত্তা ছেড়ে বাইরে আসতে চাইছেন না। তারা রুম সার্ভিসকে ফোন করলেন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ডায়ানা কেলির সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কথাটা আর সামনের দিকে এগোচ্ছে না। ডায়ানা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন, এখন নীরবতার মধ্যে থাকাটাই ভালো।

.

ডিনার শেষ হয়ে গেল। কেলি বললেন, আমি স্নান করতে যাব।

ডায়ানা কোনো কথা বললেন না।

বাথরুমে ঢুকে কেলি জামাকাপড় খুলতে শুরু করলেন। শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। শাওয়ারটা খুলে দিনে। গরম জল তার নগ্ন শরীরের ওপর প্রবাহিত হচ্ছে। চোখ বন্ধ করলেন। মন কোথায় হারিয়ে গেল– স্যাম মিরোজের কণ্ঠস্বর, মার্ক, আপনাকে। ভীষণ-ভীষণ ভালোবাসে। সে আপনাকে বিয়ে করতে চাইছে। কেলি জানতেন স্যাম মিরোজের অনুমানই সঠিক। কেলি মার্কের সাহচর্য প্রার্থনা করছেন। মার্কের মধ্যে কৌতুক আছে, আনন্দ আছে, আতিশয্য আছে। মার্ক একজন বন্ধু হতে পারে।

মার্ক পরের দিন সকালে ব্যাঙ্কোয়েটে এসে বলেছিলেন– হ্যালো কেলি, আজ রাতে তুমি কী করছ?

মার্কের কণ্ঠস্বরের মধ্যে আগ্রহ এবং আকুতি– ডিনার এবং তারপর থিয়েটার? কোনো কোনো দোকান রাতেও খোলা থাকে।

–মার্ক, আজ রাতে আমি খুব ব্যস্ত থাকব।

কিছুক্ষণের নীরবতা।

–আমি ভেবেছিলাম, স্বপ্নটা অন্যরকম হবে।

–ঠিক আছে, কাল আবার দেখা হবে?

.

পরের দিন মার্কের ফোন, কেলি, তুমি এমন ব্যবহার করছ কেন?

কেলি বলেছিলেন– আমি দুঃখিত মার্ক, আমি কারও সাথে ভালোবাসার খেলা খেলতে চাইছি।

অনেকক্ষণের নীরবতা।

–ও, মার্কের কণ্ঠস্বর ভেঙে গেছে, আমি বুঝতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক-অনেক সাফল্য, ধন্যবাদ, মনে হয় তোমার জীবনটা আনন্দে কেটে যাবে। কেলি, অ্যাঞ্জেলের সাথে হয়তো আর দেখা হবে না।

মার্ক ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। কেলি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। বুঝতে পারলেন, সত্যি ঘটনা কী ঘটেছে। সে আমাকে ভুলে যাবে? কেলি ভাবলেন। হয়তো অন্য কেউ একজন তাকে তার কাঙ্খিত স্বাধীনতা এবং আনন্দ দেবে।

কেলি প্রত্যেক দিন কাজ করেন, মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকেন। জীবন একই রকমভাবে বয়ে চলেছে। কোথাও কোনো বন্ধু নেই।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। কেলি মার্কের কাছ থেকে কোনো কথা শুনতে পাননি। মার্ক কী আমার জীবন থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল? সে বোধহয় অন্য কারও সন্ধান পেয়েছে।

.

একটা শনিবারের বিকেলবেলা। কেলি ফ্যাশান শো-এর জন্য ব্যস্ত ছিলেন। বিশাল একটা ঘর, অনেক মানুষের ভিড়। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছেন। তিনি রানওয়ের দিকে হেঁটে গেলেন। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে হাততালির ঝড়। কেলি একটা সুন্দর সান্ধ্য পোশাক পরেছেন। হাতে গ্লোজ, একটা গ্লোজ তাঁর হাত থেকে ছিটকে গেল, রানওয়েতে পড়ে গেল। কেলি দেখলেন, কিন্তু যাবার সময় নেই, তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন চারপাশে কেমন যেন অবস্থা। কেলিরে চোখে জল।

কেলি ড্রেসিংরুমে পৌঁছে গেলেন। ওয়াড্রো বা মিস্ট্রেস বললেন- ড্রেসিং গাউন তৈরি আছে ম্যাডাম।

কেলি তখনও কাঁদছেন।

না, আমি আর ওদের সামনে যাব না। ওরা আমাকে দেখে হাসবে।

–ঠিক আছে।

কেলি তাকাবার চেষ্টা করলেন– এ কী? মার্ক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

-মার্ক, তুমি এখানে কী করে এলে?

–হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

কী বলে?

ভারী সুন্দর।

কেলি অবাক কী হয়েছে?

মার্ক পকেট থেকে রুমাল বের করে কেলির চোখের জল মুছিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন– কেলি, তুমি এখান থেকে যাবার আগে একটা স্বপ্নের জগতের বাসিন্দা ছিলে। সাধারণ দর্শকের কাছে তোমার অন্য একটা পটভূমি ছিল। তুমি সুন্দরী, তোমাকে স্পর্শ করা যায় না। তুমি একটা স্বপ্ন, তুমি একটা কল্পনা।

তখন তোমার পতন ঘটে গেল। তাদের চোখে তুমি সাধারণ রমণী হয়ে গেছে। তুমি আবার সেখানে যাও, ওদের খুশি করো।

কেলি মার্কের চোখের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, সেখানে সহানুভূতি ঝরছে। কেলি বুঝতে পারলেন, মার্ককে তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন।

ইভনিং গাউন পরে কেলি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। রানওয়েের দিকে তিনি হেঁটে চলেছেন। আবার হাততালির ঝড়। দর্শকদের কাছ থেকে।

মার্ক যদি আমার জীবনে আবার ফিরে আসে, তাহলে?

শুরুতে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন।

.

কেলি তখনও চিন্তিত। মার্কের জন্য অপেক্ষা করছেন। যে কোনো মুহূর্তে মার্ক আসতে পারে।

এক সন্ধ্যেবেলা কেলি বলেছিলেন।

–মার্ক, সিমফনি অর্কেস্ট্রার ওপেনিং আছে আজকে। তুমি যাবে?

–হ্যাঁ, আমার খুবই ভালো লাগে।

–আমরা একসঙ্গে যাব।

.

কনসার্ট ছিল দারুণ, দর্শকেরা আনন্দে ভাসল।

কেলির অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসার সময় মার্ক বলেছিলেন কেলি, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

কী হয়েছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

–হাঁ, ক্লাসিক্যাল মিউজিক আমি মোটেই ভালোবাসি না।

কেলির মুখে উৎফুল্ল হাসির জোয়ার।

.

পরের দিন, কেলি বললেন– অ্যাঞ্জেলের জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অ্যাঞ্জেল আমার অবসরের সময়টা ভরিয়ে রাখে।

তুমিও তাই রাখো, কেলি ভাবলেন। মার্কের চোখে নীল আলো, এই আলো কেলি কখনও দেখেননি। এবং ঠোঁটের কোণে আমন্ত্রণী হাসি। কেলি ভাবলেন, এই মানুষটাকে আমি কখনওই আমার জীবন থেকে বাদ দেব না।

.

জলটা ঠাণ্ডা হচ্ছে। কেলি শাওয়ার বন্ধ করলেন। তোয়ালে দিয়ে সমস্ত শরীরটা মুছলেন। হোটেলের দেওয়া ভোয়ালে। বেডরুমে পৌঁছে গেলেন।

ডায়ানা বাথরুমের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। জল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

ডায়ানা খুব রেগে গেছেন। উনি বেডরুমে ফিরে এসে বললেন- বাথরুমের কী অবস্থা করেছেন?

কেলির ঠোঁটে হাসি হা মিসেস স্টিভেন্স, আমি কখনও নিজের হাতে কোনো কিছু করিনি। কাজের মেয়েরাই সব দায়িত্ব নিত।

–আমি কিন্তু আপনার কাজের মেয়ে নই।

ডায়ানা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ঠিক আছে, আমরা যদি আলাদা হই তাহলে ভালো হবে।

–হ্যাঁ, তা কী সম্ভব হবে মিসেস স্টিভেন্স?

অনেকক্ষণ তারা একে অন্যকে দেখলেন। কেউ কোনো কথা বললেন না। ডায়ানা বাথরুমে চলে গেলেন।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। তিনি বেরিয়ে এলেন। কেলি তখন বিছানাতে শুয়ে আছেন। ডায়ানা আলোটা নেভাবার চেষ্টা করলেন।

-না-না, আলো নেবেন না।

আর্তনাদ।

ডায়ানা কেলির দিকে তাকিয়ে আছেন কী হয়েছে?

সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলবে।

–আপনি কি অন্ধকারকে ভয় পান?

–হ্যাঁ, আমি অন্ধকারকে ভয় পাই।

ডায়ানা বললেন- ঠিক আছে, আপনার মা-বাবা কি এই ভয়টা ঢুকিয়ে দিয়েছে?

–আমি বলতে পারব না।

ডায়ানা বিছানাতে চলে গেলেন। এক মিনিট সেখানে শুলেন। তারপর চোখ বন্ধ করলেন।

রিচার্ড, আমি কী হেরে যাব? আমি কী মরে যাব? তোমার কথাই কেবল মনে পড়ছে। শুভরাত, শুভরাত, তোমরা আমাকে ছেড়ে যেও না।

কেলি ডায়ানার কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। কেলির ঠোঁট দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। না, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে চিবুক ভিজিয়ে দিয়েছে।

.

২৭.

সকালে ডায়ানার ঘুম ভাঙল। সে দেখল কেলি চেয়ারে বসে আছেন। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ডায়ানা প্রশ্ন করলেন– শুভ সুপ্রভাত, রাতে ঘুম হয়েছে?

কোনো উত্তর নেই।

এখন আমরা কী করব? এখানে তো বরাবর থাকতে পারব না।

কোনো উত্তর নেই।

ডায়ানা চিৎকার করে বললেন– কেলি, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

কেলি বললেন– হ্যাঁ, আমি একটা মন্ত্র জপ করছিলাম।

–ও, আমি বুঝতে পারি নি।

কেলি টেলিভিশনের দিকে গিয়ে সেটা খুলে দিলেন।

দেখা যাক, পৃথিবীর কোথায় ক ঘটছে?

চ্যানেল সার্ভ করতে করতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। বাতাসে একটা খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বেন রবার্টস? কেলি চিৎকার করলেন।

ডায়ানা জানতে চাইলেন উদাসীনভাবে কী হয়েছে?

–কেন রবার্টস, তিনি ইন্টারভিউর আসর পরিচালনা করেন। তার সাথে ইন্টারভিউ দিতে বসলে আমার খুব ভালো লাগে। তিনি এবং মার্ক ছিলেন দারুণ বন্ধু।

বেন রবার্টস বলছেন– এইমাত্র একটা বুলেটিন পাওয়া গেছে, অ্যানথনি আলটিয়েরি, মাফিয়া সর্দার, কিছুদিন আগে একটা খুনের মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছেন, আজ সকালে মারা গেছেন, ক্যানসারে।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকালেন–খবরটা শুনতে পাচ্ছেন? আলটিয়েরি মারা গেছে।

ডায়ানা কিছু বললেন না। মনে হচ্ছে খবরটা বোধহয় অন্য কোনো জগত থেকে এসেছে।

ডায়ানা কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- আমাদের এবার আলাদা হতে হবে। দুজনে থাকলে সহজেই অনুসন্ধান করা যাবে।

কেলি শুকনো মুখে বলেছিলেন- আমাদের চেহারার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য আছে কি?

–আপনি কী বলতে চাইছেন?

–আমি আপনার কথার অর্ন্তনিহিত অর্থটা বুঝতে পেরেছি। আমি মুখের রংটা পাল্টাব। কি?

ডায়ানা এবার আরও অবাক হয়ে গেছেন।

আপনি কী বলছেন?

কেলি বললেন– আমি ঠাট্টা করছিলাম। আলাদা হওয়াটা একটা ভালো প্রস্তাব। দেখা যাক কী করা যায়।

ডায়ানা সঙ্গে সঙ্গে বললেন- যে করেই হোক এই হোটেল থেকে বেরোতে হবে।

.

লবিতে অনেক মহিলার ভিড়। একটা কনভেনশন চলছে। অনেক অতিথি বসে আছেন। কেলি এবং ডায়ানা লাইনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তারা রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। হ্যারি ফ্লিন্ট তাদের দেখতে পেল। সে চোখের বাইরে চলে গেল। সে তার সেলুলার ফোন নিয়ে বলল– ওরা এখনই লবি থেকে বেরিয়ে আসছে।

কারবালো সেখানে গেছে মিঃ ফ্লিন্ট।

–হ্যাঁ।

–আমি যা বলেছি তাই করবে। হোটেলের প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়াবে। তাদের অনুসন্ধান করতে হবে। তারা যেন কোনো চিহ্ন না রেখে হাওয়া হয়ে যেতে পারে।

কেলি এবং ডায়ানা শেষ পর্যন্ত ক্যাশিয়ারের কাছে পৌঁছে গেলেন, ক্যাশিয়ারের মুখে হাসি।

–মনে হয় রাত্তিরটা ভালোই কেটেছে।

–হ্যাঁ। ডায়ানা মনে মনে ভাবলেন, আমি যে এখনও বেঁচে আছি, তাই যথেষ্ট।

কেলি জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস স্টিভেন্স, আপনি এখন কোথায় যাবেন বলে ঠিক করেছেন?

–আমি যে কোনো ভাবে ম্যানহাট্টান থেকে বেরোতে চাইছি। আপনি কী করবেন?

আমি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইছি, মনে মনে কেলি বললেন, মুখে বললেন- আমি প্যারিসে চলে যাব।

তারা বাইরে বেরিয়ে এলেন। চারপাশে তাকালেন। সাধারণ পথচারীর ভিড় চলেছে।

–গুডবাই মিসেস স্টিভেন্স, কেলি বললেন, কণ্ঠস্বরে আশ্বাস।

–হ্যাঁ, গুডবাই কেলি।

কেলি ডানদিকে তাকালেন, বাঁদিকে ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। ডায়ানা তার দিকে একমুহূর্ত তাকালেন। তারপর ডানদিকে তাকালেন। অন্যদিকে এগিয়ে গেলেন।

কয়েক পা ফেলার পরই হ্যারি ক্লিন্ট এবং ভিনসে কারবালোকে দেখা গেল। তারা দুদিক থেকে ব্লকের সামনে এসে গেছে। কারবালোর ঠোঁটে কুটিল হাসি। ফ্লিন্টের ঠোঁট দুটো লালসায় উজ্জ্বল।

তারা সামনে এসে গেছে। এই দুই মহিলাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। ডায়ানা এবং কেলি একে অন্যের দিকে তাকালেন। ভয় চকিত দৃষ্টি। হ্যাঁ, আমরা ধরা পড়েছি। তারা হোটেলের কাছে আসার চেষ্টা করলেন। দরজাতে অসংখ্য মানুষের ভিড়। কী করে ভেতরে ঢুকবেন? না, দুজন পুরুষ আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

কেলি শেষ পর্যন্ত ডায়ানার দিকে তাকাতে বাধ্য হলেন। ডায়ানা হাসছেন, ফ্লিন্ট এবং কারবালোর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন।

কেলি প্রশ্ন করলেন- আপনি এমন করছেন কেন?

ডায়ানা তখনও হাসছেন। তার সেলফোনটা বের করলেন। কারও সঙ্গে কথা বললেন।

ডায়ানা বললেন–আমরা হোটেলের সামনে পৌঁছে গেছি। আপনি কোথায় আছেন?

মুখে বিজয়িনীর হাসি। কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- তারা এক্ষুনি এসে যাবেন।

ডায়ানা ফ্লিন্ট এবং কারবালোর দিকে তাকালেন। আবার বললেন মাত্র দুজন, ডায়ানা হেসে বললেন- ঠিক আছে, এক্ষুনি আসবেন কিন্তু।

কেলি এবং ওরা দুজন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ডায়ানা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন। যে সমস্ত গাড়িগুলো আসছে, সেদিকে তাকিয়ে আছেন। হ্যাঁ, দূর থেকে একটা গাড়ি এল। ফ্লিন্ট এবং কারবালো চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে কী ঘটতে চলেছে, ভাবছে।

ডায়ানা বললেন- এখানে-এখানে।

ফ্লিন্ট এবং কারবালো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিল। তারা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কেলি অবাক হয়ে ডায়ানার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন–ওরা চলে গেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?

ডায়ানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন কারও সঙ্গে না, আমার ব্যাটারিটা অনেকক্ষণ ধরে অকেজো হয়ে গেছে।

.

২৮.

কেলি অবাক হয়ে ডায়ানার দিকে তাকিয়ে আছেন।

–আপনার অভিনয় আমাকে অবাক করেছে। আমি যদি এই বিদ্যেটা রপ্ত করতে পারতাম।

সময় হলে মানুষকে কত কী যে করতে হয়?

–আপনি এখন কী করবেন?

যে করেই হোক ম্যানহট্টান থেকে পালাতে হবে।

কী করে? কেলির প্রশ্ন। তারা সমস্ত ট্রেন স্টেশনে লোক রাখবে, এয়ারপোর্ট, বাস স্টেশন। গাড়ি ভাড়ার কোম্পানি সবকিছু।

ডায়ানা কী যেন চিন্তা করে বললেন কিন্তু আমরা ব্রুকলিনে যাব, ব্রুকলিনে আরা যাবে না।

–তাহলে যাওয়া যাক।

–কী?

–আমি আপনার সঙ্গে যাব না।

ডায়ানা আবার তাকালেন। তারপর বললেন- আপনি কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

–হ্যাঁ, মিসেস স্টিভেন্স।

ডায়ানা বললেন- ঠিক আছে, গুডবাই।

–গুডবাই। কেলি দেখলেন, ডায়ানা একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছেন।

কেলি খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়ালেন, চিন্তা করলেন। এখনই তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অচেনা অজানা জায়গা। তিনি একলা চলতে পারেন কি? বন্ধু-বান্ধব বলতে কেউ নেই। ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়িটা এবার চলতে শুরু করেছে।

একটু দাঁড়ান। কেলি চিৎকার করলেন।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল। কেলি ভেতরে ঢুকে বসলেন।

-কেন মন পরিবর্তন করলেন?

–আমি কখনও ব্রুকলিন দেখিনি, তাই।

ড্রাইভার জনতে চাইল কোথায় যাব?

–আমাদের ব্রুকলিনে নিয়ে চলুন।

ট্যাক্সি ড্রাইভার আরও জানতে চাইল আর কিছু?

না, সোজা ব্রুকলিন।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন- কোথায় যাবেন, জানা আছে কি?

–হ্যাঁ, আমি সব কিছু জানি।

গাড়িটা এগিয়ে চলেছে। দুজনে কোনো কথা বলছেন না। কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। তারা ব্রুকলিন ব্রিজের কাছে এসে পড়লেন।

–আমরা একটা হোটেলে যাব। ডায়ানা ড্রাইভারকে বললেন, আমি ঠিক জানি না।

–একটা ভালো হোটেল? এখানে একটা আছে ম্যাডাম, ভালো লাগবে।

অ্যাডামস হোটেলটা পাঁচতলা বাড়ির ওপর অবস্থিত। দেখতে মোটামুটি ভালোই।

ট্যাক্সিটা ঢুকে গেল ভেতর দিকে। ড্রাইভার বলল- ঠিক আছে?

ডায়ানা বললেন– হা, ঠিক আছে।

কেলি কোনো কথা বললেন না।

তারা ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন।

দারোয়ান এগিয়ে এসে বলল- শুভ দিন মহিলারা। আপনারা কি ঢুকবেন?

ডায়ানা বললেন- হ্যাঁ।

লাগেজ কোথায়?

ডায়ানা বললেন- এয়ার লাইন আমাদের জিনিস হারিয়ে ফেলেছে। এখানে কোনো জায়গা থেকে আমরা কিছু জিনিসপত্র কিনতে পারব কি? জামাকাপড়।

-হ্যাঁ, কাছেই আছে। সুন্দর দোকান আছে। মেয়েদের জামাকাপড় পাওয়া যায়। আগে এখানে বসুন, তারপর না হয় সোজাসুজি কিনতে যাবেন।

-ঠিক আছে, আগে একটা ঘর দিন তো।

কোনো সমস্যা হবে না।

.

হোটেল ডেস্কের পাশে যে ক্লার্ক বসেছিলেন, তিনি একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দিলেন। কেলি সই করলেন, চিৎকার করে বললেন- এমিলি ব্রনটে।

ডায়ানা ওই ক্লার্কের দিকে তাকালেন- হা, তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না।

ডায়ানা লিখলেন ম্যারি ক্যাসাট।

ক্লার্ক রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা হাতে নিয়ে বললেন- ক্রেডিট কার্ড দেবেন কি?

–হ্যাঁ।

না, ডায়ানা সঙ্গে সঙ্গে বললেন।

কেলি তাকালেন।

লাগেজ?

আসছে।

–৫১৫ নম্বর ঘর।

ক্লার্ক দেখলেন, দুটো অসাধারণ সুন্দরী, কিন্তু একাকিনী, সৌন্দর্যের কী অপচয়!

.

মাদাম শপটা চমৎকার। মেয়েদের জামাকাপড় পাওয়া যায়। কত রকমের। হ্যান্ডব্যাগ এবং স্যুটকেসও আছে।

কেলি সে দিকে তাকিয়ে বললেন- পছন্দসই জামাকাপড় কিনতে হবে।

সেলসলেডি জিজ্ঞাসা করল– আমি কি সাহায্য করব?

ডায়ানা বললেন না। আমরা উইন্ডো শপিং করতে বেরিয়েছি।

কেলি বললেন- এই দেখুন এই মোজাগুলো দারুণ সুন্দর দেখতে।

-প্যান্টিগুলো?

ব্রা?

–স্লিভ?

অনেক-অনেক জিনিস কেনা হল। বাইরের পোশাক এবং অর্ন্তবাস

সেলসলেডি তখনও বলছেন- আমি কি সাহায্য করব?

সে বোঝাগুলো হাতে তুলে নিল। ডায়ানা এবং কেলি নীচের দিকে নামার চেষ্টা করছেন।

অনেকগুলো স্ট্রাগ একটা র‍্যাকে আছে। ডায়ানার চারটে পছন্দ হল।

এতক্ষণ বাদে বাজার করা শেষ হল।

.

সেলসওম্যান অবাক হয়ে গেছে। কেলি এবং ডায়ানা সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সব কিছু কেনা শেষ হয়ে গেল। চারটে সুটকেস ভর্তি জামাকাপড়।

কেলি বললেন– অনেক দিন আর জামাকাপড় কিনতে হবে না।

ক্যাশিয়ার প্রশ্ন করল– ক্যাশ, নাকি ক্রেডিট কার্ড?

-ক্রেডিট, কেলি বলছিলেন, ডায়ানা বললেন, ক্যাশ।

পার্স খোলা হল, বিল ভাগ করা হল। দুজনেই বুঝতে পারলেন, ক্যাশ ক্রমশ কমে আসছে।

কেলি ক্যাশিয়ারকে বললেন- আমরা অ্যাডামসে আছি।

–ওখানে জিনিস পৌঁছে দেব? আপনার নাম কী?

–শার্লক ব্রনটে।

–এমিলি ব্রনটে।

ক্যাশিয়ার তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি।

আপনাদের নাম কী?

ডায়ানার মন পাল্টে গেছে। কী নাম সই করেছিলেন- জর্জিয়া ওবিপি? ফ্রিডা কাহোলো? জুয়ান মিডসেল?

কেলি বললেন– ও হচ্ছে ম্যারি ক্যাসাট?

.

মাদামের দোকানের পাশে একটা প্রসাধন সামগ্রীর দোকান। সেখানে দুজনে ঢুকলেন।

মাসকারা?

ব্লাস?

ট্রুথব্রাশ?

টুথপেস্ট?

–প্যান্টি লাইনার?

লিপস্টিক?

–হেয়ার ক্লিপ?

–পাউডার।

.

ডায়ানা এবং কেলি হোটেলে পৌঁছে গেছেন। চারটে স্যুটকে ইতিমধ্যে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেটি বললেন- কোনটা আপনার আর কোনটা আমার, বুঝতে পারছি না।

ডায়ানা বললেন কিছু আসে যায় না। এখানে আমরা হয়তো এক সপ্তাহ, কী দু সপ্তাহ থাক। তার মধ্যে সব কিছুই পরে দেখব।

জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। ঠিক জায়গায় জিনিসগুলো রাখা হল।

স্যুটকেসগুলো খালি হয়ে গেল, সব কিছু সঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে। ডায়ানা জুতো পরলেন, সুন্দরভাবে সাজলেন।

বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে। আপনি কী পোশাক পরবেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমি কিন্তু এখানেই ডিনার খাব। তারপর চান করব। আজ আর এখান থেকে নড়ছি না।

সুন্দর মুখের এক কাজের মেয়ে এসেছে। সে ভোয়ালে নিয়ে এসেছে।

দু-মিনিট কেটে গেছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটি বলল– কোনো কিছু দরকার হলে নিশ্চয়ই ফোন করবেন। সন্ধ্যেটা ভালো কাটুক।

ডায়ানা একটা হাউস ম্যাগাজিনের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন। বেডসাইডের পাশে সেটা পড়ে আছে।

–আপনি কি জানেন এই হোটেলটা কোন্ বছরে তৈরি হয়েছিল।

কেলি বললেন- পোশাক পরা উচিত। আমরা বেরোব।

-এটা তৈরি হয়েছিল...

পোশাক পরে নিন, এখান থেকে বেরোতে হবে।

ডায়ানা বললেন– এটা কি একটা মজার ব্যাপার?

না, আমার মনে হচ্ছে, ভয়ংকর কিছু একটা ঘটবে।

চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। ডায়ানা অবাক কী ঘটতে চলেছে?

এক্ষুনি আমাদের বেরোতে হবে। না হলে মৃত্যু অনিবার্য।

–কেলি? আপনি শান্ত হবার চেষ্টা করুন।

না, ডায়ানা, অনুগ্রহ করে বেরিয়ে আসুন।

ডায়ানা বুঝতে পারছেন না, কেলি কেন এমন আচরণ করছেন?

-ঠিক আছে, আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি।

না, সব কিছু রেখে যান।

ডায়ানা অবাক– এইমাত্র জিনিসগুলো কেনা হল।

তাড়াতাড়ি।

–ঠিক আছে, ডায়ানা পোশাক পরছিলেন। তিনি ভাবলেন, এখন কোথায় যাব?

আবার আর্তনাদের শব্দ– তাড়াতাড়ি।

ডায়ানা পোশাক পরা শেষ করলেন। –আরও তাড়াতাড়ি।

তারা পার্স হাতে নিলেন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

তখন তারা লবিতে পৌঁছে গেছেন, ডায়ানাকে ছুটতে হল।-কেলিকে ধরার জন্য। কেলিকে প্রশ্ন করলেন- আমরা এখন কোথায় যাব?

–এখানে একটা পার্ক আছে, সেখানে বসব।

তারা বেঞ্চে বসলেন।

–আমরা এখন কী করব?

ডায়ানার প্রশ্ন।

এক মুহূর্ত। হোটেলের মধ্যে বিস্ফোরণের শব্দ। ডায়ানা এবং কেলি অবাক হয়ে দেখলেন, জানালা দরজা সব কিছুতে আগুন লেগে গেল। যে ঘরে একটু আগে তারা ছিলেন, সেটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ডায়ানার চোখে অবিশ্বাস। এইভাবে যে প্রাণ বাঁচতে পারে, তিনি ভাবতেই পারেন নি।

তার চোখে মুখে আতঙ্ক। একটা বোমা? আমাদের ঘরে রাখা হয়েছে? কিন্তু আপনি কী করে বুঝলেন?

–ওই কাজের মেয়েটি।

–হ্যাঁ, তাই কি?

–হোটেলে যে মেয়েরা কাজ করে, তারা কী চারশো ডলারের জুতো পরতে পারে?

–সে কী করে আমাদের চিনতে পারল?

আমি জানি না, কেলি বললেন। কিন্তু ব্যাপারটা তো ঘটল চোখের সামনে।

তাঁরা ওখানে বসে আছেন, সমস্ত শরীরে আতঙ্ক।

ট্যানার কিংসলে বোধহয় হয় এই ব্যাপারটা করেছেন।

কেলি মাথা নেড়ে বলল-না, এবার ভাবতে হবে, উনি কি আপনাকে কিছু দিয়েছিলেন?

-না।

কার্ড! তারা পার্স খুললেন। বিজনেস কার্ডটা নিলেন।

ডায়ানা সেটাকে ছেঁড়ার চেষ্টা করছিলেন, বাঁকাতে পারলেন না। তিনি বললেন- এটার মধ্যে একটা চিপ ভরা আছে।

কেলি বললেন- আমারটাতেও একই অবস্থা।

তাহলে? এবার কী করা যায়?

ডায়ানা রাস্তার ধারে কার্ডটা ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি আর ট্রাক কার্ডটাকে চাপা দিল।

কেলি একই কাজ করলেন। সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

কেলি বললেন- আমরা এখান থেকে চলে যাব ডায়ানা, এখানে থাকাটা ঠিক হবে না। আমি প্যারিসে চলে যাব। আপনি কী করবেন?

এটা কেন ঘটল?

–আরও সাবধানে থাকবেন।

–আপনিও থাকবেন, কেলি, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।

কেলি বললেন, আমি আপনাকে মিথ্যে বুঝেছিলাম।

-কোন্ বিষয়ে?

আপনার শিল্পকলা সম্পর্কে আমি ভালোবেসেছিলাম। ভারী সুন্দর।

ডায়ানার মুখে হাসি ধন্যবাদ। আপনার সাথে ব্যবহারটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ডায়ানা?

কী?

–আমি এমন আচরণ করেছি বলে দুঃখিত।

ডায়ানা হাসলেন, দুজনে হাতে হাত দিলেন।

ডায়ানা বললেন দেখা হওয়ার জন্য ভালো লাগছে।

–আমারও ভালো লাগছে।

তারপর? তারা কেউ বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পারলেন না।

ডায়ানা বললেন- এই হল আমার সেল নাম্বার, যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই ফোন করবেন।

কেলি বললেন– এটা আমার নাম্বার।

আবার গুডবাই।

ডায়ানা বললেন- শেষবারের মতো গুডবাই।

ডায়ানা দেখলেন কেলি চলে যাচ্ছেন। কেলি চোখের বাইরে চলে গেলেন। ডায়ানা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কী আশ্চর্য, মৃত্যুর কিনারা থেকে জীবনের উদ্যান সব কিছুই সম্ভব হয়েছে কেলির জন্য।

.

২৯.

ক্যাথি অরডোনেট ট্যানার কিংসলের অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, সকালের কাগজ হাতে। এটা আবার ঘটছে, উনি বলছেন।

বড়ো বড়ো জার্মান শহরে কুয়াশার আক্রমণ। সুইস এয়ারপোর্টে কুয়াশার আক্রমণ। রোমে কুয়াশার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গেছে।

ক্যাথি বললেন- এগুলো কি সেনেটর ভ্যান রুবেনের কাছে পাঠাতে হবে নাকি?

ট্যানার বললেন- এক্ষুনি।

ক্যাথি কাজ করতে শুরু করলেন।

ট্যানার তার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। মুখে হাসি বোমটা নিশ্চয়ই ফেটে গেছে। কুকুরির বাচ্চারা এখন আর বেঁচে নেই।

সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর ইন্টারকমে– মিঃ কিংসলে, সেনেটর ভ্যান রুবেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন?

-হা, আমি কথা বলব।

ফোনটা হাতে নিয়ে ট্যানার বললেন আমি ট্যানার কিংসলে বলছি।

হালো মিঃ কিংসলে, আমি সেনেটর ভ্যান রুবেন।

–শুভ সন্ধ্যা সেনেটর।

–আমার সহকারীরা অনেক কথা বলেছে। আমি আপনার কাছে এসে গেছি, হেড কোয়ার্টারের কাছে। আপনি কি একটু সময় দেবেন?

–অবশ্যই, ট্যানার উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে বললেন, সেনেটর আপনার অপেক্ষাতে বসে আছি।

–আমি এক্ষুনি পৌঁছে যাচ্ছি

ট্যানার ইন্টারকমের বোতাম টিপে বললেন আমার কয়েকজন মাননীয় ব্যক্তি আসছেন। এখন আর কোনো ফোন আমাকে দেবেন না।

খবরের কাগজের পাতায় একটা শোক সংবাদ পড়েছিলেন ট্যানার, সেনেটর ভ্যান রুবেনের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। হার্ট অ্যাটাকে। আমি প্রথমেই আমার শোক জ্ঞাপন করব।

.

পনেরো মিনিট কেটে গেছে, সেনেটর ভ্যান রুবেন এবং তার দুজন আকর্ষণীয়া তরুণী সহকারিনী প্রবেশ করলেন।

ট্যানার উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন আপনারা যে আসতে মনস্থ করেছেন, এজন্য আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

সেনেটর ভ্যান রুবেন মাথা নেড়ে বললেন- আপনার নিশ্চয়ই কোরিনে মারফি আর ক্যারোলি ক্রশকে মনে আছে।

ট্যানার হাসলেন হ্যাঁ, আপনারা আবার এসেছেন, আমার যে কী ভালো লাগছে।

তিনি সেনেটরের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনেছি। খুবই খারাপ লেগেছে।

সেনেটর ভ্যান রুবেন মাথা নেড়ে বললেন- ধন্যবাদ, অনেক দিন ধরে উনি অসুস্থ ছিলেন, শেষ পর্যন্ত কয়েক সপ্তাহ আগে... তিনি হাসার চেষ্টা করনেল, গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে আপনি যে সমস্ত খবর পাঠিয়েছেন, সেগুলো খুবই চমৎকার।

ধন্যবাদ।

–আপনি কি আপনার পরীক্ষাটা একবার দেখাবেন?

–অবশ্যই। আপনি কতক্ষণ সময় দেবেন? পাঁচ ঘণ্টা সময় দিলে হতে পারে। যদি সময় কম থাকে, তাহলে দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে।

কোরিনে মারফি বললেন- পাঁচ ঘণ্টা হলেই তো ভালো হয়।

সেনেটর ভ্যান রুবেন বাধা দিয়ে বললেন– আমরা দেড় ঘন্টার জন্য থাকতে পারি।

-ঠিক আছে।

–আপনার সংস্থার সাথে কতজন মানুষ যুক্ত আছেন?

প্রায় দু-হাজার মানুষ। আমরা অনেকগুলো দেশে আমাদের শাখা খুলেছি। সারা পৃথিবীতে আমাদের সংগঠন ছড়িয়ে পড়েছে।

কোরিনে মারফি এবং ক্যারোলিন ক্রশকে মনে হল, তাঁরা এই কথা শুনে খুবই প্রভাবিত হয়েছেন।

.

এখানে পাঁচশো জন কর্মচারী কাজ করেন। স্টাফ মেম্বার এবং রিসার্চ ফেলোদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বিজ্ঞানীর হাতে আরও কিছু সহকারী আছেন।

কোরিনে মারফি অবাক হয়ে গেছেন। সত্যি ব্যবস্থাপনা অসাধারণ।

সেনেটর ভ্যান রুবেন তাকিয়ে আছেন।

ট্যানার বললেন আপনারা আমাকে অনুসরণ করুন।

.

সেনেটর এবং মারফি ক্রশ ট্যানারকে অনুসরণ করে পাশের দরজা দিয়ে সামনের দিকে চলে গেলেন। আর একটা বাড়ি। ট্যানার একটির পর একটি যন্ত্র দেখাচ্ছেন।

সেনেটর ভ্যান রুবেন সবকিছু ভালোভাবে দেখছেন। কোন্ যন্ত্র কী কাজ করে, জানার চেষ্টা করছেন।

একটা যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দকে গতিতে পরিণত করা হয়। বিভিন্ন শব্দের উৎস এবং বিশ্লেষণ তার দ্বারা সম্ভব হয়।

বিজ্ঞানের জটিল বিষয়। শেষ পর্যন্ত সবকিছু দেখা শেষ হল।

.

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ক্যাথি অরডোনেটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইন্টারকমে– মিঃ কিংসলে, সাইদা হারনেনডেজ আপনাকে ফোন করার চেষ্টা করেছে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনি ফোন করতে বারণ করেছিলেন।

ট্যানার বললেন- এক্ষুনি দিন।

সাইদা হারনেসডেজ হল সেই মেয়েটি, যাকে অ্যাডমস হোটেলে পাঠানো হয়েছিল ঘরে বোম রাখার জন্য।

-লাইন ওয়ান।

ট্যানার ফোন টেনে নিলেন, ভালো খবর আছে বোধহয়।

-সাইদা, খবর কী?

আমি দুঃখিত মিঃ কিংসলে, ওঁরা চলে গেছেন।

ট্যানারের পা থেকে মাথা অব্দি রাগে জ্বলছে- কী বলছ তুমি?

-হ্যাঁ, স্যার। বোমটা ফাটার একটু আগেই ওঁরা বেরিয়ে গেছেন। একজন বেলম্যান ওঁদের হোটেল লবিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

ট্যানার অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ফোনটা নামিয়ে দিলেন। সেক্রেটারিকে বললেন, ফ্লিন্ট আর কারবালোকে এক্ষুনি ডেকে পাঠাও।

এক মিনিট কেটে গেছে। হ্যারি ক্লিন্ট এবং ভিনসে কারবালো ট্যানারের অফিসে প্রবেশ করেছে। ট্যানার ওই দুই মানুষের দিকে তাকালেন। সমস্ত শরীর রাগে থরথর করে কাঁপছে। কী হল? ওরা আরো একবার বাঁচল কী করে? এটাই শেষ সুযোগ। আমি কিন্তু আর ক্ষমা করব না। তোমরা বুঝতে পেরেছ? ওরা কোথায় আছে, আমি এখনই বলছি। এক্ষুনি শেষ করতে হবে হিসাব-নিকাশ। কোনো প্রশ্ন?

ফ্লিন্ট এবং কারবালো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল– না, স্যার।

ট্যানার একটা বোতাম টিপলেন। ইলেকট্রনিক্স সিটি ম্যাপটা চোখের সামনে ফুটে উঠল।

-ওদের হাতে আমার কার্ড আছে। আমি এখনই খুঁজে বের করছি।

সকলে মিলে ইলেকট্রনিক লাইটের দিকে তাকালেন। টেলিভিশন স্ক্রিন ম্যাপের ওপর আলো জ্বলে উঠেছে, ট্যানার আর একটা বোল টিপলেন। কী আশ্চর্য! লাইটগুলো কোথাও নড়াচড়া করছে না কেন?

ট্যানার দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছেন।

তার মানে? ওরা কার্ডগুলো ফেলে দিয়েছে। আমি চাইছি, আজই ওদের হত্যা করতে।

ফ্লিন্ট এবার ট্যানারের দিকে তাকিয়ে অসহায় আর্তনাদ করে বলে উঠল- স্যার, যদি জানতে পারি, তাহলে কী করে মারব?

ট্যানার বললেন– এ কী কথা বলছ? সামান্য দুই অসহায়া ভদ্রমহিলাকে মারতে পারবে? তাদের হাতে সেলফোন আছে। তারা কী করে অন্য জায়গায় যাবে? ধরা তাদের পড়তেই হবে।

ফোন নাম্বার আছে? ফ্লিন্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

ট্যানার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন না। তিনি আবার মানচিত্রের দিকে তাকালেন।

-মনে হচ্ছে, ওরা বোধহয় আলাদা হয়ে গেছে। আগে আমরা ডায়ানা স্টিভেন্সকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করব।

ট্যানার একটা ফোন নম্বরে ডায়াল করলেন।

আলো জ্বলে উঠল। ধীরে ধীরে ম্যানহাট্টন সিটির দিকে আলো এগিয়ে চলেছে। একটার পর একটা দোকান, ব্যাঙ্ক, শেষ পর্যন্ত আলোটা একটা বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল। লেখা আছে নেলসন গ্যালারি।

ডায়ানা স্টিভেন্স এখন একটা গ্যালারিতে আছে। ট্যানার আর একটা বোতাম টিপলেন। দেখা যাক কেলি হ্যারিস কোথায় আছে?

আলোটা আবার ঘুরতে শুরু করেছে। সেটা শহরের অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেল।

দুজন অবাক হয়ে এই কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। তারা বুঝতে পারল এটা শহরের একটা প্রাচীন অঞ্চল। এখানে একটা জামাকাপড়ের দোকান আছে, একটা রেস্টুরেন্ট, একটা ওষুধের দোকান, বাসস্টেশন। আলো চারপাশে ঘুরছে। একটা ফাঁকা মাঠে এসে থেমে গেল। তারপর বাড়ির সামনে।

-কেলি এখন বাসস্টেশনে আছে, ট্যানারের কণ্ঠস্বর শান্ত। ওদের দুজনকে তাড়াতাড়ি ধরতে হবে। সময় কিন্তু ক্রমশ কমে আসছে।

কারবালো প্রশ্ন করল তারা শহরের দুপ্রান্তে। আমরা কী করে শহরের দুজায়গায় ছুটব?

ট্যানার বললেন আমার সঙ্গে এসো। ফ্লিন্ট এবং কারবালা তাকে অনুসরণ করল। ঘরটাতে অনেকগুলো মনিটর আছে, কম্পিউটার আছে, ইলেকট্রনিক কী-বোর্ড। একটা শেলফের ওপরে মেশিন রয়েছে। অনেকগুলো কমপ্যাক্ট ডিস্ক। ডিভিডি। ট্যানার সবগুলো দেখলেন- ডায়ানা স্টিভেনসের নাম লেখা একটা ডিভিডি। মেশিনে চালিয়ে দিলেন।

তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন– এটা হল ভয়েস সিনথ্রেসাইজার। ডায়ানা স্টিভেন্স এবং কেলি হ্যারিসের কণ্ঠস্বরকে আলাদা সাংকেতিক চিহ্নে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা কীভাবে কথা বলে, সব রেকর্ড করা আছে। একটা বোম টিপলে বুঝতে পারা যাবে।

ট্যানার একটা সেলফোনকে টিপলেন।

একটা কথা ভেসে উঠল– হ্যালো?

এটা কেলি হ্যারিসের কণ্ঠস্বর।

-কেলি, তোমাকে পেয়েছি, আমার ভালো লাগছে। ট্যানারের কণ্ঠস্বর। কিন্তু ডায়ানা স্টিভেন্সের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

-ডায়ানা, তুমি এখনই এসো না, আমি এখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করছি।

ফ্লিন্ট এবং কারবালো দাঁড়িয়ে আছে।

–তুমি কোথায় কেলি?

–শিকাগো। আমি সেখান থেকে প্লেন ধরে বাড়ি চলে যাব।

–কেলি, তুমি এখন যেতে পারো না।

এক মুহূর্তের নীরবতা- কেন?

ঘটনাটা কী? আমি জানতে পেরেছি। আমি জানতে পেরেছি, তারা আমাদের স্বামীকে হত্যা করেছে এবং কেন?

–হ্যায় ঈশ্বর, তুমি কি ঠিক বলছ?

–আমার কাছে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।

ডায়ানা, ব্যাপারটা সত্যি।

-সব প্রমাণ আমি রেখে দিয়েছি। আমি ডেলমন্ড হোটেলে আছি, পেন্ট হাউসে। এখান থেকে আমি এফ বি আই-র কাছে পৌঁছে যাব। তুমি আমার সঙ্গে চলল। তুমি যদি বাড়ি চলে যাও, তাহলে অবস্থা হাতের বাইরে চলে যাবে।

না-না, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। মার্কের হত্যাকারীকে বার করতে হবে।

ফ্লিন্ট এবং কারবালো প্রতিটা শব্দ শুনতে পেল। তারা এখনই শিকাগোতে চলে যাবে।

–আমি তোমার সঙ্গে যাব। ডায়ানা। ডেলমন্ড হোটেল, তাই তো?

হা, ৮৬ নম্বর স্ট্রিট, পেন্ট হাউস এ।

–আমি বেরিয়ে পড়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাব।

কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল।

ট্যানার ফ্লিন্ট এবং কারবালোর দিকে তাকিয়ে বললেন- আজকের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বাকিটা তোমাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি।

ফ্লিন্ট এবং কারবালো ট্যানারের দিকে তাকালেন। ট্যানার আর একটা কমপ্যাক্ট ডিস্ক ঢুকিয়ে দিয়েছেন। লেখা আছে কেলি হ্যারিস। ট্যানার একটা সুইচের আলো জ্বেলে দিলেন।

কেলির কণ্ঠস্বর শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে হ্যালো।

ট্যানার অনেক কথা বলছেন। কিন্তু কেলির গলা শোনা যাচ্ছে।

–ডায়ানা?

–কেলি, তুমি ঠিক আছে।

–আমি ঠিকই আছি। একটা ভালো খবর আছে। আমি জানতে পেরেছি যে, আমার স্বামীকে হত্য কে করেছে এবং কেন?

-কী বললে?

-হ্যাঁ, এত কথা ফোনে বলতে পারছি না ডায়ানা, আমি ডেলমন্ড হোটেলে আছি। ৮৬ নম্বর স্ট্রিট, পেন্ট হাউস এ। তুমি টী আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো।

–অবশ্যই। আমি এখুনি আসছি।

দারুণ ভালো লাগছে ডায়ানা। আমি অপেক্ষা করব।

ট্যানার বোতামটাই টিপে দিলেন, ফ্লিন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- এবার যেতে কোন অসুবিধা হবে না। এটা হল পেন্ট হাউস এ-র চাবি। এটা আমাদের কোম্পানির নিজস্ব সুইট। এখনই সেখানে চলে যাও। ওরা দুজন অপেক্ষা করবে। সেখানে একসঙ্গে দুজনকে মারতে হবে, ওরা যে দরজা দিয়ে ঢুকবে। সঙ্গে সঙ্গে। মৃতদেহের সৎকার করো সাবধানে।

কারবালো এবং ট্যানার ফ্লিন্টের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কারবালো বলল– মিঃ কিংসলে, আমি এখন কী করব?

-তোমার ওপর একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া আছে। তুমি যাও, সাইদা হারনেডেজের দায়িত্ব নাও।

.

পেন্ট হাউস-এ, ফ্লিন্ট অপেক্ষা করছে। এবার তাকে জিততেই হবে। বারবার পরাজয়ের গ্লানি সে আর বহন করতে পারবে না। হাতে উদ্যত বন্দুক। ব্যারেল পরীক্ষা করা হয়েছে। সাইলেনসার লাগানো আছে। এখন শুধু অপেক্ষা।

ট্যাক্সি, ছটা ব্লক পরে অবস্থিত। কেলি হ্যারিসের মন পাল্টে গেছে। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন তিনি। ডায়ানার কথা তাকে অবাক করে দিয়েছে আমাদের স্বামীদের কে হত্যা করেছে জানতে পেরেছি। হাতে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।

ডায়ানা অধৈর্য, দুঃস্বপ্নটা কী শেষ হল। কেলি এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা করেছেন। আমি এখনই দেখা করব।

ডায়ানার স্বপ্ন ভেঙে গেল। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, ম্যাডাম, আমরা ডেলমন্ড হোটেলে পৌঁছে গেছি।

.

৩০.

ডায়ানা ডেলমন্ড হোটেল লবিতে পৌঁছে গেছেন। এলিভেটরের দিকে হেঁটে চলেছেন। হৃৎপিণ্ড স্পন্দন দ্রুততর হয়েছে। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। কেলির কথা শুনতেই হবে।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। যাত্রীরা বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছেন।

-এটা কি ওপরে যাচ্ছে?

–হ্যাঁ।

ডায়ানা ভেতরে ঢুকে গেলেন। পেন্টহাউস যাবেন তিনি। মনটা পক্ষিরাজের মতো ছুটে চলেছে।

আরও মানুষের ভিড়। এলিভেটরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। এটা ওপরে উঠছে। ডায়ানা। কেলিকে কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলেন। আবার কেলির সঙ্গে দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

বেশ কয়েকটা জায়গায় এলিভেটরটা থামল। অপারেটর দরজা খুলে বললেন– পেন্টহাউস ফ্লোর।

.

পেন্ট হাউসের লিভিংরুমের ভেতরে ফ্লিন্ট বসে আছে। দরজা বন্ধ করে। হলওয়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। দরজাটা খুবই মোটা। বাইরের শব্দ যাতে ভেতরে না আসতে পারে, তার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব্যাপারটা খুবই উদ্বেগজনক। ফ্লি

ন্ট ভাবল।

মাঝে মধ্যে এখানে বোর্ডরুমের মিটিং হয়, ফ্লিন্ট আর থাকতে চাইছে না। সময় চলে যাচ্ছে, ট্যানারও কে আই জি-র ম্যানেজারদের এখানে ডেকে পাঠান। বিভিন্ন দেশ থেকে তারা আসেন।

হ্যারি ক্লিন্ট শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আগে ফ্লিন্ট কোনো রমণীকে ধর্ষণ করে হত্যা করেনি। এবার ব্যাপারটা বোধহয় অন্যরকম হতে চলেছে। যদি মেয়েটা আগে মরে যায়, তাহলে উপভোগ করবে কেমন করে।

.

ডায়ানা এলিভেটরের বাইরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন পেন্ট হাউস কোথায়?

বাঁদিকে, করিডরের শেষ প্রান্তে। ওখানে কিন্তু কেউ নেই।

ডায়ানা অবাক সে কী?

–পেন্ট হাউসটা মাঝে মধ্যে বোর্ড মিটিং-এর জন্য নেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের আগে কোনো মিটিং নেই।

ডায়ানা হাসলেন। আমি তো বোর্ড মিটিং-এ যাব না। আমার এক বান্ধবী সেখানে আসবে।

এলিভেটর অপারেটর অবাক হয়ে ডায়ানার দিকে তাকিয়ে আছেন। ডায়ানা বাঁদিকে দেখলেন। পেন্টহাউস এ-র দিকে এগিয়ে গেলেন। উনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে এলিভেটরের দরজা বন্ধ করলেন। এটা এখন নীচের দিকে নেমে যাবে।

ডায়ানা একপা- একপা করে পেন্টহাউস দরজার দিকে এগিয়ে চলেছেন। এবার তাকে আরও তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

.

পেন্টহাউস-এর মধ্যে ফ্লিন্ট অপেক্ষা করছে। দরজায় শব্দ হলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কে আগে আসবে? সোনালি চুল, নাকি কালো মুখ? তাতে কিছু এসে যায় না।

ফ্লিন্ট ভাবল, এবার বোধহয় শব্দ শোনা যাবে। হাতের মুঠোটা সে আরও শক্ত করল।

.

কেলি তার ধৈর্যকে আর ধরে রাখতে পারছেন না। ডেলমন্ড হোটেলে পৌঁছে গেছেন। ট্রাফিকের ঝামেলা। লাল আলোর নিষেধ, রাস্তা সাড়ানো হচ্ছে। হ্যাঁ, একটু দেরি হয়েছে। লবিতে এসে উনি বললেন, পেন্ট হাউস প্লিজ।

.

পঞ্চদশতলা, ডায়ানা পেন্ট হাউস-এর দিকে এগিয়ে গেছেন। পাশের সুইটের দরজাটা খুলে গেল। একজন বেলম্যান বেরিয়ে এসেছে। সে করিডরে এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটা মস্ত বড় বাক্স। ডায়ানা যেতে পারছেন না।

আমি এখনই সরে যাচ্ছি। ছেলেটি বলল।

সে সুইটের মধ্যে ঢুকে গেল। আরও দুটো স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ডায়ানা যাবার চেষ্টা করলেন। না, যাবার কোনো উপায় নেই।

বেলম্যান বলল- ভীষণ দুঃখিত। সে লাগেজ নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে।

ডায়ানা পেন্ট হাউসের দিকে এগিয়ে গেলেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন। এখনই তিনি দরজাতে হাত দেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার- ডায়ানা?

ডায়ানা তাকালেন। কেলি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন।

-কেলি!

ডায়না ছুটে এলেন। হলের দিকে। কেলিকে জড়িয়ে ধরবেন বলে।

পেন্টহাউসের মধ্যে হ্যারি ক্লিন্ট বাইরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। সে দরজাটা এখন খুলতেও পারবে না। তাহলে সব পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে। বলা আছে ওদের তাড়াতাড়ি হত্যা করতে হবে।

করিডরে কেলি এবং ডায়ানা দাঁড়িয়ে আছেন। একে অন্যকে দেখে আনন্দিত।

কেলি বললেন আমার দেরি হয়ে গেল ডায়ানা। ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়েছিলাম। আমি বাসে চড়ে শিকাগোর দিকে যাচ্ছিলাম। তুমি ভাগ্যিস ডেকে পাঠালে।

ডায়ানা অবাক– সে কী? আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি?

-হ্যাঁ, তোমার ফোন কল পেলাম।

–সে কী? আমি তো ডাকিনি। তুমিই তো আমাকে ডাকলে? তুমি বললে যে, তোমার হাতে এমন তথ্য আছে, যার দ্বারা...

কেলির মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

–আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

তারা দুজন পেন্টহাউসের দিকে তাকালেন।

তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। এলিভেটরে পৌঁছে গেলেন। হোটেল থেকে বাইরে চলে এলেন।

ভেতরে হ্যারি ক্লিন্ট তখনও অপেক্ষা করে আছে। কী আশ্চর্য, ওই মেয়ে দুটোর হল কী?

.

ডায়ানা এবং কেলি একটা সাবওয়ে কারের ভেতর বসে আছেন।

ডায়ানা বললেন– এটা তোমার গলা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

–এটাও তোমার গলা। মনে হচ্ছে ওরা বোধহয় আমাদের হত্যা করবেই। ওরা অক্টোপাসের মতো হাজারটা রক্তাক্ত বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে।

-হ্যাঁ, ওরা আমাদের ধরবেই।

–আমরা কী করে বাইরে যাব? কিংসলের বিজনেস কার্ডটা ফেলে দিয়েছি। কিন্তু হাতে তো কিছুই নেই।

মনে পড়ল, সেলফোন।

কেলি বললেন- হ্যাঁ, ফোন নাম্বার গেল কী করে?

নিউইয়র্কে সবই সম্ভব। সাবওয়েতেই থাকতে হবে। ডায়ানা পাশে তাকালেন। বললেন– ফোনগুলো এখানেই ফেলে দিতে হবে।

ডায়ানা এবং কেলি দুজনে দুজনকে পর্যবেক্ষণ করছেন। একটা অ্যাডভারটিজমেন্ট দেখা গেল- হাসি মুখে কেলি দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে মেয়েদের ঘড়ি।

হায় ঈশ্বর, দরজা দিয়ে তারা দ্রুত বাইরে এলেন। পরবর্তী স্টপেজের জন্য অপেক্ষা করলেন।

কেলি এক পুলিশের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন- এই ফোনগুলো আর রাখা উচিত হবে না।

.

পেন্ট হাউস-এ টেলিফোনের শব্দ। ক্লিন্ট ফোনটা ধরেছে।

ট্যানার বললেন- এক ঘণ্টা হয়ে গেল। ওখানে কী হচ্ছে?

–ওরা এখনও আসেনি।

–সে কী?

–আমি অপেক্ষা করছি।

–অফিসে ফিরে এসো।

ট্যানার বুঝতে পারছেন না, ব্যাপারটা কী করে হল। সব কিছু ঘটনাই ঠিক মতো এগিয়ে চলেছে। ট্যানার তার সেলফোনটা তুলে নিলেন। ডায়ানার সেল নাম্বারে ফোন করলেন।

এ কী? একজন পুলিশের কণ্ঠস্বর? পুলিশের হাতে সেলফোনটা তুলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কে? আজ রাতে এখানে দেখা করতে আসবে কী?

মনে হল, কেউ বোধহয় ট্যানারের গালে একটা থাপ্পড় মেরেছে।

.

সাধারণ চেহারার একটা বোর্ডিং হাউস। ছোটো স্ট্রিট, ওয়ে সাইডে। ডায়ানা দেখতে পেলেন, লেখা আছে, ঘর খালি আছে। ডায়ানা বললেন, আমরা এখানেই খাব ড্রাইভার।

বাড়িউলি ঘর খুলে দিল। অল্পবয়সি এক ভদ্রমহিলা। তিনি বললেন আমি একটা চমৎকার ঘর দেব, একরাতে ২৪ ডলার লাগবে। সঙ্গে ব্রেকফাস্টও পাবেন।

কেলি চোখ বন্ধ করলেন। এই বোর্ডিং হাউসে থাকতে হবে। তিনি কখনও ভাবতেই পারেননি। কিন্তু কী আর করা যাবে?

.

পরের দিন সকালবেলা, ট্যানার ফ্লিন্ট এবং কারবালোর সঙ্গে বসে জরুরি বৈঠক করছেন। বলা হয়েছে, ওরা আমার বিজনেস কার্ড ফেলে দিয়েছে। টেলিফোনও ফেলে দিয়েছে।

তার মানে? কী করে ধরব?

ফ্লিন্টের আকুল জিজ্ঞাসা।

ট্যানার বললেন– মিঃ ফ্লিন্ট যতদিন আমি বেঁচে আছি, ওদের ধরা দিতেই হবে।

তারপর ট্যানার বললেন– ডায়ানা স্টিভেন্স এবং কেলি হ্যারিসকে এখানে আসতেই হবে, সোমবার সকালবেলা, এগারোটা বেজে পনেরো মিনিটে।

কেলি এবং ডায়ানা

৩১.

কেলি এবং ডায়ানা একই সঙ্গে ভয় পেলেন। তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছেন।

-ঘুম কেমন হয়েছে?

বাজে স্বপ্ন দেখেছি।

ডায়ানা একটু চিন্তা করলেন- আমিও। কেলি, কীভাবে বেঁচে গেলাম বলুন তো?

-হ্যাঁ, ভাগ্য আমাদের সহায় হয়েছে।

কেলি ডায়ানার মুখের দিকে তাকালেন।

ডায়ানা বললেন– এতদিন পর্যন্ত ভাগ্য সাহায্য করেছে, শেষ পর্যন্ত করবে তো?

কেলির চোখে বিস্ময় হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, কেউ বোধহয় অদৃশ্যে থেকে আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কেলি শান্তভাবে বললেন- ডায়ানা, আমি কতগুলো ব্যাপারে বিশ্বাস করি।

ডায়ানা বললেন আমাকেও বিশ্বাস করতে হয়।

-এবার বোধহয় ব্রেকফাস্ট খেতে হবে। ভীষণ খিদে পাচ্ছে।

কেলি বললেন– ঠিক আছে, আমরা কি বিপদের বাইরে এসে গেছি? বোর্ডিং হাউসের ব্রেকফাস্ট কেমন? দেখাই যাক। এসো, আমরা পোশাক পরে নিই। আমরা কোণের টেবিলে বসে খাব।

ডায়ানা বললেন একটা ফোন করতে হবে।

একজন অপারেটর বলল- কে আই জি।

–বেটি বারকারের সঙ্গে কথা বলব?

–এক মুহূর্ত ধরুন।

ট্যানার দেখলেন নীল আলো জ্বলে উঠেছে। মিস বারকার এখন তার ডেস্কে নেই। আমি কি কোনো খবর রাখব?

না, ধন্যবাদ।

ট্যানারের মুখে হাসি, এবার বোধহয় একটা চিহ্ন পাওয়া যাবে।

.

ডায়ানা কেলির দিকে তাকালেন বেটি বারকার কাজ করছেন এখনও। তার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে।

বাড়ির নাম্বারটা কোথায়?

–টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পাওয়া যেতে পারে।

–হ্যাঁ, হতে পারে। ডায়ানা ডাইরেক্টরিটা তুলে নিলেন। খোঁজার চেষ্টা করলেন। ডায়ানা একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। রিসিভারটা নামিয়ে নিলেন।

কী বলল?

লাইনটা কেটে দেওয়া হয়েছে।

কেলি বললেন- আমাকে এবার স্নান করতে হবে।

.

কেলির স্নান শেষ হয়ে গেল। বাথরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বুঝতে পারলেন, তোয়ালেটা মেঝেতে পড়ে আছে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তোয়ালে নিয়ে এলেন। বেডরুমে ঢুকে পড়লেন। কোনো সমস্যার সমাধান?

ডায়ানা তাকিয়ে আছেন।

ডায়ানা এবার বাথরুমে যাবেন।

তিনি শাওয়ারের তলায় দাঁড়ালেন, উষ্ণ জল শরীরটাকে শান্ত করে দিল। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করতে করতে তিনি শুধু রিচার্ডের কথা ভাবছিলেন। একে অন্যকে কতখানি ভালোবাসতেন।

স্মৃতিরা কেন বারবার ফিরে আসে।

.

ফুলের গোছা।

-ফুলগুলো সুন্দর, ডার্লিং, কবে আমরা এই ব্যাপারটাকে উদযাপন করব?

–সেন্ট সুইডিনস ডে? আরও ফুল?

ওয়াশিংটন ক্রশিং ডিলা ওয়ারে ডে?

ন্যাশনাল প্যারাকিড ডে?

আরও কত কী?

গোলাপেরা গল্পকথা বলে, প্রিয়তমা তুমি কত সুন্দরী?

রিচার্ড হাতে হাত রেখে বলছেন- হ্যাঁ, আমি তোমাকে আরও ভালোবাসি।

ফুলের মাধ্যমে কত কবিতা লেখা হয়। ডায়ানা পোশাক পরলেন। জুতোটা কোথায়? অথবা অন্যান্য পোশাক? অন্তর্বাস? জ্যাকেট?

এখনই ও বাড়ি ফিরে আসবে। ডায়ানা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কিন্তু কোনো পোশাক থাকবে না তার শরীরে। সম্পূর্ণ নগ্নিকা। হাই হিল জুতো থাকবে। ডায়ানা বলবেন, ডার্লিং, তুমি কি জুতোজোড়া পছন্দ করছ?

তার পোশাক খুলে দেওয়া হবে। বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হবে। তারপর?

কেলির কণ্ঠস্বর ভেসে এল আমরা কী ব্রেক ফাস্ট, নাকি ডিনার খাব?

.

তারা রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে চলেছেন। দিনটা ঠাণ্ডা এবং শীতল। আকাশ স্বচ্ছ নীল।

ডায়ানা বললেন– নীল আকাশ কীসের প্রতীক?

কেলির ঠোঁটে হাসি, যাক ডায়ানার কুসংস্কার এখনও বজায় আছে।

ডিনারের আসর। ডায়ানা এবং কেলি বুফের পাশে চলে গেলেন, একে অন্যের দিকে তাকালেন।

খাওয়া শুরু হল। খেতে খেতে বিপদ সম্পর্কে আলোচনা।

সত্যিই তো কীভাবে তারা বেঁচে গেছেন।

.

কোণে একটা দোকান, কেলি বললেন- এখানে সেলফোন পাওয়া যাচ্ছে।

কেলি এবং ডায়ানা ভেতরে গেলেন। দুটো সেলফোন কিনলেন।

এক হাজার মিনিট কথা বলার ব্যবস্থা করা হল।

কেলি বললেন- এসো, আমরা নাম্বার বিনিময় করি।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটা করা সম্ভব হল।

ডায়ানা টাকা দিতে গিয়ে বললেন- এবার আর ক্যাশ হাতে থাকবে না।

কেলিও বললেন- আমারও সেই অবস্থা।

ডায়ানা বললেন এবার বোধহয় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হবে।

হ্যাঁ, খুব সাবধানে।

.

ডিনার শুরু হয়েছে। ওয়েট্রেস এসে বলল- আপনাদের কী দেব?

কী কী খাওয়া যেতে পারে? অরেঞ্জ জুস আছে? শুয়োরের মাংস? ডিম? টোস্ট আর কফি?

কেলির দিকে তাকিয়ে সে জানতে চাইল আপনাকে কী দেব?

–আমাকে ফলের রস ছাড়া আর কিছু দিও না।

ওয়েট্রেস চলে গেল।

তারা দুজন বসে অনেক কথা আলোচনা করলেন।

.কেলি এবং ডায়ানার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তারা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সকালের কাগজ দেওয়া হয়েছে। ডায়ানা এগিয়ে গেলেন। কেলিকে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। তিনি একটা কাগজ হাতে নিলেন। ডায়ানা কেলিকে বললেন দেখুন।

সামনের পাতায় খবরটা ছাপা হয়েছে। কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ একটা স্মরণসভার আয়োজন করেছে। যেসব কর্মচারীরা সাম্প্রতিককালে মারা গেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। আগামীকাল এগারোটা বেজে পনেরো মিনিটে, কে আই জি-র হেডকোয়ার্টার ম্যানহাট্টানে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।

তার মানে আগামী কাল, কেলি ডায়ানার দিকে তাকালেন। বললেন- শেষ অব্দি মিটিংটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

না, মনে হচ্ছে, আমাদের ধরে ফেলার একটা ফাঁদ।

কেলি বললেন– ঠিকই বলেছ, কিংসলে বোধহয় ভেবেছেন, আমরা একেবারে বোকা।

কেলি ডায়ানার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে বললেন, আমরা কি যাব?

না, আমরা যাব না।

আমাদের যেতেই হবে, আমাদের মনে হচ্ছে বেটি বারকার সেখানে থাকবেন। তার সাথে কথা বলতে হবে।

না, ওখান থেকে বেঁচে আমরা ফিরতে পারব না।

ডায়ানা কেলির দিকে তাকালেন আমাকে বিশ্বাস করুন।

কেলি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন। তার মুখে হঠাৎ আশার আলোর প্রজ্বলন। তিনি বললেন, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ব্যাপারটা আমি সমাধান করব।

বুদ্ধিটা কী, জানতে পারব?

–ওটা উহ্য থাক।

ডায়ানা বললেন–সত্যি আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

কেলি বললেন- হ্যাঁ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

.

সেদিন রাতে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমোতে যাবার আগে কেলি শেষবারের মতো ভাবছেন, আমার পরিকল্পনাটা যদি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী না হয়, তাহলে কী হবে? তাহলে নিশ্চিন্ত মৃত্যু। কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, জীবনের সাথে শেষ লড়াইতে অবতীর্ণ হতেই হবে। আর কতদিন আমরা ইঁদুরের মতো গর্তে মুখ লুকিয়ে বসে থাকব।

শুতে যাবার আগে ডায়ানা শেষবারের মতো রিচার্ডের সঙ্গে কথা বললেন, অবশ্যই মনে মনে।

তিনি বললেন রিচার্ড কাল তোমার স্মরণসভায় যোগ দিতে চলেছি। জানি না তোমাকে হ্যালো অথবা গুডবাই, কীভাবে সম্বোধন করব। যদি আর দেখা নাও হয় তবুও একটা কথা তুমি জেনে যাও, তা হল তোমাকেই আমি একমাত্র ভালোবাসি। তুমি যেখানেই থাকো, আমার ভালোবাসার উষ্ণ আদর গ্রহণ করো।

চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছে। সকালটা আমি দেখতে পাব কি?

.

৩২.

স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হবে একটা বিশাল পার্কের মধ্যে। কে আই জি কমপ্লেক্সের মধ্যেই এই পার্কটির অবস্থিতি। এখানে মাঝে মধ্যে নানা প্রমোদ অনুষ্ঠানের আসর বসে। পার্কে অনেক মানুষের ভিড়। দুটো দরজা দিয়ে পার্কে ঢুকতে পারা যায়।

পার্কের কেন্দ্রস্থলে একটি ডায়ার্স তৈরি করা হয়েছে। কে আই জি-র বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। রিচার্ড স্টিভেন্সের সেক্রেটারি বেটি বারকারকে দেখা গেল। তিনি এক আকর্ষনীয় চেহারার রমণী, বছর তিরিশ বয়স।

ট্যানার মাইক্রোফোন ধরে বলছেন– এই কোম্পানি তার সদস্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চায়। চিরকাল আমি আমার কোম্পানির তরফে সদস্যদের কাছে আমার সহানুভূতি এবং শুভ কামনা জানিয়ে এসেছি। আমরা সবাই একটা পরিবার হিসেবে কাজ করি। একই আদর্শ গ্রহণ করার চেষ্টা করি।

ট্যানারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছেন। উৎসুক চিত্তে কিছু একটা খুঁজছেন। তিনি আবার বললেন- এই কোম্পানিতে আমরা নানা সমস্যার সমাধান করি। আমরা নিত্য নতুন ভাবনা বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিই। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, মানুষের জীবন আরও আরামপ্রদ করে তোলা। এর জন্য অবশ্য আমরা কখনও সন্তুষ্ট হই না।

পার্কের একেবারে শেষে ডায়ানা এবং কেলি প্রবেশ করেছেন। ট্যানার তার ঘড়ির দিকে তাকালেন। এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। তিনি বলে চললেন এই কোম্পানির যত কিছু সাফল্য তার অন্তরালে আপনাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম আছে।

ডায়ানা প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালেন, কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- বেটি বারকারকে দেখা যাচ্ছে। যে করেই হোক ওনার কাছে পৌঁছোতে হবে।

সাবধানে যাবো কিন্তু।

ডায়ানা চারিদিকে তাকালেন।

–হ্যাঁ, আমি ঠিক পৌঁছে যাব।

তিনি সামনে এবং পেছন দিকে তাকালেন। হ্যারি ক্লিন্ট এবং তার দুজন লোককে দেখা গেল। একজন গেটে এসে গেছে। ডায়ানার চোখ পড়েছে দ্বিতীয় গেটের ওপর। কারবালো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আরও দুজন।

ডায়ানার গলা শুকনো– কী করব?

কেলি দেখতে পেলেন, ছজন মানুষ পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য কোনো রাস্তা আছে কি?

মনে হচ্ছে আছে।

ট্যানার বলে চলেছেন- কতগুলো ঘটনা আমাদের মনকে শোকাচ্ছিন্ন করে তুলেছে। আমাদের পরিবারের কজন সদস্যের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা আমাদের সকলকেই আক্রান্ত করেছে। কে আই জি আততায়ীর জন্য ৫০ লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। যে করেই হোক দেখতে হবে এই জঘন্য ঘটনার অন্তরালে কে বা কারা আছে।

কেলি শান্তভাবে বললেন– এক পকেট থেকে অন্য পকেটে ৫০ লক্ষ ডলার চলে যাবে।

ট্যানার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছেন কেলি এবং ডায়নার দিকে নজর পড়েছে। তার চোখ ঠাণ্ডা- আমরা দুজন শোকস্তব্ধা রমণীকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। শ্রীমতী মার্ক হ্যারিস এবং শ্রীমতী রিচার্ড স্টিভেন্স। আমি তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি।

না, আমরা কিছুতেই ওখানে যাব না। আমরা জনতার মধ্যে মিশে থাকব। এখন আমরা কী করব?

কেলি অসহায় হয়ে জানতে চাইলেন।

ডায়ানা কেলির দিকে তাকিয়ে আছেন। অবাক হয়ে গেছেন। এবার আপনার পরিকল্পনাটা শুরু করুন।

কেলি আমতা আমতা করে বললেন- তাহলে আমার কাজটা যে কিছুতেই সফল হচ্ছে না।

ডায়ানা চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন আর একটা পরিকল্পনা?

–ডায়ানা?

–হ্যাঁ।

আর কোনো পরিকল্পনা নেই।

ডায়ানার চোখ বড়ো বড়ো হয়েছে তার মানে? এখান থেকে বেরোবার পথ সব বন্ধ।

–তাই তা মনে হচ্ছে।

ট্যানারের কণ্ঠস্বর আরও উচ্চকিত, লাউডস্পিকার গমগম করছে। মিসেস স্টিভেন্স এবং মিসেস হ্যারিস এক্ষুনি এখানে আসবেন কি?

কেলি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি দুঃখিত।

–এটা আমারই ভুল। আমার আসা উচিত হয়নি। জনগণ অস্থির হয়ে উঠেছেন। হ্যাঁ, তাদের ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

মাইকে আবার শোনা গেল- মিসেস স্টিভেন্স এবং শ্রীমতী হ্যারিস?

কেলি বললেন এবার আমরা কী করব।

ডায়ানা বললেন– এখন করার কিছু নেই। ওখানে যেতেই হবে। চলো, আমরা এগিয়ে যাই।

দুজন ভদ্রমহিলা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ডায়ানা বেটি কারবারের দিকে তাকিয়ে আছেন। বেটি বারকারের চোখে আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু মুখে অদ্ভুত আতঙ্কের ছাপ।

ডায়ানা এবং কেলি বেদির ওপর উঠে গেলেন। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে।

ডায়ানা চিন্তা করছেন, রিচার্ডের কথা। হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করেছি, কী হবে, কিছু বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেল। কী ঘটেছে?

বেন রবার্টস ঢোকার চেষ্টা করছেন। তার সাথে অনেক আলোকচিত্রী এবং সহকারী।

দুজন মহিলা তাকালেন। কেলি বললেন- হ্যাঁ, প্রথম পরিকল্পনাটা সফল হয়েছে। বেন এসে গেছেন।

ডায়ানা বললেন– ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ রিচার্ড।

কেলি বললেন– কী? তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, বেন এসে গেছেন, এসো, আমরা কাজটা শুরু করি।

.

ট্যানার স্ক্রিনের ওপর দেখলেন, তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমি দুঃখিত মিঃ রবার্টস, এটা একটা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান। আপনারা অনুগ্রহ করে এখান থেকে বেরিয়ে যান।

বেন রবার্টস বললেন– সুপ্রভাত মিঃ কিংসলে। আমি মিসেস হ্যারিস এবং মিসেস স্টিভেন্সের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি যখন এখানে এসেছি, কিছুতেই চলে যাব না। আমি এই শোকসভাটাকে টেলিভিশনের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরব।

ট্যানার মাথা নেড়ে বললেন না, আমি আপনাকে অনুমতি দেব না।

-খুবই খারাপ, তাহলে আমি মিসেস হ্যারিস এবং মিসেস স্টিভেন্সকে এখান থেকে নিয়ে যাব। স্টুডিওতে। তাদের ইন্টারভিউ নিতে হবে।

না, আপনি এটা করতে পারেন না।

ট্যানারের কণ্ঠস্বরে কর্কশতা।

বেন বললেন- কী করতে পারব না?

ট্যানারের সমস্ত শরীর রাগে কাঁপছে– আপনি কিছুই করতে পারবেন না।

দুজন ভদ্রমহিলা বেনের কাছে এগিয়ে গেছেন।

বেন শান্তভাবে বললেন- দেরী হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আজকে একটা সাংঘাতিক খবর বেরিয়েছে। খবরটা শুনলে সকলে অবাক হয়ে যাবে।

কেলি বললেন– আর একটা ভয়ংকর খবর এক্ষুনি রাষ্ট্র হত। দুজনের মৃত্যু হত। চলুন, এখান থেকে চলে যাই।

ট্যানার তাকিয়ে আছেন। হতাশ হয়েছেন। কেলি, ডায়ানা এবং বেন রবার্টস ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। ট্যানারের লোকজন হতভম্ব।

হ্যারি ফ্লিন্ট তাকিয়ে থাকলেন, ট্যানারের মুখের দিকে, কোনো নির্দেশ আসবে কি?

ট্যানার মাথা নাড়লেন না, ব্যাপারটা এখনও হাতের বাইরে চলে যায়নি।

.

ডায়ানা এবং কেলি বেন রবার্টসের গাড়িতে উঠে পড়েছেন। সঙ্গের লোকেরা আবার দ্রুত ভ্যানে চড়ে বসেছেন।

রবার্টস কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- এবার সব কথা গুছিয়ে বলতে হবে।

–হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমি সব কিছু বলতে পারব না।

-কেলি, আমি একজন সাংবাদিক, সত্যি কথা জানতে না পারলে আমি কী করে সবাইকে তা জানাব?

-হ্যাঁ, আজকে তুমি আমার বন্ধু হিসেবে এসেছ।

রবার্টস দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কোথায় যাবে?

ডায়ানা বললেন আমাদের ৪২ নম্বর স্ট্রিটে নিয়ে চলুন। টাইম স্কোয়ার।

-ঠিক আছে, ওখানে আমরা যাচ্ছি।

.

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে, কেলি এবং ডায়ানা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

কেলি বেন রবার্টসের হাতে হাত রাখলেন। বললেন- অনেক ধন্যবাদ, বেন, আমি, এটা কখনও ভুলতে পারব না। তোমায় ভবিষ্যতে ডাকব, কেমন?

সাবধানে থেকো।

দুই মহিলা সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কেলি বললেন খুবই খারাপ লাগছে।

কী?

–ডায়ানা, একটা অস্ত্র জোগাড় করতে হবে। বন্দুক থাকলে ভালো হত।

বন্দুকের কী দরকার? আমাদের তো সচল মস্তিষ্ক আছে।

–না, একটা বন্দুক চাই। এখন আমরা কী করব।

এবার ছুটে বেড়ানো বন্ধ করতে হবে। আমরা এবার একটু পিছিয়ে খেলব।

কেলি অবাক, তার মানে কী বোঝাতে চাইছেন?

–আর পারছি না। এবার ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব কেলি।

কেলি অবাক– তার মানে? কে আই জি-র সঙ্গে লড়া?

-হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

–অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে তোমার মধ্যে। কীভাবে এই লড়াইটা শুরু হবে। আমরা দুই অসহায় মহিলা লড়ব কী করে?

–আমরা সমস্ত সদস্যের নাম জোগাড় করব। গত কয়েক সপ্তাহে যাদের মৃত্যু হয়েছে।

–তারপর? এইভাবে কি আমরা সফল হব।

হ্যাঁ, খবরের কাগজে বলা হয়েছে, অনেকের মৃত্যু হয়েছে। তার মানে শুধু মার্ক আর রিচার্ড নয়, আরও অনেকে আছেন।

হা, সেই নামগুলো আমরা কীভাবে পাব?

ডায়ানা বললেন- ওই ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে দেখো।

.

ইন্টারনেট কাফেতে ওঁরা দুজন ঢুকে পড়েছেন। বিরাট একটা কম্পিউটার আছে। ডায়ানা কার্ড মেশিনের সামনে গেলেন। এক ঘণ্টার জন্য তাকে ইন্টারনেট সার্চ করতে হবে।

তিনি ফিরে এলেন। কেলি জিজ্ঞাসা করলেন কীভাবে শুরু করব?

–এসো, কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া যাক।

তাঁরা একটা ফাঁকা কিউবিকল পেয়ে গেলেন।

কেলি দেখলেন, ডায়ানা ইন্টারনেট ব্লক করতে শুরু করেছেন, বললেন দেখা যাক কী হয়?

–আমরা সবকিছু সার্চ করব। দেখব কে আই জি-র কারা কারা মারা গেছেন।

ডায়ানা টাইপ করতে শুরু করলেন ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ গুগুল ডট কম।

তারপর আবার টাইপ করলেন- শোক। তারপর কে আই জি।

অনেকগুলো নাম বেরিরে আসছে। ডায়ানা তাকিয়ে থাকলেন। খবরের কাগজে কিছু বেরিয়েছে কি? আর কোনো সূত্র? কে আই জি বার্লিন সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। ওয়েবসাইটে আছে।

বাঃ, এটা তো খুবই উল্লেখযোগ্য। ফ্রানজ ভারব্রুগ...

উনি কে?

উনি কোথায়?

-উনি বোধহয় হারিয়ে গেছেন। উনি কে আই জি বার্লিনে কাজ করতেন। ওনার স্ত্রী সোনঝা ভারব্রুগ। তার আকস্মিক মৃত্যু হয়।

ডায়ানা আর একটা লিঙ্ক পাবার চেষ্টা করলেন।

-হ্যাঁ, এই তো লেখা আছে ফ্রানজ মার্ক হ্যারিস।

কেলি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এগিয়ে যান।

ডায়ানা আরও অনেকগুলো চাবিতে হাত দিলেন। ডেনভার, গ্যারি রেনল্ডস, ম্যানহাট্টান, ডায়ানার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল রিচার্ড।

ডায়ানা বললেন- এইভাবে কাজটা শুরু হবে।

কেলি জিজ্ঞাসা করলেন তারপর?

-হ্যাঁ, দেখাই যাক না কী হয়।

.

ব্লকের মাঝামাঝি কেলি এবং ডায়ানা একটা কম্পিউটার দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন। কেলি বললেন- এখনই দেখা যায় না।

কেলিকে অনুসরণ করে ডায়ানা দোকানে ঢুকে পড়লেন। ম্যানেজারের কাছে এগিয়ে বললেন আমার নাম কেলি হ্যারিস, আমি ট্যানার কিংসলের সহকারিনী। আমাদের তিন ডজন খুব দামী কম্পিউটার চাই। এটা কি দেওয়া সম্ভব?

ম্যানেজার অবাক– কেন? মিসেস হ্যারিস। মিঃ কিংসলের জন্য কি? হ্যাঁ, আমি দিতে পারব।

–ঠিক আছে।

ম্যানেজার বললেন- কখন লাগবে?

ডায়ানা বললেন আমি ঠিক সময়ে জানাব।

.

ক্যাথি অরডোনেট বলেছেন– এই খবরের কাগজের কাটিংগুলো কি দেখবেন মিঃ কিংসলে?

অস্ট্রেলিয়াতে টরনেডোর আক্রমণ।

বারোটি গ্রাম টরনেডোর আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যা কত, এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

ট্যানার বললেন- সেনেটর ভ্যান রুবেনকে কাটিংগুলো পাঠিয়ে দিন।

–ঠিক আছে, পাঠাচ্ছি।

ট্যানার কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। একটা সংকেত ধ্বনি বেজে উঠেছে। কেন? ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে।

ট্যানার তার পদ্ধতিটাকে চালু করলেন। স্পাইডার উঠে পড়েছে। হাইটেক সফটওয়্যার কোম্পানি। নাম দেখা যাচ্ছে, রিচার্ড স্টিভেন্স, মার্ক হ্যারিস। তিনি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

তিনি একটা বোম টিপে বললেন, অ্যানড্রু, এখানে চলে এসো।

অ্যানড্রু অফিসে ছিলেন। তিনি দিনের বেলা স্বপ্ন দেখছেন। অ্যাকসিডেন্টের কথা মনে : পড়ে যাচ্ছে। তিনি ওয়াড্রোব রুমে বসে আছেন। বেস্ট স্যুটটা পছন্দ করতে হবে। তিনি কাজ করতে শুরু করলেন। ট্যানারের সঙ্গে দেখা হবে কি? ট্যানারের কণ্ঠস্বর- অ্যানড্রু এখানে এসো।

.

অ্যানড্রু ওই শব্দটা শুনতে পেলেন। ধীরে ধীরে ট্যানারের অফিসে প্রবেশ করলেন।

বসো।

–হ্যাঁ, ট্যানার।

–ওয়েব সাইটকে আক্রমণ করা হয়েছে। তুমি কি জানো, এর অর্থ কী?

না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ট্যানারের সেক্রেটারি বললেন- কম্পিউটার এসে গেছে, মিঃ কিংসলে।

–কোন কম্পিউটার?

–কেন আপনি যেগুলো অর্ডার দিয়েছিলেন।

ট্যানার অবাক হয়ে গেছেন। তিনি রিসেপশন রুমে পৌঁছে গেলেন। তিন ডজন। কম্পিউটার জড়ো করা আছে। স্টোর ম্যানেজার এবং তিনজন লোককে দেখা গেল। তারাও পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ম্যানেজারের মুখে আশার আলো। তিনি ট্যানারকে দেখে খুবই খুশি হয়েছেন। তিনি বললেন– মিঃ কিংসলে, আমি নিজেই এলাম। আপনাকে আর কোনো সাহায্য করব কি?

ট্যানার সেই কম্পিউটারের স্তূপের দিকে তাকিয়ে বললেন- কে এই কাজ করেছে?

–আপনার সহকারিনী কেলি হ্যারিস, তিনি বলেছেন, আপনার কম্পিউটারগুলো খুব দরকার।

ট্যানার বললেন– এগুলো আপনি নিয়ে যান। কাজ হয়ে গেছে, আর কাজে লাগবে না।

তিনি অফিসের বাইরে এলেন।

অ্যানড্রু এই ব্যাপারটার কী করা যায় বলো তো? আমাদের ওয়েব সাইটের মধ্যে ভাইরাস ঢুকে পড়েছে। তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি। কীভাবে ভাইরাস তাড়াব? আমরা কি ইওরোপে চলে যাব?

অ্যানড্রু শান্ত কণ্ঠস্বরে বললেন না।

-তাহলে?

অ্যানড্রু বললেন– বন্ধ করতে হবে।

ট্যানার ভাইয়ের দিকে তাকালেন। বললেন কীভাবে বন্ধ করব? আঃ, তোমার মতো মাথা যদি আর কারও থাকত?

অ্যানড্রু ট্যানারের দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন- সব কিছু একেবার মুছে ফেলল। সমস্ত আসেট, আমাদের সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আছে।

তিনি তখনও কথা বলে চলেছেন– ডায়ানা স্টিভেন্স, কে আই জি এই ব্যাপারে আরও তৎপর হয়ে উঠবে।

অ্যানড্রু আবার বললেন- ট্যানার এছাড়া কোনো উপায় নেই।

ট্যানার বললেন তার মানে? এগুলো হারিয়ে গেলে আমরা কিছু করতে পারব না? কেলি হ্যারিস এখন যা খুশি তাই করতে পারে। আমরা ডায়ানার ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট দেখব নাকি?

তিনি ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট টিপলেন তারপর একটা লিঙ্ক দেখা গেল। লেখা আছে, নিজের অ্যাকাউন্ট নিজে করার চেষ্টা করুন।

এবার ট্যানার ডায়ানা স্টিভেন্সের অ্যাকাউন্ট নাম্বারের মধ্যে ঢুকে গেলেন। চারটে শেষ সংখ্যা নিলেন। সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বার। হ্যাঁ, ঢোকা সম্ভব হয়েছে। তিনি সমস্ত ব্যালেন্সকে বাঁদিকে নিয়ে গেলেন। এবার কেলির ডাটাকে নষ্ট করতে হবে।

এবার কী করব?

অ্যানড্রুর কথা মতো কাজ চলছে। হ্যাঁ, ডায়ানা স্টিভেন্সকে রাস্তার ভিখারি করে দেওয়া হয়েছে।

ট্যানার এই কাজটা সুন্দরভাবে করলেন। এবার সত্যিকারের খেলা শুরু হবে।

অ্যানড্রু বললেন– গতকাল রাতে আমি টেলিভিশনে একটা সিনেমা দেখেছি।

ট্যানার ঘুষি মারলেন টেবিলের ওপর, আক্রোশে, ভাইয়ের গালে থাপ্পড় মারলেন। অ্যানড্রু চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলেন। চিৎকার করলেন। আঃ, আমার কথা কেন শুনছ না তুমি? এই কণ্ঠস্বর ট্যানারের।

দরজা খুলে গেল। ক্যাথি অরডোনেট প্রবেশ করেছে। তিনি বললেন– মিঃ কিংসলে, সব কিছু ঠিক আছে তো?

-হ্যাঁ, আহা অ্যানড্রু পড়ে গেছে।

আহা, কী খারাপ লাগছে।

অ্যানড্রুকে তুলে ধরা হল।

আমি কি পড়ে গিয়েছিলাম?

ট্যানার জানতে চাইলেন- দাদা, তুমি এখন কেমন আছো?

ক্যাথি অরডোনেট বললেন মিঃ কিংসলে, আপনার ভাই কি বাড়িতে ভালো থাকেন?

–হ্যাঁ, ট্যানার জবাব দিলেন। কিন্তু কাজ না করলে মাথাটা আরও খারাপ হয়ে যাবে। আমি ওনার দেখাশুনার দায়িত্ব নেব।

ক্যাথি অরডোনেট ট্যানারের দিকে তাকিয়ে বললেন- আঃ, মিঃ কিংসলে আপনার গুণের কোনো তুলনা নেই।

কিংসলে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন- হ্যাঁ, আমাদের কাজ তো করতেই হবে।

.

দশ মিনিট কেটে গেছে। ট্যানারের সেক্রেটারি ফিরে এসেছে।

–ভালো খবর আছে মিঃ কিংসলে। সেনেটর ভ্যান রুবেনের অফিস থেকে একটা ফ্যাক্স এসেছে।

–আমি দেখছি, ট্যানার কিছু ভাববার চেষ্টা করলেন।

ডিয়ার মিঃ কিংসলে, আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে সেনেটর সিলেক্ট কমিটি এই ব্যাপারটাকে অনুমতি দিয়েছে, পরিবেশের জন্য কিছু অর্থ দেওয়া হবে। যাতে সারা পৃথিবীর মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করে তার জন্য আমাদের এই প্রয়াস।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত।

সেনেটর ভ্যান রুবেন।

.

৩৩.

ডায়ানা জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার কি পাশপোর্ট আছে?

–হ্যাঁ, অন্য কোনো দেশে হলে সব সময় পাশপোর্ট আমি সঙ্গে রাখি।

ডায়ানা জানতে চাইলেন আমার পাশপোর্ট ব্যাঙ্ক ভল্টে আছে। আমি সেটা পেয়েছি। আমার কিছু টাকার দরকার।

.

তারা ব্যাঙ্কে ঢুকলেন। ডায়ানা নীচের দিকে নেমে গেলেন। ভল্টটা খুললেন। সেফ ডিপোজিট বাক্সটা খুললেন। পাশপোর্ট বের করলেন। পার্সে পুরলেন। ওপরে উঠে গিয়ে ট্রেলারের ডেস্কের সামনে চলে গেলেন।

–আমি অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করতে চাইছি।

–ঠিক আছে। আপনার নাম?

–ডায়ানা স্টিভেন্স।

ট্রেলার মাথা নাড়লেন এক মিনিট। তিনি একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট খুললেন। ড্রয়ার বের করলেন, কার্ডগুলো দেখলেন। একটা কার্ড বের করে বললেন

মিসেস স্টিভেন্স, আপনার অ্যাকাউন্ট তো বন্ধ হয়ে গেছে।

ডায়ানা মাথা নেড়ে বললেন- না, কোথাও কোনো ভুল হয়েছে।

ট্রেলার আবার কার্ডটা ডায়ানার সামনে এনে বললেন- এখানে লেখা আছে দেখুন অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ মৃত্যু।

ডায়ানা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

–আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, আমি মারা গেছি?

না, আমি অত্যন্ত দুঃখিত আমি কি ম্যানেজারকে ডাকব?

ডায়ানা চিৎকার করে বললেন–ম্যানেজারকে ডাকতে হবে না। তিনি বুঝতে পেরেছেন কী হয়েছে।

ডায়ানা বাইরের দিকে চলে গেলেন। কেলি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

টাকা আর পাশপোর্ট পেয়েছ, আমি পাশপোর্ট পেয়েছি, বেজন্মাটা বলছে, আমার অ্যাকাউন্ট নাকি বন্ধ হয়ে গেছে।

-কী করে?

খুবই সহজ, কে আই জি থেকেই এই ব্যাপারটা ঘটানো হয়েছে। ডায়ানা বললেন। হায় ঈশ্বর।

–এখন কী হবে?

–আমাকে একটা ফোন করতে হবে।

ডায়ানা টেলিফোন কিউবিকলে ঢুকে পড়লেন। ক্রেডিট কার্ড দিলেন। কয়েক মুহূর্ত বাদে তিনি একজন ক্লার্কের সঙ্গে কথা বললেন– ডায়ানা স্টিভেন্সের নামে একটা অ্যাকাউন্ট আছে। এটা কি ঠিক আছে?

মিসেস স্টিভেন্স, আমাদের রেকর্ড দেখাচ্ছে যে, আপনার কার্ডটা হারিয়ে গেছে। আপনি যদি নতুন করে কার্ড করতে চান, তাহলে পুলিশের খাতায় নাম লেখাতে হবে।

ডায়ানা বললেন ঠিক আছে, আমি পরে ফোন করছি।

কেলির কাছে গিয়ে বললেন তিনি। ওরা আমার ক্রেডিট কার্ডটাও নষ্ট করে দিয়েছে।

কেলি বললেন আমি এখন কয়েকটা ফোন করব।

কেলি টেলিফোনে গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে কথা বললেন। তারপর ফিরে এলেন। খুব রেগে গেছেন।

–অক্টোপাস আমাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু প্যারিসে আমার একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে।

-কেলি, অত সময় নেই, যে করেই হোক এখান থেকে বেরোতে হবে। টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

ব্রুকলিনে যাওয়া যেতে পারে? তুমি কী করবে?

–আমি নিউ জার্সিতে যাব।

–তাহলে কি আমরা ফাঁদের বাইরে বেরোতে পারব? কিছুই বুঝতে পারছি না।

–হ্যাঁ, আমরা সফল হবই। ওরা কি জানে আমরা কোথায় যাব?

–কিন্তু কীভাবে? আমরা কি আকাশযানের সওয়ার হব?

.

জোসেফ বেরি, ফিফথ এভিনিউ জুয়েলারি স্টোরের মালিক। কেলি এবং ডায়ানাকে দেখলেন। দুই ভদ্রমহিলা সামনে এগিয়ে আসছেন। উনি পেশাগত হাসি হেসে বললেন কীভাবে সাহায্য করব?

কেলি বললেন- আমি আমার অংটিটা বিক্রি করতে চাইছি।

উনি ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে দিলেন। বললেন– আমরা এই ধরনের জিনিস কিনি না।

ব্যাপারটা খুবই খারাপ।

জোসেফ বেরি তাকালেন। কেলি তার হাত থেকে মরকত মণিটা খুলে দিয়েছেন। এটাতে সতেরো ক্যারেটের মরকত আছে, তিন ক্যারেট ডায়মন্ড আছে, প্লাটিনামেরা ওপর গাঁথা।

জোসেফ বেরি তাকালেন। খুশি হয়েছেন। তিনি ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর, কিন্তু আমরা নিয়ম করেছি...

কুড়ি হাজার ডলার চাই।

কুড়ি হাজার ডলার?

–হ্যাঁ, ক্যাশ চাই।

ডায়ানা তাকিয়ে আছেন কেলি?

বেরি তাকাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না, একটু অপেক্ষা করুন।

তিনি ব্যাক অফিসে চলে গেলেন।

ডায়ানা বললেন তুমি কী করছ? তোমার সব কিছু খিচুড়ি হয়ে গেল।

–আমার সব হারিয়ে গেল? আমরা মরতে বসেছি। ভেবে দেখো তো, জীবনটা কী আরও দামী নয়?

ডায়ানার মুখে কোনো কথা নেই।

জোসেফ বেরি ব্যাক অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। মুখে হাসি আমি ব্যবস্থা করছি।

ডায়ানা তখনও বলছেনএকাজ কখনও করবে না।

কেলি বললেন- না, এটা তো শুধু একটা গয়না।

উনি চোখ বন্ধ করলেন।

.

এটা তার জন্মদিন। টেলিফোনটা বাজছিল।

সুপ্রভাত ডার্লিং, মার্কের গলা।

সুপ্রভাত।

–হ্যাপি বার্থডে।

তারপর? এই কথাটা কিন্তু কেলি শোনেননি। বলা হয়েছিল, আজ তুমি কোনো কাজ করবে না। তোমাকে আমি আজ অপহরণ করব।

কেলি অবাক, কেলির মধ্যে একটা অদ্ভুত মাদকতা। হ্যাঁ, এক সপ্তাহ আগে এই নিয়ে কথা হয়েছিল। মার্ক হয়তো ভুলে গেছেন।

কী ব্যাপার?

কতক্ষণ সময় লাগবে?

–আধ ঘণ্টা।

–আমি আসছি।

.

–আমরা কোথায় যাব, কেলির প্রশ্ন।

ওঁরা গাড়িতে বসে আছেন।

-সত্যি, এমন সুন্দর দিন খুব একটা আসে না।

–আমরা উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াব।

–সত্যি?

–হ্যাঁ, কিন্তু কোথায়?

— জানি না, জীবন থেকে ছুটি নেব।

একটুখানি চিন্তা, নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতা চাই। এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা নিঃসঙ্গত থাকতে পারব।

মার্ক কেলির দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। বলেছিলেন- তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি কখনও সেখানে যেতে পারিনি।

.

ফনটেন বেলেউ হল একটা সুন্দর রাজকীয় প্রাসাদ। চারপাশে অরণ্যের আচ্ছাদন। প্যারিস শহরের দক্ষির-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত।

দূরে ওই অঞ্চলটা দেখা যাচ্ছে। মার্ক বললেন, লুইস নামের অনেক রাজা এখানে বসবাস করেছেন। লুইস চতুর্থ থেকে তাদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

সূচিপত্র

দারুণ, কেলি মার্কের দিকে তাকালেন। আঃ, কত সুন্দর সেই দিনগুলো ছিল। মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় স্কুলবালিকার জীবনে ফিরে গিয়েছি।

তারা রাজকীয় প্রাসাদের উদ্যানে এসে পৌঁছোলেন। মার্ক গাড়িটাকে পার্কিং করে রাখলেন।

তারা গাড়ি থেকে নেমে বাগানের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। মার্ক বললেন- তুমি কি একমাইল হাঁটতে পারবে?

কেলির মুখে হাসি হ্যাঁ, আমি অনেক বেশি হাঁটতে পারব।

মার্ক হাতে হাত রেখে বললেন- তাহলে, শুরু হোক।

-হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে আছি।

তারা অনেকগুলো বড়ো বড়ো বাড়ি পার হলেন। এবার বোধহয় আসল জায়গায় এসে পৌঁছোলেন। সেখানে আর কেউ ছিল না। শুধু প্রাকৃতিক নিরাপত্তা। সবুজের সীমাহীন সমারোহ। পুরোনো গাছের গল্পকথা। সূর্যদীপ্ত একটি গ্রীষ্মকাল। বাতাস উষ্ণ। বেপরোয়া ভাব আছে। আকাশের কোথাও কালো মেঘের কান্না নেই।

মার্ক প্রশ্ন করেছিলেন তোমার কী ভালো লাগছে সোনা?

দারুণ ভালো লাগছে মার্ক।

–ছুটিটা দারুণভাবে কাটছে, কী বল?

কেলি অবাক আজ তুমি কাজ করবে না?

না, আজ সারাদিনের ছুটি।

বাঃ, ব্যাপারটা দারুণ আনন্দের।

তারা ওই রহস্যাবৃত অরণ্যের আরও ভেতরে প্রবেশ করলেন।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে।

কেলি জানতে চাইলেন- আমরা আর কত দূর যাব?

সামনে একটা সুন্দর জায়গা আছে। আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।

কয়েক মিনিট পরে তারা একটা বিরাট ওক গাছের তলায় এসে দাঁড়ালেন।

মার্ক বললেন- এই তো সেই জায়গাটা।

সত্যি, শান্তির পারাবার।

কে যেন গাছের গায়ে কিছু লিখে দিয়েছে। কেলি আরও কাছে এগিয়ে গেলেন। অবাক হয়ে গেলেন। লেখা আছে হ্যাপি বার্থডে, কেলি।

কেলি মার্কের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে ছিলেন। কথারা হারিয়ে গিয়েছিল। কেলি শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন- মার্ক ডার্লিং, তোমাকে আবার ধন্যবাদ।

তাহলে মার্ক আমার জন্মদিনটা ভোলেনি!

আমার মনে হয়, এই গাছের মধ্যে কিছু একটা আছে।

কী আছে? কেলি আরও কাছে এলেন। একটা ছোট্ট গর্ত দেখা যাচ্ছে। কেলি হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন, সেখানে একটা প্যাকেট আছে। সেটা বের করলেন। এটা একটা গিফট বক্স। আশ্চর্য!

–এটা খুলে ফেলো।

কেলি খুললেন। চোখ দুটো আরও বড়ো হয়ে গেল। এর মধ্যে সাত ক্যারেটের একটা মরকতের আংটি আছে। তার পাশে তিন ক্যারেটের ডায়মন্ড। প্লাটিনাম দিয়ে সাজানো। কেলি কোনো কথা বলতে পারছেন না। তিনি এগিয়ে এসে মার্ককে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, মার্ক, আমি অবাক হয়ে গেছি।

তুমি, যদি বলতে, আমি আকাশের চাঁদটা এনে তোমার হাতে তুলে দিতাম। কেলি, আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

কেলি মার্ককে আরও জোরে আদর করলেন। একটা অদ্ভুত আবেগের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। এবার কেলি কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এই অবস্থায় কথা বলা কী অত সহজ? কথারা সব হারিয়ে গেছে।

মার্কের চোখে একটা অদ্ভুত দ্যুতি। মার্ক বললেন- এসো, আমরা এখনই বিয়ে করি।

না, কেলির কণ্ঠে ফিসফিসানি আর্তনাদ।

মার্ক কেলির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন –কেন?

না, এখন সম্ভব নয়।

কেলি, আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসো, তাই তো?

–হ্যাঁ।

–আমিও তোমাকে ভালোবাসি?

–হ্যাঁ।

–তাহলে কেন বিয়ে করতে চাইছ না?

– না

কেলি অথৈ জলে পড়ে গেছেন বুঝি। কথা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

–তোমার এই অদ্ভুত আচরণটা আমি বুঝতে পারছি না।

মার্ক কেলির মুখের দিকে তাকালেন। কিছু বোঝার চেষ্টা করলেন। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কেলি জানেন, যখনই মার্ক তার ফেলে আসা জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শুনবে, তখন থেকে আর কেলিকে বিয়ে করতে চাইবে না।

কেলি শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন-না-না, আমার ভয় হচ্ছে, আমি কখনও তোমার উপযুক্ত সহধর্মিনী হতে পারব না।

তার মানে তুমি কী বোঝাতে চাইছ?

এখনই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরক্তিকর মুহূর্ত।

কেলি কোনরকমে বলেছিলেন–মার্ক, আমরা কখনও সুস্থ সহজ স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন করতে পারব না। আট বছর বয়সে আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে কেলি অবাক চোখে মার্কের দিকে তাকালেন। আঃ, শান্ত সমাহিত এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে জীবনের বিষাক্ত বিভীষিকা!

কেলি আবার বলতে থাকলেন– আমি এমন একটি মানুষের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছি, যাকে আমি কোনো দিন ভালোবাসিনি। আমি তাই যৌনজীবন যাপন করতে ভয় পাই। যৌনতা

ব্যাপারটাই আমার কাছে লজ্জা এবং আতঙ্কের প্রতীক। আমি অর্ধেক মানবী, বাকিটা বোধ হয় এক ক্লীবলিঙ্গ।

কেলি জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, কান্না চাপবার চেষ্টা করছেন।

কেলি বুঝতে পারলেন, মার্ক তার হাতে হাত রেখেছেন কেলি, আমি খুবই দুঃখিত। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি ভয়ঙ্কর।

কেলি কোনো কথা বলতে পারেননি!

দাম্পত্য জীবনে যৌনতাকে অস্বীকার করা যায় না। মার্ক শান্তভাবে বললেন।

কেলি মাথা নাড়লেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে আবেগ সংবরণ করার চেষ্টা করছেন। তিনি জানেন এবার কী বলতে হবে। তিনি বলেছিলেন, আশা করি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

মার্ক বলেছেন কিন্তু বিয়ে কি শুধুই যৌনতার? না, বিয়ে হল যৌনতা ছাড়া আরও অন্য কিছু। এমন একজনের সঙ্গে তোমাকে জীবন কাটাতে হবে, যার ভালোবাসায় কোনোদিন ভাটার টান পড়বে না। যার সঙ্গে কথা কোনোদিন ফুরোবে না। জীবনের সব সুখ দুঃখকে যার সঙ্গে তুমি ভাগ করতে পারবে ভালো সময়ে এবং খারাপ সময়ে।

অবাক বিস্ময়ে কেলি শুনছিলেন। তিনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত যৌনতা চলে যায়, কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা থেকে যায়, তোমার আত্মাকে আমি ভালোবাসি। আমি আমার জীবনের সমস্ত প্রহর তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই। এটা আমি যৌনতা ছাড়াও করতে পারব।

কেলি তার কণ্ঠস্বর সহজ সোজা রাখার চেষ্টা করে বললেন- না, মার্ক। আমি পারব না।

-কেন?

–একদিন তোমাকে আপসোস করতে হবে। তুমি অন্য কারও প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে, যে তোমাকে একটা নিস্কলঙ্ক জীবন দেবে। আমি তা পারব না। আমার জীবনটা কোথায় হারিয়ে গেছে, দোহাই মার্ক, তুমি এভাবে আমাকে ডাক দিও না। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি কেন আমার মনে এত কষ্ট দিচ্ছো?

মার্ক আরও সামনে এগিয়ে এলেন। কেলিকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন– আমি তোমাকে কখনওই ছাড়তে পারব না। তুমি আমার জীবনের সব ভালো মুহূর্তের প্রতীক। আমরা বিয়ে করবই।

মার্কের চোখের দিকে তাকিয়ে কেলি বলেছিলেন, তুমি কি ইচ্ছে করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে?

মার্কের মুখে হাসি হ্যাঁ, এটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং অঙ্গীকার।

কেলি হেসে মার্ককে আদর করে বললেন- ঠিক আছে, তাই হবে।

মার্কের চোখে আলোর দ্যুতি– আমি জানি, তুমি না বলতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল কেলির গালে। কেলি চিৎকার করে বলেছিলেন- আমি তোমাকে ভালোবাসি মার্ক।

মার্ক সেই সুন্দর মরকত আংটিটা কেলির আঙুলে পরিয়ে দিলেন। একে অন্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। প্রকৃতির সেই নিরালা দেশে এক নারী এক পুরুষকে ভালোবাসল। পুরুষও ভালোবাসার প্রত্যুত্তর দিল। নাই-বা চার্চের ঘণ্টা ধ্বনি শোনা গেল। ল্যাটিন মন্ত্র, ধর্মযাজকের উদাত্ত কণ্ঠস্বর, বন্ধু-বান্ধবদের সমবেত হাততালি! এই যে বিয়ের আসর অনুষ্ঠিত হল, স্বর্গ থেকে বোধহয় পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল।

কেলি বললেন- আমি কাল সকালে তোমাকে সেলুনে নিয়ে যাব। আমি যেসব মডেলদের সাথে কাজ করি, তাদের সঙ্গে পরিচয় করাব।

-না-না, এ ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

–নিয়ম পাল্টাতে হবে।

মার্ক বলেছেন রোববার বিয়ের আসরটা বসবে। আমার পরিচিত একজন বিচারক আসবেন।

.

পরের দিন সকালবেলা কেলি এবং মার্ক সেলুনে এসে গেছেন।

কেলি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন- দেখো, যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হবে। সকলেই বৃষ্টির কথা বলছে। কিন্তু কেউ আমাদের কথা বলছে না।

মার্ক কেলির দিকে তাকিয়ে রহস্যপূর্ণ হাসি হাসলেন।

কেলি মার্কের মুখের অভিব্যাক্তি দেখে বললেন আমার কথা শুনে তুমি কি বুঝতে পারছ? কথাটা কি বাসি হয়ে গেছে? পুরোনো হয়ে গেছে?

মার্ক কোনো উত্তর দিলেন না।

.

জনা ছয়েক মডেল ড্রেসিং রুমে বসে আছেন। কেলি ঢুকলেন।

–আমি আজ একটা ঘোষণা করব, আমি আগামী রোববার বিয়ে করতে চলেছি। তোমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ জানানো হল।

হাততালির ঝড় বুঝি থামতে চাইছে না।

তোর বর কে? তার সঙ্গে আলাপ করাবি না? খিলখিলে হাসি এবং কলকলে কণ্ঠ।

–আমরা কি তাকে চিনি? তাকে দেখতে কেমন? রাজপুত্তুর।

কেলি গর্বিত কণ্ঠস্বরে বললেন- কমবয়সের গ্যারি এ্যান্টের মতো।

–আর, কখন তাকে আমরা দেখব?

–এই তো সে এখানে।

কেলি দরজাটা খুলে দিলেন- এসো ডার্লিং।

মার্ক ভেতরে ঢুকলেন। ঘরটা শান্ত হয়ে গেল। একজন মডেল মার্কের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন- তুই কি ঠাট্টা করছিস?

হয়তো তাই।

মার্ক হ্যারিস কেলির থেকে এক ফুট বেঁটে। সাধারণ চেহারার মানুষ। মাথার চুল ধূসর।

প্রথম বিস্ময়টা কেটে গেল। মডেলরা এবার হবু বর এবং বউকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে এল।

-খুব ভালো খবর।

খবরটা শুনে আমরা সবাই খুব আনন্দ পেয়েছি।

আশা করি তোরা ভালোভাবেই জীবন কাটাবি।

অভিনন্দনের পালা শেষ হয়ে গেল। কেলি এবং মার্ক বেরিয়ে গেলেন। যখন তারা, হল দিয়ে চলে যাচ্ছেন, মার্ক জানতে চাইলেন তোমার কি মনে হল ওঁরা আমাকে পছন্দ করেছে?

কেলির মুখে হাসি। নিশ্চয়ই করেছে। তোমাকে কেউ কী অপছন্দ করতে পারে?

–কিছু একটা হয়েছে।

কেলি বললেন– আঃ, কী হয়েছে? –এই মাত্র যে ফ্যাশান ম্যাগাজিনটা এসেছে, আমার ছবিটা প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে। মার্ক তুমি কি দেখবে? আমি এক্ষুনি আসছি।

কেলি মডেলদের ড্রেসিং রুমের দিকে ছুটে গেলেন। দরজায় পৌঁছে গেলেন। ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল কেলি কি সত্যি সত্যি ওই লোকটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে নাকি?

কেলি থমকে থেমে শোনবার চেষ্টা করলেন।

–কেলির বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

–আমি ওকে পৃথিবীর সবথেকে বড়োলোকদের সাথে ঘুরতে দেখেছি। সুন্দর সব যুবা পুরুষদের দল। এই বেঁটে লোকটার মধ্যে কেলি কী দেখতে পেল, কে জানে?

এতক্ষণ পর্যন্ত একটি মেয়ে চুপ করে বসেছিল। সে বলল ব্যাপারটা খুবই সহজ।

–কী?

–তোরা শুনলে হাসবি।

বলে যা।

–তোরা কী সেই শব্দগুচ্ছের কথা জানিস। প্রেমের চোখে সব কিছুই ভালো হয়ে ওঠে।

এই কথা শুনে কেউ কিন্তু হাসল না।

.

বিয়ের আসরটা বসেছিল প্যারিসের মিনিস্ট্রিয়াল জাস্টিসে। সব মডেলরা সেখানে গিয়েছিল। তারা নিত বোনের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। অনেক মানুষ মডেল কেলির বিয়ে দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। হলুদ সাংবাদিকদের দলও সেখানে হাজির ছিল।

স্যাম মিরোজ মার্কের সব থেকে কাজের মানুষ। স্যাম মিরোজ বললেন- তোমরা হনিমুনে কোথায় যাবে?

মার্ক এবং কেলি পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি।

মার্ক বললেন- ঠিক আছে, আমি এই কাগজগুলোর ওপর হাত দিচ্ছি, যেখানে আমার আঙুল ঠেকবে, আমাদের কিন্তু সেখানে যেতে হবে।

বাঃ, ভারী মজার খেলা তো! কেলি ভাবলেন।

সেন্ট মরটিজ।

কেলি চিৎকার করলেন- হ্যাঁ, সেন্ট মরটিজ।

এর আগে তাদের কেউ কখনও সেন্ট মরটিজে আসেননি। অসাধারণ দৃশ্যপট, রাজকীয় পর্বত এবং সবুজ-উপত্যকা, প্যালেস হোটেলটার অবস্থিতি ভারী সুন্দর জায়গায়। অনুচ্চ একটা টিলার ওপর। মার্ক এগিয়ে গেলেন। এবার বোধহয় মধুচন্দ্রিমা যাপনের সময় হয়েছে।

ম্যানেজারের মুখে হাসি শুভ সন্ধ্যা, মিস্টার এবং মিসেস হ্যারিস। হনিমুন স্যুট কিন্তু তৈরি আছে।

মার্ক হাসলেন আমরা কি পাশাপাশি দুটো শয্যা পেতে পারি?

ম্যানেজার অবাক হয়ে গেছেন। পাশাপাশি শয্যা? কেন?

–এটা আমার একান্ত অনুরোধ।

নিশ্চয়ই দেব।

ধন্যবাদ। মার্ক কেলির দিকে তাকালেন। এখানে অনেক কিছু দেখার আছে। তিনি পকেট থেকে একটা লিস্ট বের করলেন। আমরা মিউজিয়ামে যাব, পাথরের মূর্তি দেখব। আমরা ঝর্নার কাছে যাব। আরও কত কী!

.

মার্ক এবং কেলি তাদের স্যুটে এখন একা।

মার্ক বললেন– ডার্লিং, আমি এমন কোনো আচরণ করব না, যাতে তুমি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে পারো। আমরা সব গুজবকে বন্ধ করে দেব। আমরা জীবনের বাকি দিনগুলো এক সঙ্গে কাটাতে চলেছি। শারীরিক সম্পর্কের থেকে মানসিক বন্ধনকে আমি বেশি সম্মান দিয়ে থাকি। আশা করি, তুমি আমার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরেছ।

কেলি এগিয়ে এসে মার্ককে আদর করে বলেছিলেন- আমি জানি না, তুমি কী বলছ?

মার্কের মুখে হাসি তোমার কিছু বলার আছে?

.

নীচ থেকে তারা ডিনার খেয়ে এলেন। স্যুটে ফিরে এসেছেন। পাশাপাশি দুটো খাট পাতা হয়েছে।

–আমরা কিটস করব?

সূচিপত্র

কেলির মুখে হাসি না, যেটা তোমার ভালো লাগবে, তুমি সেই খাটে শুতে পারো।

কেলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। পনেরো মিনিট কেটে গেছে। মার্ক বিছানাতে বসে আছেন।

কেলি আস্তে আস্তে মার্কের দিকে এগিয়ে গেলেন। মার্কের বিছানার এক কোণে বসে বললেন- মার্ক, ব্যাপারটা কি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হবে।

-হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমি আর কোনো ভুল করব না। শুভ রাত্রি, আমার রূপসী তন্বীনববধূটি।

শুভরাত্রি।

কেলি তার বিছানাতে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলেন। অনেক কথাই তার মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটা, যে রাত তার জীবনের গতি-প্রকৃতিকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। কে যেন বলেছিল, চুপ, চুপ, এই ব্যাপারটা মাকে জানালে আমি তোমার জীবন দুর্বিসহ করে দেব। আমি ফিরে এসে তাকে মেরে ফেলব।

ওই দস্যটা কী করেছে? আমার সমস্ত জীবনে একটা কলঙ্ক। সে আমাকে মেরে ফেলেছে। আমি অন্ধকারকে ভয় পাই। পুরুষ দেখলে আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে। ভালোবাসাকে আমি ঘৃণা করি। সে আমাকে এভাবে নষ্ট করল কেন?

এখন সমস্ত আবেগ আর অভিমান কেলির মনে এসে জমা হয়েছে। অনেক বছর ধরে তিনি একভাবে নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। মনে হল, এখনই বোধহয় কোথাও বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। কেলি ঘুমন্ত মার্কের মুখের দিকে তাকালেন। হঠাৎ মনে একটা তীব্র আকাঙ্খা। ভালোবাসার আকুল অভিব্যক্তি। মার্ককে কাছে পেতে চাইলেন তিনি। তিনি এগিয়ে গেলেন, মার্ককে বললেন আমার কাছে এসো।

মার্ক উঠে বসেছেন, অবাক একী কেলি? এমন কেন করছ? তুমিই তো বলেছিলে তুমি তোমার শয্যায় কোনো পুরুষকে অনুমতি দেবে না। আমি তোমার ব্যবহারটা বুঝতে পারছি না।

কেলি শান্তভাবে বললেন কিন্তু আমি এমন কথা তো বলিনি যে, আমি তোমার পাশে শোবো না।

মার্কের মুখের অভিব্যক্তি পাল্টে যাচ্ছে। কেলি তার নাইট গাউনটা ছেড়ে ফেললেন। সেটা বিছানার তলায় পড়ে গেল।

কেলি চোখ বন্ধ করে বললেন– মার্ক, তুমি আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসো।

–ওঃ কেলি, আমি তো সেজন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।

মার্কের কণ্ঠস্বর শান্ত এবং ঠাণ্ডা ভীষণ শান্ত এবং ভীষণ ঠাণ্ডা। কেলির মনে হল, ফ্লাডগেট খুলে দেওয়া হয়েছে। অশান্ত উন্মত্ত জলরাশি এখন ছুটে আসবে। কেলি

পাগলের মতো ভালোবাসতে শুরু করলেন। এমন শুভ মুহূর্ত তার জীবনে এর আগে কখনও আসেনি।

একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন।

কেলি বললেন- তুমি আমাকে কী কী দেখাবে?

–আমি জানি।

কেলির মুখে হাসি কাগজটা ছিঁড়ে দাও।

মার্ক অবাক।

–আমি কী বোকা।

কেলি আবার বললেন–ভালোবাসার কত জিনিস দেখব আমরা। দেখতে দেখতে হনিমুন ফুরিয়ে যাবে। পাহাড় কিংবা ঝর্নার সাথে মিতালী পাতাবার সময় আর পাওয়া যাবে না।

শেষ পর্যন্ত তারা দুজনে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

মার্ক বললেন আমি কী আলো নিভিয়ে দেব?

কেলি চোখ খোলা রাখতে পারছেন না। মনে হচ্ছে, এই প্রহর যেন অনন্তকাল বজায় থাকে।

কেলি কোনো কথা বললেন না। মার্ক আলো নিভিয়ে দিলেন। কেলি চোখ খুললেন, হায় ঈশ্বর, কী আশ্চর্য, কেলি কিন্তু এখন আর অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছেন না!

.

-কেলি? কেলি?

হ্যাঁ, স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন। কেলি তাকালেন। তিনি ফিথ এভিনিউর একটা জুয়েলারি দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন। নিউইয়র্ক। জোসেফ বেরি একটা খাম তার হাতে তুলে দিয়েছেন।

কুড়ি হাজার ডলার, যেমন আপনি বলেছিলেন।

কেলি ভাবলেন। মুখে বললেন- ধন্যবাদ।

কেলি খামটা খুললেন, ঠিক মতো দেওয়া হয়েছে। তার থেকে দশ হাজার ডলার বের করে ডায়ানার হাতে তুলে দিলেন।

ডায়ানা তাকালেন, অবাক হয়ে গেছেন।

–এটা কী?

–এটা আপনার প্রাপ্য।

–কেন?

–আপনি আমাকে পরে ফেরত দেবেন। কেলি কঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন- আমরা এখন কী করব? আমরা এখান থেকে বেরোবার একটা পথ খুঁজব, তাই তো!

.

৩৪.

লেক্সিংটন এভিনিউ, ডায়ানা একটা ট্যাক্সি ডাকলেন।

–এখন আমরা কোথায় চলেছি?

লা গারডিয়া এয়ারপোর্টে।

কেলি অবাক হয়ে ডায়ানার দিকে তাকালেন- তুমি জানো না ওরা সব কটা এয়ারপোর্টের দিকে কড়া নজর রেখেছে?

–আমি জানি।

—তাহলে? এটা কি সঠিক পরিকল্পনা?

ডায়ানা কেলির হাতে হাত রেখে বললেন- দেখো না, আমি কী করি?

.

লা গারডিয়া– কেলি ডায়ানাকে অনুসরণ করছেন। তারা টারমিনালে ঢুকে পড়েছেন। ইউ এস এয়ারওয়েজের টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

এজেন্ট কাউন্টারের ওদিকে বসেছিলেন। তিনি বললেন- বলুন, কী করতে পারি?

ডায়ানা হেসে বললেন- আমরা লস এঞ্জেলসের টিকিট চাইছি।

কখন উড়তে চাইছেন?

পরবর্তী উড়ানে। আমাদের নাম ডায়ানা স্টিভেন্স এবং কেলি হ্যারিস।

কেলি অবাক হয়ে গেছেন।

টিকিট এজেন্ট বললেন- দুটো বেজে পনেরো মিনিটে ফ্লাইটটা উড়বে।

-ঠিক আছে। ডায়ানা ঘড়ির দিকে তাকালেন।

কেলি কোনো রকমে একটা দুর্বল হাসি হেসে বললেন- ঠিক আছে।

–আপনারা কি ক্যাশে দেবেন, নাকি ক্রেডিট কার্ডে?

ক্যাশ। ডায়ানা টাকাটা তুলে দিলেন।

তারা বেরিয়ে আসছেন। কেলি বললেন- তুমি তো কিংসলের হাতে সব খবর পৌঁছে দিলে। নিয়ন আলো জ্বেলে তাকে অভ্যর্থনা জানালে।

ডায়ানা বললেন- তুমি কেন অত চিন্তা করছ?

তাঁরা আমেরিকান এয়ারলাইন্স বুথের কাছে এগিয়ে এসেছেন, ডায়ানা আবার টিকিট এজেন্টের কাছে গিয়ে বললেন- আমরা মিয়ামি যাব, পরবর্তী ফ্লাইটে।

-ঠিক আছে, এজেন্ট সব কিছু দেখে বললেন, এই ফ্লাইটটা তিন ঘণ্টা পরে ছাড়বে।

–আমাদের নাম কেলি হ্যারিস এবং ডায়ানা স্টিভেন্স।

কেলি চোখ বন্ধ করলেন।

–ক্রেডিট কার্ড অথবা ক্যাশ?

ক্যাশ।

ডায়ানা টাকাটা তুলে দিলেন। টিকিটটা পেয়ে গেলেন।

কেলি বললেন- এইভাবে তুমি ওদের বোকা বানাতে পারবে? তুমি কী ওদের দশ বছরের বাচ্চা ছেলে ভেবেছ নাকি?

ডায়ানা এয়ারপোর্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। কেলি তাকে অনুসরণ করতে করতে বললেন– আমরা কোথায় যাব?

আমরা কোথাও যাব না।

না, তোমার এই ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

.

ট্যাক্সিগুলো এয়ারপোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন ভদ্রমহিলা টারমিনাল থেকে বেরিয়ে এলেন। একটা ট্যাক্সি লাইন থেকে বেরিয়ে এল। সেটা প্রবেশ পথের সামনে এসে দাঁড়াল। কেলি এবং ডায়ানা ট্যাক্সিতে গিয়ে বসলেন।

-কোথায় যাব, প্লিজ?

–কেনেডি এয়ারপোর্ট।

কেলি বললেন আমি জানি না, এভাবে ওদের বোকা বানানো যাবে কিনা? কিন্তু মনে হচ্ছে, অন্য কোনো অস্ত্র থাকলে ভালো হত।

আমি জানি না, কোথায় ওই ধরনের বন্দুক কিনতে পাওয়া যায়।

টাক্সিটা প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। ডায়ানা ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারের ফটো কার্ডটা দেখলেন। নাম লেখা আছে মারিও সিলভা।

–মিঃ সিলভা, আপনি কি মনে করেন কেনেডি এয়রেপোর্টে আমরা নিরাপদে পৌঁছোতে পারব?

আয়না দিয়ে ড্রাইভারের মুখ দেখা গেল। আপনারা ঠিক পথেই এগোচ্ছেন।

হঠাৎ তিনি অ্যাক্সিলেটররে চাপ দিলেন। ইউটার্ন নিলেন। অনেকটা ছুটে এসে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়লেন।

দুই ভদ্রমহিলা পেছনের আয়না দিয়ে তাকালেন-না, কোনো গাড়ি অনুসরণ করছে না।

মারিও সিলভার মুখ আনন্দে প্রসারিত- ঠিক আছে?

কেলি বললেন- হ্যাঁ, ঠিক আছে।

তিরিশ মিনিট ধরে মারিও সিলভা আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি চালাতে থাকলেন। না, কেউ অনুসরণ করছে না। শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিটা কেনেডি এয়ারপোর্টের মূল প্রবেশ পথে ঢুকে পড়ল।

–এখানে আমরা পৌঁছে গেছি, মারিও সিলভা যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গিতে বললেন।

ডায়ানা পার্স থেকে টাকা বের করে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বললেন- আপনার প্রাপ্যটাও এখানে আছে।

ড্রাইভার টাকাটা নিয়ে মুখে হাসি এনে বললেন- ঠিক আছে। উনি গাড়িতে বসে থাকলেন।

দুজন যাত্রী কেনেডি টারমিনালের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। যখন তারা চোখের বাইরে বেরিয়ে গেলেন, উনি সেলফোন বের করে বললেন- ট্যানার কিংসলে...।

.

ডেলটা এয়ার লাইন্সের কাউন্টার। টিকিট এজেন্ট বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন হ্যাঁ, দুটো টিকিট আছে। বিকেল ৫-৫৫ মি. ফ্লাইটটা ছাড়বে। আপনারা মাদ্রিদ যাবেন তো? নাকি বার্সিলোনা? মাদ্রিদে প্লেনটা এক ঘণ্টা থাকবে। বার্সিলোনাতে পৌঁছোবে ৯-২০ মিনিটে।

ডায়ানা বললেন ঠিক আছে। আপনারা কি নগদ দেবেন, নাকি ক্রেডিট কার্ড?

নগদ? ডায়ানা টাকাটা দিয়ে টিকিট নিলেন। তারপর কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন এসো, আমরা লাউঞ্জে অপেক্ষা করি।

.

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে, হ্যারি ফ্লিন্ট সেলফোনে ট্যানারের সঙ্গে কথা বলছেন।

একটা খবর পেলাম, তারা ডেলটা এয়ারলাইন্সে বার্সিলোনা যাচ্ছে। কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে ৫-৫৫ মিনিটে ছাড়বে। মাদ্রিদে প্লেনটা এক ঘণ্টা থাকবে। তারা ৯-২০ মিনিটে বার্সিলোনাতে পৌঁছে যাবে, সকালবেলা।

-ঠিক আছে, তুমি একটা কোম্পানির জেট নিয়ে বার্সিলোনাতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করো। আমি আশা করি, ওরা তোমার কাছ থেকে উষ্ণ স্বাগত সম্ভাষণ পাবে।

ট্যানার ফোনটা রেখে দিলেন। অ্যানড্রু ঘরে এসে ঢুকেছেন।

তিনি বললেন- এইতো সব কিছু লেখা আছে।

কী নিয়ে এসেছ?

অ্যানড্রু অবাক তুমি যে আমাকে এটা আনতে বললে?

–আমি এগুলো আনতে বলেছি? আমি তো তোমার ওই ফুলগুলোর কথা বলেছি।

অ্যানড্রুর মুখে হাসি– এটা আমি তোমার বিয়ের দিনে পরেছিলাম। আমি তোমার সবথেকে কাছের মানুষ হয়েছিলাম মনে আছে? বলতে পারো নিতবর।

ট্যানার রেগে গেছেন– আঃ, তোমার মাথায় কিছু ঢুকবে না কি? ঘটনাটা সাত বছর আগে ঘটেছিল। এখনও তুমি সেটা মনে রেখেছ? আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। বোকা গাধা কোথাকার।

অ্যানড্রু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কথা বলতে পারছেন না। কী ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করলেন।

বেরিয়ে যাও।

অ্যানড্রু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। না, ট্যানার ভাবছেন, পাগলটাকে অন্য কোথাও রেখে আসতে হবে।

.

বার্সিলোনার উড়ান খুব সুন্দর, মনে রাখার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি।

কেলি জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন। নিউইয়র্ক শহরটা দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস। শেষ পর্যন্ত আমরা ভয়ঙ্কর জগত থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম।

ডায়ানা মাথা নাড়লেন না, তারা নিশ্চয়ই আমাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। বলতে পারো, আপাতত সমস্যার সমাধান হয়েছে।

পার্স থেকে ডায়ানা একটা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট বের করে পড়তে থাকলেন। সোনঝা ভারব্রুগ, বার্লিন। তার মৃত্যু হয়েছে। তার স্বামীকে পাওয়া যায়নি। গ্যারি রেনল্ডস, ডেনভার, মার্ক এবং রিচার্ড।

কেলি প্রিন্ট আউটের দিকে তাকালেন তার মানে? আমরা প্যারিস, বার্লিন, ডেনভার সব জায়গায় যাব, শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কে ফিরে আসব।

–হ্যাঁ, আমরা সান সেবাসটিয়ানা দিয়ে ফরাসি সীমান্তে প্রবেশ করব।

.

কেলি প্যারিসে যাবার জন্য উদগ্রীব। স্যাম মিরোজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। না, অ্যাঞ্জেল নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

-তুমি আগে কখনও স্পেনে গেছে?

–মার্ক আমকে সেখানে একবার নিয়ে গিয়েছিল। অসাধারণ একটা জায়গা। কেলি এক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেলেন।

তুমি কি আমার সমস্যাটা বুঝতে পারছ? কীভাবে আমি চলব কিছুই বুঝতে পারছি না। মার্ককে ছাড়া বাঁচব কী করে? যখন আমরা ছোটো থাকি, তখন বুঝতে পারি, প্রহরটা কত সুন্দর, হঠাৎ সেই জগতটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। মার্ক এবং আমার মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, সেটা স্বর্গীয় মোড়কে ঢাকা।

তিনি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন- রিচার্ডের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ে।

ডায়ানা শান্তভাবে বললেন- হ্যাঁ। তারপর জানতে চাইলেন, মার্ক কেমন ছিলেন?

কেলির মুখে হাসি মার্কের মধ্যে একটা শিশুমন লুকিয়ে ছিল। আমার কেবলই মনে হত, ও বোধহয় বালকের মন আর প্রতিভাশালী মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছে।

তার মানে?

–ও যেভাবে পোশাক পরত, শুনলে তুমি হেসে উঠবে। যেদিন প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সেদিন একটা ঢলঢেলে ধূসর স্যুট পরেছিল। পায়ে ছিল বাদামী জুতো। সবুজ শার্ট আর টকটকে লাল টাই। বিয়ের পর আমি তাকে ঠিক মতো সাজতে শিখিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণের জন্য কেলি নিশ্চুপ, তারপর আবার ভাঙা গলায় বলতে শুরু করলেন মার্ককে ফিরে পাবার জন্য আমি জীবনের সবকিছু দিতে রাজী আছি। আমি চাই, আবার মার্ক যেন সেই ঢলঢলে সুট, বাদামী জুতো, সবুজ শার্ট আর টকটকে লাল টাই পরে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কেলির চোখ দুটো জলে পরিপূর্ণ।

...মার্ক যখন তখন আমার জন্য উপহার নিয়ে আসত। কিন্তু সে আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছিল, কীভাবে ভালোবাসতে হয়। ভালোবাসা শব্দটার মধ্যে যে একটা আলাদা মানে আছে, মার্কের সঙ্গে দেখা না হলে আমি সেই মানেটা জানতে পারতাম না।

রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে কেলি প্রশ্ন করলেন এবার রিচার্ড সম্বন্ধে কিছু বলবে কি?

ডায়ানার মুখে হাসি রিচার্ড ছিল এক রোমান্টিক পুরুষ। যখন আমরা রাতে শুতে যেতাম, রিচার্ড বলত, আমার গোপন বোতামটা টিপে দাও। আমি হাসতাম। এই হাসির একটা আলাদা অর্থ ছিল।

কেলির দিকে তাকিয়ে ডায়ানা বললেন– রিচার্ডের গোপন বোম ছিল টেলিফোনের ওপর বিরক্ত করো না– এই চাবিটা টিপে দেওয়া।

...রিচার্ড বলেছিল, আমরা একদিন একটা দুর্গের ভেতর সারাদিন একা থাকব। ফোনটাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে।

পুরোনো দিনের কোনো কথা ডায়ানার মনে পড়ে গেছে। তিনি হঠাৎ বালিকার মতো হেসে উঠলেন। তারপর বললেন– রিচার্ড, এক নামকরা বিজ্ঞানী ছিল, সে বাড়ির জিনিসপত্র নিজেই সারাতে পারত। ইলেকট্রিকের কাজে ছিল খুবই দক্ষ। রিচার্ড যেসব জিনিস সারাত, সেগুলো ঠিক করার জন্য আবার ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকতে হত। এই ব্যাপারটা আমি কিন্তু কখনও তাকে বলিনি।

মধ্যরাত পর্যন্ত তারা এভাবেই কথা বলেছিলেন।

ডায়ানার প্রথম মনে হল, স্বামীর সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। তাদের দুজনের মধ্যে একটা অদৃশ্য পাঁচিল ছিল, কে যেন সেই পাঁচিলটা ভেঙে দিয়েছে।

কেলি বললেন- এবার একটু ঘুমোতে হবে। কাল সারা দিনটা উত্তেজনার মধ্যে কাটবে।

বেচারী কেলি জানেন না, তার এই উত্তেজনার আসল অর্থ কী?

হ্যারি ক্লিন্ট বার্সিলোনা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছে। সে গ্লাস উইন্ডোর দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মধ্যে রানওয়ের দিকে তাকাচ্ছে। একটা মস্ত বড়ো তালিকাতে আগমন এবং নির্গমন সংকেত ফুটে উঠছে। নিউইয়র্ক থেকে যে প্লেনটা আসছে, সেটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছোবে। তিরিশ মিনিট সময় আছে। সব কিছুই, পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে চলেছে। ফ্লিন বসল এবং অপেক্ষা করতে থাকল।

আধঘণ্টা বাদে নিউইয়র্কের প্লেনটার আগমন বার্তা ধ্বনিত হল। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে যাত্রীরা নেমে আসছে। হৈ হুল্লোড়বাজ পর্যটকদের দল। ট্রাভেলিং সেলসম্যান। শিশুদের মুখে আনন্দ। নব বিবাহিত দম্পতি এসেছে মধুচন্দ্রিমা যাপনে। ফ্লিন্ট সবার দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, সে ভাবল, আমি নির্গমন পথের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। এখানে শুধু পর্যাটকদের ভিড়। হু-হু করে তারা আসছে। কেউ কেউ কিছুক্ষণ দাঁড়াচ্ছে। ডায়ানা আর কেলি কোথায়? ফ্লিন্ট আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল। তারপর বোর্ডিং গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

-স্যার, আপনি এখান দিয়ে বেরোতে পারবেন না।

ফ্লিন্ট অবাক হল– আমি ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনফরমেশনের কাছে একটা খবর দেব। এই প্লেনের ল্যাবোরেটরিতে একটা প্যাকেট পাওয়া গেছে। সেটাকে পরীক্ষা করতে হবে এখনই।

ফ্লিন্ট টারম্যাকের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। যখন সে প্লেনের কাছে পৌঁছে গেল, ক্রু তখন প্লেনটা ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট জিজ্ঞাসা করল– কী হয়েছে?

–পরীক্ষা করতে হবে। ফ্লিন্ট জবাব দিল।

ফ্লিন্ট প্লেনের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করল। ঢুকেও পড়ল। না, কোনো প্যাসেঞ্জারকে দেখা যাচ্ছে না।

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট জানতে চাইলেন- কোনো সমস্যা?

একটা উড়ো ফোন এসেছে, এই প্লেনে নাকি বোমা আছে।

ভদ্রমহিলা ফ্রিন্টের দিকে তাকালেন। ফ্লিন্ট কেবিনের দিকে চলে গেল। রেস্টরুমের দরজাগুলো খুলে দিল- না, সবকিছু একে বারে ফাঁকা।

এই ভদ্রমহিলাকে আর কোথাও দেখা গেল না।

.

–মিঃ কিংসলে, ওরা কিন্তু এই প্লেনে আসেনি।

ট্যানারের কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত নিরাপত্তাহীনতা– ফ্লিন্ট, তুমি প্লেনের সবকিছু দেখেছ?

-ইয়েস, স্যার।

তার মানে, কী আশ্চর্য? যখন প্লেনটা ছাড়ল, তখন ওরা ওখানেই ছিল, তাই তো?

–হ্যাঁ, স্যার।

–তাহলে? ওরা কি আটলান্টিক সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল? প্যারাশুট নিয়ে? নাকি মাদ্রিদে নেমে গেছে? তোমার কী মনে হয়?

–আমি কিন্তুই বলতে পারছি না, মিঃ কিংসলে। আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

–তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তার মানে ওরা মাদ্রিদে নেমে গেছে। সান সেবাসটিয়ানা দিয়ে ফ্রান্সে ঢোকার চেষ্টা করবে।

এক মুহূর্তের নীরবতা– তোমাকে আমি চারটে বিকল্প পথের সন্ধান দিচ্ছি। ওরা বিভিন্ন ফ্লাইট ধরে বার্সিলোনাতে আসতে পারে। ট্রেনে আসতে পারে, বাস কিংবা গাড়িতে। ট্যানার কী যেন চিন্তা করে আবার বললেন- না, ওরা বাসেই যাবার চেষ্টা করবে। প্লেন কিংবা ট্রেনে হয়তো যাবে না। বুদ্ধি আমাকে বলছে, ওরা সান সেবাসটিয়ানা সীমান্তে যাবে। সেখান থেকে ফরাসি দেশে প্রবেশ করবে।

যদি...

–না, আমাকে বাধা দিও না মিঃ ফ্লিন্ট, মাদ্রিদ থেকে সান সেবাসটিয়ানাতে যেতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে। তুমি এখনই মাদ্রিদে উড়ে যাও। সব কটা রেন্টাল কারের অফিসে যাও। দেখো, কী ধরনের গাড়ি ওরা ভাড়া করেছে। গাড়ির রং কী? কোন সালে তৈরি? সবকিছু।

-ইয়েস, স্যার।

-বার্সিলোনাতে ফিরে এসো। একটা গাড়ি ভাড়া করো। বড়ো একটা গাড়ি। সান সেবাসটিয়ানার হাইওয়েতে অপেক্ষা করো। ওদের কিছুতেই সীমান্ত পার হতে দিও না। ঠিক আছে?

–হ্যাঁ, স্যার।

-মনে রেখো, ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটাতে হবে, মনে হবে এটা বুঝি নেহাতই একটা দুর্ঘটনা।

.

৩৫.

ডায়ানা এবং কেলি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। মাদ্রিদ এয়ারপোর্ট। তাঁরা হারটজ থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করলেন। এ্যাভিস। এবার তারা অ্যালেসাকে নিলেন। অন্য একটা রেন্টাল এজেন্সি থেকে।

কীভাবে সান সেবাসটিয়ানাতে যাওয়া যেতে পারে? ডায়ানা প্রশ্ন করেছিলেন।

-এটা খুবই সহজ সিনোরা, এক নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। সাড়ে চার ঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে।

কেলি এবং ডায়ানা তখন গাড়িতে চড়ে বসেছেন।

.

কে আই জি-র প্রাইভেট জেট মাদ্রিদে এসে পৌঁছে গেছে। এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল হ্যারি ফ্লিন্ট একটা রেন্টাল কারবুথ থেকে আর একটার দিকে ছুটোছুটি করছে।

–আমাকে আমার বোন এবং তার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার গার্লফ্রেন্ড অসাধারণ রূপবতী। আফ্রিকান আমেরিকান। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করবই। তারা ডেলটা এয়ার লাইন্সে নিউইয়র্ক থেকে এসেছে। তারা কি এখানে কোনো গাড়ি ভাড়া করেছে?

না, সিনর।

না, সিনর।

শেষ পর্যন্ত অ্যালেসা বুথে ফ্লিন্ট তার হারানো ভাগ্য খুঁজে পেল।

-হা, সিনর। আমি স্পষ্ট মনে করছি, তারা...

–তারা কী গাড়ি ভাড়া করেছিল?

–এটা হল একটা ফেবর।

রংটা কী?

লাল, আমাদের এখানে একটাই লাল গাড়ি আছে।

নাম্বার দিতে পারবেন? লাইসেন্স প্লেট নাম্বার?

–অবশ্যই, এখনই দিচ্ছি।

ফ্লিন্ট দেখল, ক্লার্ক একটা বই বের করে কী যেন দেখল। সে ফ্লিন্টের হাতে নাম্বারটা তুলে দিল।

–আশা করি এতেই হবে।

-হ্যাঁ।

দশ মিনিট কেটে গেছে। ফ্লিন্ট বার্সিলোনাতে উড়ে গেল। তাকে এখন একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে। ওই লাল ফেবরটার দিকে নজর রাখতে হবে। রাস্তার এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যেখানে ট্রাফিকের ভিড় নেই। তারপর? তারপর আর কী? ছোট্ট একটা অ্যাকসিডেন্ট। এতে তার বাঁ হাতের খেলা।

.

ডায়ানা এবং কেলি এখন সান সেবাসটিয়ান সীমান্ত থেকে তিরিশ মিনিট দূরত্বে অবস্থান করছে। ভারী সুন্দর নীরবতার মধ্যে দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। হাইওয়েতে বিশেষ মানুষের ভিড় নেই। গাড়ির সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। সময়টা ভালোই যাচ্ছে বলতে হবে। দুপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি অসাধারণ। ফলে ফুলে ঢাকা পরিবেশ। ফসল পেকেছে, ফলের সুবাস ভেসে আসছে। আহা, কত কী। কমলালেবুর গন্ধ। কিছু দূরে পুরোনো বাড়ি চোখে পড়ছে। বাড়ির চারধারে ছোটো ছোটো বাগান। কিছুক্ষণ বাদে তারা দুর গজের মধ্যে একটা মধ্যযুগীয় শহর ছাড়িয়ে গেল। এখানকার অসাধারণ দৃশ্যবলি মনকে অধীর করে দেয়। পিরানিজ পাহাড় চূড়া দূর থেকে দেখা যাচ্ছে।

ডায়ানা বললেন আমরা প্রায় এসে গেছি।

উনি সামনের দিকে তাকালেন। দুশো ফুট দূরে একটা জ্বলন্ত গাড়ি। কিছু মানুষের ভিড়। হাইওয়েটা বন্ধ হয়ে গেছে। ইউনিফর্ম পরা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

কী হয়েছে? ডায়ানা অসহিষ্ণু।

আমরা বাকসের দেশে ঢুকে পড়েছি। এখানে একটা গৃহযুদ্ধ চলছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে বাকসরা স্পেনীয় সরকারের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

সবুজ ইউনিফর্ম পরা একজন মানুষ সামনে এগিয়ে এল। তার পায়ে কালো জুতো, হাইওয়েতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

কেলি নিঃশ্বাস চেপে বলল- এটা তো ই টি এ। আমরা থামব না। যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে ভাগ্যে কী লেখা আছে কে জানে।

অফিসার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি ক্যাপ্টেন ইয়াদি। আপনারা কি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবেন?

ডায়ানা তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন– আপনাকে সাহায্য করতে পারলে ভালোই হত। কিন্তু আমরা এখন আমাদের নিজস্ব যুদ্ধের জন্য খুবই ব্যস্ত।

তিনি পা দিয়ে অ্যাকসিলেটরে চাপ দিলেন। খুব তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত গাড়ির পাশ দিয়ে সেই গাড়িটা বেরিয়ে গেল। আরও আরও বেশি গতিসম্পন্ন হয়ে উঠল। জনগণ আর্তনাদ করে উঠেছে। ডায়ানা সেদিকে তাকাবার মতো সময় দিতে পারেননি।

কেলি চোখ বন্ধ করেছেন। কিছু কি আঘাত করেছে আমাদের?

না, আমরা এগিয়ে চলেছি।

তিনি চোখ খুললেন। তিনি জানলা দিয়ে দেখলেন একটা কালো রঙের সিটোনে তাড়া করে আসছে।

–গরজিলা, কেলি চোখ বন্ধ করলেন, ও আমাদের অনুসরণ করছে।

কী? সে কী করে এত তাড়াতাড়ি আসবে? ডায়ানা অ্যাকসিলেটরে চাপ দিলেন।

সিটোরেনটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। ডায়ানা স্পিডোমিটারের দিকে তাকালেন। ডায়াল ক্রমশ উঠে যাচ্ছে, ঘণ্টায় ১৭৫ কিলোমিটার।

তার মানে? আর একটাকেও লেখা আছে ১১০ কিলোমিটার। প্রতি ঘন্টায়।

কেলি খুবই চিন্তিত। কেলি বললেন– মনে হচ্ছে, তুমি ইন্ডিয়ানা পুলিশ রেসট্রারে গাড়ি চালাচ্ছো।

এক মাইল দূরে ডায়ানা দেখতে পেলেন, কাস্টমস চেক আউট অফিসটা। স্পেন এবং ফ্রান্সের সীমান্তের মধ্যে।

ডায়ানা বললেন আমাকে আঘাত করো।

কেলি হেসে উঠেছেন– না, আমি শুধু তোমার সাথে লাগতে চেয়েছিলাম।

–আমাকে আঘাত করো। ডায়ানার কণ্ঠস্বরের ভেতর কী একটা কর্তৃত্ব।

সিটোরেনটা আরও কাছে এগিয়ে গেছে।

কী, হচ্ছে কী? এক্ষুনি এটা করতে হবে।

কেলি ডায়ানার মুখে একটা চড় কষিয়ে দিলেন।

না, আরও বেশি আঘাত।

এখন এখানে মাত্র দুটো গাড়ি। তারপরেই সিটোরেন।

তাড়াতাড়ি, ডায়ানা চিৎকার করছেন।

কেলি ডায়ানাকে এলোপাথাড়ি মারতে থাকলেন।

–জোরে, আরও জোরে।

কেলি আরও জোরে আঘাত করতে থাকলেন তার হাতে যে হিরের আংটিটা ছিল, সেটা দিয়ে ডায়নার মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন, হু-হু করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে আছেন, অবাক হয়ে গেছেন।

–ডায়ানা, আমি এভাবে মারতে চাইনি। কিন্তু এটা হয়ে গেছে।

তারা কাস্টমস চেক আউটের কাছে পৌঁছে গেছেন। ডায়ানা এক মুহূর্তের জন্য থামলেন।

বর্ডার গার্ড এগিয়ে এসে প্রশ্ন করছেন– শুভ সন্ধ্যা, ভদ্রমহিলারা, আপনারা কোথায় যাবেন?

ডায়ানা কোনোরকমে মাথা তুলে তাকালেন, যাতে ওই গার্ড রক্ত দেখতে পান।

উনি অবাক হয়ে গেছেন সিনোরা, কী হয়েছে?

ডায়ানা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বললেন আমার প্রাক্তন স্বামী, সে আমাকে মারতে ভালোবাসে। আমি তার বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করেছি। কিন্তু কিছুতেই তাকে থামাতে পারছি না। সে আমাদের দিকে উন্মাদের মতো ছুটে আসছে। ওই দেখুন, সে এসে পড়ল প্রায়। আমি জানি না কীভাবে আপনার কাছে সাহায্য চাইব। কেউ কি তাকে বাধা দিতে পারবে?

প্রহরী তাকিয়ে দেখলেন- হ্যাঁ, একটির পর একটি গাড়ি আসছে। তার মুখ কেমন যেন হয়ে গেছে। তিনি বললেন কোন গাড়িতে উনি আছেন?

–ওই কালো সিটোরেন। দেখুন ওইখানে। সে হয়তো আমাকে মেরেই ফেলবে।

হা, সত্যি? প্রহরী চিৎকার করছেন। আপনারা এগিয়ে যান। আমি ওনাকে বেরোতে দেব না।

ডায়ানা তাকালেন কান্না কান্না চোখে এবং বললেন, অনেক-অনেক ধন্যবাদ।

একটু বাদে তারা শান্তভাবেই সীমান্ত পার হয়ে গেলেন। এখন ফ্রান্সে পৌঁছে গেছেন।

ডায়ানা?

বলো।

কেলি ডায়ানার হাতে হাত রেখে বললেন আমার ব্যাপারটা ভাবতেই খারাপ লাগছে। তিনি ডায়ানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ডায়ানা হেসে বললেন- শেষ পর্যন্ত আমরা বোধহয় গরজিলার কাছ থেকে বেঁচে এসেছি। তিনি বললেন, কেলির দিকে তাকিয়ে তুমি কাঁদছ কেন?

কেলি বললেন- না, আমি কাঁদছি না। এটা বোধহয় ওই মাসকারা, আমার চোখ কেমন হয়ে গেছে। তুমি তো আর কখনও সুন্দর মুখ ফেরত পাবে না। কী, পাবে কি?

কেলি ডায়ানার মুখে একটা টিস্যুপেপার দেবার চেষ্টা করলেন।

ডায়ানা বললেন– না, এখন নয়, পরে দেখা যাবে।

.

হ্যারি ফ্লিন্ট বর্ডার চেক পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। পেট্রল গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, গাড়িটা ওখানে রেখে দিয়ে এগিয়ে আসুন।

–আমার এত সময় নেই, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

–আমি বলছি, গাড়িটা রেখে এগিয়ে আসুন।

ফ্লিন্ট তাকাল- কী হয়েছে? কোনো সমস্যা?

–আমার হাতে একটা খবর এসেছে, এই গাড়ির লাইসেন্স নাম্বারটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এখানে চোরাই ড্রাগস আছে। আমরা গাড়িটাকে আলাদা করে রাখব।

ফ্লিন্ট তাকিয়ে আছে অসহায় হয়ে আপনি কী পাগল হয়ে গেছেন? আমি বলেছি না, আমার তাড়াতাড়ি আছে। আমি চোরাই চালান সম্পর্কে কিছুই জানি না।

ফ্লিন্ট গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এবং হাসল– এই দেখুন, সে তার পকেট থেকে একটা একশো ডলারের বিল বের করল। এই তো, আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি, এবার ব্যাপারটা ভুলে যান।

বর্ডার গার্ড চিৎকার করে ডাকল জো?

ইউনিফর্ম পরা ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এসেছেন। বর্ডার গার্ড ওই একশো ডলারের টাকাটা তার হাতে দিয়ে বলল, দেখুন, আমাকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টকে বললেন- গাড়ি থেকে নেমে আসুন। আপনাকে ঘুষ দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল।

-না, আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন না। আমি একটা...

ফ্লিন্ট কথা হারিয়ে ফেলেছে।

–আবার আর একটা অপরাধ আপনি করলেন। আমাদের আদেশ অমান্য করছেন।

ফ্লিন্ট হাইওয়ের দিকে তাকাল। নিঃশ্বাস নিল। না, ওই গাড়িটা চোখের বাইরে চলে গেছে।

ফ্লিন্ট বলল- আমি কী একটা ফোন করতে পারি?

.

ডায়ানা এবং কেলি ফরাসি দেশে পৌঁছে গেছেন। আহা, অসাধারণ দৃশ্যপট। যতদূর চোখে পড়ছে, সমতল ভূমি, তারপর পার্বত্য উঁচু টিলা। দূর দিগন্তে পিরানিজ পাহাড় চূড়া।

ডায়ানা বললেন তুমি বলেছ, ফরাসি দেশে তোমার এক বন্ধু আছে।

–হ্যাঁ, স্যাম মিরাজ। উনি মার্কের সঙ্গে কাজ করতেন। উনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।

কেলি পার্সটা খুললেন। নতুন সেলফোনের নাম্বারটা বের করলেন। প্যারিসের একটা নাম্বারে ফোন করলেন।

একজন অপারেটর বললেন- কে আই জি।

–আমি কি স্যাম মিরোজের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

একটু বাদে কেলি শুনতে পেলেন– হ্যালো?

স্যাম, আমি কেলি। আমি প্যারিসের দিকে আসছি।

–হায় ঈশ্বর, আমি তোমার জন্য কত ভাবছি, তুমি ভালো আছে তো?

কেলি একটু চিন্তা করে বললেন- এখনও পর্যন্ত।

–এটা একটা দুঃস্বপ্ন, স্যাম মিরোজ বললেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমিও না, কেলি ভাবলেন স্যাম, তোমাকে কিছু কথা বলব। আমার মনে হচ্ছে মার্ককে হত্যা করা হয়েছে।

স্যাম মিরোজের উত্তরটা তীক্ষ্ণ বাতাসের মতো হা, সেটা আমারও ধারণা।

কেলি কথা বলতে পারছেন না আমি জানি কী করে ঘটনাটা ঘটেছে– তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

আমার মনে হচ্ছে, এটা ফোনে আলোচনা করা উচিত নয়।

এবার ভদ্রলোক তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করলেন।

–আমি বুঝতে পারছি।

–আজ রাতে আমরা কথা বলব। তুমি কি আমার ঘরে আসবে?

–ঠিক আছে, আমি সাতটার সময় আসছি।

–আমি থাকব।

কেলি কথা বলা শেষ করে বললেন- আজ রাতে আমি একটা উত্তর পাব।

যখন তুমি এটাতে ব্যস্ত থাকবে, আমি বার্লিনে তখন ফিরে যাব। ফ্রানজ ভারব্রুগের সাথে যারা কাজ করতেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

কেলি কোনো কথা বলছেন না।

ডায়ানা তার দিকে তাকিয়ে বললেন– কী হল?

-না, আমরা দুজনে এতদিন ছিলাম, আমি আলাদা হতে চাইছি না। আমি চাইছি, তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

ডায়ানার মুখে হাসি কেলি, আমরা তো আলাদা হচ্ছি না। তুমি যখন স্যাম মিরোজের সঙ্গে কথা বলবে, তুমি আমাকে ডাকতে পারো। আমরা বার্লিনে যোগাযোগ করতে পারি। এর মধ্যে কিছু খবর সংগ্রহ করতে হবে। সময় সংক্ষিপ্ত। আমাদের দুজনের হাতে সেলফোন আছে। আমরা সবসময় কথা বলতে পারব। আজ রাতে তুমি কী খবর পেলে তা জানতে আমি উদগ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করে থাকব।

অবশেষে তাঁরা প্যারিসে এসে পৌঁছোলেন।

গাড়ির আয়না পথে ডায়ানা তাকিয়ে থাকলেন। না, সিটোরেন গাড়িটাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত লোকটাকে হারাতে পেরেছি।

এবার আমরা কোথায় যাব? কেলি জানলা দিয়ে তাকালেন। তারা কনকর্ডের কাছে পৌঁছে গেছেন।

–ডায়ানা, তুমি গাড়িটা তোমার মতো চালিয়ে নিয়ে যাও। আমি একটা ট্যাক্সি নিচ্ছি।

–ঠিক আছে, বন্ধু।

–হ্যাঁ, বন্ধু।

ভালো থাকবে।

–থাকার চেষ্টা করব।

.

দু-মিনিট কেটে গেছে। কেলি একটা ট্যাক্সিতে উঠেছেন। তিনি তার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চলেছেন। আবার বাড়ি, ভাবতে পারছেন না। কিছুক্ষণ বাদে তিনি স্যাম মিরোজের অ্যাপার্টমেন্টে যাবেন, ডিনারের আসরে।

ট্যাক্সিটা কেলির অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে থেমে গেল। আঃ, নিরাপত্তা। অবশেষে বাড়ি। দারোয়ান এসে দরজাটা খুলে দিল।

কেলি তাকালেন– আমি ফিরে এসেছি মারটিন...থেমে গেলেন। এই লোকটাকে তো আগে কখনও দেখা যায়নি।

–শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম।

শুভ সন্ধ্যা, মারটিন কোথায়?

মারটিন অনেক দিন আগে কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

কেলি বললেন- আমি দুঃখিত।

–আমি আমার পরিচয় দিই। আমার নাম জেরোমে মালো।

কেলি মাথা নাড়লেন।

কেলি লবির দিকে হেঁটে গেলেন। লম্বা রোগা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। রিসেপশন ডেস্কে নিকোলো পারাডিসের পাশে।

ওই ভদ্রলোক হেসে বললেন।

শুভ সন্ধ্যা, মাদাম হ্যারিস। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি আলফানজো, আপনার সাহায্যকারী।

কেলি ঢোক গিলে জানতে চাইলেন- ফিলিপ্পে সেনড্রে কোথায়?

–ফিলিপ্পে তার পরিবার নিয়ে স্পেনের কোথাও চলে গেছেন। কোনো ব্যবসায়িক কাজে আমার মনে হচ্ছে।

কেলির মনে হল, সব ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে।

মরিয়া হয়ে কেলি জানতে চাইলেন– ওর মেয়ে?

-সেও ওদের সঙ্গে গেছে।

তা কখনও তো হতে পারে না, কেলি ভাবলেন, কথায় কথায় একবার ফিলিপ্পে বলেছিলেন, আমি কি বলেছি আমার মেয়ে সরবোনে যাবে? শেষ পর্যন্ত স্বপ্নটা সফল হয়েছে।

কেলি তার কণ্ঠস্বর শান্ত এবং স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললেন– ওঁরা কখন চলে গেছেন?

কদিন আগে, চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, আমরা আপনাকে সব রকম সাহায্য করব। আপনি অ্যাপার্টমেন্টে যেতে পারেন।

নিকোলো পারাডিস ডেস্কে বসে আছেন, তাকালেন, বাড়িতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু চোখের ভাষা অন্য কিছু বলছে।

অ্যাঞ্জেল কোথায়?

–আপনার সেই ছোট্ট কুকুরছানা? ফিলিপ্পে তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

এই কথা শুনে কেলি আর থাকতে পারলেন না। মনের ভেতর আতঙ্কের পরিবেশ। হ্যাঁ, বিভীষিকার গন্ধ বাতাসে ভাসছে।

–আমরা কি এখন যাব ম্যাডাম? অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে যান, সেখানে আপনার জন্য দারুণ কিছু অপেক্ষা করছে।

কেলির মন এবার ছুটে চলেছে- হ্যাঁ, আমি আসছি, একটা জিনিস আনতে ভুলে গেছি।

আলফানজো কিছু বলার আগেই কেলি এক দৌড়ে রাস্তায় পৌঁছে গেছেন।

জেরোমে মালো এবং আলফানজো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। না, কেলিকে বোধহয় থামাল গেল না। কেলি একটা ট্যাক্সির মধ্যে উঠে পড়লেন।

হায় ঈশ্বর, ফিলিপ্পে এবং তার পরিবারের কী হল? অ্যাঞ্জেল কোথায় গেল? কেলি ভাবতে থাকলেন।

-কোথায় যাব মাদমোজায়েল?

–শুধু গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যান।

এইসব রহস্যের আড়ালে কী আছে, সেটা আমাকে বার করতেই হবে। কেলি মনে মনে ভাবলেন।

.

স্যাম মিরোজ তার অ্যাপার্টমেন্টে বসে আছেন। এইমাত্র একটা টেলিফোনে তিনি কথা বলা শেষ করলেন।

–হ্যাঁ, আমি জানি ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এখানে ডিনার খেতে আসবে।...হ্যাঁ, আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। মৃতদেহটা সাবধানে সরিয়ে দেব, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। ...মিঃ কিংসলে, আপনার সাহায্য এবং সহযোগিতার কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না।

স্যাম মিরোজ টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। কাটা একটু একটু করে ইঙ্গিত প্রহরের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাতের অতিথি যে কোনো সময় এসে পড়বে।

.

৩৬.

ডায়ানা বার্লিনের এয়ারপোর্টে এসে নামলেন। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ড্রাইভার হেসে বলল- কোথায় যাব?

–আপনি ইংরাজি বলতে পারেন?

ফয়লান, অবশ্যই পারি।

–আমি কেমপিনোসটি হোটেলে যাব।

.

পঁচিশ মিনিট বাদে ডায়ানা হোটেলে পৌঁছে গেছেন।

–আমি একটা গাড়ি নেব, ড্রাইভার চাই।

ক্লার্ক প্রশ্ন করল- ফয়লান, আমি ব্যবস্থা করছি। আপনার লাগেজ কোথায়?

লাগেজ আসছে।

.

গাড়িটা এসে গেছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল- ফয়লান, কোথায় যাব?

ডায়ানা মাথা নেড়ে জবাব দিলেন- বার্লিন শহরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াব।

ঠিকই বলেছেন, এখানে দেখার অনেক জিনিস আছে।

.

বার্লিন সত্যি এক চমৎকার শহর। ডায়ানা শুনেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই শহরটাকে বোমায় বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়েছে। তারপর এই শহরটা আবার নতুনভাবে নিজেকে সাজিয়েছে। রাস্তার দুপাশে আকাশছোঁয়া বাড়ি। বাতাসে সফলতার গন্ধ।

রাস্তার নামগুলো বড়ো খটমটে। পড়তে গেলে দাঁত ভেঙে যাবে বুঝি।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। ড্রাইভার প্রাচীন ইতিহাস বলে চলেছেন অনর্গল। ডায়ানা কোন কিছুই শুনছেন না। তার মনে এখন একটাই চিন্তা, কী করে ফ্রানজ ভারব্রুগ সম্পর্কে আরও খবর জানা যায়। ফ্রানজ ভারব্রুগ যেখানে কাজ করতেন, সেখানে গেলে কেমন হয়? ইন্টারনেট অনুসারে বলা হয়েছে, ফ্রানজ ভারব্রুগের স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। ফ্রানজ তখন থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

ডায়ানা ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন- এখানে কোনো কম্পিউটার কাফে আছে?

–অবশ্যই আছে ফয়লান,

–আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে প্লিজ?

–হ্যাঁ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রিয় কাফে। সেখানে গেলে আপনি সব খবর পাবেন।

ডায়ানা ভাবলেন, হয়তো আমি পাব।

.

সাইবার লিন কাফে, খুব একটা বড়ো নয়। ম্যানহাট্টানে তার আর একটা ব্রাঞ্চ আছে। সেটা খুবই বড়ো। কাফেতে অনেক মানুষের ভিড়।

ডায়ানা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। এক ভদ্রমহিলা ডেস্কের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন– দশ মিনিটের মধ্যে আমি একটা কম্পিউটার ছাড়তে পারব।

–আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

–আমিই ম্যানেজার।

–ঠিক আছে।

বলুন কী জানতে চাইছেন?

–আমি সোনঝা ভারব্রুগ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করব।

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন- সোনঝা ভারব্রুগ তো এখানে নেই।

–আমি জানি, ডায়ানা বললেন, উনি মারা গেছেন। আমি জানতে চাইছি, কীভাবে উনি মারা গেছেন।

ভদ্রমহিলা ডায়ানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন– এটা একটা দুর্ঘটনা। পুলিশ ওনার কম্পিউটারটা বাজেয়াপ্ত করেছিল। তারা পেয়েছিল..

ভদ্রমহিলার মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যাক্তি। উনি বললেন- যদি আপনি এখানে একটুখানি দাঁড়ান, তাহলে আমি আর একজনকে ডেকে আনব, যে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি এক্ষুনি আসছি।

ডায়ানা দেখতে পেলেন, ভদ্রমহিলা অত্যন্ত দ্রুত পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডায়ানা বুঝতে পারলেন, বাতাসে কেমন একটা বারুদের গন্ধ। ভদ্রমহিলা যখন চোখের বাইরে বেরিয়ে গেলেন, ডায়ানা বাইরে চলে এলেন। না, একজনের সাহায্য নিতেই হবে। কার সঙ্গে কথা বলব? ফ্রানজ ভারব্রুগের সেক্রেটারি?

পাশেই একটা টেলিফোন বুথ। ডায়ানা কে আই জি-র নাম্বারে ফোন করলেন।

-কে আই জি বার্লিন।

ডায়ানা বললেন আমি কি ফ্রানজ ভারব্রুগের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে পারি?

-কে বলছেন?

–আমি সুসান বলছি।

–একটু অপেক্ষা করুন ম্যাডাম।

ট্যানারের অফিসের নীল আলোটা জ্বলে উঠেছে। ট্যানার তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। ডায়ানা স্টিভেন্স কথা বলছে, দেখা যাক, ওকে আমরা সাহায্য করতে পারি কিনা।

উনি স্পিকার ফোনটা চালিয়ে দিলেন।

কে আই জি অপারেটরের কণ্ঠস্বর সেক্রেটারি এখন এখানে নেই। আপনি কি তাঁর সহকারীর সঙ্গে কথা বলবেন?

–হ্যাঁ, প্লিজ।

–একটু অপেক্ষা করুন।

এক মহিলার কণ্ঠস্বর– আমি হেইজি ফ্রঙ্ক বলছি। আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব?

ডায়ানার হৃৎস্পন্দনের গতি দ্রুততর– আমি সুসান, আমি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের হয়ে কাজ করি। আমরা একটা বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন লিখতে চলেছি। কে আই জি-র কয়েকজন সদস্যের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এর ওপর একটা অন্ততদন্তমূলক রিপোর্টিং করতে চাইছি। আমি কখন কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি?

–আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।

কয়েকটা খবর, আর কিছু না।

ট্যানার উত্তীর্ণ হয়ে শুনছেন সবকিছু।

লাঞ্চের সময় দেখা হবে কি? আপনি কি ফাঁকা আছেন?

–না, তখন আমার অনেকগুলো কাজ আছে।

–তাহলে ডিনার?

গলায় একটুখানি কিন্তু-কিন্তু ভাব- ঠিক আছে আমি সময় করে নেব।

-কোথায় গেলে আপনাকে পাব?

রকেনডরফ নামে একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে। আমরা সেখানে যাব।

–অনেক ধন্যবাদ।

সাড়ে আটটা।

ডায়ানা রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। তাঁর মুখে সাফল্যের হাসি।

.

ট্যানার অ্যানড্রুর দিকে তাকিয়ে বললেন- তাহলে? এবার বোধহয় গ্রেগ হলিডেকে ডাকতে হবে। ব্যাপারটা ও ভালোভাবেই ম্যানেজ করতে পারবে। ও কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। আজ অব্দি কোনো কাজে অসফল হয়নি।

উনি অ্যানড্রুর দিকে তাকালেন। ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত পৈশাচিক প্রবৃত্তি কাজ করে। ও টাকাপয়সা নেয় না, একটা কাটা হাত কিংবা কাটা পা নেয় পারিশ্রমিক হিসেবে। আহা, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটবে, ভাবতে আমার ভালো লাগছে অ্যানড্রু।

.

৩৭.

কেলি স্যাম মিরাজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে চলেছেন। একটুখানি থামলেন, অভিযানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। এবার উত্তর পাবেন। কিন্তু এই উত্তরটা কী? শুনতে কি আমার ভালো লাগবে?

কেলি ডোরবেলে হাত রাখলেন। সুমিষ্ট শব্দ– দরজা খুলে গেল। স্যাম মিরোজকে দেখে তার সমস্ত ভয় দূরাকাশে উড়ে গেল। মনে এল আনন্দ। এলো নব উন্মাদনা। হ্যাঁ, এই মানুষটি মার্কের কত কাছের মানুষ ছিলেন। একে সবভাবে বিশ্বাস করা যায়।

কেলি?

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হাতে হাত রাখলেন।

–ওহ স্যাম?

হাতে হাত রেখে স্যাম বললেন- ভেতরে এসো।

কেলি ভেতরে ঢুকে গেলেন। ভারী সুন্দর সাজানো অ্যাপার্টমেন্ট। এই বাড়িটা একসময় এক ফরাসি দম্পতির ছিল।

ড্রয়িংরুমটাও ভারী সুন্দর। সুন্দরভাবে সাজানো। ফরাসি দেশের ফার্নিচার দিয়ে। একটা ওক কাঠের বার রয়েছে। দেওয়ালে বেশ কয়েকটা সুন্দর ছবি ঝোলানো আছে।

-মার্কের ব্যাপারে আমার খুব খারাপ লাগে, স্যাম শান্তভাবে বললেন।

কেলি স্যামের হাতে হাত রেখে বললেন আমি জানি ব্যাপারটা খুবই শোকাবহ।

–অবিশ্বাস্য।

–আমি আসল সত্যিটা জানতে চাইছি, কেলি বললেন, তাই আমি এখানে এসেছি। আমি আশা করি, তুমি এব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

কেলি একটা কৌচের ওপর বসলেন। কিন্তু কী একটা চিন্তা তার মনে। মনে হচ্ছে এখানেও বোধহয় বিপদের গন্ধ আছে।

স্যামের মুখ হঠাৎ অন্ধকার পুরো গল্পটা আমরা কেউ জানি না। মার্ক একটা গোপন পরিকল্পনার ওপর কাজ করছিল। সে বোধহয় আরও দু-তিনজনের সাথে এই ব্যাপারটা ভাগ করে নিয়েছিল। সকলে বলছে, মার্ক নাকি আত্মহত্যা করেছে।

কেলি চিৎকার করে বললেন আমি বিশ্বাস করি না।

-আমিও বিশ্বাস করি না, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক এবং সাধারণ। আসল কারণটা তুমি কি জানো? তোমার জন্যে?

কেলি মার্কের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছেন আমি বুঝতে পারছি না।

–তোমার মতো কাউকে ছেড়ে দেওয়া মার্কের উচিত হয়নি।

আরও কাছে এসে স্যাম বলতে থাকলেন- যেটা ঘটেছে, সেটা একটা বিরাট ট্রাজেডি। কেলি, জীবন তত তার নিজের পথে এগিয়ে যাবে।

স্যাম কেলির হাতে হাত রেখে বললেন- সে চলে গেছে, কিন্তু আমি তো এখানে আছি। তোমার মতো মেয়েকে সব পুরুষই পছন্দ করবে, করবে নাকি?

–আমার মতো?

–মার্ক তোমার সম্পর্কে সব কথা বলেছে। তুমি কত আবেদনি আমি জানি। তুমি নাকি এই ব্যাপারটা করতে খুবই ভালোবাসো?

কেলি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন- মার্ক, এই ধরনের কথা কী করে বলেছে? আমি তো এ ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে কোনোদিন আলোচনা করিনি।

স্যাম কেলির কাঁধে হাত রেখে বললেন–হ্যাঁ, মার্ক বলেছে, তুমি এটা কত ভালোবাসো। তোমরা বিছানায় শুয়ে কী কী করতে, মার্ক সব কিছু আমাকে বলেছে।

কেলির হঠাৎ মনে হল, চারপাশে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

স্যাম বললেন- কেলি, যদি এটা করলে তুমি আরও সাহসী এবং স্বাচ্ছন্দ্য হয়ে ওঠো, তাহলে ক্ষতি কী? মার্কের আত্মা হয়তো খুশিই হবে।

কেলি স্যাম মিরাজের চোখের দিকে তাকালেন। চোখের ভাষা তিনি পড়তে পারলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ডিনার খাব। স্যাম বললেন, এসো তার আগে বিছানাতে গিয়ে খাওয়ার ইচ্ছেটা বাড়িয়ে ফেলি।

কেলির মনে হল, তিনি হয়তো অচেতন হয়ে যাবেন। তিনি কোনো রকমে ঠোঁটের কোণে হাসি এনে বললেন- বাঃ, ব্যাপারটা সুন্দর।

মনটা অত্যন্ত দ্রুত কাজ করছে। এই লোকটার সাথে কী করে লড়াই করব? লড়াই করার কোনো অস্ত্র আমার হাতে নেই।

স্যাম ভালোবাসার অভিনয় করতে করতে বললেন- হ্যাঁ, এসো, আমি তোমার জন্য ক্ষুধার্ত।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

কেলির ঠোঁটে হাসি- সত্যি সত্যি? আমিও, ভালো কিছুর গন্ধ পাচ্ছি।

–আমাদের ডিনার।

কীভাবে বন্ধ করা যায় এই অন্যায় অত্যাচার? কেলি কিচেনের দিকে চলে গেলেন। ডিনার টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি হঠাৎ অবাক হয়ে গেলেন। টেবিলে একজনের খাবার কেন?

কেলি ঘুরে দাঁড়ালেন। ড্রয়িংরুমের দিকে তাকালেন। স্যাম ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। হাতে চাবি। হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাই হল।

কেলি কিচেনে চলে গেলেন। যে কোনো একটা অস্ত্র খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কী? কোথাও কোনো ছুরি পাওয়া যাবে কি? নিদেন পক্ষে বঁটি।

কাউন্টারে কী আছে? চুলের কাটা, হা, স্টোভের ওপর ফুটন্ত জল। তার পাশে একটা ছোটো পট। সেখানে লাল সস টগবগ করে ফুটছে।

স্যাম কিচেনে এসে ঢুকেছেন। কেলির পিঠে হাত রেখেছেন।

কেলি যেন এই ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি স্টোভের ওপর বসানো সসের দিকে তাকিয়ে আছেন। আহা, কী অসাধারণ!

কেলির শরীরের অসভ্য জায়গায় হাত রেখে স্যাম বললেন- এসো বেবি, আমরা বিছানাতে গিয়ে খেলাটা খেলব।

কেলির মন এখন দুরন্ত, ছুটে চলেছে। তিনি বললেন- এসো, আমি একটা ব্যাপার করি। মার্ককেও ঠিক এইভাবে সাজিয়ে দিতাম। তাহলে দেখবে উন্মাদনা আকাশ ছোঁবে।

স্যামের মুখে আলো এটা কী?

এর ফলে কী হবে বলো তো? সমস্ত শরীরের উষ্ণ অনুভূতি। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। প্যান্টটা খুলে দাও।

হাতে একটা ভেজা কাপড়ের টুকরো নিয়ে কেলি বললেন।

স্যাম কিন্তু-কিন্তু করছিলেন। প্যান্টের বেল্টটা আলগা করে দিলেন। সেটা মেঝেতে পড়ে গেল। ভেতরে বক্সার শর্ট পরা আছে।

-এবার শর্টও খুলতে হবে।

শর্ট খুলে দিলেন। তাঁ, পুংদণ্ডটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেলি বললেন– এসো, এসো আমার খোকাবাবু। তিনি ওই ঠাণ্ডা কাপড়টা বাঁ হাতে নিয়েছে, কাছে এগিয়ে গেলেন। ডান হাতে আছে ফুটন্ত জল। হুড়হুড় করে জল ঢেলে দিলেন অন্ডকোষ আর পুংদন্ডের ওপর।

শোনা গেল কেলির শেষ চিৎকার- হ্যাঁ, এবার এখান থেকে পালাতে হবে, কোনো মতে দরজা ঠেলে বাইরে এসে কেলি তখন ছুটছেন!

বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট

৩৮.

রকেনডরফ, জার্মান দেশের এক বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট। ভারী সুন্দর সাজানো। বার্লিনের আনন্দ এবং সফলতার চিহ্ন।

ডায়ানা ভেতরে গেলেন, ভদ্রমহিলা বললেন কীভাবে সাহায্য করব?

–আমি আগেই আসন সংরক্ষণ করেছি, আমার নাম স্টিভেন্স, মিস ফ্রঙ্ক এক্ষুনি আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

–ওদিকে চলে যান।

ভদ্রমহিলা কোণের টেবিল দেখিয়ে দিলেন। ডায়ানা চারদিকে তাকালেন। অন্তত জনা চল্লিশেক খদ্দের। বেশির ভাগই ব্যবসাদার। ডায়ানার টেবিলের উল্টোদিকে এক সুন্দর পোশাক পরা ভদ্রলোক একা বসে আছেন।

ডায়ানা কিছুক্ষণ বসলেন। হাইজি ফ্রঙ্কের সঙ্গে কীভাবে কথাবার্তা শুরু করা যায়, ভাবতে থাকলেন। হাইজি কতটা জানেন, কে জানে?

ওয়েটার এসে মেনুকার্ড ধরিয়ে দিয়ে বলল– কী নেবেন?

-দেখছি, ডায়ানা মেনুকার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এইসব জার্মান ডিসগুলো কেমন খেতে, এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ডায়ানা ঘড়ির দিকে তাকালেন। কুড়ি মিনিট হয়ে গেল। হাইজি আসছেন না কেন?

ওয়েটার এসে বলল- ফয়লান, এবার কি আপনি অর্ডার দেবেন?

–আমি আর একটু অপেক্ষা করব। আমার অতিথির জন্য।

দশ মিনিট কেটে গেছে। ডায়ানা ভাবলেন, কী হল? কোথাও বিপদের চিহ্ন।

আরও পনেরো মিনিট কেটে গেছে, ওয়েটার এসে বলল আমি কি আপনার জন্য কিছু দেব?

না, ধন্যবাদ। যে কোনো সময় আমার অতিথি চলে আসবেন।

নটা বেজে গেল সময় হাইজি ফ্রঙ্ক তখনও আসেননি, ডায়ানার মনে হল হাইজি বোধহয় কখনওই আসবেন না।

ডায়ানা উঠলেন। দেখলেন কাছাকাছি দুজন মানুষ বসে আছে। পোশাক পরিচ্ছদ খুবই নোংরা। ডায়ানার দিকে তাকাচ্ছে। তার মনে হল এরা কারা? তিনি দেখলেন, ওয়েটার সেই টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লোকদুটো কোনো খাবারের কথা বলছে না। তারা বোধহয় খেতে চাইছে না। ডায়ানা বুঝতে পারলেন, এবার এখান থেকে পালাতে হবে।

হাইজি ফ্রঙ্ক এসে গেছেন, ডায়ানার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। কোথা দিয়ে পালানো যায়? কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে বসে থাকতে হবে। কিন্তু উঠে গেলেই ওরা আক্রমণ করবে। সেলফোনটা ব্যবহার করব কী? কিন্তু কাকে?

ডায়ানা অসহায়ভাবে ভাবলেন, যে করেই হোক এখান থেকে আমাকে বেরোতে হবে।

তিনি চারপাশে তাকালেন। সুন্দর চেহারার এক যুবাপুরুষ টেবিলে বসে আছেন। কফি খাচ্ছেন।

ডায়ানা তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন- শুভ সন্ধ্যা।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেছেন। তিনি বললেন- শুভ সন্ধ্যা।

ডায়ানা তার দিকে আমন্ত্রণ হাসি ছুঁড়ে দিলেন, ঝকঝকে ইংরাজিতে বললেন- আমরা দুজনেই একা।

-হ্যাঁ।

—আপনি কি আমার কাছে আসবেন?

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করে ডায়ানার টেবিলের দিকে হেঁটে এলেন।

একা একা বসে খাওয়া যায় না। ডায়ানা বললেন।

–হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

আমি ডায়ানা স্টিভেন্স।

আমার নাম গ্রেগ হলিডে।

স্যাম মিরোজের কাছে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটা কেলি হ্যারিসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাড়ি ফেরার পর থেকে তিনি সমস্ত রাস্তা মনটিমার্টের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেখেছেন, কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। না, কে এই কাজটা করছে তা আমাকে জানতেই হবে। তবে আমি প্যারিস ছেড়ে অন্য কোথাও যাব।

ভোরবেলা, কেলি একটা ছোটো কাফেতে ঢুকে পড়লেন। এককাপ কফি খেলেন। হঠাৎ উত্তরটা তার কানে ভেসে এল মার্কের সেক্রেটারি, মার্ককে মেয়েটি ভালোবাসত, কেলি ভাবলেন, এই মেয়েটির সঙ্গে যোগযোগ করতে হবে।

সকাল নটা, কেলি টেলিফোন কিওস থেকে একটা ফোন করলেন। নম্বরটা খুবই পরিচিত। মহিলা অপারেটর ভারী ফরাসি উচ্চারণে বললেন কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ।

–আমি ইভোনো রিনাইসের সঙ্গে কথা বলব।

–একটু অপেক্ষা করুন।

একটু বাদে কেলি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

–ইভোনো, কীভাবে আমি সাহায্য করব আপনাকে।

–ইভোনো, আমি কেলি হ্যারিস বলছি।

গলার মধ্যে হারানো ছন্দ মিসেস হ্যারিস!

ট্যানার কিংসলের অফিসে একটা নীল রঙের আলো জ্বলে উঠল।

ট্যানার টেলিফোনটা তুলে নিলেন। নিউইয়র্কে এখন রাত্রি তিনটে। তিনি এখনও অফিস ছেড়ে যাননি। কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ট্যানার ফোনের কথাবার্তা শুনছেন। প্যারিসে কী কথা হচ্ছে, সব তার কানে পৌঁছে যাচ্ছে।

–আমি খুবই দুঃখিত, মিঃ হ্যারিসের যে ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা চিন্তা করলে আমার খুব খারাপ লাগে।

ধন্যবাদ ইভোনো, আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনি কি কোথাও আসবেন? লাঞ্চের সময় ফাঁকা আছেন?

-হ্যাঁ।

–তাহলে কোথায়?

–আপনি কি কাফে প্যারিস চেনেন?

–হ্যাঁ।

ট্যানার কিংসলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা মাথায় নিলেন।

বারোটার সময়।

–আমি ওখানে যাব।

ট্যানার কিংসলের ঠোঁটে পাতলা হাসির চিহ্ন। আহা, আরাম করে তুমি তোমার শেষ লাঞ্চটা খেয়ে নাও। তিনি ড্রয়ারটা খুললেন। একটা সোনালি রঙের টেলিফোন হাতে নিলেন।

উত্তর ভেসে এল।

ট্যানার বললেন- ভালো খবর আছে, দুজনকেই পাওয়া গেছে।

অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন। তারপর বললেন– ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এবার কিন্তু আমি কোনো ওজোর আপত্তি শুনব না।

.

সাজানো হোটেল। ৬৮৫ ফুট টাওয়ারে অবস্থিত। ইস্পাত আর কাঁচ দিয়ে তৈরি হয়েছে। বাড়িটা সত্যিই সুন্দর। অনেক মানুষের ভিড় বার এবং রেস্টুরেন্টও আছে ৫৬ নম্বর তলাতে।

কেলি এই প্রথম এখানে এলেন। ইভোনো পনেরো মিনিট পরে এসেছেন। আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এর আগে কেলি মাত্র কয়েকবার ইভোনোর সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু ইভোনোর কথা তার মনে আছে। ইভোনো ছোটো চেহারার এক ব্যক্তিত্বশালিনী ভদ্রমহিলা। কিন্তু মুখখানা ভারী সুন্দর। মার্কের মুখে অনেকবার ইভোনোর প্রশংসা শুনেছেন।

–আপনি আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি, কেলি বললেন।

–আপনার জন্য কী করব? মিঃ হ্যারিস দারুণ আকর্ষণীয় মানুষ ছিলেন। অফিসের সকলে তাকে শ্রদ্ধা করতেন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, কীভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল।

-হ্যাঁ, এই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছি। ইভোনো, আপনি তো আমার স্বামীর কাছে পাঁচ বছর ধরে কাজ করেছেন, তাই তো?

-হ্যাঁ।

–আপনি নিশ্চয়ই সব ব্যাপারের খুঁটিনাটি জানতেন।

–হ্যাঁ।

আপনি কি গত কয়েক মাসে আমার স্বামীর আচরণে কোনো তফাত দেখতে পেয়েছিলেন? তার কোনো বক্তব্যকে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল আপনার কাছে? তাঁর কোনো কথা অথবা তার কোনো বাচনভঙ্গি?

ইতোনো বললেন– না, আমি ঠিক বলতে পারছি না।

কেলি জানতে চাইলেন ভালো করে ভেবে দেখুন তো, এই ব্যাপারটা জানতে পারলে আমি রহস্যটা বের করতে পারব।

কেলি ভদ্রমহিলার চোখের তারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন- আপনি কি ওলগা সম্পর্কে কোনো কথা শুনেছেন।

ইতোনো অবাক হয়ে গেছেন- ওলাগা? সে কে?

আপনি কি তার পরিচয় সত্যি জানেন না?

–না, আমি জানি না।

কেলির মনে হল বুক থেকে পাথরের ভার নেমে গেছে। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন–ইভোনো, আপনি ইচ্ছে করেই সব ব্যাপার চেপে যাচ্ছেন। দোহাই, আমাকে এভাবে বিভ্রান্ত করবেন না।

ওয়েটার এসে গেছে, কিছু খাবার বলা হল।

কেলি ইভোনোর দিকে তাকিয়ে বললেন– ব্যাপারটা পুরোপুরি বলবেন?

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে মিঃ হ্যারিসকে খুবই আতঙ্কিত বলে মনে হয়েছিল। তিনি আমাকে বললেন, এক্ষুনি ওয়াশিংটন ডিসি-র একটা প্লেনের টিকিট কাটতে হবে।

-আমি সেটা জানি। সেটা একটা ব্যবসায়িক পরিভ্রমণ।

না, আমি এই ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখতে চাইছি। খুব দারুণ একটা কিছু। ভয়ংকর সংবাদ হয়তো তিনি শুনেছিলেন। তাই এত তাড়াতাড়ি যাবার আগ্রহ প্রকাশ। করেছিলেন।

এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?

–না, আমি আর কিছু জানি না। ব্যাপারটা খুব গোপন ছিল। আর কী বলব?

কেলি আরও অনেকক্ষণ কথা বললেন। প্রায় একঘন্টা ছিলেন সেখানে। ইভোনো কিন্তু আর কোনো তথ্য দিতে পারেন নি।

লাঞ্চ শেষ হয়ে গেছে। কেলি বললেন- আমাদের এই দেখা করার বিশদ ব্যাপারটা গোপন রাখবেন আশা করি।

-হ্যাঁ, এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন না মিসেস হ্যারিস। আমি কাউকে বলব না। আমি কাজে চলে যাচ্ছি।

তার ঠোঁট কাঁপছে কিন্তু ব্যাপারটা আর আগের মতো হবে না।

-আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ইভোনো।

মার্ক কেন ওয়াশিংটন যাচ্ছিল? কেন জার্মানি, ডেনভার এবং নিউইয়র্ক থেকে অদ্ভুত টেলিফোন এসেছিল।

.

কেলি এলিভেটরে চলে এলেন। লবিতে নামতে হবে। ডায়ানাকে এক্ষুনি ফোন করতে হবে। উনি কী বের করেছেন জানতে হবে। হয়তো বা...

কেলি বাড়িটার সামনের দিকে চলে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, দুজন মানুষ, দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে কেলির চোখের দিকে। চোখে চোখে ইঙ্গিত হয়ে গেল। কেলি বুঝতে পারলেন, এখান থেকে এখনই পালাতে হবে। তার মানে? ইভোনো আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন?

দুজন ইচ্ছে করেই কেলির কাছাকাছি চলে এসেছে। তারা আশেপাশের লোককে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

কেলি শেষবারের মতো তাকালেন। দেওয়ালের সাথে নিজেকে সাঁটিয়ে রেখে দিলেন। না, আর কিছু করার নেই। দুজন আরও কাছে চলে এল। কেলি ফায়ার অ্যালার্মের সঙ্গে লাগানো ছোট্ট হাতুড়িটা হাতে তুলে নিলেন। কাঁচটা ভেঙে দিলেন। ফায়ার অ্যালার্মটা বাজতে শুরু করেছে।

কেলি চিৎকার করলেন আগুন! আগুন!

সর্বত্র আতঙ্কের বাতাবরণ, লোকজন ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে। অফিস ফাঁকা হয়ে গেল। দোকান থেকে মানুষ উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে যাচ্ছে। রেস্টুরেন্টে কেউ থাকতে চাইছে না। এখন বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত এবং ব্যাকুল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা হলঘরে নারকীয় অবস্থা। সবাই পালাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দুজন কেলিকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পাওয়া গেল না। কেলি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন!

.

রকেনডরফ রেস্টুরেন্ট, অনেক মানুষের ভিড়। ডায়ানা গ্রেগ হলিডেকে বললেন, আমার এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি। মনে হচ্ছে সে বোধহয় আসতে পারবে না।

-খুবই খারাপ, আপনি বার্লিনে কী বেড়াতে এসেছেন?

–হ্যাঁ।

শহরটা চমৎকার। আমি একজন বিবাহিত সুখী মানুষ। আপনার সঙ্গে যেতে পারি। কিন্তু একটা অনুরোধ আছে, আমি সে সব জায়গা দেখতে বলব, আপনি সেখানে যাবেন তো?

ব্যাপারটা খুবই ভালো হবে। ডায়ানা উত্তর দিলেন। তিনি প্রবেশ পথের দিকে তাকালেন। দুজন তোক দরজা দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। তার মানে ওরা নিশ্চয়ই আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করবে। এবার আমাকে উঠতে হবে।

ডায়ানা বললেন সত্যি কথা বলতে কি, আমি একটা দলের সঙ্গে এসেছি। উনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি কি আমাকে ট্যাক্সি অব্দি পৌঁছে দেবেন?

ভদ্রলোক অনুসরণ করলেন। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। তারা বাইরে চলে এসেছেন। ডায়ানার মনে আনন্দের আশ্বাস। একা থাকলে তোক দুটো আমাকে আক্রমণ করত। কিন্তু পাশে একজন পুরুষ মানুষ আছেন, এখন মনের ভয় অনেকটা কমে গেছে।

ডায়ানা এবং গ্রেগ হলিডে বাইরে এসে গেছেন। ওই দুজনকে কাছে কোথায় দেখা গেল না। রেস্টুরেন্টের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে গেছে। মার্সিডিজের পাশে সেটা দাঁড়িয়ে আছে।

ডায়ানা বললেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই ভালো লাগছে মিঃ হলিডে।

মিঃ হলিডে হাসলেন, ডায়ানার হাতে হাত দিলেন এত জোরে, ডায়ানার মনে হল, সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে গেল।

উনি অবাক হয়ে তাকালেন। বললেন- কী?

–আসুন আমরা এই গাড়িতে যাই। ভদ্রলোক শান্তভাবে বললেন। তিনি ডায়ানাকে মার্সিডিজের দিকে নিয়ে যেতে চাইলেন। হাতের মুঠি ক্রমশ শক্ত হচ্ছে।

-না, আমি ওখানে যাব না।

তারা গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছেন। ডায়ানা দেখতে পেলেন, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা দুজন লোক গাড়িতে বসে আছে। সামনের সিটে। ডায়ানা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন। বুঝতে পারলেন, কীভাবে তাঁকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আতঙ্কের পরিবেশে তিনি চিৎকার করতে চেষ্টা করলেন।

তিনি বললেন না।

মনে হল, কেউ বুঝি তাকে জোর করে গাড়িতে ফেলে দিয়েছে।

গ্রেগ হলিডে গাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গাড়িটা রাস্তায় বেরিয়েছে। ডায়ানা তখনও চিৎকার করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না।

গ্রেগ হলিডে তার দিকে তাকালেন। মুখে নির্লিপ্তির হাসি– আপনি ভালোভাবে বসুন। আমি আপনাকে আঘাত করব না। কালকের মধ্যে আপনি বাড়ি যাবার ঠিকানা খুঁজে পাবেন।

উনি ড্রাইভারের স্টিট থেকে একটা জিনিস বের করলেন। হাইপোডারমিক নিডিল।

হলিডে বললেন- আপনাকে একটা উপহার দেব, কোনো ক্ষতি করবে না। ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন।

উনি ডায়ানার হাতে ইনজেকশনটা পুশ করার চেষ্টা করলেন।

ড্রাইভার চিৎকার করেছে একজন পথচারী মার্সিডিজের সামনে এসে পড়েছে। ড্রাইভার ব্রেক টেনে দিয়েছে। আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য। কিন্তু হলিডের মাথা ড্রাইভারের পাশের ধাতবখণ্ডে লেগে গেছে।

হলিডে বসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

ডায়ানা হলিডের হাত ধরে আছেন। ওই হাতে হাইপোডারমিক নিডিলটা ধরা আছে। হাত মুচড়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। শেষ অব্দি নিডিলটা হাতের মধ্যে ঢুকে গেল।

হলিডে তখনও চিৎকার করছেন না। আর্তনাদ।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আতঙ্ক এবং উত্তেজনা। ডায়ানা বুঝতে পারলেন, হলিডের সমস্ত শরীরটা বিষে নীল হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে কেমন কুঁকড়ে গেলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার মৃত্যু হল। সামনের সিটে বসে থাকা দুজন বুঝতে পেরেছে, এবার কী হয়েছে।

ডায়ানা দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন। এবার তাকে অন্য দিকে যেতে হবে।

.

৩৯.

সেলফোনের শব্দটা তাকে অবাক করেছে। তিনি সাবধানে ফোনটা ধরে বললেন হলো?

-হাই কেলি?

ডায়ানা, তুমি কোথায়?

–মিউনিখে, তুমি কোথায়?

–আমি লন্ডনে আছি, একটা প্লেনে।

স্যাম মিরোজের সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা বলল।

কেলি চিংকার করতে চেষ্টা করেছিলেন, হ্যাঁ, দেখা হলে সবকিছু বলব। কোনো খবর পেয়েছ?

না, বেশি কিছু পাইনি। এবার কী করব বলল তো? আমরা এলোমেলো ছুটে চলেছি। গ্যারি রেনল্ডসের পরিকল্পনাটা নষ্ট হয়ে গেছে। ডেনভারের কাছে। সেখানে একবার যেতে হবে। এটাই বোধহয় শেষ সুযোগ।

-ঠিক আছে।

শোক সংবাদ লেখা হয়েছে, গ্যারি রেনল্ডসের এক বোন আছে। তিনি ডেনভারে থাকেন। তিনি হয়তো কিছু বলতে পারবেন। আমরা গ্রাউন্ড প্যালেস হোটেলে দেখা করব? আমি এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি। বার্লিনে, তিন ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

আমি হিতরা থেকে প্লেনে চাপব।

–ঠিক আছে। হ্যারিয়েট রিচার্ড স্টোন নামে ঘর বুক করা হবে কেমন?

–কেলি?

–ঠিক আছে।

.

ট্যানার তার অফিসে একা। সোনালি ফোনে কথা বলছেন- শেষ পর্যন্ত ওরা পালাতে পেরেছে। স্যাম মিরোজের অবস্থা খুব খারাপ। গ্রেগ হলিডে মারা গেছে। তিনি এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে আবার বললেন- ডেনভার ছাড়া আর কোথাও যাবার নেই। এটাই বোধহয় শেষতম অভিযান। ডেনভারে ধরতেই হবে। আর কোনো উপায় থাকবে না। তাঁ, তা না হলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাবে। হ্যাঁ, গুডবাই।

.

অ্যানড্রু অফিসে বসে আছেন। তার মনটা আকাশে ভেসে চলেছে। একটার পর একটা খণ্ডচিত্র চোখের পর্দায় ফুটে উঠছে। এখন আমি কোথায়?

ভাই ট্যানারের কণ্ঠস্বর– তোমাকে মরতেই হবে। তুমি কেন বেঁচে উঠলে? ডাক্তাররা বলেছে, তুমি নাকি কদিন বাদে এখান থেকে ছাড়া পাবে। আমি তোমাকে কে আই জি-তে একটা অফিস দেব। দেখো, আমি কীভাবে তোমাকে ব্যবহার করি। তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। তুমি তো এখন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে। আমি তোমার ওইসব প্রকল্পগুলোকে বাজে কাগজের বাক্সে ফেলে দেব। আমি একটা সোনার খনির সন্ধান পেয়েছি। অ্যানড্রু? অ্যানড্রু...

অ্যানড্রুর ঘুম ভেঙে গেল বোধহয়। হ্যাঁ, তিনি শুনতে পাচ্ছেন, ট্যানার তার নাম ধরে তাকাছেন।

ট্যানার ডাকছেন– অ্যানড্রু উঠে দাঁড়ালেন, পায়ে পায়ে ভাইয়ের অফিসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ট্যানার বললেন আমি তোমার কাজের মধ্যে মাথা গলাতে চাইছি না। মুখে কৌতুক।

ট্যানার ভাইকে একমুহূর্তের জন্য পর্যবেক্ষণ করে আবার বললেন– অ্যানড্রু, তুমি এখন কিছুই করতে পারবে না। তুমি চাষ করতে পারবে না, ফসল তুলতেও পারবে না। আমি জানি না, তোমাকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখা উচিত।

.

কেলি ডেনভারে এসেছেন, ডায়ানার আগেই। তিনি গ্রাউন্ড প্যালেস হোটেলে নাম লিখিয়েছেন।

আজ বিকেলবেলা আমার এক বান্ধবী আসবেন।

দুটো ঘর লাগবে কি?

–না, একটা ডাবল বেড হলেই চলবে।

.

ডায়ানার প্লেন ডেনভার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছে, তিনি ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলেছেন। হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্কে এসে নিজের পরিচয় দিলেন।

ক্লার্ক বললেন মিসেস স্টো আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। উনি ৬৩৮ নম্বর ঘরে আছেন।

যাক, বিপদের মুহূর্তগুলো আমরা পার হতে পেরেছি।

কেলি অপেক্ষা করছিলেন। দুজনে হাতে হাত দিলেন।

–অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

আমিও তোমাকে প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি। অভিযানটা কেমন হল। কেলি জানতে চাইলেন।

-খুবই খারাপ।

ডায়ানা তার দিকে তাকিয়ে বললেন- প্যারিসে কী হয়েছিল?

কেলি একটা বড়ো শ্বাস নিয়ে বললেন- ট্যানার কিংসলে, বার্লিনে কী হয়েছে।

ডায়ানা একই রকমভাবে জবাব দিলেন। ট্যানার কিংসলে।

কেলি একটা টেবিলের দিকে হেঁটে গেলেন। টেলিফোন ডিরেক্টরি নিলেন। সেটা নিয়ে ডায়ানার কাছে এলেন। গ্যারির বোনের নামে লুইস রেনল্ডস। তার ফোন নম্বরটা টেলিফোন বইতে আছে। তিনি ম্যারিয়ন স্ট্রিটে থাকেন।

-ঠিক আছে। ডায়ানা ঘড়ির দিকে তাকালেন। আজ রাতে কিছু করা উচিত হবে না। কাল সকালে আমরা ফোনটা করব।

.

ডিনার শেষ হল, মধ্যরাত পর্যন্ত তারা কথা বললেন। এবার ঘুমোতে হবে।

ডায়ানা বললেন শুভরাত্রি। তিনি আলো নিভিয়ে দিলেন। এখন এখানে শুধুই অন্ধকার।

কেলি চিৎকার করলেন না, আলোটা জ্বেলে দিন।

ডায়ানা তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে দিলেন। আমি ভুলে গিয়েছিলাম কেলি, সত্যি আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

-হ্যাঁ, আগে আমি অন্ধকারকে ভয় পেতাম। মার্ক আমার জীবনে আসার আগে পর্যন্ত। মার্ককে হত্যা করার পর...কেলি কথা বলতে পারছেন না, নিজের আতঙ্কিত আবেগকে দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

একদিন হয়তো আমি অন্ধকারকে আর ভয় পাব না।

–এর জন্য ভয় পেও না। একদিন এই অবস্থা থেকে আমরা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাব।

পরের দিন সকালবেলা, ডায়ানা এবং কেলি হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারা ট্যাক্সি লাইনে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসলেন। কেলি ড্রাইভারের হাতে লুইস রেনল্ডসের বাড়ির ঠিকানাটা দিয়ে দিলেন। এটা ম্যারিয়ন স্ট্রিটে অবস্থিত।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। ড্রাইভার বললেন, আমরা এসে গেছি।

কেলি এবং ডায়ানা জানলার দিকে তাকালেন। তারা বুঝতে পারলেন, এই বাড়িটার আর অস্তিত্ব নেই। সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুধু পোড়া কাঠের টুকরো দাঁড়িয়ে আছে। পঁড়িয়ে আছে কংক্রিটের ভিত।

কেলি চিংকার করে বললেন- ওরা হেনাকে মেরে ফেলেছে। তার মানে আমাদের পথচলা শেষ হয়ে গেল।

ডায়ানা তখনও ভাবছেন, হয়তো একটা শেষ পন্থা এখনও অবশিষ্ট আছে।

.

রে ফাউলার, ডেনভার এয়ারপোর্টের ম্যানেজার। ডায়ানা এবং কেলির দিকে তাকালেন। বললেন দেখা যাক, আমি কী করতে পারি। আপনারা দুজন একটা প্লেন দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত করছেন, কিন্তু আপনাদের হাতে কাগজপত্র কই? এয়ার ট্রাফিক কনট্রোলারকে প্রশ্ন করতে চাইছেন? হয়তো উনি আপনাদের কিছু তথ্য দেবেন।

ডায়ানা এবং কেলি পরস্পরের দিকে তাকালেন।

কেলি বলার চেষ্টা করলেন- হ্যাঁ, আমরা...

কথারা হারিয়ে গেছে।

–কী বলছেন, বলুন।

–আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন?

–কেন সাহায্য করব?

–মিঃ ফাউলার, আমরা একটা সত্যি ঘটনা জানতে চাইছি, সত্যি সত্যি বলুন তো গ্যারি রেনল্ডসের কী হয়েছিল? এটা কি একটা দুর্ঘটনা?

রে ফাউলার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন– ব্যাপারটা খুবই অবাক করছে আমাকে। তিনি আবার বলতে থাকলেন- হাওয়ার্ড মিলারের সাথে এব্যাপারে কথা বলতে পারেন। যখন ওই অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছিল, তখন হাওয়ার্ড দায়িত্বে ছিলেন। এই হল ওনার ঠিকানা। আমি ওনাকে ফোন করে বলে রাখব।

ডায়ানা বললেন- আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

রে ফাউলার বললেন- আপনাদের জন্য এতটা কাজ কেন করছি বলুন তো? আমিও তদন্ত কমিটির ওপর বিশ্বাস করি না। আমরা প্লেনটার ভগ্নাবশেষ পেয়েছিলাম। তবে ব্ল্যাক বক্সটা পাওয়া যায়নি। সেটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হাওয়ার্ড মিলার একটা ছোটো বাড়িতে বাস করেন। এয়ারপোর্ট থেকে ছ-মাইল দূরে। খর্বাকৃতি মানুষ, বছর চল্লিশ বয়স। দরজা খুলে দিলেন। ডায়ানা এবং কেলিকে লক্ষ্য করে বললেন– ভেতরে আসুন, রে ফাউলার আমাকে সব কিছু বলেছেন। বলুন, কী করব?

আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি মিঃ মিলার।

বসুন।

দুই ভদ্রমহিলা কৌচে বসলেন।

কফি চলবে কি?

না, ধন্যবাদ।

গ্যারি রেনল্ডসের প্লেন দুর্ঘটনার বিষয় তো?

–হ্যাঁ। এটা কী নেহাত একটা দুর্ঘটনা, নাকি এর অন্তরালে..

হাওয়ার্ড মিলার কাধ কঁকিয়ে বললেন– সত্যি কথা বলতে কি, আমিও আসল ব্যাপার জানি না। আমি অনেক দিন ধরে এখানে চাকরি করছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি। সবকিছুই নিয়মনীতি মেনে চলছিল। গ্যারি রেনল্ডস নীচে নামবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমরা সবুজ সংকেত দেখিয়ে ছিলাম। পরের মুহূর্তে মনে হল, তিনি বোধহয় মাত্র দু-মাইল দূরে। হঠাৎ আর একটা খবর এল, মাঝ আকাশে

হারিকেন দেখা দিয়েছে। কিন্তু আবহাওয়া দপ্তর থেকে তেমন কোনো সংকেত পাঠানো হয়নি। পরবর্তীকালে আমি আবার রিপোর্টগুলো পরীক্ষা করেছিলাম। তখন আকাশে এমন কোনো ঝোড়ো বাতাস ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, মনে হচ্ছে, উনি বোধহয় মদ খেয়েছিলেন, কিংবা ড্রাগ নিয়েছিলেন। কয়েকটা খবর শুনতে পেয়েছিলাম, প্লেনটা একটা উঁচু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছিল।

কেলি বলল– ব্ল্যাকবক্স পাওয়া যায়নি, তাই না?

হাওয়ার্ড মিলার চিন্তা করে বললেন- হ্যাঁ, এটাও ভেবে দেখার মতো বিষয়। আমরা সব কিছু পেয়েছি। ব্ল্যাক বক্সের কী হল? তদন্ত কমিটি এই ব্যাপারে রিপোর্ট দিয়েছে। আমি আমার সন্দেহের কথা বারবার বলেছিলাম। আপনি জানেন, কেউ যদি কোনো অপরাধমূলক কাজ করে থাকে, তার আচরণে সেটা ফুটে ওঠে।

-হ্যাঁ।

আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। কিন্তু কী রহস্য আমি তা বলতে পারব না। আমার কাছ থেকে আপনারা আর কোনো সাহায্য পাবেন না।

মিলার দুই ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন আমার মনে হচ্ছে গ্যারির বোন বোধহয় আপনাদের আরও ভালো খবর দিতে পারবেন।

কেলি অবাক হয়ে গেছেন– কী বলছেন?

উনি হাসপাতালে আছেন, আহা, হতভাগিনী রমণী। মাঝরাতে বাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল। মনে হয়, আততায়ীরা ওনাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল।

ডায়ানা জিজ্ঞাসা করলেন- কী হয়েছিল?

ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লোকরা বলছেন, এটা ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট। লুইস হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বাইরে চলে এসেছিলেন। লনে পৌঁছে যান। এই সময়ের মধ্যে দমকলের লোকেরা তাকে উদ্ধার করে। শরীরটা একেবারে পুড়ে গিয়েছে।

ডায়ানা শান্ত থাকার চেষ্টা করলেন- উনি কোন্ হাসপাতালে আছেন?

–ইউনিভারসিটি অফ কলোরাডো হাসপাতালে। বার্ন সেন্টারে আছেন।

.

রিসেপশন ডেস্কের নার্স বললেন- আমি দুঃখিত, মিসেস রেনলন্ডসের কাছে কোনো অতিথিকে আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

কেলি জানতে চাইলেন- ওনার কত নম্বর ঘর বলবেন কি?

-না, আমি বলব না।

–খুব দরকার আছে, ডায়ানা বললেন। ওনাকে দেখার জন্য আমরা এখানে এসেছি।

উপযুক্ত অনুমতি ছাড়া কেউ সেখানে যেতে পারে না।

ভদ্রমহিলার গলায় এক ধরনের কর্তৃত্ব এবং ঔদ্ধত্য।

ডায়ানা এবং কেলি পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

–আচ্ছা, ধন্যবাদ।

তারা বাইরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরা কী করব?

কেলি বললেন- একটা শেষ সুযোগ নিতে হবে।

–আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে।

.

ইউনিফর্ম পরা একজন বার্তাবাহককে দেখা গেল। তিনি পার্শেল নিয়ে রিসেপশন ডেস্কের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি বললেন, লুইস রেনল্ডসের জন্য একটা প্যাকেট আছে।

নার্স বললেন– আমি এটা সই করব।

বার্তাবাহক বললেন- না, আমাকে বলা হয়েছে, এটা ওনার হাতে তুলে দিতে হবে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নার্স বললেন– তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যাব?

–ঠিক আছে চলুন।

ভদ্রলোক ওপরে উঠে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ৩৯১ নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নার্স দরজাটা খুললেন। বার্তাবাহক প্যাকেটটা নার্সের হাতে দিয়ে বললেন- আপনি এটা নিয়ে যেতে পারেন।

.এবার বার্তাবাহক নেমে এলেন, নীচে। ডায়ানা এবং কেলি বসে আছেন। তারা অপেক্ষা করছেন।

উনি বললেন- ৩৯১ নম্বর ঘর।

ধন্যবাদ। ডায়ানা শান্তভাবে বললেন। তিনি ওই লোকটির হাতে কিছু টাকা দিলেন।

দু-জন এবার সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় চলে এলেন। করিডর দিয়ে হেঁটে গেলেন। নার্স যখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন, ততক্ষণ অপেক্ষা করলেন। ভদ্রমহিলা বুঝতেই পারলেন না। তারা আবার ৩৯১ নম্বর ঘরে ঢুকে গেলেন।

লুইস রেনল্ডস বিছানাতে শুয়ে আছেন। চারদিকে অনেকগুলো টিউব। শরীরের এখানে সেখানে নল ঢোকানো আছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারা যাচ্ছে, মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছেন। শরীরটা ভীষণভাবে পুড়ে গেছে। সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ। চোখ দুটো বন্ধ। কেলি এবং ডায়ানা বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন।

ডায়ানা শান্তভাবে বললেন মিস রেনল্ডস, আমি ডায়ানা স্টিভেন্স, উনি কেলি হ্যারিস। আমাদের স্বামীরা কে আই জি-তে কাজ করতেন।

লুইস রেনল্ডস কোনো রকমে চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। কথা বলতে পারছেন না। ফিসফিসানি কণ্ঠস্বরে বললেন– কী বলছেন?

কেলি বললেন- আমাদের স্বামীরা কে আই জি-তে কাজ করতেন। তাদের দুজনকেই হত্যা করা হয়েছে। আপনার ভাইয়ের ক্ষেত্রে কোন ঘটনা ঘটেছিল তা আমরা জানি, আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন?

লুইস রেনল্ডস কথা বলার চেষ্টা করলেন না, আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারব না। গ্যারি তো মরেই গেছে। এখন আর কথা বলে কী হবে?

তার দুটি চোখে আসন্ন অশ্রুর ইশারা।

ডায়ানা ঝুঁকে পড়ে বললেন– মৃত্যুর আগে আপনার ভাই কী কিছু বলেছিলেন?

–গ্যারি একটা দারুণ মানুষ ছিল। কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে আসছে। প্লেন দুর্ঘটনায় তাকে হত্যা করে হয়েছে।

ডায়না শান্তভাবে বললেন ভালো করে চিন্তা করে বলুন তো, উনি কি আসন্ন মৃত্যুকে দেখতে পেয়েছিলেন?

লুইস রেনল্ডস চোখ দুটো বন্ধ করলেন।

লুইস রেনল্ডস, ঘুমিয়ে পড়বেন না, দেখুন ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার বলুন, আপনার ভাই এমন কোনো কথা বলেছিলেন যা আমাদের তদন্তে সাহায্য করবে।

লুইস রেনল্ডস এবার চোখ খুললেন। ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনারা

ডায়ানা বললেন আমার তাই মনে হচ্ছে, আপনার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে।

লুইস রেনল্ডস বললেন- হ্যাঁ, আমি জানি।

ঘরের ভেতর ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল বুঝি।

-কেন? কেলি জানতে চাইলেন।

–প্রাইমা, ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর।

কেলি সামনে এগিয়ে এলেন প্রাইমা?

–হাঁ, গ্যারি আমাকে সব কথা বলেছিল। মারা যাবার কদিন আগে। ওই মেশিনটা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সারা পৃথিবীর আবহাওয়াকে। গ্যারি? সে কখনও ওয়াশিংটন যেতে পারল না।

ডায়ানা প্রশ্ন করলেন– ওয়াশিংটন?

–হ্যাঁ, সবাই-সবাই ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন। কোনো এক সেনেটরের সঙ্গে কথা বলতে। প্রাইমার বিষয়ে আলোচনা করতে। গ্যারি বলেছিল, প্রাইমার মোটেই সুবিধের নয়।

কেলি প্রশ্ন করলেন- ওই সেনেটরের নাম মনে আছে?

না।

–একবার চিন্তা করুন।

লুইস রেনল্ডস কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে বললেন- সেনেটর।

-সেনেটর কে?

–কেলি জানতে চাইলেন।

লেবিন রুবেন ভ্যান রুবেন। আমার ভাই তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু...

দরজাটা খুলে গেল, এক ডাক্তার সাদা জ্যাকেট পরেছেন, হাতে স্টেথিস্কোপ। তিনি ভেতরে চলে এলেন। ডায়ানা এবং কেলির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। রেগে বললেন- আমি বলেছি না, এখানে কোনো ভিজিটর আসবেন না।

কেলি বললেন আমি দুঃখিত। আমরা একটা ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম।

–এখান থেকে এখনই চলে যান।

দুজন ভদ্রমহিলা লুইস রেনল্ডসের দিকে তাকালেন। বললেন গুডবাই, ভালো হয়ে উঠুন, কেমন?

ভদ্রলোক তাকিয়ে থাকলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি আস্তে আস্তে বিছানার দিকে এগিয়ে এলেন। লুইস রেনল্ডসের মাথার নীচে একটা বালিশ রেখে দিলেন।

.

৪০.

কেলি এবং ডায়ানা মেন লবিতে চলে এসেছেন।

ডায়ানা বললেন রিচার্ড এবং মার্ক তাই ওয়াশিংটন যাচ্ছিলেন। সেনেটর ভ্যান রুবেনের সঙ্গে দেখা করতে।

–আমরা কী করে তার সাথে যোগাযোগ করব?

ব্যাপারটা খুবই সহজ। ডায়ানা তার সেলফোন বের করলেন।

কেলি বারণ করার চেষ্টা করলেন না, চলো আমরা বাইরে থেকে ফোন করি।

তারা সেনেট অফিস থেকে টেলিফোন নাম্বারটা পেয়ে গেছেন। ডায়ানা পাবলিক ফোন থেকে কথা বললেন সেনেটর ভ্যান রুবেনের অফিস?

-হ্যাঁ।

–আমি সেনেটরের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

কী জন্য জানতে পারি?

ডায়ানা বললেন, এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

–আপনার নাম?

নাম শুনে কী কোনো লাভ আছে?

–আমি দুঃখিত। আমি লাইন দিতে পারব না।

লাইন কেটে দেওয়া হল। ডায়ানা কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- আমরা আমাদের আসল নাম ব্যবহার করব না।

ডায়ানা আবার ফোন করলেন সেনেটর ভ্যান রুবেনের অফিস?

...আমার কথা শুনুন। এটা কোনো উড়ো ফোন নয়। সেনেটরের সঙ্গে এখনই কথা বলতে হবে। আমি আমার নাম বলতে পারছি না।

–তাহলে আমি লাইন দিতে পারব না।

আবার লাইনটা কেটে দেওয়া হয়।

ডায়ানা আবার ফোন করলেন সেনেটর ভ্যান রুবেনের অফিস?

...আমার কথা শুনুন, আপনি আপনার কাজ করবেন, কিন্তু এটা জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন। আমি একটা পে ফোন থেকে কথা বলছি। আমি এই নাম্বারটা দিতে পারি, সেনেটরকে বলুন উনি যেন এখনই ফোন করেন।

ডায়ানা নাম্বারটা দিলেন। বুঝতে পারলেন, সেক্রেটারি ফোনটা নামিয়ে রেখেছেন।

কেলি বললেন- এবার কী করব?

–আমরা অপেক্ষা করব।

দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ডায়ানা বললেন না, এই পরিকল্পনাটা নষ্ট হয়ে গেল।

ফোনটা বেজে উঠল। ডায়ানা ছুটে গেলেন হ্যালো?

একটা অপরিচিত মহিলার কণ্ঠস্বর– আমি সেনেটর ভ্যান রুবেন, আপনি কে?

ডায়ানা ফোনটা ধরে কেলির দিকে তাকিয়ে আছেন। না, এমন করে ফোনটা রাখতে হবে, দুজনেই কথা শুনতে পান। ডায়ানার গলা আটকে গেছে। তিনি কোনোরকমে বললেন– সেনেটর, আমার নাম ডায়ানা স্টিভেন্স, আমার সাথে কেলি হ্যারিস আছে। আপনি কি আমাদের চেনেন?

না, এই দুটো নাম আমি কখনও শুনিনি। বলুন, কেন আমাকে ফোন করতে বলেছেন?

–আমাদের স্বামীরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। এইজন্য তাদের হত্যা করা হয়েছিল।

কিছুক্ষণের নীরবতা–ওঃ মাই গড, রিচার্ড স্টিভেন্স এবং মার্ক হ্যারিস?

-হ্যাঁ।

–হ্যাঁ, আমার সঙ্গে একটা অ্যাপয়মেন্ট ছিল। কিন্তু আমার সেক্রেটারি একটা ফোন পেয়েছিল, বলা হয়েছে, ওরা নাকি পরিকল্পনা পাল্টে ফেলেছেন। তার মানে? ওঁরা মারা গেছেন?

-এই ফোনটা কিন্তু তারা করেননি, ডায়ানা বললেন, তাদের হত্যা করা হয়। যাতে তারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে না পারেন।

কী? সেনেটর যেন খুব আহত হয়েছেন, কেন এই ঘটনা ঘটল?

–যাতে আসল সত্যিটা প্রকাশিত না হয়। কেলি এবং আমি ওয়াশিংটনে আসতে চাইছি। আপনার সাথে দেখা করতে চাইছি। যে কথা আমাদের স্বামীরা বলতে পারেননি, সেই কথা শোনাতে চাইছি।

কিছুক্ষণের নীরবতা– আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু আমার অফিসে নয়। এখানে এলে সবাই জেনে যাবে। যদি আপনাদের কথা সত্যি হয়ে থাকে, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। আমার একটা বাড়ি আছে, সাউদম্পটনে, লং আইল্যান্ডে। আমি সেখানে দেখা করব। আপনারা কোথা থেকে কথা বলছেন?

–ডেনভার?

–এক মিনিট।

তিন মিনিট কেটে গেছে। সেনেটর লাইনে এলেন। ডেনভার থেকে নিউইয়র্কের পরবর্তী ফ্লাইট সোজাসুজি লা ওয়াদিয়াতে চলে আসে। এটা ১২-২৫ মি. ছাড়বে রাত। নিউইয়র্কে সকাল ৬-০৯ মি. এসে পৌঁছোবে। যদি এই ফ্লাইটটা ভরতি থাকে তাহলে....

না, আমরা এই ফ্লাইটেই যাব।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকালেন অবাক হয়ে ডায়ানা, আমরা যদি ধরতে না পারি?

ডায়ানা হাসলেন– না, আমরা ঠিকই যাব।

–এয়ারপোর্টে এসে দেখবেন একটা ধূসর রঙের, লিঙ্কন টাউন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, এই গাড়িতে আপনারা চড়বেন। ড্রাইভার এশিয়ান। তার নাম কুনিও। সে আপনাদের আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে। আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব।

–অনেক ধন্যবাদ সেনেটর।

ডায়ানা রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। আঃ, এতদিনে বোধহয় সত্যি সত্যি একটা। সমাধানের পথ পাওয়া গেল।

উনি কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- ব্যাপারটার শুভ সমাপ্তি ঘটতে চলেছে।

কেলি প্রশ্ন করলেন– আমরা ওই ফ্লাইটে যাব কী করে?

–আমি একটা পরিকল্পনা করেছি।

.

হোটেল একটা রেন্টাল কারের ব্যবস্থা করেছিল। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ডায়ানা এবং কেলি এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলেন।

কেলি বললেন– জীবনে আমি কখনও এত উত্তেজিত এবং আতঙ্কিত একসঙ্গে হইনি।

–আমি ভাবতে পারছি না, এর মধ্যে আতঙ্কের কী আছে?

অনেকেই ওই সেনেটরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, কিন্তু অনেকের স্বপ্ন সফল হয় না। ডায়ানা, ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখো তো, যাঁরা সেনেটরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন তাদের ভাগ্য কী হয়েছে?

না, এখনই এত খারাপ কথা ভাবছ কেন?

কেলি মাথা নেড়ে বললেন- হ্যাঁ, এটা না হলেই ভালো হয়।

–আমি জানি, একটা অস্ত্র আমাদের আছে। আমাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

–হ্যাঁ, এই অস্ত্রটা কি ভোঁতা হয়ে যায় নি?

কেলি গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন।

–দেখো, কী হচ্ছে?

ডায়ানা তাকালেন কী?

–আমায় কিছু একটা করতে হবে।

তারা একটা বিউটি পার্লারের সামনে দাঁড়ালেন। কেলি দরজাটা খুললেন।

ডায়ানা প্রশ্ন করলেন- তুমি এখন কী করবে?

-আমি একটা নতুন এয়ার প্রুফ কিনব।

–এখন? তুমি কি ঠাট্টা করছ?

না, আমি ঠাট্টা করছি না।

-এখন? কেলি, আমরা এখন এয়ারপোর্টে যাব। একটা প্লেন ধরতে হবে। এখন কী প্রসাধন কেনার সময়?

–ডায়ানা, তুমি জানো না, কী ঘটনা ঘটতে চলেছে। যদি আমি মারা যাই, আমি যেন ভালো অবস্থায় থাকি।

ডায়ানা কিছু বলার চেষ্টা করলেন, বলতে পারলেন না। কেলি সত্যি সত্যি বিউটি পার্লারের মধ্যে ঢুকে গেছেন!

.

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। কেলি বেরিয়ে এসেছেন। একটা কালো উইপ পরেছেন। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

চলুন, এবার আমরা শেষ অভিযানে অংশ নিই।

.

৪১.

-সাদা রঙের লেকসাস আমাদের অনুসরণ করছে, কেলি বললেন।

–হ্যাঁ, কিন্তু কেন?

–কেন বলো তো?

–ভালোভাবে দেখতে হবে।

গাড়িটা ক্রমশ এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু লেখা আছে, এই রাস্তায় অন্য কোনো গাড়ি ঢুকতে পারবে না।

প্রহরী এগিয়ে এল। সে গাড়িটাকে ছেড়ে দিল।

লেকসাসে যারা বসেছিল, তারা দেখতে পেল কেলি এবং ডায়ানা ভেতরে চলে গেছেন।

টারম্যাকের দিকে তারা এগিয়ে চলেছেন। লেকসাস গেটে পৌঁছে গেছে। প্রহরী বলল, এটা ব্যক্তিগত প্রবেশ পথ।

–কিন্তু ওই গাড়িটাকে কেন ছেড়ে দেওয়া হল।

প্রহরী আবার বলল- এটা ব্যক্তিগত প্রবেশ পথ। দরজাটা প্রহরী বন্ধ করে দিল।

.

টারম্যাকের পাশে অনেক মানুষের ভিড়। একটা জাম্বো জেট দাঁড়িয়ে আছে। ডায়ানা এবং কেলি ভেতর দিকে চলে গেলেন। হাওয়ার্ড মিলার অপেক্ষা করছিলেন।

–আপনারা এসে গেছেন?

হ্যাঁ, এই ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ।

হ্যাঁ, আমি আনন্দিত। মনে হচ্ছে, এবার বোধহয় সবকিছুর শেষ হবে।

সুইস রেনলন্ডসকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। উনি না বললে আমরা ব্যাপারটা বুঝতেই পারতাম না।

হাওয়ার্ড মিলারের অভিব্যক্তি পাল্টে গেল।

লুইস রেনল্ডস কাল রাতে মারা গেছেন।

দুই ভদ্রমহিলা এই শোক সংবাদটা সহ্য করতে পারছেন না। বেশ কিছুক্ষণ বাদে কেলি বললেন- আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

কী হয়েছিল? ডায়ানার জিজ্ঞাসা।

হঠাৎ হার্টফেল।

হাওয়ার্ড মিলার তাকালেন জেটের দিকে। এটা এখনই ছাড়বে। আমি দরজার কাছে দুটো সিটের ব্যবস্থা করেছি।

–আপনাকে আবার ধন্যবাদ।

.

মিলার দেখলেন, কেলি এবং ডায়ানা র‍্যাম্পে ঢুকে গেছেন। একটু বাদে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এবার প্লেনটা আকাশে উড়বে।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমরা পেরেছি, আমরা সমস্ত প্রতিকুলতাকে জয় করতে পেরেছি। আমরা এখন কী করব?

-ভ্যান রুবেনকে কী বলব?

–আমি ও ব্যাপার নিয়ে এখনও চিন্তা করতে পারিনি। ডায়ানা বললেন, তুমি কি প্যারিসে ফিরে যাবে?

-হ্যাঁ, এটা নির্ভর করছে। তুমি কি নিউইয়র্কে থাকবে?

–হ্যাঁ।

কেলি বললেন আমি হয়তো কিছুদিনের জন্য নিউইয়র্কে থাকব।

তাহলে আমরা দুজনে একসঙ্গে প্যারিসে যাব।

ওঁরা বসে আছেন, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ডায়ানা বললেন রিচার্ড এবং মার্ক কত খুশিই হবে, যদি এই ব্যাপারটা ঠিকমতো শেষ হয়। আমরা ওদের অপূর্ণ কাজ শেষ করব। তাই তো?

-হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ।

ডায়ানা জানালা দিয়ে তাকালেন, আকাশের দিকে। বললেন– রিচার্ড, তোমাকে ধন্যবাদ।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে আছেন, কথা বলতে পারছেন না।

রিচার্ড, আমি জানি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ডার্লিং, আমরা তোমার কাজ শেষ করতে চলেছি। আমরা এই ঘটনার প্রতিশোধ নেব। তুমি এবং তোমার বন্ধুদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার কোনো ক্ষমা নেই। তোমাকে হয়তো আমি আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কিন্তু এটাই হবে তোমার প্রতি আমার শেষ শ্রদ্ধা। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, প্রিয়তম?

.

প্লেনটা ডেলা গারডিয়া এয়ারপোর্টে নেমে পড়েছে। কিছুক্ষণ দেরি হয়েছে। সাড়ে তিন ঘণ্টা, ডায়ানা এবং কেলি প্রথম নেমে এলেন। ডায়ানার মনে পড়ল, সেনেটর ভ্যান রুবেনের কথাগুলো যখন আপনারা এয়ারপোর্ট থেকে নামবেন, ধূসর রঙের একটা লিঙ্কন টাউন কার দাঁড়িয়ে থাকবে। এই গাড়িতে চড়ে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসবেন।

গাড়িটা টার্মিনাল এন্ট্রান্সের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তার গায়ে একজন জাপানি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ড্রাইভারের পোশাক পরা। তিনি এগিয়ে এলেন। কেলি এবং ডায়ানাকে দেখে হাত নেড়ে ইশারা করলেন মিসেস স্টিভেন্স? মিসেস হ্যারিস?

-হ্যাঁ।

–আমি কুনিও, উনি দরজাটা খুলে দিলেন। দুই ভদ্রমহিলা গাড়িতে উঠলেন।

এক মুহূর্ত বাদে তারা সাউদম্পটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

দুঘণ্টা সময় লাগবে, কুনিও বললেন। দুপাশের দৃশ্যাবলি অসাধারণ।

না, এখন আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার মতো মন অথবা সময় কোনো কিছুই নেই। কীভাবে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে, দুজনে সেই চিন্তায় মগ্ন। সেনেটরকে সবকিছু সংক্ষেপে বলতে হবে, যাতে উনি ব্যাপারটা সত্যি সত্যি বুঝতে পারেন।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন সেনেটর কি এই আতঙ্কের ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন? আমরা কতটা তার কাছে খুলে বলব?

-হ্যাঁ, উনি একমাত্র নিরাপত্তা দিতে পারেন। তিনি জানেন, কী করে বিষয়গুলি সমাধান করতে হয়।

আমি বুঝতে পারছি।

দু-ঘন্টা কেটে গেছে। টাউন কার শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট বেলে পাথরের ম্যানসনে ঢুকে পড়ল। শ্লেট দিয়ে তার ছাদ তৈরি করা হয়েছে। দু-দিকে উঁচু চিমনি আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য বিদ্যার ছাপ। মস্ত বড় বাগান। তারা দেখতে পেলেন, পরিচালকদের থাকার জন্য আলাদা কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে। গ্যারেজটাও আলাদা।

গাড়িটা সামনের দরজার কাছে থেমে গেল। কুনিও বললেন আমি এখানে অপেক্ষা করছি। দরকার পড়লে ডাকবেন।

ধন্যবাদ।

একজন বাটলার এসে দরজাটা খুলে দিল– সুপ্রভাত, ভেতরে আসুন। সেনেটর আপনাদের জন্য বসে আছেন।

দুজন ভদ্রমহিলা প্রবেশ করলেন। লিভিং রুমটা সুন্দর, ছিমছাম সাজানো। প্রাচীন ফার্নিচারের চিহ্ন আছে। কৌচ এবং চেয়ারের ছড়াছড়ি। দেওয়ালের ধারে একটা মস্ত বড়ো ফায়ার প্লেস। সেখানে ধাতব পাত্রে আগুন জ্বলছে। মোমের মতো আভা প্রকাশিত হচ্ছে।

বাটলার বলল- ওই দিকে।

কেলি এবং ডায়ানা বাটলারকে অনুসরণ করে একটা মস্ত বড়ো ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়লেন।

সেনেটর ভ্যান রুবেন বসে আছেন। তিনি একটা হালকা নীল রঙের সিল্কের সুট পরেছেন। মানানসই রঙের ব্লাউজ। তার চুলগুলো সুন্দরভাবে সাজানো। না, ডায়ানা যেমন ভেবেছিলেন, তার থেকেও আকর্ষণীয়।

—আমি পাউলিন ভ্যান রুবেন।

ডায়ানা স্টিভেন্স।

–কেলি হ্যারিস।

–আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি খুবই আনন্দিত। অনেক কষ্ট করে আপনারা এসেছেন, তাই তো?

কেলি সেনেটর ভ্যান রুবেনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছেন। তার মানে?

ট্যানার কিংসলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল– তার মানে, তোমরা খুবই ভাগ্যবতী, কিন্তু ভাগ্য বোধহয় এবার শেষ হয়ে আসছে।

ডায়ানা এবং কেলি পেছন ফিরে তাকালেন ট্যানার কিংসলে এবং হ্যারি ফ্লিন্ট ঘরের দিকে এগিয়ে আসছেন।

ট্যানার বললেন- এবার মিঃ ফ্লিন্ট...

হ্যারি ফ্লিন্ট একটা পিস্তল তুলল। কোনো কথা বলা হল না। সে দুজন ভদ্রমহিলার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল। পাউলিন ভ্যান রুবেন এবং ট্যানার কিংসলে দেখলেন, কেলি এবং ডায়ানার শরীর কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেছে।

ট্যানার সেনেটর ভ্যান রুবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন- মহামান্য রাজকুমারি, গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে গেল কেমন?

.

৪২.

ফ্লিন্ট জিজ্ঞাসা করলেন এই দুটো মৃতদেহ নিয়ে আমি এখন কী করব?

ট্যানার এতটুকু ইতস্তত করলেন না। তিনি বললেন, পায়ে ভারী পাথর বেঁধে আটলান্টিকে ফেলে দিয়ে এসো। কোনো চিহ্ন রেখো না।

ফ্লিন্ট ঘর থেকে চলে যাবার আগে বলল- কোনো সমস্যা নেই।

ট্যানার সেনেটার ভ্যান রুবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন- রাজকুমারি, গল্পটা শেষ যখন, আমরা আমাদের কাজ শুরু করি, কেমন?

রুবেন উঠে এলেন। তিনি ট্যানারকে একটা চুম্বন উপহার দিলেন।

–বেবি, অনেক দিন আমি ওটার স্বাদ পাইনি।

–হ্যাঁ, আমিও তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি।

–অনেক দিন একটা উত্তেজনার মধ্যে সময় কেটে গেল। আর কিছু ভালো লাগছে না।

ট্যানার আরও কাছে এলেন- এখন থেকে আমরা একসঙ্গেই থাকব। আমরা তিন-চার মাস ধরে একসঙ্গে কাজ করব। আর কী করব? তোমার মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব? তারপর? তারপর আমরা পরস্পরকে বিয়ে করব। তাই তো?

ভদ্রমহিলার ঠোঁটে হাসি-হা, এটা আর একটু তাড়াতাড়ি করলে হয় না? মনে করো একমাস?.

–হ্যাঁ, তোমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখব।

–আমি সেনেট থেকে গতকাল পদত্যাগ করেছি। তারা বুঝতে পেরেছে, আমি আমার স্বামীর জন্য কতখানি শোকাহত।

চমৎকার। এবার আমরা অনায়াসে মেলামেশা করতে পারব। আমি তোমাকে কে আই জি সম্পর্কে অনেক কথা বলব। হ্যাঁ, যে সব ফাইল আগে দেখাতে পারিনি, সেগুলো অনায়াসে দেখাতে পারব।

.

ট্যানার এবং পাউলিন লাল ইটের তৈরি বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। সামনে একটা ইস্পাতের দরজা আছে। দরজার মধ্যিখানে ছোট্ট ছিদ্র। ট্যানারের হাতে একটা চাবি। তার মাথায় গ্রিক যোদ্ধার মূর্তি আঁকা।

পাউলিন দেখলেন, ট্যানার সেই চাবিটা ঢুকিয়ে দিলেন। দরজাটা খুলতে শুরু করল। ঘরটা বিরাট। চারপাশে বড়ো বড়ো কম্পিউটার এবং টেলিভিশন স্ক্রিন আছে। জেনারেটার এবং ইলেকট্রনিক্স চোখে পড়ল। মধ্যে একটা কনট্রোল প্যানেল রয়েছে।

ট্যানার বললেন- রাজকুমারি, প্রাইমার সঙ্গে দেখা করো। এটা হল গ্রাউন্ড জিরো। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারব। উপগ্রহের মাধ্যমে এই ঘরটা সংযুক্ত। এর সাহায্যে আমরা পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। আমরা যে কোনো জায়গায় ঝড় আনতে পারি। আমরা বৃষ্টি বন্ধ করে দুর্ভিক্ষকে ডাকতে পারি। আমরা বিমানবন্দরে কুয়াশার সৃষ্টি করতে পারি। হ্যারিকেন আনতে পারি। সাইক্লোন সৃষ্টি করতে পারি। এভাবেই আমরা বিশ্বের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করব।

ওনার মুখের কোণে হাসি আমি আমার কিছু ক্ষমতা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি। অনেকগুলো দেশ আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা এখনও পর্যন্ত সেই কাজে সফল হতে পারেনি।

ট্যানার একটা বোম টিপলেন। টেলিভিশন স্ক্রিনটা আলোকিত হয়ে উঠল।

–এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে, সেটা হল আমরা ভবিষ্যতে কী করব।

উনি পাউলিনের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন- একটা ব্যাপার করলেই আমরা প্রাইমাকে কাজে লাগাতে পারব। প্রাইমা আমাদের ওপর সবুজ ঘরের প্রভাব বিস্তার করবে। সেটা খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হবে। তুমি কি জানো, কে এই প্রকল্পের অধিকর্তা? কার মাথা থেকে এই প্রকল্পটা বেরিয়েছিল? তুমি অবাক হবে। সে, সে হল আমোর দাদা, অ্যানড্রু। হ্যাঁ, অ্যানড্রু সত্যি এক মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পাউলিন অবাক হয়ে বিরাট যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে আছেন– আমি বুঝতে পারছি না, এটা কীভাবে বিশ্বের আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করবে।

দেখো, আমি খুব সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছে হলে আমরা উষ্ণ বাতাসকে ওপর দিকে ছেড়ে দেব। ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসবে। তারপর তাদের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাবে। যদি মনে করো, তাহলে বাতাসকে আমরা আর্জ করতে পারব।

-না, এভাবে আমাকে ভয় দেখিও না। আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলল ডার্লিং।

দুঃখিত। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে, সব কিছু তুমি কি বুঝতে পারবে?

ট্যানার বললেন।

–আমি বোঝার চেষ্টা করব।

–আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। এর সঙ্গে মাইক্রো লাসের সংযুক্ত আছে। তুমি ন্যানো টেকনোলজির নাম তো শুনেছ। এইটাও আমার ভাইয়ের অবদান। এইভাবে আমরা বিশ্বের বাতাসের বুকে নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করব। আমরা অক্সিজেন বন্ডের সাথে হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণ ঘটাব। ওজোন এবং জল তৈরি হবে। মুক্ত স্বাধীন অক্সিজেন বাতাসে ফিরে যাবে। তাকে আমরা 0, বলব। আমার ভাই এই ব্যাপারটাও আবিষ্কার করেছে। সে এমন একটা যন্ত্র বের করেছে, যার সাহায্যে মহাবিশ্বের লাসের কণা এখানে চলে আসবে। 0, বন্ডের সঙ্গে আর একটা অক্সিজেন যুক্ত হয়ে ওজোন অর্থাৎ 0, তৈরি করবে। এর সঙ্গে জল অর্থাৎ A,O পাওয়া যাবে।

–আমি এখনও পর্যন্ত তোমার কথার আসল মানেটা বুঝতে পারছি না।

-তুমি তো জানো, বিশ্বের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে জল। অ্যানড্রু এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার সাহায্যে আমরা বেশি পরিমাণ জল তৈরি করতে পারব। সেই জলকে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেব। আরও বেশি লাসের, আরও বেশি বাতাস। এইভাবে আমরা জল ও বাতাসের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ এবং আধিপত্য বিস্তার করতে পারব।

উনি এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন- আমি আকিরা ইসোর সাথে কথা বলেছিলাম, টোকিওতে, তারপর জুরিখে গিয়ে ম্যাডলাইন স্মিথের সাথে দেখা করি। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ওরা দুজন এই সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। আমরা ওনাদের হাতে একটা ভালো চাকরি তুলে দিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে

ছিল, আমাদের সবকিছুর ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। কিন্তু ওঁরা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত ওনাদের মেরে ফেলা হল।

দীর্ঘশ্বাস- আমি তোমাকে বলেছি, আমার চারজন বিখ্যাত আবহাওয়াবিদ আমার সঙ্গে কাজ করছেন। এই প্রযুক্তির ব্যাপারে।

-হ্যাঁ,

–তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ফ্রানজ ভারব্রুগ, উনি বার্লিনে থেকে কাজ করছিলেন। একজন মার্ক হ্যারিস, প্যারিস, একজন গ্রে রেনল্ডস, ভ্যাঙ্কুবার এবং রিচার্ড রেনল্ডস, নিউইয়র্ক। তারা নানাভাবে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, তারা বিভিন্ন দেশে বসে কাজ করছেন, সুতরাং একে অন্যের সাথে কিছুতেই মেলাতে পারবেন না। তাই এই প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য কী, সেটা সকলের কাছে অজানা থেকে যাবে। কিন্তু কিছু একটা উপায়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তারা ভিয়েনাতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার পরিকল্পনা কী, জানতে চেয়েছিলেন। আমি প্রাইমার কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, এই প্রকল্পটা আমাদের সরকারের হাতে তুলে দেব। আমরা ভাবতেই পারিনি যে, তারা এই কাজে এত দক্ষ হয়ে উঠবেন। শেষ পর্যন্ত আমি একটা ফাঁদ পাতলাম। তারা রিসেপশন রুমে বসেছিলেন। আমি সেনেট অফিস থেকে একটা ফোন করলাম। যাতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রাইমার কথা শোনা গেল। সকালবেলা তারা তোমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইল। ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যে, শেষ পর্যন্ত তাদের শেষ করে দেওয়া হল।

ট্যানারের মুখে হাসি দেখো, কী করে কাজটা আমি করেছি।

কম্পিউটার স্ক্রিনের ওপর পৃথিবীর একটা মানচিত্র ফুটে উঠেছে। নানা জায়গাতে ছোটো ছোটো বিন্দু এবং চিহ্ন আছে।

ট্যানার একটা সুইচে হাত দিলেন। ম্যাপটা পর্তুগালকে আলোকিত করল।

ট্যানার বললেন- এটাই হল পর্তুগালের কৃষিসমৃদ্ধ উপত্যকা। যে সমস্ত নদী সেখানে আছে, সেই নদী থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। এই নদীগুলোর স্পেনে উৎপত্তি হয়েছে এবং আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। ভেবে দেখো, যদি ওই নদীর জলসরবরাহ কমে যায়, তাহলে পর্তুগালের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খরা দেখা দেবে। আবার যদি জল সরবরাহ বেড়ে যায়, তাহলে কী হবে? তাহলে পর্তুগাল বন্যায় ডুবে যাবে।

ট্যানার একটা বোতাম টিপলেন। স্ক্রিনের ওপর একটা হলুদ গোলাপি প্রাসাদ ফুটে উঠল। বাইরে সশস্ত্র প্রহরী। চারপাশে সুন্দর সবুজ বাগান। উজ্জ্বল আলোয় ঝকমক করছে।

–এটা হল প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ।

ছবিটা ঘুরে গেল, ডাইনিং রুম দেখা গেল। একটা পরিবার বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে।

উনি হলেন পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট। তার স্ত্রী এবং দুই শিশুও বসে আছে। তারা কথা বলছেন, পর্তুগিজ ভাষায়। আমরা ইংরাজিতে শুনতে পাচ্ছি। আমার কাছে এ ধরনের

অসংখ্য ন্যানো ক্যামেরা আছে, মাইক্রোফোন আছে, ওই প্রাসাদে সেগুলো বানো আছে। প্রেসিডেন্ট কিন্তু এবিষয়ে কিছুই জানে না। তার প্রধান সিকিউরিটি গার্ড আমার হয়ে কাজ করেন।

প্রেসিডেন্টকে এক ভদ্রলোক বললেন- আজ সকাল এগোরোটার সময় এমবাসিতে আপনার সঙ্গে একটা মিটিং আছে। তারপরে আপনি লেবার ইউনিয়নের একটি সভায় ভাষণ দেবেন। দুপুর একটার সময় মিউজিয়ামে যেতে হবে। বিকেলে আমরা একটা সংবর্ধনার আয়োজন করেছি।

ব্রেকফাস্ট টেবিলের ফোনটা বেজে উঠল। প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে বললেন-হ্যালো?

ট্যানারের কণ্ঠস্বর- ইংরাজি থেকে পর্তুগীজ ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করা হচ্ছে।

ট্যানার বললেন- মিঃ প্রেসিডেন্ট?

প্রেসিডেন্ট অবাক হয়ে গেছেন আপনি কে?

সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে ট্যানারকে শোনানো হল।

–আমি একজন বন্ধু।

–আপনি কী করে আমার বেডরুমের নাম্বার পেলেন?

–সেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আপনি আমার কথা শান্তভাবে শুনুন। আমি আপনার দেশটাকে ভালবাসি। আমি চাই না, এই দেশটার কোনো ক্ষতি হোক। যদি আপনি আমার কথা না শোনেন তাহলে ভয়ঙ্কর ঝড় দেখা দেবে। আপনার দেশটা বিশ্বের মানচিত্র থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে। আপনি আমাকে অবশ্যই দু-কোটি ডলার পাঠাবেন, সোনার হিসাবে দেবেন। আর যদি আপনি আমার কথা শুনতে রাজী না থাকেন, তা হলে সেই ডলার আমি ফিরিয়ে দেব।

স্ক্রিনের ওপর তার মুখ ভেসে উঠল। প্রেসিডেন্ট ফোনটা নামিয়ে রেখেছেন। তিনি তার বউকে বলছেন কোনো উন্মাদ মানুষ বোধহয় আমার ফোন নাম্বারটা পেয়ে গেছে। সে বোধহয় সম্প্রতি পাগলা গারদ থেকে ছাড়া পেয়েছে।

ট্যানার পাউলিনের দিকে তাকিয়ে বললেন- এটা আমরা তিনদিন আগে রেকর্ড করেছিলাম। এখন শোনো গতকাল আমাদের কী কথা হয়েছে।

বিরাট গোলাপি প্রাসাদের ছবিটা আবার ফুটে উঠল। একই রকম সুন্দর সাজানো বাগান। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশে ঘন মেঘের আস্তরণ, থেকে থেকে বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ চমক।
:

ট্যানার একটা বোম টিপলেন। টেলিভিশনের ওপর আর একটা ছবি এসে গেল। প্রেসিডেন্টের অফিস। তিনি কনফারেন্স টেবিলে বসে আছেন। চারদিকে সহকারীরা বসে আছেন। প্রেসিডেন্টের মুখ রাগে থমথম করছে।

টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল।

ট্যানার বললেন- এখন?

প্রেসিডেন্ট টেলিফোনটা নিয়ে বললেন- হ্যালো?

–গুড মর্নিং, মিঃ প্রেসিডেন্ট।

–আপনি আমার দেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। আপনি শস্যের ক্ষতি করছেন। জায়গায় জায়গায় বন্যা দেখা দিয়েছে। গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন- এটা কতদিন চলতে থাকবে?

প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বরে আকুতি ঝরে পড়ছে।

যত দিন পর্যন্ত আমার প্রার্থিত টাকা না পাব, ততদিন এই ঘটনা ঘটতে থাকবে। তারা দেখলেন, প্রেসিডেন্ট তার দাঁতে দাঁত চেপেছেন। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেছেন। তারপর তিনি বললেন- তাহলে আপনি ঝড় থামিয়ে দেবেন?

–হ্যাঁ।

কীভাবে টাকাটা দেওয়া হবে?

-রাজকুমারি, আমরা ইতিমধ্যে টাকাটা পেয়ে গেছি। দেখো, প্রাইমা আরো কী করতে পারে। এগুলো হল আমাদের আগেকার পরিকল্পনা।

ট্যানার আর একটা বোতাম টিপলেন। হ্যারিকেন দেখা গেল। আছড়ে পড়ছে স্পেনের ওপর।

–এটা জাপানে হয়েছে, ট্যানার বললেন। এই সময় ওখানকার আবহাওয়া শান্ত থাকা উচিত।

উনি আর একটা বোতাম টিপলেন। একটা তুষার ঝড়ের চিহ্ন পাওয়া গেল। আকাশ থেকে বড়ো বড়ো বরফ মাটিতে পড়েছে। একের পর এক গাছেদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

–এটা ফ্লোরিডার ছবি। সেখানকার তাপমাত্রা এখন শুন্যের নীচে নেমে গেছে। জুন মাসে। ভাবতে পারো? শস্য ধুয়ে মুছে গেছে।

উনি আর এটা বোতাম টিপলেন। বিশাল স্ক্রিনের ওপর টরনেডোর ছবি ফুটে উঠেছে। টরনেডোর আক্রমণে বাড়িঘর ভেঙে পড়ছে।

উনি বললেন একটা দুর্ঘটনার ছবি। তুমি দেখতে পাচ্ছো, প্রাইমা যা খুশি তাই করতে পারে।

পাউলিন আরও কাছে এসে শান্ত গলায় বললেন তার বাবার মতো, তাই তো?

ট্যানার টেলিভিশন সেটটা বন্ধ করলেন। তিনি তিনটে ডিভিডি নিলেন। দেখালেন পাউলিনকে। তারপর বললেন- এখানে উল্লেখযোগ্য আলাপচারিতা আছে। আমি পেরু,

মেক্সিকো এবং ইতালিতে করেছিলাম। তুমি কি জানো কীভাবে সোনা হস্তান্তরিত হয়? আমরা ট্রাক পাঠিয়ে দিই, তাদের ব্যাঙ্কে। তারা সোনা দিয়ে ভরতি করে দেয়। ক্যাশ টোয়েন্টি টু নামে একটা সংকেত আছে। এইভাবেই গোল্ড অর্থাৎ সোনাটা চলে যায়। আমি এই ঝড়কে চিরস্থায়ী করব, উপযুক্ত টাকা না পেলে ঝড় থামবে না।

পাউলিন তাকিয়ে আছেন, একটু উত্তেজিত-ট্যানার কীভাবে তোমার এই ফোনগুলোকে চিহ্নিত করা যায়?

ট্যানার হাসছেন– হা, অনেকে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সম্ভব হয়নি। একটা চার্চের সঙ্গে, একটা স্কুলের সঙ্গে। তৃতীয়টা ঝড়ের সৃষ্টি করবে। চতুর্থটা আছে ওভাল অফিসে, হোয়াইট হাউসে।

পাউলিন হাসছেন।

দরজা খুলে গেল। অ্যানড্রু প্রবেশ করেছেন।

অ্যানড্রু পাউলিনের পাশে বসলেন। মুখে অদ্ভুত অভিব্যক্তি–আমি কি আপনাকে চিনতে পারছি? একটু বাদে তিনি বললেন- হ্যাঁ, আপনি এবং ট্যানার তো বিয়ে করতে চলেছেন। আমাকে নিতবর করা হয়েছে, আপনিই তো সেই মহামান্য রাজকুমারি?

পাউলিন বললেন- অ্যানড্রু, আপনি পাশে বসুন।

না, আপনি কেন চলে গিয়েছিলেন? আপনি কি ট্যানারকে ভালোবাসেন না?

ট্যানার বললেন- কথাটা বুঝিয়ে বলা যাক। ও চলে গিয়েছিল কারণ ও আমাকে ভালোবাসে।

ট্যানার পাউলিনের হাতে হাত রেখে বললেন–বিয়ের পর ও আমাকে ফোন করেছিল। ও এক ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে। স্বামীর সাহায্যে ও কে আই জি-তে আরও উপকার করতে পারবে। সেই জন্যই এই ঘটনাটা ঘটেছিল।

ট্যানার পাউলিনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন– প্রতি মাসে আমরা গোপনে মিলিত হতাম।

কণ্ঠস্বরে গর্ব ফুটে বেরোচ্ছে পরবর্তীকালে ও রাজনীতিতে আকর্ষণ বোধ করে। শেষ পর্যন্ত সেনেটর হয়েছিল।

অ্যানড্রুর মুখে বিরক্তি কিন্তু সেবাসটিয়ানা? সেবাটিয়ানা কোথায়?

ট্যানার হাসলেন- সেবাসটিয়ানা করটেজ, তাকে আমি রাস্তায় ফেলে দিয়েছি। অফিসের সকলে তার কথাই জানে। তার ফলে কী হয়েছে? রাজকুমারি আর আমি সকলের সন্দেহের বাইরে থাকতে পেরেছি। বলতে পারো, এটাও আমার একটা ষড়যন্ত্র।

অ্যানড্রু বললেন- ও, তাই নাকি?

–এসো অ্যানড্রু। ট্যানার কনট্রোল সেন্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ট্যানার বললেন তুমি মনে করতে পারছ? তুমি এটা তৈরি করেছিলে। এটার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

অ্যানড্রুর চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়েছে প্রাইমা?

ট্যানার একটা বোতাম টিপলেন। বললেন–হ্যাঁ, এইভাবে আমরা আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করছি।

তিনি আর একটা বোম টিপে বললেন– নির্দিষ্ট জায়গা। ভাইয়ের দিকে তাকালেন, ব্যাপারটা খুবই সহজ, তাই না?

অ্যানড্রু বললেন- হ্য, আমার সবকিছু মনে পড়ছে।

ট্যানার পাউলিনের দিকে তাকিয়ে বললেন- এভাবেই শুরু হয়েছিল সবকিছু।

ট্যানার পাউলিনের হাতে হাত রেখে বললেন– আমি আরও তিরিশটা দেশের ওপর গবেষণা শুরু করে দিয়েছি। অচিরেই সেই দেশের সব খবর আমার হাতে আসবে। আমরা আরও বেশি ক্ষমতা ও অর্থ পাব।

পাউলিন আনন্দের সঙ্গে বললেন– আঃ, একটা কম্পিউটার এত কাজ করতে পারে?

–দুটো কম্পিউটার আছে। তোমার জন্য একটা অদ্ভুত জিনিস অপেক্ষা করছে। তুমি কি টামুয়া দ্বীপের নাম শুনেছ? দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে?

না।

–এটা আমরা কিনেছি। ষাট বর্গমাইল, অসাধারণ একটা জায়গা। এটার অবস্থান ফরাসি পলিনিয়েশান দ্বীপপুঞ্জের ওপর। এখানে সুন্দর বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছে। প্রমোদ তরণী ভিড়তে পারে এমন একটা জাহাজ জেটি বানানো হয়েছে। সব কিছু আছে। তারপর একটু থেমে উনি বললেন- এটা হল প্রাইমা-২।

পাউলিন বললেন তার মানে সেখানে আর একটা

ট্যানার হাসছেন– হ্যাঁ, তোমার অনুমান ঠিক। জানি না, কবে এই প্রকল্পটা শুরু হবে। আসলে ওই দুজন নষ্টা মেয়েছেলে আমাদের কষ্ট দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাদের আমরা বাতিল করে দিতে পেরেছি। এবার পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় বন্দী হতে চলেছে।

.

৪৩.

কেলি প্রথম চোখ খুললেন তিনি শুয়ে আছেন, একেবারে নগ্ন। কংক্রিট বেসমেন্টের মেঝের ওপর। হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো হয়েছে। চেন দিয়ে বাঁধা। দেওয়ালের সঙ্গে। ছোট্ট জানালা, ঘরের একেবারে কোণে। দেখা গেল, মস্ত বড়ো একটা দরজা।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকালেন। ডায়ানাকেও সম্পূর্ণ নগ্নিকা করা হয়েছে। হাতে হাত কড়া পরানো হয়েছে। দেখা গেল, তাদের জামাকাপড় ঘরের এককোণে জড়ো হয়ে পড়ে আছে।

ডায়ানা বললেন আমরা কোথায়?

–আমরা নরকে।

কেলি হাতকড়াটা পরীক্ষা করলেন। শক্ত করে হাতে এঁটে বসে আছে। দাগ পড়ে গেছে। তিনি দু-চার ইঞ্চির বেশি হাত সরাতে পারছেন না। তারপর বললেন- আমরা ওদের ফাঁদে পা দিলাম?

কণ্ঠস্বরে তিক্ততা ঝরে পড়ছে।

-হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি।

কেলি চারপাশে তাকিয়ে বললেন- আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

–ওরা জিতে গেল, ওরা কীভাবে আমাদের স্বামীদের হত্যা করেছে, সেই খবরটা আমরা জেনেছি। ওরা আমাদেরও মেরে ফেলবে। কিন্তু, বিশ্ববাসীর কাছে সব কথা বলতে হবে। কিংসলে ঠিকই বলেছেন, শেষ পর্যন্ত বোধহয় আমরা আর ভাগ্যের সাহায্য পাব না।

-না, গল্পটা এখানে শেষ হয়নি।

দরজা খুলে গেল। হ্যারি ক্লিন্টকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। হ্যারি ফ্লিন্টের মুখে হাসি। সে দরজাটা বন্ধ করল। চাবিটা পকেটে নিল। বলল, আমি তোমাদের ডাই লুকিং বুলেট দিয়ে গুলি করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, তোমাদের মেরেই ফেলব। কিন্তু ভাবলাম, মৃত্যুর আগে একটু মজা করে নিই।

ফ্লিন্ট পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে এল।

দুজন মহিলা চোখে চোখে তাকালেন, হ্যাঁ, ফ্লিন্টকে দেখা যাচ্ছে। শার্ট এবং ট্রাউজার খুলে ফেলছে।

ফ্লিন্ট বলল– দেখো, কীভাবে আমি খেলাটা শুরু করি। সে তার অন্তর্বাসটাও খুলে ফেলল। পুংদণ্ডটা শক্ত এবং খাড়া হয়ে উঠেছে। ফ্লিন্ট তাকিয়ে দেখল, ডায়ানার দিকে এগিয়ে এল।

–এসো বেবি, তোমাকে দিয়েই না-হয় শুরু করা যাক।

কেলি বাধা দিয়ে বললেন- একটু অপেক্ষা করো যুবাপুরুষ। তুমি আমাকেই আক্রমণ করো। আমি অনেক দিন ধরেই তৃষিতা।

ডায়ানা অবাক হয়ে কেলির দিকে তাকিয়ে আছেন–কেলি?

ফ্লিন্ট কেলির দিকে চলে গেল। বলল- ঠিক আছে, তুমি কি এটা ভালোবাসো?

ফ্লিন্ট নীচু হয়ে বসল। কেলির ওপর চড়ে বসার চেষ্টা করল।

কেলি বলল- হা, অনেক দিন আমি এটার স্বাদ পাই নি।

ডায়ানা চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। না, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা তিনি চোখের সামনে দেখতে পারবেন না।

কেলি তার দুটি পা ফাঁক করে দিয়েছেন। ফ্লিন্ট সেখানে পুংদণ্ডটি প্রবেশ করার চেষ্টা করছে।

কেলি ইতিমধ্যে তার ডান হাতটা একটুখানি তুলেছেন। কোনো রকমে মাথার পরচুলাটা নামিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। হাতটা নেমে এল। দেখা গেল, একটা তীক্ষ্ণ কাটা যুক্ত চিরুনি, তার সাথে ইস্পাতের পিন যুক্ত হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত উনি সেই ইস্পাতের পিন ঢুকিয়ে দিলেন হ্যারি ফ্লিন্টের গলার ভেতর। হ্যাঁ, রক্ত ছুটে আসছে।

ফ্লিন্ট চিৎকার করার চেষ্টা করেছিল। না, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল। হুড়মুড় করে রক্ত বেরোচ্ছে। ডায়ানা অবাক হয়ে গেছেন। কোনো মতে চোখ খুললেন।

কেলি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে আছেন- ডায়ানা। তুমি এখন আরাম করতে পারো।

তারপর? কেলির মুখে হাসি। লোকটা মরে গেছে।

ডায়ানার হৃৎপিণ্ড জোরে শব্দ করতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, উনি বোধহয় আর বেঁচে থাকতে পারবেন না। চোখ মুখের রং পাল্টে গেছে। ভৌতিক অপচ্ছায়া।

কেলি বললেন- তুমি ঠিক আছে।

–আমি ভেবেছিলাম, ও বোধহয় তোমাকে...

কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত হ্যারি ফ্লিন্টের রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে তাকালেন। ভয়ে কাঁপছেন।

–এই কথাটা তুমি আমায় আগে বলোনি কেন?

হ্যাঁ, মাথার ভেতর অমন একটা অস্ত্র লুকানো ছিল।

–আসলে এটাকে যে কাজে লাগাতে হবে, আমি ভাবতেই পারিনি, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি। এসো, এখান থেকে বেরোতে হবে তো।

-কী করে?

–আমি পথটা বলব।

কেলি পা বাড়িয়ে দিলেন। ফ্লিন্টের প্যান্টটা সেখানে পড়েছিল। কোনোরকমে পায়ের আঙুল টাউজার অব্দি পৌঁছে গেল। না, আরও দু-ইঞ্চি যেতে হবে। আর একটু আর একটু। এক ইঞ্চি শেষ পর্যন্ত সফলতা।

কেলির মনে আনন্দ। তিনি কোনোভাবে ট্রাউজারটাকে সামনের দিকে টানতে শুরু করলেন। হ্যাঁ, হাত দিয়ে ধরা যাচ্ছে, পকেটে হাত দিলেন। চাবিটা কোথায়? যে চাবি দিয়ে হাত কড়া ভোলা যাবে। চাবিটা পাওয়া গেল। একটু পরে হাত দুটো মুক্ত হয়েছে। উনি দ্রুত ডায়ানার কাছে চলে গেলেন।

হায় ঈশ্বর, তুমি তো অলৌকিক ঘটনা ঘটালে? ডায়ানা বললেন।

–হ্যাঁ, আমার নতুন পরচুলাটাকে স্বাগত বলতেই হবে। এবার এখান থেকে পালাতে হবে।

তারা কাপড় তুলে নিলেন। তাড়াতাড়ি পরে নিলেন। কেলি দরজাটা খুলে দিলেন। ফ্লিন্টের পকেট থেকে চাবিটা ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

তারা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। চারপাশে নীরবতা। না, ফাঁকা করিডর।

–পেছন দিকে নিশ্চয়ই কোনো রাস্তা আছে। ডায়ানা বললেন।

কেলি মাথা নাড়লেন– ঠিক আছে, তুমি ওই দিকে যাও, আমি অন্যদিকে যাব।

–না কেলি, আমরা আর কোনোদিন আলাদা হব না।

কেলি ডায়ানার হাতে হাত রেখে বললেন– হ্যাঁ, আমরা তো এখন অংশীদার।

.

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। দুজন মহিলা গ্যারেজে এসে পৌঁছে গেছেন। একটা জাগুয়ার, আর একটা টয়েটো গাড়ি আছে।

–কোন গাড়িটা নেবে? কেলি জানতে চাইলেন।

জাগুয়ারটাতে চড়লে সবাই দেখতে পারে। আমরা টয়োটো নেব।

–আমার মনে হয় চাবিটা আছে।

–হ্যাঁ, ছিল। ডায়ানা তাকালেন।

–আমরা কোথায় যাব? কেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

–ম্যানহাট্টানে, এখনও পর্যন্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করতে পারিনি।

–খবরটা ভালই, কেলি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

–একটা জায়গায় গিয়ে ঘুমোতে হবে। কিংসলের কাছে এই খবরটা পৌঁছে যাবে। উনি নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজার জন্য পাগল হয়ে উঠবেন। কোথায় থাকা যায় বলো তো?

কেলি চিন্তা করছেন– একটা ভালো ব্যাপার ভাবতেই হবে।

ডায়ানা তাকিয়ে আছেন কী ব্যাপার?

কেলি বললেন আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে।

.

৪৪.

তারা হোয়াইট টাওয়ারের দিকে চলেছেন। ম্যানহাট্টান থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে।

ডায়ানা বললেন- হ্যাঁ, শহরটা সুন্দর। এখন আমরা কী করব?

–এখানে আমার এক বন্ধু আছে। তিনি আমাদের দায়িত্ব নিতে পারবেন।

–ওনার সম্পর্কে সব কথা বলো।

কেলি বললেন আমার মায়ের সাথে এক মাতালের বিয়ে হয়েছিল। মাতাল বাবা মাকে মেরে আনন্দ পেত। আমি যখন নিজের পায়ে দাঁড়ালাম, মায়ের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, মাকে বলব ওই লোকটাকে ডির্ভোস দিতে। আমার এক মডেলের বন্ধু এই জায়গাটার কথা বলেছিল। এখানে একটা বোর্ডিং হাউস আছে। গ্রেস সাইডাল নামে এক ভদ্রমহিলা সেই বোর্ডিং হাউসটা চালিয়ে থাকেন। তিনি খুবই ভালো স্বভাবের। আমি আমার মাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর একটা অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছিলাম। প্রত্যেকদিন আমি গ্রেসের বোর্ডিং হাউসে আসতাম। মাও জায়গাটাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। কারণ এখানে তার মতো হতভাগিনীরাই বোর্ডার হিসেবে ছিল। আমি শেষ পর্যন্ত মায়ের জন্য অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে পাই।

কথা বলা শেষ হয়ে গেছে।

ডায়ানা জানতে চাইলেন– তারপর কী হয়েছিল?

–মা আবার তার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত ওঁরা বোর্ডিং হাউসে পৌঁছে গেছেন।

.

গ্রেস সাইডালের বয়স বছর পঞ্চাশ। এখনও উত্তেজনা এবং কর্মশক্তিতে টগবগ করে ফুটছেন। তিনি দরজা খুলে দিলেন। কেলিকে দেখে তার মুখে আলোর উদ্ভাস।

কেলি? তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।

কেলি বললেন– ইনি আমার বন্ধু, ডায়ানা।

তারা পরস্পরকে হ্যালো বললেন।

এই ঘরটা তোমাদের জন্য রেডি। গ্রেস বললেন, সত্যি কথা বলতে কি, এটা হল তোমার মায়ের ঘর। আমি একটা অতিরিক্ত শয্যা পাতার ব্যবস্থা করছি।

গ্রেস সাইডাল বেডরুমের দিকে হেঁটে গেলেন। তারা একটা সুন্দর লিভিং রুমে এসে পৌঁছে গেছেন। দেখলেন, আরও অনেক মহিলা বসে বসে তাস খেলছেন। কেউ আবার অন্যান্য খেলাতেও মন দিয়েছেন।

গ্রেস জানতে চাইলেন- তোমরা এখানে কতদিন থাকবে?

কেলি এবং ডায়ানা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বললেন– ঠিক বলতে পারছি না।

গ্রেস সাইডাল হেসে বললেন- কোনো সমস্যা নেই। যতদিন খুশি থাকতে পারো।

ঘরটা সত্যি সাজানো এবং পরিষ্কার।

গ্রেস সাইডাল চলে গেলেন। কেলি ডায়ানাকে বললেন- এখানে আমরা নিরাপদে থাকতে পারব। আমি ভাবছি, একটা কথা। আমাদের নাম বোধহয় গিনেস বুকে উঠে যাবে। তুমি ভাবতে পারছ, ওরা কতবার আমাদের হত্যার চেষ্টা করেছে।

–হ্যাঁ, ডায়ানা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কেলি শুনতে পেলেন ডায়ানা বলছেন- রিচার্ড, তোমাকে ধন্যবাদ।

কেলি কথা বলার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু ভাবলেন, কথা বলে কোনো লাভ নেই।

.

অ্যানড্রু ডেস্কে বসে আছেন। অনেক স্বপ্ন দেখছেন। হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে থাকার স্বপ্ন-হা, যে শব্দগুলো তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল...হ্যাঁ, আমি শেষ পর্যন্ত এটা আবিষ্কার করতে পেরেছি। হ্যাঁ, অ্যানড্রুকে বাঁচিয়ে রাখার উপায়। আমার মনে হচ্ছে, এটা এখনই দেখাতে হবে।

হ্যাঁ, আমি কীভাবে বেঁচে থাকব?

একজন ডায়ানাকে নিয়ে একদিকে চলে গেছেন। মুখে গ্যাসের মুখোশ পরা।

–আমি এই মুখোশের ওপর একটা ছোট্ট ফুটো করে দেব। বাইরে থেকে কিছু মনে হবে না। তা হলেই যথেষ্ট হবে।

বিছানা থেকে আনড্রু সব কিছু দেখলেন থেকে অ্যানড্রু সব কিছু দেখলেন। ট্যানার ওই মুখোশটা নিয়ে একটা ঘরে চলে গেলেন। সেখানে অনেকগুলো বালিশের ওয়াড় পড়ে আছে। মুখোশটা সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

তারপর? ট্যানার ভাবলেন, ভাইকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। কিন্তু ভীষণ-ভীষণ ক্লান্তি লাগছে তার। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

.

ট্যানার, অ্যানড্রু এবং পাউলিন ট্যানারের অফিসে ফিরে এসেছেন।

ট্যানার তাঁর সেক্রেটারিকে বললেন– সকালের কাগজগুলো নিয়ে আসতে।

ট্যানার প্রথম পাতাগুলো পড়লেন- দেখো, দেখো গুয়াতেমালাতে প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে। পেরু, মেক্সিকো এবং ইতালিতেও ঝড় শুরু হয়েছে।

পাউলিনের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনা ভরা অভিব্যক্তিতে তিনি বললেন- হ্যাঁ, এটা তো শেষের শুরু। এই কদিনে প্রকৃতি আরও বিপর্যস্ত হবে।

কারবালো ঘরে ঢুকে পড়েছে– মিঃ কিংসলে?

–আমি এখন খুব ব্যস্ত। কী হয়েছে?

–ফ্লিন্ট মরে গেছে।

ট্যানার লাফিয়ে উঠলেন– সে কী? তুমি কী বলছ? কী হয়েছে?

–স্টিভেন্স এবং হ্যারিস ওকে মেরে ফেলেছে।

–এটা অসম্ভব।

হা, ও মরে গেছে। ওরা পালিয়ে গেছে। সেনেটরের গাড়িটা নিয়ে গেছে। আমরা পুলিশে জানিয়েছি। পুলিশ গাড়িটাকে হোয়াইট টাওয়ারে পেয়েছে।

ট্যানারের কণ্ঠস্বর গম্ভীর আমি ভাবতেই পারছি না। তোমরা এখনই হোয়াইটটাওয়ারে চলে যাও। সঙ্গে দশ বারোজনকে নিয়ে যাবে। প্রত্যেকটা হোটেল দেখবে, বোর্ডিং হাউস, শপ হাউস। ওরা কোথায় লুকিয়ে থাকবে? আমি তোমাদের পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেব। তাড়াতাড়ি।

-হ্যাঁ, যাচ্ছি স্যার।

কারবালো দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

.

গ্রেস সাইডালের বোর্ডিং হাউস। ডায়ানা এবং কেলি বসে আলোচনা করছেন।

ডায়ানা বললেন প্যারিসের ঘটনাটার জন্য আমি দুঃখিত। সত্যি কী হয়েছে বলে

–আমি জানি না, ওই পরিবার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

–তোমার পোষা কুকুর অ্যাঞ্জেল?

–ওর বিষয় নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাইছি না।

–আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা সত্যি হতাশাব্যঞ্জক। কী ঘটছে কিছুই মাথায় আসছে না। কে আই জি-র লড়াইতে আমরা কী জিততে পারব? সারা পৃথিবীতে আমরা বড় একা।

কেলি মাথা নাড়লেন– তুমি ঠিকই বলেছ। ভবিষ্যতে কী হবে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

এক মুহূর্তের নীরবতা।

ডায়ানা বললেন- হ্যাঁ, এবার ভাবতে হবে।

.

কারবালের লোকেরা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটা হোটেলে গিয়ে তারা খাতাপত্র পরীক্ষা করছে। বোর্ডিং হাউস বাদ দিচ্ছে না। তাদের হাতে ডায়ানা আর কেলির ছবি আছে। তোরা এসপ্ল্যান হোটেলে পৌঁছে গেল। ক্লার্কের কাছে ছবি দুটো এনে দেখানো হল।

–এই দুজন ভদ্রমহিলার কাউকে দেখেছেন কি? ধরাতে পারলে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

ক্লার্ক মাথা নাড়লেন না, আমি দেখিনি।

রেনেসাঁ হোটেল একই প্রশ্ন। পঞ্চাশ লক্ষ? আঃ, যদি পেতাম।

ক্রাউন প্লাজা ক্লার্ক বলছে, যদি পেতাম, তাহলে নিশ্চয়ই বলতাম।

লিনসে কারবালো গ্রেস সাইডালের বোর্ডিং হাউসে গিয়ে পৌঁছেছে।

সুপ্রভাত। আমার নাম কারবালো। সে দুই মহিলার ছবি দেখাল। এই দুজনকে চেনেন কী? পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

গ্রেস সাইডালের মুখ উজ্জ্বল আলোয় দীপ্তিমান হা, কেলি!

.

ট্যানারের অফিস, ক্যাথি অরডোনেট খুবই খুশি। নানা জায়গা থেকে ফ্যাক্স আসছে। এত বেশি সংখ্যায় যে বেচারী তা পরিচালনা করতেই পারছে না। ই-মেল ভরতি হয়ে গেছে। সে অনেকগুলো কাগজ নিয়ে ট্যানারের অফিসে ঢুকে পড়ল। ট্যানার এবং পাউলিন ভ্যান রুবেন একটা কৌচে বসে কথা বলছিলেন।

ট্যানার তার দিকে তাকিয়ে বললেন– কী আছে?

মেয়েটি হেসে বলল- ভালো খবর। আমরা একটা ডিনার পার্টির আয়োজন করব।

–কেন? কী হয়েছে?

হাতের কাগজগুলো ধরে সে বলল– সকলেই আসতে চাইছে। সকলেই হ্যাঁ বলেছে।

-কোথায় আসছে? আমাকে দেখতে দিন।

ক্যাথি কাগজগুলো ট্যানারের হাতে তুলে দিল।

ট্যানার প্রথম ই-মেলটা চিৎকার করে পড়লেন– আমরা কে আই জি-র হেডকোয়ার্টারে শুক্রবার আসছি, ডিনারের আসরে। প্রাইমার সঙ্গে পরিচিত হব। দেখব, কীভাবে আপনি সারা বিশ্বের আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছেন? তলায় লেখা আছে টাইমস পত্রিকার সম্পাদক।

ট্যানারের মুখ সাদা। তিনি পরবর্তী ই-মেলটার দিকে তাকালেন– আপনি প্রাইমার সঙ্গে কথা বলার জন্য যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার জন্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, কে আই জি-র

হেডকোয়ার্টারে ওই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক কম্পিউটারটি দেখার জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি। তলায় লেখা আছে নিস উইকের সম্পাদক।

একটির পর একটি চিঠি আর ই-মেল, সি বি এস, এম বি সি, সি এন এন, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, চিকাগো ট্রিবিউন, সকলেই– সকলেই প্রাইমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইছেন।

পাউলিন বসে আছেন, কথা বলতে পারছেন না।

ট্যানার ভীষণ রেগে গেছেন, তিনি বললেন- এ সব কী হচ্ছে?

.

ইন্টারনেট কাফে, ডায়ানা কম্পিউটারের ওপর কাজ করে চলেছেন। তিনি কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন- আর কিছু বাকি রইল কি?

কেলি বললেন–হ্যাঁ, অনেকগুলো বাকি আছে। ভ্যানিটি ফেয়ার, মাদমোজায়েল, ডিনার রাইজেস।

ডায়ানা হাসছেন– না, ইতিমধ্যেই কিংসলের পেট ভরে গেছে। বেশি দিলে বোধহয় বদহজম হবে।

.

কারবালো, গ্রেস সাইডালের দিকে তাকালেন- আপনি কেলিকে চেনেন?

–হ্যাঁ, সে হল বিশ্বের অন্যতম সেরা মডেল।

কারবালোর মুখ উজ্জ্বল সে এখন কোথায়?

গ্রেস তাকালেন। আমি তো তার সাথে কোনোদিন যোগযোগ করতে পারিনি। তবে তাকে দেখার খুব ইচ্ছে আছে আমার।

কারবালোর মুখ লাল- এই যে বললেন, আপনি তাকে চেনেন?

-হ্যাঁ, আমি কেন, সবাই তাকে চেনে। সে হল এক সুন্দরী রূপসী যুবতী। কী তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমিও তো একই উত্তর দেবে, তাই না?

–কোথায় সে থাকতে পারে, কোনো ধারণা আছে?

গ্রেস চিন্তা করে বললেন- না, আমার কোন ধারণা নেই। তবে একটা কথা বলতে পারি

-কী কথা?

-আজ সকালে তার মতো দেখতে এক মহিলাকে এখান থেকে বাসে উঠতে দেখেছি। তার সঙ্গে আর একজন মহিলা ছিল।

–কোথায় যেতে পারে?

বাসটা ভারমন্টের দিকে যাচ্ছে।

ধন্যবাদ, কারবালো অত্যন্ত দ্রুত বেরিয়ে গেল।

.

ট্যানার সমস্ত ফ্যাক্সগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। পাউলিনের দিকে তাকিয়ে বললেন কী শুরু হয়েছে বলে তো? কুকুরীর বাচ্চাদুটো আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। প্রাইমার সাথে কাউকে পরিচয় করাব কী করে?

অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি আবার বললেন আমার মনে হচ্ছে, প্রাইমাকে মেরে ফেলতে হবে। পার্টি শুরু হবার একদিন আগে। বোমা বিস্ফোরণ করে।

পাউলিন তাকালেন, তারপর হাসলেন- প্রাইমা-২?

ট্যানার মাথা নাড়ছেন ঠিকই বলেছ। আমরা সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব। আমরা শেষ পর্যন্ত টামুয়াতে গিয়ে দ্বিতীয় প্রাইমার জন্ম দেব।

ক্যাথি অরডোনেটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইন্টারকমে। সে অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। সে ট্যানারের অফিসের ফোন বাজিয়ে বলল– মিঃ কিংসলে, ফোন বেজেই চলেছে। নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পাস্ট, ল্যারি কিং, সকলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

–ওদের বলে দাও, আমি এখন মিটিং-এ বসে আছি। ট্যানার পাউলিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখান থেকে পালাতে হবে।

উনি অ্যানড্রুর পিঠে হাত রেখে বললেন- অ্যানড্রু, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

–হ্যাঁ, ট্যানার, যাব। তোমাকে আমি সবরকমের সাহায্য করব।

.

ওঁরা তিনজন ইটের বাড়ির বাইরে এলেন। প্রাইমার সঙ্গে এখনই দেখা করতে হবে। ট্যানার অ্যানড্রুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ওপর একটা দায়িত্ব দেওয়া হল। রাজকুমারি এবং আমি এখনই চলে যাচ্ছি। কিন্তু ছটার সময় তুমি এই কম্পিউটারটা বন্ধ করে দেবে। ব্যাপারটা খুবই সহজ। তুমি এই বিরাট লাল বোতামটা দেখতে পাচ্ছো তো?

অ্যানড্রু মাথা নেড়ে বললেন- হ্যাঁ তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে।

ট্যানার এবং পাউলিন বেরিয়ে গেলেন।

অ্যানড্রু তাকিয়ে থাকলেন- তোমরা আমাকে সঙ্গে নেবে না?

না, তুমি এখানেই থাকবে। মনে রেখো, ছটার সময় তিনবার বোতাম টিপতে হবে।

–আমি মনে রাখব।

ওনারা বাইরে এলেন।

পাউলিন জিজ্ঞাসা করলেন, যদি ও মনে না রাখে কী হবে?

ট্যানার হাসছেন– কিছুই হবে না। ঠিক সময়ে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছি, অ্যানড্রু যেন বিস্ফোরণের সময় ঘরের মধ্যে থাকে।

.

৪৫.

কে আই জি-র ৭৫৭, প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। আকাশ ঝকঝকে নীল। কালো মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। পাউলিন এবং ট্যানার দুজনে মেন কেবিনের একটা কৌচে বসে আছেন।

পাউলিন বললেন- ডার্লিং, তুমি কত বুদ্ধিমান, কেউ তা জানতেই পারল না।

-হ্যাঁ, কিন্তু আমি আমার বুদ্ধিমত্তার কথা কী করে বলব বলল তো? তাহলে তো আমাকে দারুণ সমস্যার মুখে দাঁড়াতে হবে।

পাউলিন তাকালেন কোনো সমস্যা নয়। আমরা একটা দেশকে কিনে নেব। সেখানে আমরাই শাসন করব। তাহলে ওরা কেউ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

ট্যানার হাসলেন। পাউলিন হাতে হাত রেখে বললেন- তোমার কাছে আমি কী দেখেছিলাম বলো তো? তোমার চরিত্রের এমন কী, যা আমাকে আকর্ষণ করেছিল?

না, আমার যতদূর মনে পড়ছে, তুমি আমায় দেখে খুবই অশান্ত হয়ে উঠেছিলে।

–হ্যাঁ, তোমার মধ্যে একটা উদ্যম আছে, সেটাই আমাকে স্পর্শ করেছিল।

তারপর? দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আকাঙ্খী চুম্বন।

দূরে আকাশের বুকে বজ্রপাত।

ট্যানার বললেন আমরা টামুয়ায় চলেছি। আমি কথা দিচ্ছি পাউলিন, এ জায়গাটা তোমার ভালো লাগবে। আমরা এক কিংবা দু-সপ্তাহ সেখানে থাকব। কোনো কিছু ভাবব না। তারপর সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করব। যেসব বছরগুলো হারিয়ে গেছে, সেগুলোকে ফিরে পাবার চেষ্টা করব।

পাউলিন তাকালেন- হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি, সেই বছরগুলো আমি ফিরিয়ে দেব।

-হ্যাঁ, প্রত্যেক মাসে আমরা টামুয়াতে ফিরে আসব। ইতিমধ্যে দু-নম্বর প্রাইমা কাজ করতে শুরু করবে। তুমি আর আমি আমাদের সম্ভাব্য জায়গাগুলোকে তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেলল।

পাউলিন বললেন- আমরা ইংল্যান্ডে ঝড় তৈরি করব। কিন্তু ওরা বুঝতেও পারবে না।

ট্যানারের মুখে চওড়া হাসি- সমস্ত পৃথিবীটা আমাদের পায়ের তলায় এসে যাবে।

একজন স্টুয়ার্ট বললেন– স্যার, আপনাকে কিছু দেব কি?

ট্যানার বললেন- না, আমাদের সবকিছু আছে।

না, এই কথার মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই। দূর আকাশে আবার বজ্রপাত।

–মনে হচ্ছে, ঝড় হবে। পাউলিন বললেন, খারাপ আবহাওয়ার মধে আকাশ ভ্রমণ করতে আমার মোটেই ভালো লাগে না।

ট্যানার বললেন- ভয় পেও না ডার্লিং। আকাশে কোনো মেঘ নেই।

তিনি অন্য কিছু চিন্তা করছেন। ভাবছেন, না, আমরা কেন আবহাওয়া নিয়ে এত চিন্তা করছি। তাকে তো আমরা নিয়ন্ত্রন করছি।

তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন- হ্যাঁ, আর একটু বাদে প্রাইমার শেষ সংকেত সূচিত হবে।

হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। বেশ বড়ো বড়ো ফোঁটায়।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। ঠিক আছে, কয়েক ফোঁটা মাত্র বৃষ্টি।

ট্যানার বলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন হল। বারবার বজ্রপাতের আর্তনাদ। প্লেনটা একবার ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, অসহায়ের মতো নীচের দিকে নেমে

আসছে। ট্যানার জানালা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলেন– বাইরে কী ঘটছে, সেটা বুঝতে পারছেন না। হ্যাঁ, এবার বড় বড় শিলা পড়তে শুরু করেছে।

ট্যানার বললেন- দেখো, দেখো, প্রাইমা? কোথায়? আমরা...

এক মুহূর্ত কেটে গেছে। প্রচণ্ড হ্যারিকেন আছড়ে পড়েছে প্লেনটার ওপরে। তাকে নিয়ে ছেলে খেলা করছে।

ভয়ে পাউলিন চিৎকার করতে শুরু করলেন।

.

লাল ইটের তৈরি ওই বাড়িটা। অ্যানড্রু কিংসলে প্রাইমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তার আঙুলগুলো চাবির ওপর খেলা করছে। হ্যাঁ, প্রতিভাধর সব কিছু ভুলে যান, কিন্তু স্মৃতি থেকে যায়। তিনি স্ক্রিনের দিকে তাকাচ্ছেন- হ্যাঁ, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভাইয়ের প্লেনটা আকাশে উড়ছে, আবার ছুটে আসছে। ৩৫০ কিমি. বেগে।

তিনি আর একটা বোম টিপে দিলেন।

.

ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস অফিসে গোলমাল বেঁধে গেছে। আলাস্কা থেকে মিয়ামি, ফ্লোরিডা সব জায়গাতেই এক উত্তেজনা। আবহাওয়াবিদরা অবাক চোখে কম্পিউটার

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী ঘটছে একটু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু ঘটছে, এটা তো সত্যি।

.

লাল ইটের ওই বাড়িটা, অ্যানড্রু নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আহা, এ সুন্দর একটা জায়গা। হ্যাঁ, শেষ অব্দি তৈরি হয়েছে, টরনেড়ো, আরও আরও উঁচুতে... সারা পৃথিবী তা পরিব্যপ্ত করবে।

ট্যানার তখনও ওই জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। প্লেনটা অসহায়ভাবে দুলছে। যে কোনো মুহর্তে পড়ে যেতে পারে। এসে পড়েছে-এসে পড়েছে, ঘণ্টায় ৩২০ মাইল বেগে ছুটে আসা ওই শয়তান ঝড়। ট্যানারের মুখে আর্তনাদ, ভয় এবং উত্তেজনায় তিনি ঠকঠক করে কাঁপছেন। এই তো, এই তো ওই দৈত্য।

তিনি চিৎকার করলেন দেখো, এত উঁচুতে কখনও টরনেড্ডা তৈরি হয় না। আমি এটা তৈরি করেছি। এটা একটা অলৌকিক ঘটনা। একমাত্র ঈশ্বর– বোধহয় আমাদের বাঁচাতে পারেন।

.

লাল ইটের ওই বাড়িটা। অ্যানড্রু আর একটা সুইচে হাত দিলেন। দেখতে পেলেন স্ক্রিনের ওপর, প্লেনটায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল। টুকরো টুকরো বস্তুগুলো চারপাশে ছিটকে পড়ছে। হ্যাঁ, খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ।

অ্যানড্রু কিংসলে লাল বোতামটা তিনবার টিপে দিলেন।

.

৪৬.

কেলি এবং ডায়ানা পোশাক পরে নিলেন। গ্রেস সাইডাল দরজায় হাত রেখে বললেন ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়েছে।

–আসছি, কেলি বললেন।

ডায়ানা বললেন– এই ব্যাপারটা বোধহয় কাজ দেবে। দেখা যাক গ্রেসের কাছে আজ সকালের খবরের কাগজ আছে কিনা।

তারা বাইরে এলেন। এখানে বিনোদনের আসর। কয়েকজন বসে আছেন টেলিভিশনের সামনে। কেলি এবং ডায়ানা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডাইনিং রুমের দিকে। হঠাৎ একটা কথা শুনে তারা থমকে গেলেন।

...এই মাত্র সংবাদ পাওয়া গেল, ট্যানার কিংসলে এবং প্রাক্তন সেনেটর পাউলিন ভ্যান রুবেনের মৃত্যু হয়েছে। তারা প্লেনে ছিলেন। পাইলট, কোপাইলট এবং স্টুয়ার্টের মৃত্যু হয়েছে।

দুই ভদ্রমহিলা ভয়ে আতঙ্কে নিশ্চুপ। তারা পরস্পরের দিকে তাকালেন। তারপর টেলিভিশন সেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্ক্রিনের ওপর কে আই জি-র বাড়ির ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হচ্ছে... কিংসলে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপকে আমরা বিশ্বের সবথেকে বড়ো সংস্থা বলতে পারি। তিরিশটি দেশে এই সংস্থার অফিস আছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অভাবিত ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই অঞ্চল দিয়ে ট্যানার কিংসলের ব্যক্তিগত প্লেনটা উড়ছিল। পাউলিন ভ্যানরুবেন হলেন সেনেট কমিটির প্রাক্তন প্রধান। এই কমিটি পরিবেশ বিষয়ে আলোচনা করে থাকে।

ডায়ানা এবং কেলি তখনও শুনছেন, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন।

...আর একটা বিষয় আমাদের অবাক করে দিয়েছে, পুলিশ সেই রহস্যটা সমাধান করতে পারছে না। প্রেসকে ডাকা হয়েছিল প্রাইমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। প্রাইমা হল কে আই জি-র একটা নতুন কম্পিউটার। এই কম্পিউটারের সাহায্যে আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু গতকাল কে আই জি-তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। প্রাইমার একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। দমকলের লোকেরা অ্যানড্রু কিংসলের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ খুঁজে পেয়েছে। এই ঘটনায় একমাত্র উনি মারা গেছেন।

ডায়ানা বললেন- ট্যানার কিংসলে মারা গেছেন।

-আবার, আবার বলো? আস্তে আস্তে।

ট্যানার কিংসলে আর বেঁচে নেই।

কেলি নিঃশ্বাস ফেললেন- হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমরা বিপদমুক্ত হতে পেরেছি। তিনি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন,- জীবনটা এখন বোধহয় আর আগের মতো খারাপ হবে না।

ডায়ানা বললেন আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমরা আজ রাত্রিরে কোথায় থাকব? ওয়ালড্রপ অ্যাসটোরিয়া টাওয়ারসে শোবো কি?

কেলি বললেন- হ্যাঁ, আমি কিছু মনে করব না।

তারা গ্রেস সাইডালকে বললেন গুডবাই।

গ্রেস জিজ্ঞাসা করলেন কেলি, তুমি আবার আসবে তো?

কেলি জানে না, ভবিষ্যতে আর কখনও এখানে আসা হবে কিনা।

.

ওয়ালড্রপ টাওয়ারস-এর প্রেসিডেনসিয়াল স্যুইট। একজন ওয়েটার টেবিলে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ডায়ানার দিকে তাকিয়ে বলল- কখন আপনাদের খাবার দেব?

–ঠিক সময়ে, কেমন?

কেলি তাকিয়ে আছেন, তিনি কোনো কথা বলছেন না। তারা চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

ডায়ানা বললেন আমি ভাবতে পারছি না, কী করে এই ঘটনাটা ঘটল।

গ্লাসে ভরতি শ্যামস্পেন, পাশে কেউ যেন বসে আছে, এমন ভঙ্গিতে ডায়ানা বললেন রিচার্ড, এখনও তোমাকে আমি ভালোবাসি।

ঠোঁটে গ্লাস তুলে নেওয়া হল।

কেলি বললেন- এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো।

ডায়ানা তাকালেন।

কেলি পাশের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন- মার্ক, তোমাকে আমি এখনও ভালোবাসি।

তারপর? তারপর কেলি জানতে চাইলেন, এবার আমরা কী করব?

ডায়ানা বললেন আমি ওয়াশিংটনে যাব। ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের অফিসে। সেখানে গিয়ে বলব, আমি কী কী জানি।

কেলি বললেন– না, আমরা দুজনে একসঙ্গে ওয়াশিংটনে যাব। বলব, আমরা কী জানি।

ডায়ানা বললেন ঠিক আছে। তিনি চিন্তা করে বললেন। আমরা একটা ভালো কাজ করেছি। হ্যাঁ, আমাদের মৃত স্বামীরা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে।

কেলি বললেন- হ্যাঁ, সমস্যাটা সমাধান করা হয়েছে। আমরা এখন কী করব?

কী?

–আমরা একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলব।

ডায়ানা হাসলেন– তুমি কি ঠাট্টা করছ?

কেলি বললেন- না, আমার কথা শুনে কি তাই মনে হচ্ছে?

.

ডিনার শেষ হয়ে গেছে। তারা টেলিভিশন দেখছেন। প্রত্যেকটা চ্যানেলে ট্যানার কিংসলের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। কেলি দেখছেন, তিনি চিন্তা করছেন একটা প্রবাদ বাক্য। যখন তুমি সাপের মাথা কেটে দেবে, সাপটা মরে যাবে।

এই প্রবাদ বাক্যটা শুনে ডায়ানা জানতে চাইলেন- কী হয়েছে?

কেলি বললেন- ব্যাপারটা দেখা যাক। আমি এখনই প্যারিসে ফোন করতে চাইছি। পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। নিকোলে পারাডেসের কণ্ঠস্বর– কেলি! কেলি। তোমার ফোন পেয়ে আমরা খুশি হয়েছি।

কেলির হৃৎপিণ্ড বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন উনি কী করবেন? ওরা কি অ্যাঞ্জেলকে মেরে ফেলেছে?

কীভাবে তোমার কাছে পৌঁছোব?

আপনি কি খবরটা শুনেছেন?

-হ্যাঁ, সারা পৃথিবী খবরটা জানে। জেরোমে মালো এবং আলফানসো এখান থেকে চলে গেছে।

–ফিলিপ্পে এবং তার পরিবার?

–তারা কালকে আসছেন।

ব্যাপারটা সুন্দর।

কেলি পরবর্তী প্রশ্ন করতে গিয়ে থমকে গেলেন। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন অ্যাঞ্জেল?

–অ্যাঞ্জেল আমার অ্যাপার্টমেন্টে আছে। তুমি যদি সাহায্য না করতে, তাহলে ওরা অ্যাঞ্জেলকে মেরে ফেলত।

কেলি আনন্দমুখর কণ্ঠস্বরে বললেন– খবরটা শুনে ভালো লাগছে।

এবার কী করতে হবে বলো?

-ওকে এয়ার ফ্রান্সের ফ্লাইটে তুলে দিন, যে ফ্লাইটটা নিউইয়র্কে আসবে। আমি ওকে তুলে নেব। তারপর? ইচ্ছে হলে আমাকে ওয়ালড্রপ টাওয়ারসে ফোন করুন।

–আমি তোমার কথা মতো কাজ করব।

–অনেক ধন্যবাদ। কেলি রিসিভার নামিয়ে দিলেন।

ডায়ানা জানতে চাইলেন অ্যাঞ্জেল ঠিক আছে?

–হ্যাঁ।

–আমার ভালো লাগছে।

হ্যাঁ, আমার খুব ভালো লাগছে। তুমি টাকাটা নিয়ে কী করবে?

ডায়ানা অবাক কী টাকা?

-কে আই জি পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সেটা নিশ্চয়ই আমাদের হাতে আসবে।

–কিন্তু কিংসলে মারা গেছেন।

–তাকে কী? কে আই জি তো বেঁচে আছে।

ওঁরা হাসলেন।

কেলি জানতে চাইলেন– ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে তুমি কী করতে চাইছ? তুমি কি আবার আঁকাআঁকি শুরু করবে?

ডায়ানা বললেন না।

-সত্যি?

–হ্যাঁ, একটা মাত্র ছবি আমাকে আঁকতে হবে। সেন্ট্রাল পার্কের ভেতর।

তার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল দুজন প্রেমিক প্রেমিকা সেখানে গিয়েছিল, বৃষ্টির মধ্যে পিকনিক করতে। তারপর? আমি দেখছি, তুমি কী করবে? তুমি কি আবার মডেলিং-এর জগতে ফিরে যাবে?

না, আমি পারব না।

ডায়ানা তাকালেন।

-হ্যাঁ, হয়তো, আমি তখন রানওয়েতে ছিলাম। আমি দেখতে পাচ্ছি, মার্ক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। উড়ন্ত বৃষ্টির মতো চুম্বন ছুটে আসছে। হ্যাঁ, আমি কাজে ফিরে যাব।

ডায়ানা হাসলেন ভালো কথা।

তারা একঘন্টা ধরে টেলিভিশন দেখলেন।

ডায়ানা বললেন- এবার ঘুমোবার সময় হয়েছে।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। তারা পোশাক খুলে ফেললেন। তারা বিরাট শয্যায় গা এলিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, মস্ত বড় অভিযান শেষ হল।

কেলি বললেন আমার ঘুম পাচ্ছে ডায়ানা। আলোগুলো নিভিয়ে দাও।

.

উপসংহার

বাতাস সম্পর্কে যা বলা হল, অথবা আবহাওয়ার পরিবর্তন, বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, সেটা সম্ভব। এই মুহূর্তে দুটো মহাশক্তিশালী দেশ বিশ্বের আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। তাদের মধ্যে একটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যটি রাশিয়া। অন্যান্য দেশও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে তারা এখনও পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই এই বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। নিকোলা টেসটা নামে এক বিজ্ঞানী প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তিনি মহাশূন্যের ভেতর এক ধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাতে চেয়েছিলেন। তাঁর গবেষণা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর ফল হতে পারে মারাত্মক। আমরা আবহাওয়াকে

আমাদের কাজে লাগাতে পারি। অথবা তাকে একটা বিধ্বংসী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

এরজন্য কতগুলো উল্লেখযোগ্য জিনিস চাই।

১৯৬৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট অফিসে একটা বিষয়ে পেটেন্ট দেওয়া হয়। বলা হয়, এর সাহায্যে আমরা সমুদ্রের জলকে বাষ্পে পরিণত করতে পারব। এবং এই যন্ত্রই বাষ্পকে আকাশে ঠেলে দিতে পারবে।

১৯৭১ সালে আর একটা পেটেন্ট দেওয়া হয়। এই পেটেন্ট দেওয়া হয়েছিল ওয়েসটিন হাউস ইলেকট্রিক করপোরেশনকে। এর সাহায্যে আমরা আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারব।

১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কমিটি আবহাওয়ার বিষয়ে একটা গবেষণা করেছিল। বিজ্ঞানীরা আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তা নিয়ে গবেষণা হতে থাকে। এর জন্য প্রতিরক্ষা বিভাগকে সজাগ করে দেওয়া হয়। বলা হয়, এর সাহায্যে আমরা সমুদ্রের বুকে কৃত্রিম ঝড়ের সৃষ্টি করতে পারব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে ১৯৭৯ সালে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বলা হয়, এখন থেকে কোনো দেশই আবহাওয়ার কাছে ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিশ্রুতি করতে পারবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

এইভাবেই হয়তো এই জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবসান ঘটানো হয়। ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক ধরনের পরীক্ষা করে। এর ফলে তারা উত্তর উইসকনসিন অঞ্চলে ছ-ঘণ্টা বৃষ্টিপাত ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি করা হয়। ১৭৫ মাইল প্রতি ঘন্টা বেগে ঝড় ছুটে যায়। এর ফলে প্রায় পাঁচ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। রাশিয়া ইতিমধ্যে নিজস্ব পদ্ধতি এবং পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা করতে থাকে।

১৯৪২ সালে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবর অনুসারে জানা গেছে যে, রাশিয়ান কোম্পানিরা পৃথিবীর আবহাওয়া নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

এইভাবেই দুটি দেশে আবহাওয়া সংক্রান্ত গবেষণা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। ৮০ সালে এখানে কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে।

একটি প্রতিবেদন মারফত জানা গেছে যে, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ৮০০ মাইল দূরে গত দু-মাসে ভয়ংকর সামুদ্রিক ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে টাইমস পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৯৩ সালের ২৯ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাতে আর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, এটি পড়লে আমরা জানতে পারি, কীভাবে সমুদ্রের স্বাভাবিক গতিবিধিকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পৃথিবীর নানা স্থানে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিপাত, খরা, বন্যা প্রভৃতি বিপর্যয় দেখা গেছে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। তা হল, আবহাওয়া একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। এই অস্ত্রকে ঠিকমতো ব্যবহার করা উচিত। আবহাওয়ার ওপরে বিশ্বের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। যদি আমরা ভূমিকম্প কিংবা খরার সম্মুখীন হই, তাহলে অর্থনীতিতে তার ঋণাত্মক প্রভাব পড়তে পারত।

আমরা এখন আরও শান্তিতে ঘুমোতে পারব। কারণ এক বিশ্বমাপের রাজনৈতিক নেতা বলেছেন– প্রত্যেকেই আবহাওয়া সম্পর্কে কথা বলার অধিকার রাখবেন। কিন্তু একে কেউ পরিবর্তন করতে পারবেন না।

এটাই বোধহয় এই মুহূর্তের শাশ্বত সত্য।